আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

(ত্রয়োবিংশ খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

পরমপিতার অপার করুণায় আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ২৩শ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে যাবতীয় বক্তব্য পূর্ব্ব-পূর্ব্ব খণ্ডের ভূমিকায় উক্ত হয়েছে।

এই খণ্ডের প্রথম বাণীটির (১৫৬৩ নং) অবতরণকাল ৬ই এপ্রিল, ১৯৬১, সকাল ১০টা এবং সর্ব্বশেষ বাণীটি (১৮৩০ নং) অবতীর্ণ হয় ঐ বৎসরের ২৭শে জুন, সকাল ৭টায়।

এই খণ্ডে মুদ্রণপ্রমাদবশতঃ ১৭৭৫ নম্বরের স্থানে ১৭৭৬ মুদ্রিত হ'য়ে যায়। একটি সংখ্যা এইভাবে বাদ প'ড়ে যাওয়ায় গ্রন্থের মোট বাণীসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬৭। এই গ্রন্থে নববর্ষ-উপলক্ষে প্রদত্ত একটি আশীর্ব্বাণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অন্যান্য খণ্ডগুলির মতন এই খণ্ডটিরও মূল অনুলেখক শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং এর সম্পাদনা ও সূচী প্রণয়নের কাজও করেছেন তিনিই।

স্বস্তিবুভুক্ষু মানবজীবনের জীবনদীপস্বরূপ এই মহাগ্রন্থ প্রতি ঘরে অনুধ্যাত ও অনুশীলিত হ'য়ে প্রতি অন্তরে নিয়ে আসুক শান্তির মলয়ানিল, এই আমাদের প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
ঝুলন পূর্ণিমা
২৫শে শ্রাবণ, ১৪০৭ (ইং ১০।৮।২০০০)

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথাও-চিত্তেরই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
পৌঁছাতে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পারে-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমার "আমি"

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

যতদিন
দেশের ধর্ম্মসংস্থাগুলি
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
স্বার্থ না হ'য়ে উঠছে—
নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে,

আর, প্রত্যেকে প্রত্যেকের
যোগ্যতাকে
বাড়িয়ে তোলার চেষ্টায়
স্বতঃ-সন্দীপনায়
নিয়োজিত না হ'চ্ছে,

সাংস্কৃতিক সন্দীপনায়
প্রত্যেককেই
সম্বুদ্ধ ক'রে না তুলছে—
লোকচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে,—
যা'র ফলে,
প্রত্যেক মানুষ
প্রত্যেক মানুষের

স্বস্তি, স্বার্থ, সদ্-আচার ও ব্যবহারে
প্রতিপ্রত্যেককে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোলে—
আত্মোৎসর্গের
উৎসারিত সুখ-নন্দনায়,

আরোগ্য-উৎসারণী তৎপরতায়—
যা'
পরিবেশ বা দেশের ভিতর
চারিয়ে গিয়ে

প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকে
তদনুপাতিক অনুনয়নে
চর্য্যাসম্পন্ন
কৃতী ক'রে তুলে থাকে—
আত্মনিয়মনী সম্বুদ্ধ
ও শক্তিসন্দীপ্ত ক'রে ;
প্রতিপ্রত্যেকেই যতক্ষণ
এমনতর অভিদীপনায়
স্বস্তি-আরতিতে
ফুল্ল হ'য়ে না উঠছে,—
তুমি
লাখ স্বাধীনতার মহড়া দাও,
লাখ কীর্ত্তির মহড়া দাও না কেন,—
লাখ বিভবে
বিভবান্বিত হও না কেন,
দেশ কি তোমার
শান্তি ও স্বস্তি-স্রোতা হ'য়ে উঠবে ?
বুঝে দেখ,
আর, এও কিন্তু বুঝে নিও—
প্রতিটি ব্যষ্টি
যা'রা বেঁচে থাকতে চায়
বাড়তে চায়,
সেখানেই আছে—
ধর্ম্মসত্তার অধিষ্ঠিতি । ৯৫৬৩ ।
৬।৪।১৯৬১, সকাল ১০টা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী
নববর্ষ স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ ও ৯২তম ঋত্বিক-অধিবেশন
উপলক্ষে

বিশাখার
বিপুল ব্যাপনা
রাগদীপ্ত অনুবেদনার সহিত
বহুল শাখা বিস্তার ক'রে
প্রদীপ্ত-সুন্দর
রাগ-বিভূতি
যেখানে সৃষ্টি করেছে,
সবিতৃ-দেবতা
তাপদীপ্ত অনুচলন নিয়ে
সেখানেই
বিদীপ্ত হ'য়ে আছেন ;
শীতের
সঙ্কোচনী-অনুসৃত
অনুবেদনাগুলিকে
বিক্ষিপ্ত ক'রে
পর্য্যায়ের প্রদীপ্ত চলনে
আজ হ'তে
গ্রীষ্মের আগমন হ'ল—
যা'-কিছুকে রাগতপ্ত ক'রে
উদ্দীপ্ত উদ্দীপনায়
উর্জ্জনার বিভবে
সবাইকে উদ্দীপ্ত করতে,—
যাতে ব্যক্তিত্বগুলি
বিশাল হ'য়ে
জীবন-বিভায় প্রদীপ্ত হ'য়ে
চলতে পারে—

ধৃতি-আচরণে
উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে,
কৃতিসম্বেগের
শ্রমমুখর তাৎপর্য্যে,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
আশিস্ বহন ক'রে ;
প্রকৃতি বলে—
তোমরা দাঁড়াও,
উঠে দাঁড়াও,
কর,
বিদীপ্ত কৃতি-সম্বেগে
স্বস্তির উপাসনায়
পরিচর্য্যার
শ্রমবিভোর তাৎপর্য্যে
সবাইকে
শিষ্ট-সুন্দর-সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
স্বস্তির
প্রসাদ বিতরণ ক'রে
প্রতিপ্রত্যেককে
প্রসাদ-সুন্দর ক'রে তোল—
বিহিত সঙ্গতি নিয়ে,
বহুশাখার
সমীচীন সঙ্গতির
সুন্দর বিনায়নে ;
প্রতিটি ব্যষ্টি-সমষ্টিকে
তুমি আলিঙ্গন ক'রো,
আর বল—
'ঈশ্বর !
আমরা যেন
আমাদের অস্তিত্বের
জয়গান ক'রে চলতে পারি' ;

কাউকে
দুঃখতপ্ত হ'তে দিও না,
বিরাগ-বেদনায়
বিকৃত হ'তে দিও না,
প্রতিটি ব্যষ্টি যেন
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
কৃতিযোগসুন্দর ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে
উচ্ছল হ'য়ে চলতে পারে ;

তোমাদের শিষ্ট-চলনা
প্রীতি-সঞ্চারণে
সবাইকে যেন
গ্রহণক্ষম ক'রে
সংস্কৃতির সুন্দর মাধুর্য্যে
বাস্তব বিভবের সৃষ্টি ক'রে
অনন্ত জীবনের
অধিকারী ক'রে তোলে ;

তাই বলি—
আর ব'সে থেকো না,
ওঠ,
জাগ,
চল,
কর,—

আর, তা'
প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য,
প্রত্যেকে
বহু সমষ্টির জন্য,
আর প্রতিটি সমষ্টি
প্রতিটি ব্যষ্টির জন্য ;—
পারবে না ?

এমনতর আগ্রহকে

প্রতিটি অন্তরে
দাউ দাউ ক'রে জ্বালিয়ে দিয়ে
সেই হোম-আহুতির ভিতর-দিয়ে
সবাইকে
অনন্ত জীবনের
অধিকারী ক'রে তুলতে পারবে না ?

তোমার জীবনের
প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিটি সীমাকে অতিক্রম ক'রে
অনন্তের দিকে উধাও হ'য়ে
স্বস্তি-অমরত্বে
অসীম হ'য়ে উঠুক ;

দুঃখদণ্ট
কেউ না থাকে,
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
স্বস্তি-নন্দনায়
প্রত্যেকেই যেন
প্রত্যেকের
বিভব-আহুতি হ'য়ে ওঠে,

সবাই
সুষ্ঠু সার্থকতায়
তীব্র কৃতী হ'য়ে উঠুক ;

তোমরা
অসীমের কোলে
অমর হ'য়ে বেঁচে থাক,
শিষ্ট-সুন্দর
সাত্বত আচরণ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
অসীমে
অমরত্বের প্রতিষ্ঠা কর—
ব্যতিক্রমকে বিতাড়িত ক'রে,

জীবনের সাত্বত ক্রমকে

সুন্দর ক'রে তোল,
তৃপ্ত হও,
দীপ্ত হও,
স্বস্তি ও শান্তির
প্রতীক হ'য়ে দাঁড়াও
প্রতিপ্রত্যেকে ;
আর, ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
এই অভিনন্দনা
পরমকারুণিকের
চলন-বিভবী চরণে
অঞ্জলিস্রোতে
উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠুক ;
পরম দয়াল !
পরমপিতা !
জীবনের
পরম বিভব তুমি !
জীবনে
কাউকে
ব্যর্থ হ'তে দিও না,
সবাই
সার্থক-সুন্দর হ'য়ে উঠুক ;
আমি বুঝি না,
আমি জানি না,
কিন্তু থাকতে চাই,
বাঁচতে চাই,
বাড়তে চাই,—
তা' প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
সবকে নিয়ে ;
সবাই যেন
তোমার প্রসাদে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—

অসীম জীবনের
অধিকারী হ'য়ে ;
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
জীবন-উর্জ্জনা
কখনও যেন কা'রো
মন্দ'র না হয়,
মন্থর চলনে না চলে ;
দয়াল আমার !
তোমার চরণে
আমার
এইই একান্ত ভিক্ষা । ৯৫৬৪ ।
৬।৪।১৯৬১, রাত ৮-৫

কোন বস্তু বা বিষয়কে
জানতে হ'লে
সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে হয়—
তা'র বাইরের
অবয়ব বা কিরকম !
ভেতরের বৈধানিক সংগঠনই
বা কেমনতর !
তা'র পক্ষে ভাল কী !
মন্দই বা কী !
ভাল ঔপাদানিক সংযোজনায়
তা'র কেমনতর হয় !
আর, তা'র
মন্দ ঔপাদানিক সংযোজনাই বা কী !
আর, সেই মন্দ সংযোজনাতে
কী হয় !
আবার, ভালমন্দ
ঔপাদানিক সংযোজনার ফলেও

বা কিরকম দাঁড়ায় !
তার অস্তিত্বের পক্ষে
কীই বা উচিত !
কীই বা তার অস্তিত্বের
ব্যতিক্রম !—
সবগুলিকে
দেখে-শুনে-বুঝে
জানতে হবে,

জেনে—
একটা সমীচীন সঙ্গতিতে এনে
তা'র অস্তিত্বের জন্য
বিহিত ব্যবস্থা যা'
তা' নিরূপণ করতে হয় ;
আর, যা'তে তা' ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়—
সেগুলি যা'তে তিরোহিত হয়,
তাইই করা সমীচীন ;

সঙ্গতিশীল
ঐক্যনিবদ্ধ
অন্তঃস্থ অনুকম্পনই
বস্তুর প্রাণনদীপ্তি—
যা' জীবন-স্পন্দনকে
স্বস্থ অনুবেদনায়
প্রাণন-পুষ্ট ক'রে তোলে,
আর, সেই স্পন্দনই কিন্তু
জীবন-চেতনা ;

তাই, অস্তিত্বের শিষ্ট সঙ্গতি
ও তা'র বাহ্যিক
এবং আন্তরিক সংগঠনগুলিকে
উপযুক্ত ঐক্যতানিক
অনুগঠনে রেখে
সম্বর্দ্ধনী সঙ্গতিকে

যথাযোগ্য রকমে
উচ্ছল ক'রে তুলতে হয় ;
তবে তো বুঝবে !
করতেও পারবে তেমনি । ৯৫৬৫ ।
১০।৪।১৯৬১, বিকাল ৪-৮

সহ্য কর,
সাবধান হও,
শিষ্ট আচার-ব্যবহার নিয়ে
চ'লতে থাক,
ক্ষমা পাবে,
ক্ষমতাও বাড়বে । ৯৫৬৬ ।
১৩।৪।১৯৬১, সকাল ৮-২০

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টি রেখে
সমীচীন চলনে চল,
ভ্রান্তি তোমাকে
জব্দ ক'রবে কমই । ৯৫৬৭ ।
১৩।৪।১৯৬১, সকাল ৮-২১

চল—
কিন্তু নির্ব্বিঘ্নতায় নজর রেখে,
বিঘ্নতাকে এড়িয়ে,—
বিব্রত হবে কম । ৯৫৬৮ ।
১৩।৪।১৯৬১, সকাল ৮-৩০

বৈশাখের
নব উৎসর্জ্জনায়
আমার পরম পুরুষ
যিনি পূরণধ্বনি
কুলমালিক

পরমপিতা—
তাঁর কাছে
এইই একান্ত প্রার্থনা—
প্রতিপ্রত্যেকেই যেন
নীরোগ—নিরাপদ
ধীমান—শ্রীমান
কুশলকৌশলী
পরাক্রমী ক্রিয়মাণ
সুস্থ—সবল—চিরায়ু হ'য়ে
বেঁচে থাকে ;
আর, আমার এই কাতর প্রার্থনা
যেন তিনি
মঞ্জুর করেন । ৯৫৬৯ ।
১৪।৪।১৯৬১, সকাল ৬-২০
১লা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৬৮

প্রার্থনা
সার্থক হ'য়ে ওঠে
শ্রদ্ধানিপুণ কৃতি-তপে,
আবার, নিষ্ঠাও তেমনতরই
অনুরাগদীপ্ত জপেই
সিদ্ধ হ'য়ে থাকে—
তদনুগ আচার-ব্যবহার
ও পরিচর্য্যা নিয়ে । ৯৫৭০ ।
১৪।৪।১৯৬১, বেলা ১১-৩০

পাওয়াতে
পা বাড়াতে গিয়ে
যেখানে
শিষ্ট অনুকম্পা নাই,

সৎ ব্যবহার নাই,
শুভ পরিচর্য্যা নাই,—
তা'
অস্বস্তি ও বিপাককেই
কুড়িয়ে আনে। ৯৫৭১।
১৫।৪।১৯৬১, সকাল ১০-২৫

শিষ্ট সম্বেদনার সহিত
কর্ম্ম ক'রে যাও—
তা'র তুকতাক সব নিয়ে,
বিহিত ত্বরিত্যে,
এমনি ক'রে
কৃতী হ'য়ে ওঠ,
সহজ জ্ঞানসমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
পরিচর্য্যী কৃতি-সন্দীপনায়;
এমনি ক'রেই
তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্যাপৃত ও ব্যাপ্ত হ'য়ে চলুক—
সহ্য, ধৈর্য্য
ও অধ্যবসায়ী তৎপরতায়;
আর, এই কৃতি-ভজনাই
তোমার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে
ভজমান ক'রে তুলুক,
ভগবত্তার আশীর্ব্বাদ
অঢেল হ'য়ে উঠুক
তোমাতে—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির স্থণ্ডিলে,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
অর্ঘ্য-অঞ্জলি নিয়ে। ৯৫৭২।
২৭।৪।১৯৬১, সকাল ৯-১০

অস্তিত্বকে
যা' ধারণ করে না—
তা' বিধিও নহে,
আইনও নহে । ৯৫৭৩ ।
২৭।৪।১৯৬১, সকাল ৯-১৫

নিজেকে আগে ঠিক রাখ—
প্রস্তুতিপ্রসন্ন উপচারে
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ নিয়ে
কৃতি-উদ্দীপনায়
পরিচর্য্যী আবেগ-উচ্ছলায়,
তবে তো করবে !
তবে তো হবে !
তবে তো সপরিবেশ তুমি
সজাগ সন্দীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে !
নিঃস্ব হও—
ক্ষতি নেই,
দারিদ্র্যব্যাধি-আক্রান্ত হ'য়ো না,
পারগতাকে
পুষ্পিত ক'রে তোল—
সফল সম্বর্দ্ধনা নিয়ে । ৯৫৭৪ ।
৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৪-৪৫

বর্দ্ধনাই যদি চাও—
ক্ষুদ্রকে তাচ্ছিল্য ক'রো না,
ক্ষুদ্রেরই
সঙ্গতিশীল সংক্রমণই হ'চ্ছে—
বৃহৎ । ৯৫৭৫ ।
৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-৮

বৃহতের
বিয়োগ-ব্যাপৃতিই
ক্ষুদ্রকে
ক্ষুদ্র ক'রে তোলে,
তাই, যা' ক্ষুদ্র
তাকে তাচ্ছিল্য ক'রবার নয়
কিন্তু,
যোগারূঢ় তাৎপর্য্যে
সার্থক সমন্বয়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠাই
ক্ষুদ্রত্বের সার্থকতা। ৯৫৭৬।
৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-১৪

কাঙ্গাল থাক—
ক্ষতি নেই,—
অন্তরে
নিষ্ঠানন্দিত বিভব নিয়ে
কৃতি-উদ্দীপনা নিয়ে
লোকচর্য্যার বিহিত তাৎপর্য্যে
ভরপুর থেকে,
আর, তা'ই হোক তোমার
ইষ্টপূজার
আনন্দ-আরতি। ৯৫৭৭।
৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-২২

তোমার নিষ্ঠাকে
পরাক্রমশীল ক'রে রাখ—
ঊর্জ্জনাদীপ্ত ক'রে
ভজনদীপ্ত ভক্তি নিয়ে,
কিন্তু মনে রেখো—
যা' সত্তার পক্ষে অসৎ,

অস্তিত্বকে যা'
দরিদ্র ক'রে তোলে,
উপযুক্তভাবে তা'কে
নিরোধ করতে ভুলে যেও না ;
ভক্তি যদি
অসৎ-নিরোধী না হয়,—
নিষ্ঠায় কি কখনও
পরাক্রম থাকে ? ৯৫৭৮ ।
৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-৫০

যখন যা'
স্বাস্থ্যকে
সন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
তা'ই কিন্তু
সাধু ও সহজপাচ্য,
তা'র ব্যতিক্রম কিন্তু
বিধ্বস্তিকেই ডেকে আনে। ৯৫৭৯ ।
৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-৫৫

তুমি যতখানি তোমাকে
ব্যাপ্ত ক'রে তুলবে—
সাত্বত চর্য্যা নিয়ে,
বিষ্ণু-বিভাও
তোমাতে ততখানি গজিয়ে উঠবে । ৯৫৮০ ।
৩।৫।১৯৬১, রাত ৭টা

বস্তু মানে তা'ই—
যা'র অস্তিত্ব আছে,
যে থাকে,
যা'কে বোধ করা যায়। ৯৫৮১ ।
৩।৫।১৯৬১, রাত ৯টা

জানার
সঙ্গীতশীল তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
বেদ,
বোধের পাল্লায় যা' নাই
কিংবা দাঁড়ায় না—
যে কোনরকমেই হোক,
সে বোধ কিন্তু
বেদের অগ্রদূত নয়,—
বরং সন্ধান-সাপেক্ষ। ৯৫৮২।
৩।৫।১৯৬১, রাত ৯-৫

কামে আতুর হ'য়ো না,
কামনা ও তদনুগ ক্রিয়া
সপরিবেশ তোমাকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক
উদ্দাম ক'রে তুলুক—
বিপুল শুভ সার্থকতায়,
আর, সিদ্ধি
স্বতঃ হ'য়ে উঠুক,
আর, তা' অঞ্জলি দাও
তোমার ইষ্টে—
ইষ্টবেদীমূলে ;
বরং প্রীতিকামী হও,
শুভ পরিচর্য্যায়
সবাইকে সন্দীপ্ত ক'রে তোল। ৯৫৮৩।
৪।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-৪৫

ঐতিহ্যের
জীবন-দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সংস্কারে

যা' সবার পক্ষে অবশ্য পালনীয়,
যা' ঋষির দর্শনের ভিতর-দিয়ে
দেশ-কাল-পাত্রের
সঙ্গীতিশীল তাৎপর্য্যে
আমাদের কাছে আবির্ভূত হ'য়েছে—
তা'ই তো দশবিধ সংস্কার। ৯৫৮৪।
৪।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-১৫

তোমার
যা'র প্রতি যেমনতর
আপ্যায়নী অনুচর্য্যা—
সমীচীন ও সৎসন্দীপী,
সেখানে তেমনি ক'রো,
অবজ্ঞা ক'রো না;
এমনি ব্যাপৃতির ভিতর-দিয়ে
তুমি সবার অন্তরে
পরিব্যাপ্ত হও,
বিভূতি
বিভব-সন্দীপনায়
উত্তাল হ'য়ে উঠুক। ৯৫৮৫।
৪।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-৩০

ঠ'কো না,
ঠকায় সাধুত্ব নেইকো,
আছে অজ্ঞতা,
আর, অজ্ঞতাই
অপলাপের জননী। ৯৫৮৬।
৪।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-৩৮

তুমি বীর হও,
সবা'র অন্তরে
প্রেরিত হ'য়ে চল—

উদ্দাম উৎসজ্জ'নায়
আরোর আরতি নিয়ে,
স্বস্তির সামগানে
সবাইকে স্বস্থ ক'রে তুলে ;

তোমার বীরত্ব
স্বস্তি-উৎসজ্জ'নায়
প্রতি অন্তরে
সুপ্রতিষ্ঠিত হোক,
কৃতি-সন্দীপনায়
তা' মূর্ত্ত' হ'য়ে উঠুক,
উজ্জ'নার তৃপণ-তর্প'ণ
সবাইকে
উত্তাল ক'রে তুলুক—
উদ্দাম স্বস্তি-অভিসারে,
স্বস্তিমান বাক্-ব্যবহারের
শুভ পরিচর্য্যায় । ৯৫৮৭ ।
৪।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-৫৮

যখনই দেখছ—
দেশ বা সমাজ
নানাদলে
টুকরো টুকরো হ'য়ে চ'লছে—
বিপর্য্যয়ী হিংসার অভিসার নিয়ে,
ঠিক বুঝো—
জীবনে
পরম স্বার্থ যা'
তা'কে সবার ভিতর
সঞ্চারিত ক'রে তুলতে পার নি,
তা'কে প্রভাবিত ক'রে
তুলতে পার নি,
বৈধী বিনায়নে

সক্রিয় ক'রে
তুলতে পার নি তা'কে—
যা'
সত্তাকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির সহিত
বিধৃত ক'রে রাখে—
অকাট্য প্রীতিবন্ধনে,
যা'র ফলে—
অজচ্ছল টুকরোতে
যদি বিভক্তই হ'য়ে যায়,
কিছুতেই ফয়দা আসবে না
তা'তে,
মরণপন্থী শাতনদীপনা
প্রবৃত্তির কামলোলুপতায়
তথায়
প্রভাব-বিস্তার ক'রে চলেছে ;
সংশোধন কর,
সাবধান হও,
সঙ্গতিশীল সন্দীপনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
বিনায়িত ক'রে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে
একায়িত ক'রে তোল—
ব্যাপ্তির বিমল দ্যোতনায় ;
হাসতে থাক,
আর, সে হাসিতে
তোমার অন্তর-দেবতা
হাস্যোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুন । ৯৫৮৮ ।
৪।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৩৩

ভরপুর নিষ্ঠানন্দনায়
দীপ্ত হ'য়ে চল—
নিভু-নিভু চলনকে
বিহিতভাবে নিরোধ ক'রে—
কৃতি-সন্দীপনার
হোম-আহুতি নিয়ে—
প্রতি ঘটে ঘটে
তা'কে সংস্থাপিত ক'রে—
শুভ্র সাম-সন্দীপনায়
প্রত্যেকটি হৃদয়কে উচ্ছল ক'রে—
সঙ্গতির শুভ বন্ধনে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
অমনি ক'রেই
সব দিক দিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
শুভ-সন্দীপ্ত স্থণ্ডিলের
হোম-আহুতিতে,
আর, সেই স্থণ্ডিলের
অগ্নিই হ'চ্ছে—
ইষ্টনিষ্ঠা,
ইষ্টানুসরণ । ৯৫৮৯ ।
৪।৫।১৯৬১, ৬-৪০

পরিবেশ ও পরিস্থিতির
উর্জ্জনাশীল সম্বর্দ্ধনা
প্রতিটি ব্যক্তিত্বের
উচ্ছল উদ্‌ভাসনায়
অচ্ছেদ্য শুভ-সঙ্গতির
সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
যখন তা'র অভাব হয়,
তখনই মানুষ

স্বার্থকামান্ধ হ'য়ে
অন্য হ'তে নিজেকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে—
ঐ কামলোলুপ
স্বার্থসন্দীপনী অনুপ্রেরণা নিয়ে,
তখনই মানুষ
অন্যকে হিংসা করতে শেখে,
তখনই মানুষ
মৈত্রীকে জলাঞ্জলি দিয়ে
তা'র জীবন-উর্জ্জনাকে
ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব ক'রে
নিজেকে
শাতন-আহুতি ক'রে তোলে,
ফলে, জীবন
বীর্য্যহীন পরাক্রমে
ধ্বংসের ধ্বান্ত তমসায়
নির্ব্বাপিত হ'তে চলতে থাকে,
হতাশা
কৃতি-সন্দীপনাকে
খর্ব্ব ক'রে তোলে—
জীবনকে
জাহান্নমে ব্যাপৃত ক'রে। ৯৫৯০।
৪।৫।১৯৬১, রাত ৭-৫

যদি মানুষ হ'তে চাও—
তোমার জীবনে
ইষ্টনিষ্ঠা
অচ্ছেদ্য ও অকাট্য ক'রে তোল,
শত তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতেও
যেন তা'
বিকৃত না হয়,

বিক্ষুব্ধ না হয়,
নির্ব্বাণমুখী হ'য়ে যেন তা'
আত্মবিশ্বাসঘাতক হ'য়ে না ওঠে,
আর, নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ ও শ্রমসুখপ্রিয়তা—
এই-ই জেনো, বর্দ্ধনার মূলধন,—
যা'র চর্য্যায়
তোমার সত্তা
প্রতি ব্যক্তিতে ব্যাপৃত হ'য়ে
উচ্ছল উদ্দীপনায়
আরো আরোর পথে
চলতে থাকবে ;
ও যদি না থাকে—
হাজার ধ্যান-ধারণা,
জপ-তপ,
চুরি-ডাকাতি, বদ্‌মতলববাজি
যতই কর না কেন—
রেহাই পাবে না কিছুতেই
ঠিকই জেনো । ৯৫৯১ ।
৪।৫।১৯৬১, রাত ৭-১০

বেতা আচার্য্য যিনি—
তিনি সবারই শিক্ষক,
কারণ, তিনি
সংস্কৃতির মূল প্রণালী
সব জানেন,
তাঁ'র কাছে
শিক্ষা-উপদেশ নিলে
এবং তাঁ'র সঙ্গ ক'রলে
ইষ্টনিষ্ঠার ব্যাঘাত তো হয়ই না
বরং বেড়ে যায় ;

কিন্তু ইষ্ট যিনি—
তিনি সবারই গুরু,
এমনতর ইষ্টকে ত্যাগ করা—
আত্মঘাতী উৎসর্জ্জনার
পরম বান্ধব,
আত্মবিশ্বাসঘাতকতার
অকাট্য উপকরণ। ৯৫৯২।
৪।৫।১৯৬১, রাত ৭-৩০

ইষ্টনিষ্ঠায়
অটুট থাক,
অস্খলিত থাক,
নিটোলভাবে
তাঁর নিদেশ পালন ক'রে চল—
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
যা'ই আসুক না কেন,
সব
প্রীতি-উদ্যমে সহ্য ক'রে,
কৃতি-উৎসারণা নিয়ে,
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট থেকে ;
যাঁ'রা সৎ পুরুষ
তাঁ'দের কাছে যাও,
সেখানে ব'সো,
আলাপ-আলোচনা ক'রো,
যা' তোমার পক্ষে আহরণযোগ্য—
তা' আহরণ কর,
কিন্তু নিজে সব সময়
অটুট থেকো—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠায় ;
ইষ্টত্যাগ—
মহাপাপের,

ও একটা
আত্মঘাতী উদ্দাম অভিসার,—
যা' মানুষের
নিষ্ঠানন্দিত ধৃতি-উৎসারণাকে
নষ্ট ক'রে দিয়ে
তা'কে
বিকৃত ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে তোলে ;
যাদের
ইষ্টনিষ্ঠা নেই,
ইষ্টানুগ ক্রিয়াকলাপ নেই,
ইষ্টে
প্রীতি-উৎসারণা নেই,
তাঁ'রা যদি সৎলোকও হন—
তা'ও কিন্তু সঙ্ঘাত-সন্দীপী,
ইষ্টনিষ্ঠাকে
তা'রা
বাড়িয়ে দিতে পারে না,
ভঙ্গুর ক'রে তুলতে পারে—
জাহান্নমের পথ
আরোতম
স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলে,
সাবধান থেকো তা'দের থেকে ;
ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত
সৎপুরুষ যাঁ'রা—
তাঁ'রা কিন্তু অন্যরকম,
সৎ-এর আভাস
যেখানেই আছে—
সেখানেই তাঁ'রা ভক্তিমান,
ইষ্টপুরুষ যিনি
তাঁ'কে ব্যাহত ক'রে
কথনও

তাঁ'রা কা'রো
ভ্রান্তি উৎপাদন করেন না,
কিন্তু ভ্রান্ত যে
সে
যে আচারদুষ্টই হোক্ না কেন—
তা'র ভ্রান্তি নিরাকরণ ক'রে
তাঁ'রা তা'কে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
জাগ্রত ক'রে তুলে থাকেন ;
তাই বলি—
সবার কাছে যাও,
সবার সাথে আলাপ কর,
সবার সাথে প্রীতি রাখ,—
নিজের ইষ্টার্থকে
অটুট রেখে ;
যিনি ইষ্টপুরুষ—
তিনি যখনই আসেন,
তখনই কিন্তু
সবারই তিনি ইষ্ট—
মঙ্গল-উৎসর্জ্জনা,
নন্দনার
সন্দীপনী সুপ্রভা,
কাল তাঁ'কে
ক্ষুণ্ণ করতে পারে না,
বিচ্ছিন্ন করতে পারে না । ৯৫৯৩ ।
৪।৫।১৯৬১, রাত ৮টা

যেখানে প্রীতি নাই—
পরিচর্য্যাও অন্তর্দ্ধান সেখানে,
প্রীতি-পরিচর্য্যা যেখানে নাই—

সেখানে সঙ্গতিও নাই,
সঙ্গতি যেখানে নাই—
শক্তিও সেখানে মন্থর,
শক্তি যেখানে সাবলীল নয়কো—
আগ্রহও সেখানে দুর্ব্বল,
যেখানে আগ্রহ উদ্‌ভ্রান্ত-দুর্ব্বল—
কৃতিও সেখানে অবাস্তব,
বিচ্ছিন্ন-বিক্ষুব্ধ-দিশেহারা,
আর, যেখানে
কৃতি-উন্মাদনা অমনতর—
সংস্কৃতিও
মন্থর হ'য়ে ওঠে সেখানে,
ঐতিহ্য ও সংস্কারে
সংস্থাপিত হ'য়ে
তা'
জাগ্রত হ'য়ে উঠতে পারে না—
সার্থক সুকেন্দ্রিক
নিষ্ঠানিয়মনী তাৎপর্য্যে,
আর, অমনতর বিভ্রান্তি
যেখানে রাজত্ব করতে থাকে—
সেখানে উচ্ছৃঙ্খলাও
বাস্তব বিন্যাসে
সব যা'-কিছুকে
বিশৃঙ্খল ক'রতে ক'রতে
চ'লে থাকে,
আবার, ঐ চলন
ব্যক্তি ও দেশের
সমাধি রচনা ক'রে
সব যা'-কিছুকে
জাহান্নমের পথেই
পরিচালিত ক'রে থাকে ;

তাই বলি—
অকাট্যভাবে ইষ্টনিষ্ঠ হও,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে চল,
শ্রদ্ধা ও ভক্তির উর্জ্জনায়
শ্রমসুখপ্রিয়তার
তৃপণ-তাৎপর্য্যে
সব যা'-কিছুকে
নিষ্পন্ন কর,
সঙ্গতিশীল
সার্থক
আগ্রহ-নন্দিত উদ্দীপনায়
বিশাল ও বিপুল হ'য়ে ওঠ—
সবকে নিয়ে,
তোমার প্রাণন-সুর
স্পন্দন-অভিসারে
স্বর্গকে আলিঙ্গন করুক। ৯৫৯৪।
৫।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৫

গাছে ফুল ফোটে,
গাছের হ্লাদিনী উৎসর্জ্জনা
তা'র উপাদান-উপকরণ
সংগ্রহ ক'রে
বিহিত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
সেগুলি বিন্যস্ত ক'রে
ফুলের যা'-কিছু
সংগ্রহ ক'রে থাকে—
তা'র পরিস্থিতি ও পরিবেশের
বিহিত সুব্যবস্থ সন্দীপনায়,
নীরবে

তা'র গন্ধ ও রূপের
বিকীরণায় ;
যে সময়ে
যে অবস্থায়
তা'র ফুটন্ত হওয়া উচিত
তেমনতরই হয়,—
তা' একটু আগেই হোক্
আর পরেই হোক্,—
ঐ উপাদান-সংস্থিতির
সুব্যবস্থ অনুশাসনে,
তা'দের প্রকৃতিই
স্বতঃক্রিয় সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
তা' ক'রে থাকে,
তা'দের ছোট-বড় বিকাশও
ঐ ওরই আহৃতির
বিহিত বিন্যাসে ;
তা'ই বলি—
তোমার অন্তর্নিহিত
হ্লাদিনী-আগ্রহ-উন্মাদনা
তোমার সত্তাকে
এমনতরই আলোড়িত ক'রে তুলুক—
ঐ উপাদান ও উপকরণ
সংগ্রহ ক'রে
বিনায়িত বিন্যাসে—
যা'তে তুমি
সত্তায় সংস্থিত হ'য়ে
প্রতিটি সত্তার ভিতর
তোমার ঐ সুষমা
সাগ্রহ-সুন্দরে সম্প্রসারিত ক'রে
তোমাকে
পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলতে পার

প্রত্যেকের অন্তরে—
ঐ হ্লাদন-ক্রিয়াকে
সজাগ ক'রে তুলে,—
যা'র ফলে,
যে যেমনতর
তেমনি ক'রেই
তা'র উৎসর্জ্জনী সম্বেগ
ও উপাদান-উপকরণের
বিহিত বিন্যাসে
সে
অমনতরই ফুটে ওঠে—
হ্লাদন-দীপনা
প্রত্যেকের ভিতর সঞ্চারিত ক'রে ;

আবার বলি—
হ্লাদন-সঙ্গতির ভিতর-দিয়েই
যে-যে উপাদান সংগ্রহ ক'রে
গাছ
ফলপ্রসব করে—
ফলে সংরক্ষিত হয় তা'র বীজ,
যে বীজ
মৃত্তিকার
সহযোগ-সঙ্গতির পরিচর্য্যায়
আবার ঐ জাতীয় গাছেরই
উদ্‌ভব ক'রে থাকে ;

আবার, বায়ুর বিচ্ছুরণে
গাছ তা'র বীজগুলিকে
বিচ্ছুরিত ক'রে থাকে—
তদনুগ বৃক্ষকে
উৎসর্জ্জিত ক'রে
আবহাওয়ার পরিচারণায় ;

তাই বল—
'অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্ম্গয়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়',
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
দুনিয়ায়—
দুনিয়ার প্রত্যেকটি অন্তস্তলে—
দীপ্ত উর্জ্জনায়,
তারস্বরে সবাই ব'লে উঠুক—
'অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'—
নন্দনার
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে—
অমরার
অমৃত-উৎসারণায়,

আর, একসাথে
গেয়ে উঠুক সবাই—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্',

এমনি ক'রেই
স্বর্গ

মর্ত্ত্যের প্রতিটি হৃদয়ে
নেমে এসে
ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাসে
হ্লাদিনী নন্দনায়
উদ্দীপিত হ'য়ে উঠুক
সজাগ হ'য়ে উঠুক—
অচ্ছেদ্য আলিঙ্গন-বন্ধনে
বদ্ধ হ'য়ে—
প্রতিটি বিভিন্ন

ভিন্ন থেকেও
একায়িত উর্জ্জনায়। ৯৫৯৫।
৫।৫।১৯৬১, বিকাল ৪-৩৫

যদি ভালই চাও—
যা'তে অন্যের ভাল হয়
কায়মনোবাক্যে
স্বার্থপ্রত্যাশা না রেখে
তা'ই ক'রে চল,
ঐ ভাল করার প্রতিধ্বনি
মানুষের অন্তরে
জাগ্রত থেকে
তোমার যা'তে ভাল হয়—
বোধ ও বুদ্ধিমাফিক
তা'রা তা' ক'রেই চলবে,
কারণ তুমি তা'দের
ভাল'র
সার্থক স্থণ্ডিল হ'য়ে চলেছ,
চতুর দক্ষতা নিয়ে
অমনতর ভাল ক'রে চল,
ভাল
সহজ-সুন্দর প্রীতি-উৎসারণায়
তোমার কাছে আবির্ভূত হবে;
ভাল পাওয়ার
সুষ্ঠু পন্থাই হ'চ্ছে—
ভাল করা—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি করা—
সাবধান সমীক্ষায়। ৯৫৯৬।
৬।৫।১৯৬১, সকাল ৮-১২

তৃপ্তিই যদি চাও—
সুষ্ঠু সুন্দর ব্যবহারে
লোকতর্পণ কর—
লোকের তৃপ্তি দাও,
উচ্ছল নন্দনায়
উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
ঐ লোকই তোমার
তৃপ্তির আশিস্
ব'য়ে নিয়ে আসবে,
এমন-কি, যা'রা তোমার সহিত
অশিষ্ট ব্যবহার করেছে—
শিষ্ট অনুশাসন-তর্পিত
ব্যবহার ও চর্য্যা নিয়ে
তা'দের অন্তঃকরণ
তৃপ্তিপ্রসন্ন ক'রে তোল,
স্বস্তি
সৎ-পরিস্রবা হ'য়ে
তোমাকে
তর্পণ-স্নাত ক'রে তুলবে । ৯৫৯৭ ।
৬।৫।১৯৬১, সকাল ৮-১৮

অবাঞ্ছিত
প্রতিটি ব্যবহারই
মানুষকে সাধারণতঃ
দুঃখবিহ্বল ক'রে তোলে,
তুমি দুঃখনন্দিত হ'য়েও
যেমন পার
যতখানি তোমার সম্ভব—
লোককে
সুখী করতে চেষ্টা ক'রো—
তোমার চালচলন,

দৃষ্টি,
হাসি-কান্না
সব-তা'র ভিতর দিয়ে,—
বীর্য্যবান তৎপরতায়,
ক্রমেই দেখো—
অনেকেই তোমাকে
সুখী করতে চাইবে—
তুমি যেমন করছ
তা'রই প্রতিক্রিয়ায় । ৯৫৯৮ ।
৬।৫।১৯৬১, সকাল ৮-২২

সংযত হও,
সংযম শিক্ষা কর,
অভ্যস্ত হও তা'তে,—
যা'তে
অবাঞ্ছিত যা'-কিছু
তোমাকে উস্‌কে তোলে—
সেগুলিকেও সংযত করতে পার—
ইষ্টনিষ্ঠার
আনত অভিষিঞ্চনে,
আনুগত্য ও কৃতির
উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনায়,
শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল চলনে । ৯৫৯৯ ।
৬।৫।১৯৬১, সকাল ৮-২৪

তুমি দীনভাবাপন্ন হও,
কিন্তু খুঁজে-পেতে
বেশ ক'রে দেখো
তোমার অন্তঃকরণে—
তোমার অন্তঃস্থ ইষ্টনিষ্ঠা
স্রোতল উৎসর্জ্জনায়

যেন দৈন্যগ্রস্ত না হয়,
আন্তরিক অভিব্যাপ্তি
প্রদীপ্ত তাৎপর্য্যে
শুভ প্রতিক্রিয়ায়
অনেক দৈন্যের
বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে—
তোমার ব্যক্তিত্বের শুভ সমর্থনে। ৯৬০০।
৬।৫।১৯৬১, সকাল ৮-২৭

কা'রো সেবা-পরিচর্য্যার বেলায়,
অতিথির
আপ্যায়নী পরিচর্য্যার বেলায়,
সমাজ ও জীবনীয়-সংস্কার
ইত্যাদির বেলায়
তা'র বিধি-বিধায়িত
আচার, নিয়ম বা কুলাচার, ইত্যাদিকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তুলো না,
তুমি
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের সহিত
তা'ই ক'রো—
যা'তে
কুল বা জীবনীয় ব্যাপারে
কোন সংঘাত না আসে,
শিষ্ট অনুবেদনার সহিত
যা'র যেখানে যেমনতর খাটে—
তেমনি ক'রে চ'লো,
হামবড়াই-উৎসর্জ্জনার আওতায় প'ড়ে
নিজেকে
দৃপ্ত করার আবেগ নিয়ে
কা'রো বৈশিষ্ট্যের
শিষ্ট আচরণগুলিকে

ভাঙ্গতে যেও না,
তা'তে কিন্তু লোকে
ক্রমশঃই
নিষ্ঠাহারা-ব্যতিক্রমদুষ্ট
হ'য়ে উঠবে,—
যা'র ফলে,
তোমার জীবন-চলনা
নিকৃষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে ;
েবশ নিখুঁত নজরে
দেখে-শুনে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা' ক'রো ;
আবার, এও নজর রেখো,
শাস্ত্রেরই বিধি—
'আতুরে নিয়মো নাস্তি',
বিপর্য্যয়ের
দুষ্ট আক্রমণ হ'তে রক্ষা করতে
যেখানে যেমন করণীয়
তা' ক'রো,
নজর রেখে চ'লো ;
এতে
তোমার কুলনিষ্ঠাও বেড়ে যাবে,
অন্যের কুলমর্য্যাদাকেও
অভ্যর্থনা করা হবে,
বিব্রত বোধ করবে না কেউ ;
স্বস্তি দাও,
সুখী হও । ৯৬০১ ।
৬।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬টা

শিষ্ট হ'য়েও অলস যা'রা—
তা'রা

বিহিত দৃষ্টি নিয়ে
সময়কে
কখন কেমন ক'রে
ব্যবহার করতে হয়—
তা' বুঝে উঠতে পারে না,

তা'দের
গুণের সুরগ্রাম
ক্রমশঃই কমে যায়,

ফলে—
অন্তঃস্থ পরাক্রমের
নিবিষ্ট অনুপ্রাণনতাও
মন্থর হ'তে থাকে ;

শিষ্ট ও সুষ্ঠুভাবে
সময়ের সদ্ব্যবহার
করতে শেখো—
কৃতিসন্দীপনী তাৎপর্য্যে ;

সদ্গুণ থাকা সত্ত্বেও
সময়কে
সৎসুন্দর ক'রে ব্যবহার করার
ঐ হ'চ্ছে শিষ্ট তুক্,
অলস না হওয়ার
ঐ একটা
উপযুক্ত উৎসারণী উদ্দীপনা। ৯৬০২।
৭।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৪৫

তোমাকে ভালও হ'তে হবে—
বোধ ও কর্ম্মের সুসঙ্গতির সহিত
ক'রে চ'লে,

মন্দই যদি হ'তে চাও
তা'ও কিন্তু হ'তে হবে—

ঐ বোধ ও কর্ম্মের
সহযোগ-তৎপরতায়,
কিংবা স্থবির হ'য়ে থাকতে হবে—
ঐ বাক্, কর্ম্ম ও চিন্তার
সমবায়ী অলস উদ্যমে,
সব চেয়ে তাই-ই ভাল—
যা'তে
বোধ ও কর্ম্মের
সুসঙ্গতিশীল সৎ-সন্দীপনায়
নিজেকে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পার ;
আবার, যেমনতর বোধ ও কর্ম্ম
তোমাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে—
তুমি অনুকম্পাশীলও হবে
তদনুপাতিক ;
তাই আমি বলি—
সু-বোধ ও সু-কর্ম্মের
সুসংহতিতে
নিজেকে সংস্থ রেখে
অনুকম্পাশীল হ'য়ে
অনুচর্য্যাপরায়ণ হও,
অসৎ-সন্দীপনা যা' কিছু আছে—
অলস স্বার্থবুদ্ধি যেগুলি আছে—
উদ্দীপ্ত আক্রোশ যেখানে
উচ্ছল হ'য়ে
তোমাকে
অসৎ-সম্পাতে নিয়োগ করছে—
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তায়

তাঁ'র নিদেশ-পালনে
ব্যাপৃত হ'য়ে চল,
এমনি ক'রেই
প্রতি হৃদয়ে
তুমি পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ,
তোমার জীবন
ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে
প্রসাদ-সন্দীপনায়
উচ্ছল ক'রে তুলুক,
ব্যাপ্তির বিষুবরেখায়
নিষ্ঠানন্দিত অনুপ্রাণনায়
সুসংহত হ'য়ে
সাম্য ঘোষণা করুক,
প্রীতি-সন্দীপনায়
অনুরঞ্জিত হ'য়ে
সমস্ত হৃদয়কে
সত্ত্বরঙ্গিল ক'রে তুলুক,
ব্যক্তিত্ব তোমার
আশিসম্মণ্ডিত হ'য়ে উঠুক। ৯৬০৩।
৭।৫।১৯৬১, রাত ৭-১৪

প্রীতি যেখানে থাকে—
বাস্তব উৎসর্জ্জনা নিয়ে
আত্মোৎসর্গের আকুল উচ্ছলায়—
যা'
ঐ প্রীতিরাগকে
পরিচর্য্যা ক'রে
সৌষ্ঠব-সুন্দরে
অন্তঃস্থ অনুবেদনাগুলিকে
বিনায়িত ক'রে

শুভ-সন্দীপনার
দ্যুতি সৃষ্টি করে—
ঐ আবেগই তো রাগ
অর্থাৎ কৃতিরাগ,
আর, রাগিণী তা'ই—
যা'
সুষ্ঠু পরিচর্য্যায়
ঐ রাগকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে,
প্রবীণ ক'রে তোলে ;
তুমি যেমনতর
রাগদীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
তোমার অন্তর ও বাহিরে
কৃতি-বিন্যাসও হ'য়ে উঠবে তেমনি,—
যা'তে ঐ রাগ
হৃষ্ট উদ্দীপনায়
উল্লোল তাৎপর্য্যে
নিজেকে
বানপ্রসু ক'রে তোলে—
ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
পরিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে
সুঠাম সৌন্দর্য্যে ;
মানুষের শ্রেয়নিষ্ঠা
যতই অটুট
ও নিনড় হ'য়ে ওঠে—
উচ্ছল আবেগ নিয়ে—
প্রীতি-পরিচর্য্যী ঝঞ্ঝার
উদ্দাম সুরদীপনায়
ব্যবহারের বীচি সৃষ্টি ক'রে—
সুসন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয়

স্পর্শ ক'রে—
উল্লাস-সন্দীপনী আত্মতৃপ্তিতে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে চলে,—
প্রণয়-দেবতা ততই
কৃতি-অঞ্জলি নিয়ে
ইষ্টার্থী একনিষ্ঠ তৎপরতায়
নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
শ্রমসুখ-তাৎপর্য্যে
ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে
আলিঙ্গন করে তু'লে থাকেন,
প্রণয়ের বিষ্ণুবিভা
তখন মন্দাকিনী-নির্ঝরে
প্লাবন সৃষ্টি করতে করতে
চ'লে থাকে ;
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ হও,
অচ্যুত উদ্যম নিয়ে চল—
অস্খলিত অনুচলন নিয়ে
নিদেশবাহী তাৎপর্য্যের
শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্থণ্ডিল রচনা করতে করতে ;
সুখী হও নিজে,
সঙ্গে সঙ্গে
সুখী ক'রে তোল সবাইকে—
যে যেমনতর
তেমনি ক'রে,
সত্তার স্বস্তিগান
ফুটন্ত মুখরতায় ব'লে উঠুক—
'এস প্রভু' !—
নন্দনার বীচি-নর্ত্তনে
তরঙ্গায়িত

ব্যালোল উদ্দীপনায়,
আর আমি
তোমার পূজারী হ'য়ে
আপ্রাণ অনুবেদনায়
তোমাকে পূজা করি—
ভরপুর বুকে
পরাক্রমী ঊর্জ্জনায়
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম উল্লাসে । ৯৬০৪ ।
৮।৫।১৯৬১, রাত ৬-৫৫

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
প্রাণঢালা আনুগত্য
উচ্ছল উৎসর্জ্জনী কৃতিসম্বেগ—
যা' শ্রমসুখপ্রিয়তায় অবশায়িত,—
তা' তো উন্নতির
অনিন্দনীয় বিভব—
তা'তে সন্দেহ নেই,
কিন্তু তা'র সাথে
সতর্ক সাবধানতা
যদি না থাকে—
বিহিত দূরদৃষ্টি নিয়ে
সমীক্ষার
সুপুঙ্খ তাৎপর্য্যের সহিত—
যা' বোধ ও কৃতির
অনুনয়ী তাৎপর্য্যে
ভূত ও ভবিষ্যতের
আলোকপাত করে—
কী হ'তে পারে
কী না হ'তে পারে—
তার ইঙ্গিত দিয়ে—

প্রস্তুতির
দীপ্ত বিভব নিয়ে,—
সেখানে কিন্তু
তমসার আবছা অন্ধকার
কিছু-না-কিছু থেকেই যায়,
বোধদৃষ্টি
তা'র তীক্ষ্ণ অনুভব নিয়ে
ভবিষ্যৎ বা ভবিতব্যকে
দেখতে পারে না,
ফলে—
তদনুপাতিক দুঃখকষ্ট
অনেক সময়ই এসে থাকে :
তুমি যদি
অস্খলিত নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
সিদ্ধ প্রপাতে
নিকটেরই হোক
আর সুদূরে বিষয়গুলিই হোক—
বিহিত তাৎপর্য্যে
অনুধাবন না করতে পার,—
তা'রাও তোমাকে
তকলিফ দিতে
কসুর করবে না কিন্তু ;
তাই বলি,
সব বিষয়েই সাবধান থেকো—
প্রস্তুতির পরাক্রমী ঊর্জ্জনায়,
অশিষ্ট অহিতী যা'-কিছু আছে—
তা'কে উৎখাত ক'রে
তোমার অভিসারকে
উচ্ছল ক'রে তুলো কি তুলোই,
অভ্যাস-অনুচর্য্যাকে

যে যেমন সেবা করে—
সে তা'র
আশিস্-প্রসাদও পায় তেমনিই । ৯৬০৫ ।
৮।৫।১৯৬১, রাত ৮-১৫

বৈধী সাত্বত পরিচর্য্যা,
বর্ণ ও বিবাহে
ব্যতিক্রম যতই ঘটবে—
তোমার পরিবার
তোমার সমাজ
তোমার দেশের প্রতিপ্রত্যেকে
ততই জীয়ন্ত মরণে
আত্মসমর্পণ করতে থাকবে,
আপদের সময় দেখতে পাবে—
লোক আছে,
কিন্তু কেউ নেই কা'কেও বাঁচাতে । ৯৬০৬ ।
৯।৫।১৯৬১, রাত ৮-১০

তোমার ইষ্টনিষ্ঠার পরিপোষক—
যে, যা' বা যারা—
তা'রাই তোমার আপনার হো'ক
বা তোমার
ইষ্টপূজার উপকরণ হ'য়ে উঠুক,
নিষ্ঠাকে
দ্বিধা ক'রে ফেলো না—
অর্থাৎ নিষ্ঠার যা' বা যে
পরিপোষক নয়—
এমনতর কিছু বা কাহাতেও
আলাহিদা
বা অন্যরকম নিষ্ঠা
রাখতে যেও না,

সে-ই কিন্তু তোমার
পতনের কারণ হ'য়ে উঠবে ;
নিষ্ঠাকে
শিষ্ট ও সুন্দর রেখে
সবার সাথে
সুষ্ঠু চলনায় চলতে থাক—
ব্যতিক্রমকে নিরোধ ক'রে
বা ব্যাহত ক'রে ,
এমনি ক'রে যা'তে
তোমার নিষ্ঠা
অচ্ছেদ্য হ'য়ে ওঠে,
অক্লেদ্য হ'য়ে ওঠে,
উর্জ্জী ও পরাক্রমশালী হ'য়ে ওঠে—
তা'ই ক'রো,
কোনপ্রকার
আপোষরফার দিকে যেও না,
প্রীতিসুন্দর পরিচর্য্যা নিয়ে
যেখানে যেমন করা উচিত
তা'ই ক'রে যেও,—
যা'র ফলে—
তোমার ঐ ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত
ব্যক্তিত্ব
শিষ্ট ও সম্বৰ্দ্ধিত হ'য়ে
আরো হ'তে আরোতর
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গে সঙ্গে
বোধ ও ব্যক্তিত্বকেও
অমনতরই
বিশাল ও বিপুল ক'রে
সুদীপ্ত বিন্যাসে
তা'কে

বাস্তবশ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলে ;

দেখবে,

তুমি কৃতিসন্দর বিভব-বিভূতিতে

ক্রমেই কত

উচ্ছল হ'য়ে উঠছ ;

ঐ চলনে চল,

আর, তোমায় দেখে

তোমার সহচারী—

যা'রা শিষ্ট, সুষ্ঠু, নিষ্ঠানন্দিত—

তা'রা আরো হ'তে আরোতর

বিপুল হ'য়ে উঠুক । ৯৬০৭ ।

১০।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৫৫

ঈশ্বর যেমন এক

অদ্বিতীয়,—

নিষ্ঠানন্দনাও

তেমনতর এক—

অদ্বিতীয়,

সৃষ্টি যেমন একটা—

ঠিক তেমনতর

আর একটা নাই—

নিষ্ঠাও তেমনতরই ;

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে

যে নিষ্ঠা হয়—

তা' এক ;

দ্বৈধনিষ্ঠা কোথাও নাই,

তা' যখনই দ্বৈধ হ'ল—

তখনই

অন্তঃস্থ নিষ্ঠা কোথাও রইল না,

অন্য কিছুতে থাকলেও

তা' স্বার্থসম্বদ্ধ,

সেখানে
না থাকে আনুগত্য,
না থাকে কৃতিসম্বেগ,
না থাকে শ্রমসুখপ্রিয়তার
উর্জ্জনা-অভিদীপ্ত নন্দনা ;
একনিষ্ঠ যে বা যিনি,—
নিষ্ঠা তা'কে
নন্দিত ক'রে থাকে—
বিপুল উৎসর্জ্জনায় । ৯৬০৮ ।
১০।৫।১৯৬১, সকাল ৮-১৫

তোমার অস্তিত্বে
কিংবা সত্তায়
যিনি
ধারণপালন সম্বেগ হ'য়ে—
তোমার অস্তিত্বের জীবন হ'য়ে—
জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হ'য়ে আছেন—
সংরক্ষণী তৎপরতায়,—
ঈশ্বর তো সেখানেই,
কৃতিদীপ্ত উপাসনায়
তাঁ'কে
স্বস্তিসন্দীপ্ত ক'রে
বিভব-বিভূতিতে
জাগ্রত ও উৎসর্জ্জিত ক'রে রাখ,
বোধবিনায়িত কৃতি-আরাধনায়
সব যা'-কিছুর
সুসমীক্ষু সন্দীপনা নিয়ে
তাঁ'কে বোধ ক'রতে চেষ্টা কর—
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে ;
তোমার চেষ্টার
সার্থকতা যেমনতর

সাফল্য যেমনতর—
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠবেন
তিনিও তোমাতে তেমনতরই—
নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনায়
জীবন-বেদীতে ;

আর, এ যত
তোমার জীবনে
সার্থক-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
ইষ্টনিষ্ঠ নন্দনায়
নিদেশবাহী তাৎপর্য্যে,—

দেখবে,
তিনি তোমার
তত নিকটে—
প্রত্যক্ষের আওতায় ;

ধর,
চল,
কর,
পাও,

আর, সবার অন্তরে
তাঁকে জাগ্রত ক'রে তোল,

তিনি
অন্তর-বেদীতে
অনন্ত হ'য়ে আছেন—
অসীমের আরতি-অভ্যর্থনায়। ৯৬০৯।
১০।৫।১৯৬১, সকাল ৯-৪৫

যখন দেখছ,
পেলে তুমি খুশী হও
না পেলে নয়কো,—
ঈশ্বর যদিও
তোমার অন্তস্তলে আছেন তখনই—

কিন্তু তাঁ'র প্রতি
তোমার অনুরাগ যে নেই,
এ কথা ঠিক ;
ঈশ্বর মানেই হ'চ্ছে—
অধিপতি
অর্থাৎ ধারণপালন-সম্বেগ,
নিষ্ঠা-অনুরাগ
তাঁ'র প্রতি তোমার যেমনতর—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তাও তেমনতর,
আর, যেখানেই তা' তেমনতর,—
বিভব-বিভূতিও
ঐ রাগচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমাতে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে
তেমনিই—
বাস্তবে । ৯৬১০ ।
১০।৫।১৯৬১, সকাল ১০-৫

নিষ্ঠাবিহীন
আত্মম্ভরী
গৌরব-অভিলাষী যা'রা—
তা'রা
আত্মম্ভরী গৌরবের জন্যই
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়,
অন্তঃস্থ নিষ্ঠানিবেশের
ধার ধারে না,
আবার, সেই নিষ্ঠার দ্বারা
নিয়ন্ত্রিতও নয়
তা'দের
প্রবৃত্তিগ্রাম যা'-কিছু,—
যা'র ফলে

অন্ধ চাহিদায়
গৌরব-অভিসারী অনুচলনই
তা'দের হ'য়ে থাকে,
যদিও তা'দের প্রকৃতির
প্রকৃত চলন কী—
তা'ই তা'রা বুঝতে পারে না,
দুর্দ্দম্য
আন্তরিক উদ্বেলনী তাৎপর্য্যে
কী ভাল
কী মন্দ—
বিচার না ক'রে
যা'তেই গৌরব-অভিব্যঞ্জনা আছে
তা'তেই ঝাঁপ দিয়ে থাকে,
নিজের, দেশের ও দশের
যা'ই হোক্ না কেন—
তা'ও আবার
সীমাসঞ্চারী
ভ্রংশবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ;
যদি মানুষ হ'তে চাও—
অকাট্য ইষ্টনিষ্ঠা
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে
স্বতঃস্রোতল সন্দীপনায়
চ'লতে থাক—
ঐ ইষ্টকেই
সার্থক করার সংবেদনায়—
প্রতিটি পদক্ষেপে
প্রতিটি কাজে
প্রতিটি বাগ্‌বিন্যাসী তৎপরতায় ;
যদি হৃদয় থাকে
আন্তরিক দূরদৃষ্টি থাকে—

ঐ শিষ্ট অনুশাসনে
বিশিষ্ট হ'য়ে
তাঁ'রই সেবায়
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে রাখ,
সার্থক সুযুক্ত বিনায়নে
যা'-কিছুকে
দেখ, বোঝ,
সঙ্গতিশীল যুক্তির সহিত
সেগুলিকে গ্রহণ কর—
সত্তার বৈধী বিধানকে
আশ্রয় ক'রে
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী
সঙ্গতিশীল বিন্যাস নিয়ে
সার্থকতার
দীপাধার হ'য়ে ;
সার্থকতার
ঐ তো সুষ্ঠু পন্থা । ৯৬১১ ।
১০।৫।১৯৬১, বিকাল ৪-১৮

প্রয়োজন যেখানে
সবল ও সুসন্দীপ্ত—
দুর্গম পথও
সেখানে সরল হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় সমীক্ষু তৎপরতায়
লাগোয়া অনুক্রিয়তা নিয়ে । ৯৬১২ ।
১০।৫।১৯৬১ বিকাল ৫-৩৫

জীবন চাও তো—
জীবনীয় তাৎপর্য্য যা' যা'
সেগুলি
শিষ্ট অনুশাসনে

সঙ্গীতিশীল তৎপরতায়
বিন্যাস-বিনায়নে
যেখানে যেটা বিহিত
তেমনি ক'রেই পরিচর্য্যা কর—
পারিবেশিক
জীবনীয় পরিচর্য্যার সহিত,

এমনি ক'রেই
ক্রমে
সার্থকতায় উপনীত হও,
আর, সেই সার্থকতার যা' কিছু—
জীবনের ঈশ্বর যিনি
অর্থাৎ জীবনের ধৃতিসম্বেগ যিনি—
বৈধী বিনায়নে
সবই তাঁতে উৎসর্গ কর,—
তা' তোমার সত্তাকে যেমনতর
তেমনি ক'রেই
সাত্বত পরিবেশ যা' আছে—
যথাসম্ভব প্রতিপ্রত্যেকটি নিয়ে ;

সার্থকতার
ঐ তো সুষ্ঠু কৃতিপূজা,—
যা'
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে
সাত্বত অস্তিত্বকে। ৯৬১৩।
১০।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-২৭

তা'কেই জীবনীয় ব'লে জেনো—
যেমন ক'রে
যা'র ব্যবহারে
তোমার সত্তা
সুষ্ঠু ও সুন্দর থাকে,—
তা' বাক্যে, ব্যবহারে, কৃতি-ঊর্জ্জনায়—

সব দিক দিয়ে,
আর সেইটিই ধ'রে নিও,—
অন্যেরও তেমনতরই প্রয়োজন—
বিভিন্ন মাত্রায়,
অস্তিত্বের কাঠামো
যা'র যেমনতর—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ের
অনুক্রমী তৎপরতায়—
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
ক্রম-বর্দ্ধন-দীপনাতে
বিহিত নজর রেখে—
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ তাৎপর্য্যে,
আর, এইরকম চলতে চলতে
মাত্রা ও মর্য্যাদার বোধ
ক্রমে-ক্রমেই বাড়তে থাকবে,
বুঝও হবে তেমনি ;
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে
দুনিয়ার যা'-কিছু
যেমনতর যে অবস্থায়
সংস্থ হ'য়ে র'য়েছে—
তা'র অস্তি ও বৃদ্ধিকে
মেপে-জুকে
যেখানে যেমন করলে যা' হয়—
তা'তে লক্ষ্য রেখে
শিষ্ট যা'
স্বস্তিপ্রসূ যা'
তেমনি ক'রেই চ'লো,
এই হ'চ্ছে—
জীবনীয় মোক্তা কথা,
ধৃতি-বিধায়নার মোক্তা কথা । ৯৬১৪ ।
১০।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৪৪

ভক্তি যেখানে
একনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
জীবন-দাঁড়ায়
শিষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—
সতর্ক সন্ধিৎসাপূর্ণ
পরিচর্য্যা নিয়ে,
তা'র প্রথম অবদানই হ'চ্ছে—
জ্ঞানোন্মেষ,—
যা'
বোধ ও বিবেচনার
সুদক্ষ নিয়মনে
ভক্তকে
সুদক্ষ ক'রে তোলে—
সম্বৃদ্ধির
বিভূতি-বিভব নিয়ে
ক্রম প্রাজ্ঞ পরিবেশনে ;
ধী-নিয়মনী
সহজ অনুশাসন নিয়ে
সে
তা'র ঐ ব্যক্তিত্বকে
প্রসন্ন পরিস্ফুটিত ক'রে
সার্থক সন্দীপনায়
সব যা'-কিছুকে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা'র নিয়োজনী পরিচর্য্যায়
মানুষকে
সুষ্ঠু ও শিষ্ট ক'রে তোলে,
সে-ব্যক্তিত্ব
বিধি-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,

দ্বিধা হয় না,
ব্যাহত হয় কমই,
বিব্রতি তা'কে
পরিচর্য্যায়
বিশিষ্ট ক'রে তোলে—
প্রাজ্ঞ বিভূতিতে
সৌষ্ঠব-সুন্দর ক'রে,—
সার্থকতার
সুসন্দীপনী
সংশ্লেষী
বিহিত তাৎপর্য্যে,—
যা'
ব্যক্তিত্বের বিভবকে—
উর্জ্জনাকে—
পঙ্গু ক'রে তোলে—
তা'কে এড়িয়ে—
সুষ্ঠু অমিয় সন্দীপনায় ;
তাই, জীবনে যদি কেউ
সার্থক হ'তে চায়—
তা'র ঐ অস্খলিত
একনিষ্ঠ ভক্তি
সব যা'-কিছুকে সার্থক ক'রে
বিদ্যুদ্-দীপ্তির
উজ্জ্বল উচ্ছলায়
নিজেকে সার্থক ক'রে
অন্যকেও
সার্থক সম্পদের অধিকারী ক'রে তোলে ;
সম্বর্দ্ধনী স্বস্তিই যদি চাও—
একনিষ্ঠ ভক্তিকে আঁকড়ে ধর—
অস্খলিত অনুবন্ধনে,
সব যা'-কিছুর

তত্ত্ববিদ্ হ'য়ে ওঠ,
ঐ তাত্ত্বিক দর্শন
প্রত্যেকের স্বস্তিদীপনাকে
উচ্ছল ক'রে
তোমাকেও সার্থক ক'রে তুলুক,
তাঁ'রই
কৃতিদীপ্ত
মঙ্গলঘট হ'য়ে ওঠ তুমি,
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ—
ব্যক্তিত্বের শিষ্ট সম্বন্ধ—
প্রতিপ্রত্যেককে
স্বস্তিবিভোর ক'রে
সুন্দর-সুদীপ্ত ক'রে
আত্মাভিমানকে গলিয়ে দিয়ে
সবাইকে
ধৃতিবন্ধনে
ধন্বান্তারি-উর্জ্জনায়
উজ্জ্বল ও উচ্ছল ক'রে তুলুক। ৯৬১৫।
১২।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-৩৮

আশ্রমকর্ম্মীর শপথ স্বীকার পত্র

আশ্রম-শ্রমিক যা'রা—
শিষ্য বা ছাত্র যা'রা—
তা'দের
অন্তঃস্থ
প্রথম ও প্রধান মূলধনই হ'চ্ছে—
ইষ্ট বা আচার্য্যনিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—

যা'
স্রোতল শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
অন্তরে উচ্ছল হ'য়ে চলে ;
সব কাজের ভিতর-দিয়েই
এই নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তাকে
বিহিত পরাক্রমী তাৎপর্য্যে
ব্যক্তিত্বে
উচ্ছল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
সার্থকতার মূলধন,
এই শ্রমিক শিষ্য বা ছাত্র
যেই হোক্ না কেন,
দেখে নিতে হবে
বিহিত সন্ধানশীলতার সহিত—
কা'র কোথায় খাঁকতি
বা কোথায় বাড়তি হ'য়ে
এটা চলেছে ;
ঐ ইষ্ট বা আচার্য্যনিষ্ঠা—
যা' আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
স্রোতল শ্রমসুখ-তৎপরতায়
উদ্ভাসিত ও উচ্ছল হ'য়ে চলেছে,—
সেই তা'কে
ঐ শ্রমিকের রকমগুলির সহিত
বিশেষ ক'রে ধীইয়ে
দেখে নিয়ে
বিহিত পরখ ক'রে
সংগ্রহ করা চাই ;
ঐ আচার্য্যনিষ্ঠা—
উপযুক্ত আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের সহিত

যা'দের অন্তরে
সুদীপ্ত হ'য়ে উঠে থাকে,
যা' কিছুই বল না কেন—
তা'দের পক্ষে
ঐ সব উচ্ছল অনুদীপনাকে
আয়ত্ত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে
বিদ্যুৎপ্রভ
শিষ্ট বৈধী নিয়মনায়
বিনায়িত ক'রে তোলা
বিশেষ কঠিন হয় না ;
বিদ্যাবত্তার—
জ্ঞানবত্তার—
কৃতিবত্তার—
ঐগুলিই হ'চ্ছে—
প্রথম ও প্রধান আধান ;
যা'রা
স্বার্থের লোভে,
ভাতকাপড়ের দ্বারা
নিজেকে প্রতিপালনের লোভে
অমনতর ব্রতে ব্রতী হ'তে চায়,—
তা'রা
নিজেকে তো ভাঁড়ায়ই,
ঐ ভাঁড়ানো-বুদ্ধি নিয়ে
অন্যকে ভাঁড়াতেও কসুর করে না ;
নিষ্ঠা-অধিষ্ঠিত
এই আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
যা'
শ্রমসুখপ্রিয়তায় লোলুপ হ'য়ে চলছে,—
কোন বিভব-বিভূতি
তা'র কাছে

জাপ্য হ'য়ে থাকে না,
উদ্‌ভাসিতই হ'য়ে ওঠে—
ক্রম-অনুশীলন-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে,
আর, চরিত্রও সেইরকমে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে,
স্বভাবের
ভাবদীপনী উদ্দীপনা
তা'র ব্যক্তিত্বে বিধৃত হ'য়ে
এমন এক
স্বতঃ-ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি ক'রে থাকে,
যা'কে দেখলেই মনে হয়—
কথায়-বার্ত্তায়-কাজে-কর্ম্মে
সে একটা
দেবদীপী মানুষ ;
তাই বলি,
নিজের উদর পূরণের জন্য
ভরণপোষণের প্রলোভনে
কাউকে
ঐ আশ্রমকর্ম্মিভুক্ত করলে—
হবে কিন্তু—
ব্যতিক্রমের
বিচ্ছিন্ন বিকৃতিযুক্ত
আগুনের জ্বালাময়ী
আত্মঘাতী শরজাল,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
ঐ প্রবৃত্তি
অসৎ-উদ্দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
বানচাল ক'রে দেয় ;
তাই বলি,
অটুট অস্খলিত নিষ্ঠানন্দনায়

আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তাকে
আলিঙ্গন ক'রে চল—
ইষ্ট বা আচার্য্যের
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা ও অপমানেও
অস্খলিত থেকে—
তা' ন্যায্যই হোক,
আর, অন্যায্যই হোক,
বিশ্বাস্তির কঠোর উন্মাদনা নিয়ে,
আশ্রম ও আশ্রমবাসীর
সংরক্ষণায়
বিপুল শিষ্ট পরাক্রমে
বিহিত প্রস্তুতির সহিত
সন্ধিৎসাশীল বোধ নিয়ে
সুসমীক্ষু তৎপরতায়
সুষ্ঠু শ্রমপ্রকরণ নিয়ে
বিহিত চাতুর্য্যের সহিত
যা'তে অপ্রতিহত হ'য়ে
চলতে পারা যায়—
তা'তে বদ্ধপরিকর হ'য়ে,
সার্থক হবে,
আর মহামানবতার—
মহত্ত্বের—
ঐ একই মাত্র সোজা পথ ;
অমনতর জায়গায়
কোনপ্রকার ভণ্ডজাল যদি রাখ,—
পয়মাল হবে নির্ঘাৎ,
আর, পয়মাল করবেও অনেককে
নির্ঘাৎ ;
যা'রা ঐ শ্রমিক হ'তে চায়—
অমনতর ছাত্র বা শিষ্য হ'তে চায়,—

তা'দের
অমনতর স্বস্তিবাচন—
যা' স্বাক্ষরিত হ'য়ে থাকে
অন্তরে-বাহিরে—
তা' গ্রহণ ক'রে
তা'কে নিয়োজিত ক'রো,
সুফল পাবে,
সুষ্ঠু সন্দীপনায়
সমাজ, পরিবেশ বা দেশের
ধৃতিসেবক সৃষ্টি হ'য়ে উঠবে,—
যা'র ফলে,
সব রকম দৌর্ব্বল্যকে
বিদায় দিয়ে
পরাক্রমী ঊর্জ্জনায়
নিজেকে অধিষ্ঠিত ক'রে রাখতে পারবে ;
তুমি মানুষ হবে,
পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও দেশ
তা'দের অন্তঃকরণের
ঐ বিদ্যুৎবিভায়
সবকে থমকে দিয়ে
চমকপ্রদ পরাক্রমে
প্রয়োজনীয় যা'-কিছুর
আবিলতা উৎখাত ক'রে
শিষ্ট সম্বেদনী
প্রীতিমুখর
প্রাজ্ঞ দীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে চলবে,
নয়তো—
যে তিমিরে
সেই তিমিরে,—
তা' সবার ভিতর

অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চলতে থাকবে—
অসৎ কৃতির
উন্মাদনী তৎপরতায় ;
ভাব,
বোঝ,
আর, যদি করতে চাও—
এমনি ক'রে চল । ৯৬১৬ ।
১৩।৫।১৯৬১, সকাল ৯-২৬

যা'র দরদী অনুকম্পা,
কৃতি-পরিচর্য্যা ও সাহায্যে
তুমি মানুষ হ'য়ে উঠেছ,
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছ,
তা'র অবস্থা যেমনই থাকুক না—
তা'কে ভুলো না ;
তোমার দরদী পরিচর্য্যা
বা অনুকম্পী সহৃদয়তা নিয়ে
তা'কে
তোমার সাধ্যমত সেবা করতে
বা তা'র আপনার জন হ'য়ে চলতে
আপদে-বিপদে
সব দিক দিয়ে—
ভুলে যেও না কিন্তু,—
যতক্ষণ না সে তোমার
শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠায় আঘাত করে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
বিপথের অগ্রদূত হয় ;
মনে রেখো,
মানুষ-কাঠামে
অমানুষ হ'য়ো না । ৯৬১৭ ।
১৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৪-২০

ঈশ্বর মানেই অধিপতি,
আর, অধিপতিত্ব
তাতেই নিহিত থাকে—
ধারণপালন-অনুচলনশীল
স্বভাব ও সম্বেগ যেখানে,
এই ধারণপালন-সম্বেগ
প্রতি বিশেষকেই
বিহিতভাবে
সংরক্ষিত ক'রে চ'লে থাকে—
যে যেমন তেমনি ক'রে ;
তাই, আত্মা মানেই হ'চ্ছে—
গতিশীলতা,
জাগ্রত সংবেদনী
গতিশীল উচ্ছলতা—
যা'তে সে
জীবনে সজাগ হ'য়ে থাকে ;
এই জীবনের গতি-ক্রম
অর্থাৎ ক্রমাগতিই কিন্তু
অস্তিত্বের স্বাস্তিসম্পদ,
আর, যে বিধি বা অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
ঐ অস্তিত্বের
অন্তর্নিহিত স্পন্দন
উচ্ছল হ'য়ে থাকে—
বিনায়ন-বিশেষিত হ'য়ে
বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে—
সেই অন্তর্নিহিত স্পন্দন
বা গতিবেগই কিন্তু
জীবনের সাত্বত বিভূতি—
সুরদীপনী তাৎপর্য্যে,—
যা' থাকায়
তুমি 'তুমি' হ'য়ে আছ,

আমি 'আমি' হ'য়ে আছি,
গাছপালা তা'দের মতন
তেমনি হ'য়ে আছে,
প্রত্যেকে
প্রত্যেকের অন্তস্তলে
বিহিত স্পন্দন পরিবেষণ ক'রে
সত্তাকে
সক্ষম ক'রে রাখে,
আর, তাই হ'চ্ছে—
তোমার আমার জীবনের
ধৃতিসম্বেগ ;
এই ধৃতিসম্বেগকে
যা'
বিহিত পরিচর্য্যায়
ধারণপালনে উচ্ছল ক'রে
চলন্ত ক'রে রেখেছে—
তা'ই তো তা'র আত্মা ;
এই আত্মিক শক্তি
সর্ব্বভূতে বিরাজমান,—
যা'র বিহিত বিকম্পনায়
যতক্ষণ সে প্রতিষ্ঠিত থাকে—
ঐ বৈশিষ্ট্য তা'তে
বিশেষ সন্দীপনায়
ততক্ষণই সন্দীপ্ত হ'য়ে চলে ;
আর, ব্যক্তিত্বের রূপ হ'ল তা'ই—
বিধৃতি যা'তে
বিধায়িত হ'য়ে
তোমাতে—আমাতে
সন্নিবিষ্ট হ'য়ে থাকে,
তা'ই করাই কিন্তু ধর্ম্ম,
আর, এই পরিচর্য্যার

নিয়ম-কানুন যা'-কিছু—
তা'ই কিন্তু বিধি,—
যা'র ভিতর দিয়ে
বিহিতভাবে
বিধৃতি বজায় থাকে,
ধর্ম্মক্রিয়া সেইগুলি,
প্রতিটি বিশেষই
এই ধর্ম্মের আধান,
এর ভিতর-দিয়েই
ঐ স্বার্থে আমরা
বিশেষ থেকেও
সঙ্গতিশীল বিনায়নে
বিধায়িত হ'য়ে থাকি—
যে যেমন তেমনি ক'রে ;
এই তত্ত্ব-বেত্তৃত্ব
যাঁ'তে প্রতিষ্ঠিত আছে—
বিজ্ঞ বোধবিভব নিয়ে—
এমনতর দ্রষ্টাপুরুষ যিনি
তাঁ'তে
নিষ্ঠানন্দিত অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
নিবিষ্ট থাকাই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মের শিষ্ট স্থণ্ডিল,
যে ব্যক্তিত্ব
তা'ই সঞ্চারিত করার সংবেদনা নিয়ে
সত্তায় বিদ্যমান থাকেন—
তিনি মানুষের ইষ্ট,
তিনি প্রেরিত পুরুষ
বা অবতার পুরুষ,
তিনিই অন্তর্দেবতা
যিনি পুরুষোত্তম,
আর, বিজ্ঞান

সেই পুরুষোত্তমেরই গতিপথ,
অর্থাৎ ভক্তিপথে বিজ্ঞ হ'য়ে
যে বিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায়—
সেই বিজ্ঞানই তাঁ'র পথ—
ধৃতি-বিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
একায়িত হ'য়ে
একসূত্রে একত্রিত হ'য়ে
ঐ ধৃতির নিয়মনী শিক্ষায়
সংস্কৃত হ'য়ে ওঠার
অধিষ্ঠিতি যা'—
তা'ই হ'চ্ছে গুরুকরণ,
ইষ্টানুগ অনুচলন,
মূর্ত্ত মঙ্গলকে অনুসরণ ;
তাই, জীবন যেমন
অস্তিস্থণ্ডিল,
তা'র বিহিত পরিচর্য্যাও সেইরকম
ধৃতিচর্য্যা । ৯৬১৮ ।
১৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৪-৫০

শুধু গেরুয়া প'রে
ঘুরে বেড়ালেই যে
তুমি সন্ন্যাসী হবে—
তা' নয়,
যদি না অস্তিত্বের পরিচর্য্যায়
তুমি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠ,
বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
বা ন্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
ও সমীচীনভাবে নিবিষ্ট হ'য়ে
অস্তিত্বে সংস্থ হ'য়ে চল—
বিহিত পরিচর্য্যা নিয়ে ;

কৃতিহারা ধৃতি
যেমন বিড়ম্বনা মাত্র,
তেমনি বিন্যাস-বিনায়িত অনুচলন ছাড়া
সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে চলাও
তেমনতর :
নিজে বিনায়িত হও,
বিন্যস্ত হও,
সাত্বত আচার-আচরণগুলি
পরিপালন কর—
বিহিতভাবে,
নিবিষ্ট নিয়মনায়,
স্বভাবকে এমনতর ক'রে তোল,
তখন তুমি হবে—
স্বভাব-সন্ন্যাসী । ৯৬১৯ ।
১৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-১০

যিনি
অস্তিত্বের ধারণপালন-সম্বেগ—
তিনিই তো ঈশ্বর,
শিষ্ট ও সুষ্ঠু
সুদর্শিতা নিয়ে
যে ধৃতিসম্বেগ
জীবন-স্পন্দনকে
উচ্ছল ক'রে রেখেছে—
সেখানেই ঈশ্বরত্ব,
আর, ঐ ক্রিয়াই হ'চ্ছে—
ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্য । ৯৬২০ ।
১৩।৫।১৯৬১, বিকাল ৫-১৫

আর্য্যরা সাধারণতঃ
স্ত্রীকে

স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী ব'লেই
গ্রহণ করতে অভ্যস্ত,
আর, এতে
পরস্পরের ভিতর পরস্পরের
একটা সার্থক সঙ্গতি
ও বাড়বার শিষ্ট সংহিতা
অনেক সময়েই হ'য়ে থাকে,—
যা'তে স্বামীকে
স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে
সর্ব্বতোভাবে
বা স্ত্রীকেও
স্বামী গ্রহণ করতে পারে,
তাই, সাধারণতঃ
এক বিবাহই ভাল ;
আর, সে মেয়ে হওয়া চাই—
বৈধী সদৃশ ঘরের,
যা'র ফলে,
তা'র অন্তঃস্থ আচার-নিয়ম, চালচলন ইত্যাদি
প্রায় সার্থক সন্দীপনায়
স্বামীকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
স্বামীর আত্মীয়-স্বজন যা'-কিছু
সবই তা'র
আত্মীয়-স্বজন হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি,
সার্থক এবং সৎ-অনুশীলনী যা'-কিছু
তা'ও সে
স্বতঃসন্দীপনায়ই গ্রহণ ক'রে থাকে—
কৃতিদীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে
সার্থকতার সুপ্রভ সৌন্দর্য্যে ;
তাই, আমি ভাবি—
সাধারণতঃ এক স্ত্রীই ভাল,

বিহিত ও বিশেষ কারণে
যদি প্রয়োজন হয়—
আর সবগুলির সাথে
তা' সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে—
এমনতর অনেক সময়
বহুবিবাহও নিরর্থক হয় না,
কিন্তু একজনের বহু স্ত্রী হ'লে পরে—
বিশ্লিষ্ট স্বার্থানুগ তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে—
প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ বিন্যাসের আবির্ভাবও
কম দেখা যায় না ;

কিন্তু ঐ বিক্ষোভ
যেখানে যত বেশী না হয়,
সার্থকতা সেখানে
তত বেশী উচ্ছল হ'য়ে থাকে ;

তাই, আমি বলি—
এক বিবাহই ভাল,
বিহিত অনিবার্য্য কারণে
কর যদি—
বহু স্ত্রী, এমন-কি,
তিন-চার স্ত্রীও যদি হয়—
তা'ও হওয়া সম্ভব ;

আপৎকালের কথা বাদ,
আপৎকালে—
কোথায়, কেমন ক'রে
কী করতে হয়—
আপদের অবস্থা ও প্রকৃতিই
তা' মানুষকে
ইঙ্গিত ক'রে থাকে ;

যা' হো'ক্,
সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই
শিষ্ট ও সদৃশ ঘরেই—

প্রকৃতির তাৎপর্য্যে সঙ্গতিশীল
যেমনতর মেয়ে হওয়া উচিত—
সেই মেয়েকেই
বিবাহ করা উচিত ;
এক স্ত্রীর সার্থকতা
প্রায় স্থলে
সুন্দর, তৃপ্তিপ্রদ ও শিষ্ট নিষ্ঠায়
সম্বৃদ্ধই হ'য়ে থাকে ;
বোঝ,
অবস্থাকে বিবেচনা কর,
ক'রে
যেখানে যেমন মিলনে
সুন্দর, সার্থক ও সতেজ হয়—
তেমনতর মেয়েকেই বিবাহ ক'রো ;
তৃপ্তিও পাবে,
সুখীও হবে প্রায়শঃ। ৯৬২১।
১৬।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৪৫

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ !
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ !!'—
তা'র মানেই
আমি এই বুঝি—
স্নেহ-উচ্ছল তৎপরতা নিয়ে
ছেলেমেয়েকে
লালন-পালন করতে হয়,
লালন-পালন করতে হ'লেও
ছেলেমেয়েদের
পাঁচ বছরের আগে হ'তেই
প্রশ্ন জাগে—
মা ! ওটা কী ?
বাবা ! এটা কী ?

বাবা ! ওটা কেন ?
মা ! এটা কেন ? ইত্যাদি,
তা'কে
তাড়াতুড়ি না দিয়ে
তখন থেকেই
তা'র উপযুক্ত উত্তর দিতে হয়—
যে উত্তরে
সে খুশী হ'য়ে ওঠে—
তা'র জানার উচ্ছল আবেগ নিয়ে ;
দশ বৎসর থেকেই
কিংবা তা'র কিছু পর থেকেই
তা'র প্রবৃত্তির বিকাশ হ'তে থাকে
একটু একটু ক'রে,
তখন থেকেই
তা'কে যদি
সংযত না করা যায়—
সেই প্রবৃত্তিতেই তা'রা
নিরেট হ'য়ে ওঠে,
তখন থেকেই
একটু একটু তাড়নের ভিতর-দিয়ে
যথোপযুক্ত প্রয়োজনে
সেগুলিকে বিন্যাস ক'রে তুলতে হয়—
তা'র মানস-বিক্ষোভী বিষণ্ণতাকে
এড়িয়ে,—
প্রীতিদীপ্ত উচ্ছল অনুচলনে,
এই শিষ্ট বিন্যাসে
পিতামাতার
বিহিতভাবে
মনোযোগী হ'য়ে চলা উচিত,
মনে রেখো,
পিতামাতার কলহ-বিক্ষোভ—

এগুলি বিষতুল্য ;

এমনি চলতে চলতে
পনের-ষোল বছর হ'লেই
তা'কে—
পিতামাতায় অস্খলিত নিষ্ঠা
তা'র হ'য়ে ওঠে যা'তে—
তা'ই ক'রে চলতে হয়,

সঙ্গে সঙ্গে
ঐ চারিত্র্যিক বিনায়নাও যা'তে
একটা ব্যক্তিত্বে বিকশিত হ'য়ে ওঠে
তা'ও করতে হয় ;

তা'র পরে
ঐ ষোল বছরে যখন সে পদার্পণ ক'রল
বা ষোল বছর অবসান হ'ল—

তখন থেকেই তা'দের সাথে
বেশ প্রীতিদীপ্ত উচ্ছলায়
আলাপ-আলোচনা, চালচলন,
কোথায় কী ক'রলে কেমন হয়,
কোথায় কী করা উচিত নয়,
আপদে-বিপদে
কোথায় কী করা উচিত,
পরিবেশে
কোথায় কী করলে
তা'দের সুবিধা হয়,
আর, সে সুবিধা পেয়ে
যা'তে পরিবেশের
তা'দের প্রতি
সন্তানের স্নেহমমতা বেড়ে যায়—
তা'ই ক'রে
প্রাজ্ঞ হওয়ার অনুশীলনী তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'কে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়—

নিজের ঐতিহ্য ও কুলাচারে নিষ্ঠা
তা'দের অন্তরে
অক্ষুণ্ণ ক'রে তুলে ;
এমনি ক'রলে
প্রায় জায়গাতেই
তুমি হয়তো সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমাদের সন্তান—
জীবনের দুলাল যা'রা—
শিষ্ট অধিষ্ঠিতি নিয়ে
পরাক্রমী উৎসর্জ্জনায়
উচ্ছল উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে ;
তার পরে
ক্রমশঃ বড় হওয়ার সাথে সাথে
নিজেই নিজের করণীয়গুলিকে
বিহিত বিভাজনায়
বিন্যাস ক'রে
তা'কে
সার্থক ক'রে তুলতে
সক্ষম হ'য়ে ওঠে,
তখন তা'দের সাথে
অতিমিত্রের মতন
এমন ব্যবহার করা উচিত—
যা'তে প্রবৃত্তির উদ্দীপনা
তা'দের অতিষ্ঠ ক'রে
পিতামাতা হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে
তুলতে না পারে
বা অশিষ্ট ক'রে তুলতে না পারে ;
আমি মনে করি,
মোক্‌থা কথা যা' বললেম—
তা' তো বটেই,
তা' ছাড়া

বিহিতভাবে
যেখানে যা' করা উচিত—
যা'তে সে মানুষ হ'য়ে ওঠে,
একটা নিটোল ব্যক্তিত্ব
গ'ড়ে ওঠে তা'র—
তা'ইই করা উচিত,
পিতামাতাও সার্থক হবে,
আর, সন্তানও
সার্থকতার তাপস অনুচলনে
আরো হ'তে
আরোর দিকে ছুটবে—
নিষ্ঠানিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির সৎ বিনায়নায়—
সঙ্গতিশীল উর্জ্জনী উদ্দীপনায়—
যুক্তিসিদ্ধ সুপ্রভ সঙ্গতির সহিত—
ব্যক্তিত্বের বিপুল উৎসাহে । ৯৬২২ ।
১৬।৫।১৯৬১, সকাল ৮টা

যদি
বেঁচে-বেড়ে চলতে চাও,
জাতির পবিত্রতা রক্ষা কর—
আপ্রাণ পরিচর্য্যায়,
জন্মগত গুণ ও বর্ণ যা'
তদনুগ কুলাচার ও বৈধী জীবনীয় আচরণ
যা' যা' কিছু থাকে—
সেগুলির উপর নজর দাও—
ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্বর্দ্ধনা নিয়ে—
বাস্তব বেত্তৃত্বে ;
পুরুষের সততা—
স্ত্রীদের সতীত্ব—

জাতি ও প্রতিটি জীবনের
গৌরব হ'য়ে উঠুক;
দেশের জাতিকে
কোনপ্রকারেই বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলো না,
সবার জন্যই তুমি,
আবার তোমার জন্যেও যেন সবাই
সৎ ও শুভ প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
বিক্ষুব্ধ অশ্লীল তৎপরতায়
কাউকে নিয়োজিত করতে যেও না,
চারিত্র্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্বর্দ্ধনায়
সবাইকে
শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে তোল ,
আর, স্বাধীনতা
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চলুক
তোমাদের ভিতরে—
শিষ্ট বৈধী বিনায়নায়,
দেশ ও প্রদেশের
সীমাতে সঙ্কুচিত না থেকে
প্রতিপ্রত্যেককে সন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
সুদীপ্ত ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
প্রত্যেক জীবনকে
সুরদীপ্তির উদ্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে ফেল,
আর, শান্তি
আপনি এসে বলুক—
স্বস্তি
আপনিই উচ্চারণ ক'রে উঠুক—
তোমরা শান্তিতে থাক,
স্বস্তিকে
শুভবর্দ্ধনশীল ক'রে তোল—

স্বাস্থ্যসুন্দর তৎপরতায়,
তবে তো ! ৯৬২৩ ।
১৬।৫।১৯৬১, রাত ৭-৩০

লোককে
কোন বিষয়ে
যদি কোন কথা দাও—
তা' পারতপক্ষে
কিছুতেই খারিজ ক'রো না,
কিন্তু অন্যায় কথা দিলে—
সে অন্যায় কথায় যদি
তা'র বা অন্যের মঙ্গল না হয়—
তা'কে কখনও প্রশ্রয় দিও না ;
অসতের প্রশ্রয়—
বিহিত শুভ কারণ ব্যতিরেকে—
সব জায়গায়
খারাপই হ'য়ে থাকে । ৯৬২৪ ।
১৭।৫।১৯৬১, বেলা ১১-৩০

চল—
কিন্তু বিহিত নজর রেখে
পথে ও তা'র আশপাশে,
যেন বেকুবের মত
আপদগ্রস্ত না হ'তে হয় । ৯৬২৫ ।
১৮।৫।১৯৬১, সকাল ৯-৫৭

প্রাজ্ঞই যদি হ'তে চাও—
বহুদর্শী হও,
সব জিনিসগুলির ভালমন্দ
সব দিকই দেখ,

তা'র ভিতর বেছে নাও—
কোন্‌টা কখন
তোমার ও অন্যের
জীবনীয় হ'তে পারে,—
সে জায়গায়
বেশ ক'রে বিনিয়ে
উপযুক্ত ব্যবস্থায়
ব্যবহার কর ;
আর, মন্দ কিছুকে
কোন্ তুকে কেমন ক'রে
নিরোধ করতে পারা যায়—
তা'কেও এস্তামাল ক'রে নাও,
বস্তুর
বাস্তব অবস্থাগুলিকে জান,
জেনে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
সমীচীনভাবে
তা'র ব্যবহার ক'রো,
প্রয়োগ ক'রো,
এমনি ক'রেই
আরোর দিকে এগিয়ে যাও—
ধীচক্ষুকে
সুদর্শী ও তীক্ষ্ন রেখে। ৯৬২৬।
১৮।৫।১৯৬১, সকাল ১০টা

তত্ত্ববিদ্ যদি হ'তে চাও—
বিচক্ষণ নিবেশ-সহকারে
শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে
বিহিতভাবে
সব দিকে দেখ,

ভেবে—
সেগুলির সমীচীন ব্যবস্থা কর—
যা'তে তা' হ'তে
সুফল পাওয়া যায়,
আর, তত্ত্ববোধও
সমীচীনভাবে
বিন্যাস-সহকারে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ-অনুপাতিক
বিহিত অবস্থায়
বিহিত রকমে
দেখে আয়ত্ত কর,
আর, তত্ত্ববোধ মানেই হ'ল—
তাহাত্ব-বোধ,
এমনি ক'রেই
ক্রমে ক্রমে
তত্ত্ববিদ্ হ'য়ে ওঠ—
বহুল সঙ্গতির
সংস্কার ও সংক্রমণশীল
অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে । ৯৬২৭ ।
১৮।৫।১৯৬১, সকাল ১০-৫

নিজে
শিষ্ট, সুধী ও সুন্দর থেকে
কৃতঘ্ন ও মিথ্যাচারীদিগকে
পর্য্যালোচনা কর,
দেখ,
যেখানে যেমন করলে
তা'দের পক্ষে শুভফলপ্রসূ হয়,
শিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
সৎসন্দীপী হ'য়ে ওঠে—

সন্নিবেশ-সমীক্ষায় তা' কর,
তা' করা মানেই হ'চ্ছে—
তা'দিগকে
জীবনীয় ক'রে তোলা । ৯৬২৮ ।
১৮।৫।১৯৬১, সকাল ১০-৮

যদি
বস্তু বা বিষয়ের তাৎপর্য্যকে
শিষ্টভাবে অনুধাবন না করতে পার,—
কেমন ক'রে কী ক'রলে
তা'র কী হয়—
তা' যদি বুঝতে না পার,—
তোমার তাৎপর্য্য-জ্ঞানানুধাবন
নিরর্থকতার পথেই চলবে কিন্তু । ৯৬২৯ ।
১৮।৫।১৯৬১, সকাল ১০-১০

যতই তোমার অন্তরে
নিবিষ্ট কৃতি-তৎপরতার
অভাব হ'তে থাকবে—
তোমার দৃষ্টিও
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকবে তেমনতরই—
একটা স্বার্থলোলুপ তাৎপর্য্যের
অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে,
যে যেমনতর
ভাব ও কৃতির অনুনয়নে—
আবার, যা' তোমার পক্ষে
অতিশয় মাঙ্গলিক অভিনিবেশ নিয়ে চলছে—
তা' না দেখে
বিকৃতির ব্যতিক্রমদুষ্ট বিক্ষেপে
তা'কে তুমি দেখবে হয়তো—
বুঝবে হয়তো—

জানার দাবী করবে
তেমনি ক'রেই হয়তো
যা'তে সে একটা অপকৃষ্ট, হেয় ;
আর, যতই
এমনতর হ'তে থাকবে—
তুমি তোমার
আন্তরিক অহমিকা-সঞ্জনায়
বিকৃতভাবে দেখবে,
বুঝবে,
বোধ করবে ;
আর, অন্তঃস্থ নিষ্ঠারজ্জুও
তোমা হ'তে
একদম বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তুমি সর্ব্বনাশেই
পা বাড়িয়ে চলবে ক্রমশঃ—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে বিসর্জ্জন দিয়ে—
বিকৃত চলনকে আশ্রয় ক'রে,
সাবধান হও ! ৯৬৩০ ।
১৮।৫।১৯৬১, বিকাল ৪-৪০

বান্ধবকে
অযথা শত্রু ক'রে তুলো না,
বিপদ ও বিকৃতিকে
সুকৃতির আসনে বসিয়ে
তা'র পূজায়
তোমার যথাসর্ব্বস্ব
বিসর্জ্জন দিতে যেও না,
তুমি নষ্ট হবে,
অন্যকেও নষ্ট করবে । ৯৬৩১ ।
১৮।৫।১৯৬১, বিকাল ৪-৪২

অস্খলিত নিষ্ঠা নিয়ে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখনন্দনায়
নিজেকে ফুল্ল ক'রে তুলে,
কৃতী হও,
অনুশীলন-তৎপর হও,
সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি নিয়ে
সব যা'-কিছুকে দেখ—
বিহিত বিনায়নায়,
যা'কে দেখ—
সে বিষয়ে
বোধবিদ্ হ'য়ে উঠো,
অনুশীলনে
বস্তু বা বিষয়
যা'-কিছুর
নিবিষ্ট বিনায়ন ও ব্যবহারে
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
ঐ জ্ঞানগুলি
যেন বাস্তব তাৎপর্য্যকে
বিনায়িত ক'রে
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রেই
ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববিদ্ হও,
তত্ত্ববিদ্ হওয়া মানে—
তাহাত্ব-বিদ্ হওয়া,
আর, ঐ তাৎপর্য্যে
যা' জীবনীয়, সার্থক ব'লে
প্রত্যয় হ'য়ে থাকে—
সেগুলিকে
তেমনতরই ব্যবহার কর—

তা'র কোন্‌গুলি
কোথায় কেমনতর প্রয়োজন হয়—
তা' বিহিতভাবে বিজ্ঞাত হ'য়ে ;
এমনি ক'রেই
সব যা'-কিছুর তত্ত্বকে
অবগত হও,
তা'র তুক্‌ জান,
তুক্‌ জেনে—
ঋষিত্ব লাভ কর,
'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'—
এ কথার সার্থকতার
প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠ ;
তুমিও সার্থক হবে,
সার্থক হবে তোমার পরিবেশ,
সার্থক হ'য়ে উঠবে
তোমার দেশ । ৯৬৩২ ।
১৮।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৩০

স্ত্রীকে
স্ত্রীবৈশিষ্ট্যে
উচ্ছল হ'তে দাও,
পরিবার-পরিজনের
পালন-পোষণী তৎপরতায়
যা'-কিছু করতে হয়—
তা'তে অভ্যস্ত ক'রে তোল,
যা'তে তোমাদের সত্তা
শিষ্ট, সম্বুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
চলতে পারে ;
স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যদি
চাকুরীজীবী হ'য়ে ওঠ,
সর্ব্বাস্তদীপনা কোথায় অপসারিত

হ'য়ে উঠবে—
তা'র ঠিকও পাবে না,
বিব্রত বিদগ্ধ হৃদয় নিয়ে
চলতে হবে অহর্নিশ,
লাখ উপার্জ্জন কর—
সেগুলির
বিহিত বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
তোমার সত্তাকে
শিষ্ট ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে
যদি না দাও—
তোমার পরিবারের ছেলেমেয়েদিগকে
তা'দের বৈশিষ্ট্যে
নিবিষ্ট শিষ্ট অনুশাসনে রেখে,—
তবে তোমাদের—
অর্থাৎ যা'রা পুরুষ—
বাহির থেকে যা'রা
আহরণ ক'রে থাকে—
তা'রা
ভঙ্গুর হৃদয় নিয়ে
বিকৃতি ও বিপর্য্যয়ে
নিজদিগকে বিনায়িত ক'রে
নিরয়ের নষ্ট বিভবে
বিভবান্বিত ক'রে—
অশিষ্ট ও অতিষ্ঠ হ'য়ে—
নিজের পরিবার,
দেশ ও সমাজকে
সংক্রামিত ক'রে তুলবে ;
আমি বলি,
যদি কেউ ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে থাক—
এখনও শিষ্ট অনুচলনে চল,
নতুবা, ভাগ্যের বিকৃত ভজন হ'তে

তোমাকে ধ'রে তোলবার
কেউ থাকবে না ;
ভাব,
বোঝ,
বুঝে দেখ,
চল । ৯৬৩৩ ।
১৮।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৪০

ধৃতিমান্ হও—
সত্তার শিষ্ট অনুচর্য্যায়,
তোমার আওতায় যা'কে পাও—
তা'র প্রয়োজনমত পরিচর্য্যা ক'রো,
নিজেকে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল,
এই তৃপণ-দীপ্তি
সব দিকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
তোমাকে
তৃপণার বিগ্রহ ক'রে তুলুক,
স্বস্তির তো ঐই পন্থা । ৯৬৩৪ ।
১৮।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

আকাশের দিকে তাকাও,
চোখ বুঁজে দেখ—
তুমি তা'কে দেখতে পার কিনা !
দেখতে পারলে
তা'কে বোধ করতে পার কিনা !
বোধ যদি কর,
ঐ দেখ—
আকাশ ফেটে
তোমার অন্তঃস্তলে
আশিস্ নির্ঝরের মতন

শব্দ নেমে আসছে—
স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

অন্তঃকরণে
সেটা গেঁথে নাও,
অস্খলিত নিষ্ঠানিবেশ-নন্দনায়
তা'কে আলিঙ্গন কর,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
শ্লেষণ-দীপ্তিতে
ভরপুর হ'য়ে চল,
আর, তোমার
পূর্ণ কৃতিসম্বেগ
প্রত্যেকের অন্তঃস্থিত
এই আকাশকে যেন
জ্যোতিষ্কখচিত ক'রে তোলে,
আর, তোমার অন্তঃকরণ
সব যা'-কিছুকে
অমনি ক'রে ধ'রে
উপভোগ ক'রে চলুক—
নন্দনার পরাগ-নির্ঝরে। ৯৬৩৫।
১৮।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৫৩

দীপ্তি আসুক
দীপক সুরে,—
নিষ্ঠার ঘন-উচ্ছ্বসিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উচ্ছল ধারায়—
অমৃতবাহী হ'য়ে,
আর, তা' তুমি
ছিটিয়ে দাও—
সব অন্তঃকরণে,

তা'দিগকেও
অমনি ক'রে তোল—
অমনি দেখ—
সঙ্গতির
শিষ্ট প্রস্রবণের ভিতর-দিয়ে,
ব্যথার ব্যথিত ক'রে,
আহ্লাদের হ্লাদন-সম্বেগে। ৯৬৩৬।
১৮।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৫৭

ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত থাক
অস্খলিত অনুরাগ নিয়ে,
প্রবৃত্তি যা'-কিছু আছে—
অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য
যা'-কিছু আছে
সেগুলিকে
যদি ব্যবহার করতেই হয়,—
বৈধী স্পন্দনশীল
শিষ্ট রাগদীপ্ত প্রীতি-উচ্ছল
মঙ্গলপ্রসূ ক'রে
তা'দের ব্যবহার ক'রো—
যদি পার,
না পার যদি—
তাহ'লে মনে রেখো,
তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তি
কা'রো অমঙ্গল না আনে,
নষ্ট না-আনে কা'রো,
ভোগবিলাসে
যেন অন্ধ ক'রে না রাখে;
তৃপ্তির
উল্লাস-উদ্বেলিত
সাত্বত সুরদীপনায়

তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে তোল,
আর, ঐ বিনায়ন দিয়ে
বিনায়নসিদ্ধ প্রবৃত্তি দিয়ে
বা অনুরাগ দিয়ে
তোমার জীবনকে
প্রতিটি ব্যক্তির
মাঙ্গলিক
হোম-আহুতি ক'রে তোল,
অন্তরীক্ষ
উদ্দাম উল্লাসে ব'লে উঠুক—
স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!! ৯৬৩৭।
১৮।৫।১৯৬১, রাত ৮টা

তোমার জীবন
স্পন্দনসুরদীপ্ত
উচ্ছল উদ্দীপ্ত সম্বেগ,
আর, তা'র ভাব হ'চ্ছে—
ঐ স্পন্দনের বিভাবিত
সঙ্গীতশীল হওন-দীপনা;
তুমি যেমন হ'তে চাও,
সেই ভাব দ্বারা
অনুরঞ্জিত যেমন হবে—
নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
উচ্ছল উদ্দীপনী শ্রমসুখ-তাৎপর্য্যে,—
তোমার ভাব
ঐ করার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
প্রতিফলিত ক'রে তুলবে তেমনি;
ঐ ভাবকে

মলিন হ'তে দিও না,
অলস হ'তে দিও না,
তা'কে
কৃতি-উচ্ছল ক'রে
সাত্বত উর্জ্জনায়
অস্তিত্বের আধান ক'রে তোল,
ঐ অস্তিত্ব নিয়ে
সে
স্পন্দন-বিভোর রাগদীপনায়
তা'র পরিবেশের সবাইকে
অমনতর উচ্ছল-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক ;
সেই রাগ—
অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যা'-কিছু আছে
তা'র বিরাগ সৃষ্টি ক'রে
স্বস্তির সুন্দর লীলায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,—
তা'কে স্বস্থ ও সুন্দর ক'রে ;
তুমি প্রাণবন্ত হও,
আর, ঐ প্রাণস্পর্শে
সবারই প্রাণস্পন্দন
অমনতর রাগদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
পারগতার পারিজাত
সবার অন্তরে
প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠুক,
এমনি ক'রে
সবাই হো'ক্
শিষ্ট পারগ জাতি । ৯৬৩৮ ।
১৮।৫।১৯৬১, রাত ৮-১৫

সাত্বতীতে প্রবুদ্ধ হও,
সত্তায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,

আর, দেশ ও দুনিয়াকে
অমনতরই প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ সহ
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উচ্ছল স্রোতল উৎসর্জ্জনায়—
অনুশীলনের
উদ্দীপনী বাস্তব কৃতিত্বে ;
তোমার ঐ অন্তঃস্থ
রাগরঞ্জিত অস্খলিত নিষ্ঠার
মাঙ্গলিক আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
শিষ্ট হ'য়ে উঠুক,
বোধদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
বিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী হ'য়ে উঠুক,
এইভাবে তা' দীপ্ত হোক,
প্রস্ফুটিত হোক,
সবার অন্তরকে তা'
ফুটন্ত ক'রে তুলুক,
আর, জীবন চলুক
ফুটন্ত হ'য়ে
অনন্তের দিকে—
বিবেকরঞ্জিত
জীবনীয় উৎসৃজনা নিয়ে :
কেন ?
তেমন হওয়া যায় না ?
করার তুক্ জান,
ক'রে চল,—
হওয়া
হাস্যমুখেই অপেক্ষা করছে
তোমার জন্যে । ৯৬৩৯ ।
১৮।৫।১৯৬১, রাত ৮-২০

দেখ, শোন, বোঝ—
বস্তুর বাস্তব সঙ্গীতি নিয়ে,
বিহিত শিষ্ট বিনায়নে
তা'কে সুন্দর ক'রে তোল,
তুমিও তা'র হৃদ্য হ'য়ে ওঠ,
সেগুলিও
তোমার হৃদ্য হ'য়ে উঠুক,
জীবনীয় হ'য়ে উঠুক—
উর্জ্জনা উদ্বুদ্ধ
পরাক্রমী দূরদৃষ্টির
দূরদর্শন নিয়ে ;
তুমি বাঁচ,
তুমি থাক,
অমর হ'য়ে চলতে থাক,
তোমার পরিবেশও তেমনি
অমরার নামগান নিয়ে
অমর-সন্দীপনায়
অমৃতসিক্ত হ'য়ে উঠুক,
তাঁতে অনুরক্ত হও,
তিনি দয়াল—
তা'ই করুন । ৯৬৪০ ।
১৮।৫।১৯৬১, রাত ৮-২৪

দেশ মানেই
আদেশ,
যে আদেশ নিয়ে
মানুষ কৃতার্থ হ'য়ে উঠত,
নিজের সত্তা
বিনায়িত ক'রে তুলত,
সেই ব্যাপক রঞ্জনাই হ'চ্ছে দেশ,—

যা'তে প্রতিটি ব্যক্তি
শিষ্ট অনুচলনে তুষ্ট হ'য়ে
শ্রী ও গৌরবে
গৌরবান্বিত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার রাগদীপনী তাৎপর্য্যে
নিজদিগকে নিয়ন্ত্রণ করত ;
সে আদেশ
যেখানে যেমন ক্রিয়াশীল—
দেশও তেমনতর হ'য়ে উঠে থাকে,
যে দেশে তা' ছিল না—
অবিধির উপাসনা
যেখানে হ'ত—
এমনতর কত দেশ
ছারেখারে চ'লে যেত,
এমন-কি,
কতজনের স্মৃতিলেখা হ'তেও
তা' মুছে গেছে,
কারণ, তা' সাত্বত পরিদীপ্ত নয়,
পরিস্রুত সৎ ঊর্জ্জনা হোক,
কৃতি হোক
বা সত্তাপরিচর্য্যী ঊর্জ্জনাই হোক—
সেখানে তা' আসে নি,
নষ্ট হ'য়ে গেল তাই ;
আমি বলি,
যদি পার—
বুকে সম্বেগ যদি থাকে—
বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃপিতামহের রক্ত
তোমাদের শিরায় যদি থাকে—
তবে সবাইকে
সজাগ ক'রে তোল,
উদ্দাম ক'রে তোল,

ক্বতিসঞ্জাত ক'রে তোল,
পারগতা ও শ্রমচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আবার তা'কে আহ্বান কর—
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-ক্বতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্রোতল উদ্দীপনায় ;
ইষ্টনিদেশবাহী
এই শিষ্ট উর্জ্জনা
যখন থেকেই
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
স্পন্দিত হ'য়ে চলতে থাকবে—
ক্বতিও তেমনি
বিভব বিস্তার ক'রে
উৎসর্জ্জী উদ্দীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলবে,
অমরতার
সঞ্জীবনী সন্দীপনা
এমনি ক'রেই
ক্রমে ক্রমে
প্রতিটি ব্যক্তিত্বে আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে ;
তা'র তূর্য্যধ্বনিকে
প্রত্যেকে উপলব্ধি করবে,
আর, তা' দেখে
চলতে জানবে সবাই—
মাঙ্গলিক স্বস্তিবাচনে
হোম করবে—
আত্মিক আবাহনায়
চেষ্টার তাপস চলনে ;
তাই বলি,
ওঠ,
জাগো,

এখনই কর,
পারস্পরিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে
সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ওঠ সবাই,
মহাশক্তি
মহান উদ্দীপনায়
প্রতিটি অন্তরে বিরাজ করুন—
সঞ্চারণার শুভ আহুতি নিয়ে। ৯৬৪১।
১৮।৫।১৯৬১, রাত ৯টা

তুমি নিজেও ঠ'কো না,
তোমার আওতার মধ্যে
কাউকে ঠকতেও দিও না,
এই ঠগ্‌বাজী চলন
সংক্রামিত হ'য়ে
ক্রমেই চারিয়ে যায়,
আর, ঠকবার উৎসর্জ্জ নাই এমন জন্মে—
না ঠ'কলে
বা না ঠকালে
যেন কিছুই করা হ'ল না,
এমনি ক'রেই
তোমার যেখানে
যেমনতর দুর্ব্বলতা আছে—
সবগুলিকে এড়িয়ে
সুস্থ, স্বস্থ, সম্বৃদ্ধিপরায়ণ হ'য়ে
চলতে থাক,
আর, অন্যেও যা'তে
সম্বৃদ্ধিশালী হ'য়ে ওঠে—
যা' কিছুর
কৃতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে—
সেদিকে নজর রেখো,

তোমার অন্তঃস্থ
নিষ্ঠানন্দিত উৰ্জ্জনায়
অস্খলিত অনুদীপনার সহিত
যা'তে না ঠক
বা কেউ না ঠকে—
তা'র দিকে নজর রেখে চল ;
সমীচীন শক্তির
সুপরিচর্য্যী সদ্‌ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
যত পার—
ঐ ঠগ্‌বাজীর
উৎখাত ক'রে চল—
শিষ্ট সুন্দর
উদ্বোধনী তাৎপর্য্যে । ৯৬৪২ ।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৬-১০

দুর্ব্বলতাকে
প্রবল হ'তে দিও না,
তোমার
বিধিবিনায়িত সাত্বত চলনকে
তোমার অন্তঃস্থ দুর্ব্বলতা
যতই নিরোধ ক'রে
নিজের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা করবে,
তোমার অন্তরে
তোমার ব্যক্তিত্ব
দুর্ব্বলতারই রাজত্ব হ'য়ে উঠবে ;
ব্যক্তিত্বকে
সুশাসিত ক'রে রাখ,
সাহস-সন্দীপ্ত ক'রে রাখ—
সৎ শুভ সন্দীপনায়,
আর, অন্যকেও—
অন্ততঃ তোমার আওতায়

যা'রা আছে—
তা'দেরও
অমনতর ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম ক'রে
শক্তিরই আবির্ভাব হবে,
আর, সেই শক্তি
স্বস্তি ও শান্তির
মঙ্গলঘট হ'য়ে উঠুক। ৯৬৪৩।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৬-১৬

সবাই বেঁচে আছে—
না-বাঁচাকে অতিক্রম ক'রে,—
বৈধী আচরণসিদ্ধ
কৃতি-সন্দীপনায়,
নিষ্ঠানন্দিত
অস্খলিত রাগস্রোত
জীবনের যা' কিছু ব্যাহতি
সেগুলি তাড়িয়ে দিয়ে—
আপ্যায়নার স্মিত মাধুর্য্যে
কৃতিসন্দীপ্ত উদ্বর্দ্ধনায়
তোমার ব্যক্তিত্বে
জীবন-সন্দীপ্ত হোক,
তুমি বাঁচ,
অন্যকেও বাঁচাও। ৯৬৪৪।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৬-১৯

কোথায় থাকবে ?—
যেখানকার আবহাওয়া
তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে সুষ্ঠু,
আর, যেখানকার পরিবেশ
ও পারিবেশিক আত্মীয়তা নিবিড়—

সেখানেই বসবাস করবে ;
পারিবেশিক আত্মীয়তা পেতে হ'লেই
পরিবেশের পরিচর্য্যা করতে হয়,
তোমার পক্ষে
পরিবেশ যেমনতর প্রয়োজন—
পরিবেশও যেন
তোমার কাছে তেমনতরই পায় ;
পরিবেশকে
তুমি যতটা
যেমন ক'রে করবে—
যেমনতর শিষ্ট ক'রে তুলবে—
বিধি-বিশাসিত ক'রে তুলবে—
দরদী অনুকম্পাশীল ক'রে তুলবে—
পরিবেশও তোমার কাছে
তেমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
তুমি করবে না
অথচ পাবে—
আপশোষ করবে—
তা' হবে না কিন্তু,
হবে তো না-ই,
তুমি দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে,
শীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
তাই, পরিবেশকে
শিষ্ট সুন্দর
শক্তিশালী ক'রে তোল,
আর, ঐ সঞ্চারিত সংহতি
তোমাকে
আরো হ'তে আরোতরে
উদ্দীপ্ত ক'রে
ঐ উদ্দীপনায়
নিজেরাও উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে

ঐ পরিবেশ ও তা'র আবহাওয়ার
শিষ্ট অনুচলন
ও দক্ষচতুর সন্দীপনায়
বিহিত লক্ষ্য রেখে
তা' করতে হয়—
তোমার যেমন সাধ্য—
সাধনায় আরো আরোতে এগিয়ে,
তা'ই কর,
অন্যেতেও
তেমনিভাবে সঞ্চারিত কর;
জীবনের দাঁড়াই হ'চ্ছে—
অস্খলিত নিষ্ঠানন্দিত অনুরাগ,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—
যা' দরদী অনুকম্পার ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি লোক
উপলব্ধি করতে পারে—
শিষ্ট সুন্দর পরিচর্য্যায়
সুষ্ঠু আহুতিতে
অর্থাৎ আহ্বানে;
তা'র মানেই—
কৃতিসুন্দর
আপ্যায়নাদীপ্ত বাক্য, ব্যবহার,
আর তদনুগ শিষ্ট অনুচলন
ক'রে চল;
এটা যত চারিয়ে যাবে লোকের ভিতর—
লোকও তোমাতে
তেমনতরই সংহত হ'য়ে উঠবে,
করায় গাফিলতি ক'রো না,
পরিচর্য্যামুখর হ'য়ে
সবার দরদী হ'য়ে ওঠ,
সম্ভাবিত কর তা'

সবারই সত্তায়,
দেখবে—
বিধি-আশীর্ব্বাদ
তোমাকেও তেমনতর
নন্দিত ক'রে তুলছে ;
আশীর্ব্বাদ মানে—
অনুশাসন-বাদ । ৯৬৪৫ ।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৬-৪২

তোমার
লক্ষ্যহারা কত বাসনাই
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে,
আর, তা'
তোমার কৃতিকেও
অমনতরভাবে
বিন্যায়িত ক'রে রেখেছে
বা তুলছে ;
তুমি সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্রোতদীপ্ত বীচি-উৎসর্জ্জনায়,
আর, তা' সার্থক ক'রে তোল—
তোমার ঐ শ্রেয়নিষ্ঠ ঊর্জ্জনায়
সার্থক অনুদীপনায়,
এমনি ক'রেই
সুষ্ঠু বাসনাগুলিকে
সার্থক ক'রে তোল,
আর, কাজেও তেমনি ক'রে চল ;

এমনতর করতে করতে
দেখতে পাবে—
তোমার বাসনাগুলি
লক্ষ্যহারা হ'চ্ছে না,
বিপথে বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠছে না,
সুযুক্ত সন্দীপনায়
শ্রেয়-সার্থকতায়
সেগুলি
বিনায়িত হ'য়ে
স্বস্তির শুভ আরতিতে
তোমাদিগকে নন্দিত ক'রে তুলছে ;
ভ্রান্তির ছলনায়
তুমি ভুলবে কমই। ৯৬৪৬।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৩০

মনে রেখো—
সংযত পরিচর্য্যায়
যা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তদনুগ অনুচলনে
নিজেকে সার্থক ক'রে চলতে পার,—
তা'ই তোমার ভিতর
জ্যোতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
হওয়ার
ঐ উদ্দীপ্ত উৰ্জ্জনা
তোমাকে বিক্ষুব্ধ না ক'রে
সন্দীপ্তই ক'রে চলবে,
তোমার অন্তঃকরণও
সেইরকম বিনায়িত হবে,
অন্তর্দৃষ্টিও তেমনি
সূক্ষ্মধারাবাহী হ'য়ে
তোমাতে

বিভব বিন্যাস ক'রে তুলবে
তুমি সার্থক হবে ;
তাই, ধৃতির
পরম দ্যোতনাই হ'চ্ছে—
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—
যা' শ্রমসুখপ্রিয়তার
সুসন্দীপ্ত লালসায়
লুব্ধ হ'য়ে
বিবেক-বিন্যাসী বিনায়নে
চ'লে থাকে—
উচ্ছল কৃতিসম্বেগ নিয়ে
বিভূতি-বিস্তারণায়। ৯৬৪৭।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৩৫

তুমি
স্বাস্থ্য ও শক্তিতে
দুর্জ্জর হ'য়ে ওঠ
শ্রেয়নিষ্ঠানিপুণ অনুপ্রাণতা নিয়ে,
ঐ স্বাস্থ্য-শক্তির
মানসিক মূর্চ্ছনায়,
আর, পরিবেশের প্রত্যেককে
ঐ অমনতর ক'রে তোল ;
যে যেমনতর
ব্যবহারই করুক না কেন—
যা'তে সেগুলিকে
হজম ক'রে
সুষ্ঠু উন্মাদনায়
নিজ ও অপরকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পার—
তেমনি ক'রেই চলতে থাক—
অসৎ ও অশিষ্ট যা'

তা'কে নিরোধ ক'রে,—

সব যা'-কিছুকে
সমীচীনভাবে
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণী
তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
শিষ্ট সঙ্গতির শুভ উচ্ছলতায় ;

ব্যক্তিত্ব তোমার
বিশাল হয়ে উঠুক,
ঐ বিশালতা
অন্যের ভিতরেও সঞ্চারিত হয়ে
বিকৃতিহীন বিশাল হওয়ার
আগ্রহদীপ্ত প্রবৃত্তিতে
মাথাচাড়া দিয়ে থাকুক,—

অনুরাগযুক্ত সেবা,
মহিমামুগ্ধ ভজন,
সৌষ্ঠবসুন্দর
হৃদয়মুগ্ধকর
কথা ও কীর্ত্তনের ভিতর দিয়ে—
উদ্দীপ্ত হ'য়ে,

আর, এই উদ্দীপনা
তোমাকে
স্বাস্থ্যবান-শক্তিমান
সুষ্ঠু সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ক'রে
অন্যের হৃদয়কেও
যেন অমনতর ক'রে তোলে ;

যখন থেকে তা'রা
তোমার এতটুকু নিন্দাও
সহ্য করতে পারছে না,
আর, কুৎসিত ব্যবহারও ক'রছে না,
উচ্ছল কৃতিসম্বেগ নিয়ে
নিজের ও অন্যের

যেখানে যেমনতর করা প্রয়োজন
তা' করছে,—
বুঝো,
তোমার ঐ সঞ্চারণা
ব্যর্থ হয় নাই,—
আশা করতে পার—
হয়তো
সৌষ্ঠবমণ্ডিতই হ'য়ে উঠবে। ৯৬৪৮।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৫০

তুমি
ইষ্টনিষ্ঠায় মুগ্ধ হও—
এমনতরভাবে—
যেন সেই মুগ্ধীভাব
ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল ক'রে
চরিত্রে সে ঔজ্জ্বল্য
প্রতিভাত হ'য়ে
প্রতিটি অন্তরে
বিস্তারিত হ'য়ে পড়ুক,
ছিটিয়ে পড়ুক—
নন্দনার শুভ সঙ্গীত নিয়ে,
উল্লোল উল্লাসে
তা' সবাইকে
সুদীপ্ত ক'রে তুলুক—
প্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন নিয়ে,
সার্থক হও,
আর, সেই সার্থকতা
প্রত্যেককে সার্থক ক'রে তুলুক। ৯৬৪৯।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৫৪

বিশালের অন্তঃস্থ
আকর্ষণ-বিকর্ষণী
স্থির ও চরের
সঞ্চারণ-অপসারণী
উচ্ছলতার ভিতর-দিয়ে
যখন বিপুল উত্তালন
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগল—
তা'র তরঙ্গায়িত উর্জ্জনায়
বহু বীচি সৃষ্টি ক'রে
আকর্ষণ-বিকর্ষণের
বিধায়িত সন্দীপ্ত অনুরঞ্জনায়
একটা বিবর্ত্তন-বৃত্তাভাসের
বিন্যস্ত সুঠাম
ব্যাবর্ত্তন-বৃত্তাভাসের ভিতর-দিয়ে,—
তখনই
তা'র ভিতর-দিয়ে
দুটি প্রান্তের
সংক্ষুব্ধ উদ্দীপনায়
অদৃশ্য বেগের সৃষ্টি ক'রে
চলতে লাগল,
আর, তা'র মধ্যদেশে রইল—
স্থৈর্য্যীভূত চরৎশীল উচ্ছল উদ্দীপনা,—
যা' স্থির ও চরের
সামঞ্জস্য সিদ্ধ ক'রে
স্বস্থ ক'রে রেখেছে,
আর, সেই
বেগ-সংঘাতের ভিতর দিয়েই
সৃষ্টি হ'ল—
শক্তিসঞ্জিত পরাৎপর অণু,
আবার, ঐ সংঘাতের ভিতর দিয়েই
আবির্ভূত হ'ল—

পরমাণু,
তা' হ'তে হ'ল—
অণু,
আবার, সেই সংঘাতের ভিতর দিয়েই
অণু সংহত হ'য়ে উঠল—
—সঙ্গে নিয়ে—
ঐ চরদীপনী
অনুকম্পনার
উদ্বেলন,—
যা'
আকর্ষণ ও বিকর্ষণের তাৎপর্য্যে
ক্রমশঃ সংহত হ'য়ে
বস্তু-উপাদানের সৃষ্টি ক'রে
সংহতির
দীপ-সন্দীপনায়
দ্যুতি-নিক্কণে—
ঐ সম্বেগ
ঐ বস্তুর মাধ্যমে
প্রাণন-দ্যোতনায়
বিধৃত হ'য়ে
ক্রমে ক্রমেই
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলতর
শারীর-সন্দীপ্ত
জীবন-উর্জ্জনায়
চলতে লাগল—
বস্তুর
ফেনিল
সংকর্ষণী উদ্দাম উদ্যোগের
অবিশ্রান্ত
চলোচ্ছল গতি নিয়ে ;
তা' হ'তে সৃষ্টি হ'ল—

সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা
যা'-কিছু,
তা' হ'তে সৃষ্টি হ'ল—
এই পৃথিবী,
তা' হ'তে সৃষ্টি হ'ল—
এই পৃথিবীর বস্তুনিচয়,
দীপন-উদ্যমে
ক্রম-তাৎপর্য্যে
অবশেষে হ'য়ে উঠল—
মানুষ ;
মানুষ কিন্তু
ঐ ব্যাপনারই
জীবনীয় শারীর প্রকৃতি ;
এই ব্যাপনী উর্জ্জনা
মানুষ যখন ছেড়ে দেয়,
সংকুচিত হয়,
স্বার্থান্বেষী হ'য়ে ওঠে,—
তখনই সে হয়
সঙ্গীতিহারা,
সন্দীপনী-লাস্যের
সুরসন্দীপনী
ললিতসুন্দর অরুণবিভা
তখন থেকেই
সংক্ষুব্ধ
ও সংকীর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকে—
বিন্যাস-বিধায়িত
শারীর সঙ্গীতশীল ব্যক্তিত্বে—
যা' প্রাণন-বিভায়
অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে
চ'লে আসছে,
এই তো বিধি ;

বিধি মানে তা'ই—
বিহিতভাবে
যা' ধারণ করে,
যে আচার-নিয়মের ভিতর-দিয়ে
সৌষ্ঠব-অনুচলনে
ব্যষ্টির
শারীর-সঙ্গত ব্যক্তিত্বকে
ধারণ করে :
ঐ ধারণীয় তাৎপর্য্যে চলাই হ'চ্ছে—
আচার বা আচরণ
বা ধর্ম্মাচরণ,
এই জীবনীয় পরিচর্য্যাকে
ধর্ম্মাচরণকে
যদি তুমি ফেলে দাও,
অবজ্ঞা কর—
অবজ্ঞাত হবে তুমি,
অস্তিত্বের বিলয়
অমনি ক'রেই চ'লে আসবে—
ক্রম-সঙ্কোচনার ভিতর দিয়ে ;
তাই বলি,—
এখনও ওঠ,
এখনও জাগো,
এখনও কর,
সেই করা—
সব করার ভিতর-দিয়ে
যা'তে তোমার
সাত্বত বিধানগুলিকে
প্রাণন-স্পন্দনকে
উজ্জীবিত রেখে দেয়,—
তেমনিভাবে
ঐ জীবন-উর্জ্জনা

সবার ভিতরেই
সজাগ ক'রে তোল ;
সবাই যদি সজাগ না হয়—
তুমি সজাগ হ'য়ে
থাকতে পারবে না,
তোমার জাগরণ
সুপ্ত হ'য়ে চলবে—
নিদ্রায়,
পরিবেশ তোমাকে
যেমনতর
শক্তি-সংঘাত দিয়ে
জাগ্রত ক'রে রেখেছে—
সে তো ভেঙ্গে যাবে,
নষ্ট পাবে তুমি—
যদি নষ্ট কর
তোমার এই পরিবেশকে,—
যা' তোমাকে
নানা সংঘাত-সঞ্চারণার ভিতর দিয়ে
সজাগ ক'রে রেখেছে,
জীয়ন্ত ক'রে রেখেছে ;
জীবন্ত ক'রে রেখেছে ;
ভুলে যেও না,
ওঠ,
জাগো,
বরেণ্যকে ধর,
নিষ্ঠানুদীপ্ত অনুপ্রাণনায়
আনুগত্য-কৃতিদীপ্ত
সন্দীপনা নিয়ে
জীবনকে পরিচর্য্যা কর,
আর, পরিবেশকে
জীবনীয় ক'রে তোল

জীবন-বৃদ্ধির পথ তো এইই। ৯৬৫০।
১৯।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৩৫

ভুল কেন হয়—
তা' কি ভেবে দেখেছ ?
চিন্তার ভিতর-দিয়ে
সেগুলিকে
মননশীল তাৎপর্য্যে
বিন্যাস ক'রে
বোধায়নী তৎপরতায়
নিবিষ্ট ঔৎসুক্য নিয়ে
তা'কে কি সংস্থ ক'রে রেখেছ ?
তোমার মস্তিষ্কের
ভাবদীপনী অনুভবের ভিতর-দিয়ে
যা'তে যেগুলি মনে আছে
আর যেগুলি মনে নাই—
তা'র রকম-সকম কেমনতর—
তা' বোধগম্য ক'রে
ভুলকে
সহজসিদ্ধ নিরাময় করা যায়—
তা' কি দেখেছ ?
তা' দেখ নাই,
ভাবসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
বোধদীপ্ত রাগরশ্মি দিয়ে
স্মৃতিকেন্দ্রগুলিকে
উচ্ছল তাজা ক'রে রাখ নি
বা রাখা হয় নি,
তাইতো ভুল হয় ;
আর, ভুল যা' হয় না—
সেগুলি
অমনতরভাবেই

স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হ'য়ে আছে ;
ভুলকে এড়াতে গেলে—
বোধবিনায়িত ব্যাপারগুলিকে
স্মৃতি-সন্দীপনায়
সুষ্ঠু উচ্ছল ক'রে
সংস্থ ক'রে রাখতে হবে,—
যা'তে তা'র একটা কিছু
মনে করলেই
বা মনে করিয়ে দিলেই
সেগুলি ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
কোন ব্যাপার বা বস্তুর
সম্মুখীন হ'লেই
তদনুগ তাৎপর্য্যে
সেগুলি
অন্তরে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে ;
যতটা এমন ক'রে চলতে পারবে—
ভুলও তত কম হ'য়ে উঠবে,
জাগ্রত স্মৃতি নিয়ে
তুমি চলতে পারবে,
এই স্মৃতিকে যতই
সুষ্ঠু, সুন্দর ও তীব্র ক'রে রাখবে—
তোমার যে স্রোতল গতি
ইহ-পরকালকে ব্যক্ত ক'রে
ব্যক্ত উর্জ্জনায় চলবে—
বিবেক-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে,—
তুমি তা'তেও
জাগ্রত হ'য়ে থাকতে পারবে ;
ভুল শোধরানোর মরকোচ
এই তো—

আমি যা' বুঝি । ৯৬৫১ ।
১৯৷৫৷১৯৬১, বিকাল ৫-২৫

যাঁ'রা
পূর্ব্ববর্ত্তী মহামানবের
সংশ্রয় লাভ করেছেন—
নিষ্ঠানন্দিত ঊর্জ্জনা নিয়ে,—
তাঁ'র উপাসনার
যা'-কিছুকে ঠিক রেখে
সেই মূর্চ্ছনী উচ্ছ্বাস নিয়ে
যদি পরবর্ত্তী মহামানবকে
সংশ্রয় না করেন—
তাঁ'দের জীবন-তপ
খণ্ডিত হ'য়ে থাকে ;
আর, মহামানব আসেন
পূর্ব্ববর্ত্তীকে উচ্ছল ক'রে
পরবর্ত্তীর আগমনকে
বৈধী নিয়মনায়
বিনায়িত ক'রে—
তপ ও তত্ত্বের বিহিত বিধায়নায়
নিজেকে ফুটন্ত ক'রে ;
তাঁ'র আচার-ব্যবহার
চাল-চলন যা'-কিছুতে
পূর্ব্ববর্ত্তীর আপূরণ তো হয়ই,
তা' ছাড়া
পূর্ব্ববর্ত্তীকে
বিশদ ক'রে তুলে
আরো হ'তে আরোতর
উচ্ছল গতি সৃষ্টি ক'রে
শিষ্ট নিবেশে
সবগুলিকে
উচ্ছল ক'রে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে ;
যদিও মহামানব যখন আসেন—

তখন তিনি
সবারই ইষ্ট,
সবারই গুরু,
সবারই আচার্য্য ;
যা'রা
ঐ মহামানবের
সঙ্গ না ক'রে
পূর্ব্ববর্ত্তীকে নিয়েই থাকে—
তা'রা
ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী মহামানবের ভিতরে
পরবর্ত্তীকে
উপলব্ধি করতে পারে কমই,
ফলে হয়—
তপদ্যুতির তামস অভিব্যক্তি ;
তাই বুঝি মহাভারতে
হনুমান বলেছিলেন—
"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ ॥"
আর, তখনকার ঐ সংস্থিতিতে
তিনি যেমনতর ছিলেন—
তদনুপাতিক সেবা-সন্দীপনা
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিতে
এতটুকুও কসুর করেন নি--
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি
হনুমান যেমন ছিলেন—
তা'র চাইতে।" ৯৬৫২।
১৯।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-২৫

পুরুষোত্তমই বল—
ইষ্টই বল—

আর মহামানবই বল—
তিনি
পূৰ্ব্ব-পূৰ্ব্বদিগেরও আপূরয়মাণ,
পুরুষোত্তম বা মহামানব
যুগানুগ তাৎপর্য্যে
সমাধান নিয়েই আসেন;
পরবর্ত্তী সময়ে যেগুলি
অবিন্যস্ত থাকে—
সেগুলির
সমাধান দিয়ে থাকেন—
অবতারই বল—
পরবর্ত্তী পুরুষোত্তমই বল—
ইষ্টই বল—
আর মহামানবই বল—
যিনি আসেন—
তিনি;
পূর্ব্বে যেগুলির
সমাধান হয় নি—
অর্থাৎ লোকজীবনে
প্রতিফলিত হয় নি—
পূৰ্ব্ব ক্রম-অনুপাতিক
তা'র আপূরণ
ক্রমান্বয়ে
তাঁ'রাই ক'রে থাকেন,
তাই, পরবর্ত্তী যিনি আসেন—
তিনি তা'দের
আপূরকই হ'য়ে থাকেন,
আর, তাঁ'র আগমন
তা'ই সূচনা করে;
যা' নাকি
ঐ সময়ে

বিকৃতি-বিবশ হ'য়ে
পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও দেশকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে থাকে—
ঐ বিক্ষোভকে
বিনায়িত করতে
ব্যবস্থ করতে
সাত্বত সম্পদে
স্বস্তিসম্বৃদ্ধ বিধান-সম্পদে
ও চারিত্র্যিক সম্পদে
শিষ্ট সুন্দর তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে আপূরিত করতে—
তিনি তখন তা'দের
উদ্ধাতা হ'য়ে ওঠেন—
প্রীতিদীপ্ত অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
বিহিত অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে ;
তাই, তিনি
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেরও গুরু,—
কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন,
তিনি পূর্ব্বতনের নবকলেবর,—
তাঁ'রই পরম আগমন। ৯৬৫৩।
২০।৫।১৯৬১, সকাল ৯-২৫

যেখানে
যে-কোন বিদ্যাই
শিখতে যাও না কেন—
নিষ্ঠাকে
তরতরে ক'রে রেখো,—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
মানসিক সমতা রক্ষা ক'রে,
আর, মানসিক সমতাও আসে—
ঐ নিষ্ঠা হ'তে,

সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
যা' কিছু মিলিয়ে নিয়ে
ন্যায্য ও ন্যায়ী তৎপরতায়
যুক্তিকে
সার্থক সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে
তোমার অন্তঃস্থ বোধদীপনাকে
জাগ্রত ক'রে
স্মৃতিদীপ্ত তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে গ্রহণ ক'রো ;
যা' করবে—
তা অনুশীলনে অভ্যস্ত হ'য়ে,
অনুশীলন-অভ্যস্ত না হ'য়ে
শুধু
কল্পনার ব্যর্থ বিন্যাস ক'রে
তা'কে যদি ছেড়ে দাও—
দেখবে,
সেগুলি তোমাতে
সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে
ফুটে ওঠে নি,
সমীচীনভাবে
হাতে-কলমে তা' কর নি,
সঙ্গে সঙ্গে
ঐ বোধবিকারগুলিও
বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে
তোমাকে আন্দোলিত ক'রে
বাস্তবতাকে
একটা ভূতুড়ে দৃষ্টি নিয়ে
গলাধাক্কা দিয়ে
ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যাবে ;
তাই, সাবধান হও,

নিবিষ্ট নিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে ক'রো,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ তো
নিষ্ঠার সাথেই থাকে,
আর, এই নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
সুযুক্ত দীপনা যা'—
যে নিষ্ঠা—
তা' মানুষকে
বাস্তব উচ্ছলতায় ন্যস্ত ক'রে
বিভূতিবান ক'রে তোলে ;
বেশ নজর রেখে চ'লো। ৯৬৫৪।
২১।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৫৫

ন্যায্য কথার
বিকৃত বড়াই করতে যেও না,
কী আচার-ব্যবহার
কোথায় ন্যায্য হয়—
সেগুলিকে ধীইয়ে দেখ,
ন্যায়বান হও ;
যেখানে যেমনতর
আচার-ব্যবহার, করণ-কারণ
বিহিত—
তা'ই কিন্তু ন্যায়,
ন্যায় কিন্তু
একটা ভূতুড়ে বিদ্যা নয়কো,
অসন্তুষ্টির উৎস নয়কো ;
যা'
মানুষের অন্তঃকরণকে
উচ্ছল ক'রে
বোধবিকাশদীপ্ত ক'রে তোলে—
ন্যায়ের মর্য্যাদা সেখানে ;

আপ্যায়না, প্রীতি-পরিচর্য্যা,
উচ্ছ্বসিত অনুসেবন—
যা'র ভিতর-দিয়ে
সাত্বত তৃপ্তি আসে,—
তখনই মনে ক'রো—
ন্যায় নিয়োজিত সেখানে ;
তাই, যেমন ক'রে চললে
যেখানে বিহিত হয়—
বিধায়িত যা' আছে
সেগুলিকে জানতে
তদ্‌বির ক'রে নিতে—
অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
শিষ্ট উল্লাসের
উল্লোল অনুদীপনায়,—
ন্যায়ের
ঔচিত্য-উৎসর্জ্জনাও সেখানে,
আর, ঔচিত্য মানেই হ'চ্ছে—
যা' মিলন করে দেয়
মিলিয়ে দেয়—
কোনপ্রকার
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি না ক'রে। ৯৬৫৫।
২১।৫।১৯৬১, সকাল ৯-৫৫

যেখানে
নিষ্ঠারাগ নেইকো,—
তা'র সাত্বত সংশ্রয়
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে নি,
কাজেই সেখানে
অকৃতজ্ঞতার কুটিল প্রকৃতি
কৃতঘ্ন সন্দীপনায়

বেহদ্দ তৎপরতা নিয়ে
চলতেই থাকে,
যা'র আশ্রয়ে সে থাকে—
তা'র খ্যাতি, ব্যক্তিত্ববিভা
যত শিষ্ট সমৃদ্ধির দিকে চলতে থাকে—
অন্তরে তা'র
জ্বালাময়ী কুট নিষ্ঠুরতা লেগেই থাকে,
সে হয়তো
প্রীতিভঙ্গী নিয়ে অনেকক্ষেত্রে করে,
যখন সুবিধামতন কিছু পায় না—
তখন ছোবল মারতে
কসুর করে না :
তাই, অকৃতজ্ঞতা—
একটা তামসঘন
হিংস্র জ্বালাময়ী তাৎপর্য্যেরই
প্রতিফলন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তা'র গোড়াতেই আছে—
স্বার্থসংক্ষুব্ধ
আত্মপ্রতিষ্ঠার প্ররোচনা,
প্রীতি-উৎসর্জ্জনার
কিছু নেইকো সেখানে,
স্বার্থসিদ্ধির যা'-কিছু লাগে—
অনায়াসে সে তা'
নিষ্পাদন করতে পারে ;
আশ্রিত বা শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির
নিবিষ্ট অনুচর্য্যায়
সে
স্বার্থান্ধ আত্মপ্রসাদ নিয়েই
তা' উপভোগ করতে থাকে,
সে ভাবে—

'আমাকে যে করছে—
কেন ?
আমার বিশেষ কৃতিত্ব আছে ব'লেই
করছে,
আমার চাল
বোঝা কঠিন,
সে-চালের ধান্ধায় প'ড়ে
আমার এত খাতির করে',
এমনি ক'রেই সে নিজেকে
অভিমান-উদ্দীপনায়
সম্বর্দ্ধিত করতে থাকে,
যেখানে অভিমান—
সেখানেই অভিমানের প্রতিফলন—
অপমান,
যা'কে সে পরিচর্য্যা করে—
যা'কে ভালবাসে—
যা'কে প্রিয় ব'লে আঁকড়ে ধরে—
তা'কে সে অপমান করবেই,
এমন-কি,
তা'র মানের অবদানকেও
সে অপমান ব'লে জ্ঞান করে—
এমনতরই তা'র বিকৃত বোধ ;
আত্মপ্রতিষ্ঠায়
সে যেমন দিগ্‌গজ—
প্রিয়-পরিচর্য্যী-কৃতির পটুতায়
সে তেমনতরই অপটু,
অপটু কেন !—
আক্রোশদুষ্ট,
এমনি ক'রেই
ক্রমশঃ সে
ধাপে ধাপে নামতে থাকে—

কুৎসিত কদাচারের পথে,
অকল্যাণের পথে ;
কিন্তু প্রকৃতির নিয়মই হ'চ্ছে—
'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি',
কল্যাণকৃৎরা
দুর্গতি লাভ করে না ব'লেই—
ঐ অকৃতজ্ঞ-রোগদুষ্ট যা'রা
তা'দের অন্তঃকরণ
বিষিয়ে থাকে,
নজর ক'রে দেখো,
দেখলেই সাবধান হ'য়ো,
সাবধান না হ'লে
ক্লেশক্লিষ্ট হ'য়ে
তোমাকে কষ্ট পেতেই হবে ;
তোমার যা' ঐশ্বর্য্য
সে ব্যক্ত করে—
তা'রই ব'লে,
সেজন্যে
তা'র ধৃতিও নাই,
অনুশীলনও নাই,
শিষ্ট সম্বৃদ্ধিও নাই,
অশিষ্ট অহঙ্কারে
যে যত অভিভূত—
কৃতজ্ঞতাও
তা'তে তত উদ্ধত । ৯৬৫৬ ।
২১।৫।১৯৬১, বিকাল ৪-১২

গুরু বা ঈশ্বরের কাছে
কোন সর্ত্ত ক'রে
কখনই ব্রতী হওয়া ভাল নয়কো,

তুমি ঈশ্বরকে
পরীক্ষা করতে যেও না,
পরীক্ষা কর—
তোমাকে ;

যখনই কোন
সর্ত্তের উদ্‌ভাবন করলে—
তা'র মানে—
তোমার নিষ্ঠাও সর্ত্তবদ্ধ,
আর, নিষ্ঠা সর্ত্তবদ্ধ হ'লে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগও তা'ই,
তুমি ব'লে দিচ্ছ—
তোমার কিছু হবে না,
তোমার সাধন-ভজন
একটা ভাঁড়ামির
বেতাল উচ্ছ্বাস মাত্র ;
তুমি একনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার উল্লোল উচ্ছ্বাসে,
তুমি তাঁ'র সেবা কর,
তাঁ'র নিদেশ পালন কর,
আর, তা' নিষ্পাদন ক'রে
কৃতার্থ হও,
আর, নিষ্পাদনের ভিতর
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ—
বাস্তবে—
শরীরে, মনে ও পরিবেশে—
কা'র সাথে সঙ্গতি
কোথায় কেমন আছে !
তা' করলেই বা কী হয়—
না করলেই বা কী হয় !

এমনি ক'রে

বিহিতভাবে
তুমি সার্থক সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠ—
ভক্তিনিবিষ্ট
অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে ;

ভক্তি মানেই—
রাগসন্দীপ্ত সেবা,—
যা' ক'রে
তুমি তোমাকে
সার্থক বিবেচনা কর,
তা'তে যদি কষ্টও হয়—
তা'ও ;

এমনতর বিশিষ্ট নিষ্ঠা নিয়ে
যদি চলতে পার—
সনির্ব্বন্ধ নিবেশ-সহকারে
কৃতি-উদ্যমে
নিজেকে রেহাই না দিয়ে
খাতির না ক'রে,—
তোমার ঐ কৃতি-পরিচর্য্যা
তোমাকে এমনতর করে
বা ক'রে তুলবে—
যা'তে সার্থক হবে তুমি,

ঐ প্রীতি-পরিচর্য্যী পরিবেশন
প্রতি অন্তরকে
সার্থক ক'রে
তোমাকে সার্থক উচ্ছল ক'রে তুলবে ;

আবার বলি—
ঈশ্বরের সান্নিধ্যে
ইষ্ট বা গুরুর সান্নিধ্যে
তুমি সর্ত্ত নিয়ে
কিছু করতে যেও না,

পারবে না—
বিভ্রান্ত হবে ;
তা' যদি চাও—
যাদুর আশ্রয় নাও,—
একটা মিথ্যা বিকৃতির দ্বারা
যা'রা মনকে বিহ্বল ক'রে
তোমাকে যা' তা' করতে পারে ;
বুঝে দেখ—
যেমন চাও
তেমনি করতে পার। ৯৬৫৭।
২১।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৩৯

মহামানব যাঁ'রা—
মহাপুরুষ যাঁ'রা—
তাঁ'দের চরিত্রের
চালচলনের
বিশিষ্ট শিষ্ট সঙ্গতিই হ'চ্ছে
তাঁ'দের জীবনদ্যুতি,—
যা' প্রীতির উচ্ছ্বাসে
সঙ্গীতশীল হৃদ্য
অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে—
শাসনে-তোষণে-ভর্ৎসনায়
মানে-অপমানে—
সব তা'র ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, তোমাকে সেগুলি
উদ্বেলিত ক'রে
দেখিয়ে দেয়—
তুমি কী!
তোমার পরিচয় কোথায়! ৯৬৫৮।
২১।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৫৭

তোমার ব্যক্তিত্বকে বিধায়িত করেছ—
কী সম্পদের
কেমনতর বিন্যাসে—
তখনই তুমি তা' ঠিক পাবে,—
তোমার প্রেষ্ঠ, শ্রেয়
বা ইষ্টই বল না কেন—
তাঁদের কা'রো
ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা-ব্যবহার,
তাড়ন-পীড়ন-অপমান ইত্যাদি
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কেমনতর ক'রে তোলে—
নিষ্ঠাসন্দীপ্ত ক'রে তোলে
না বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে !
প্রীতিরাগদীপ্ত ক'রে তোলে
না বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে !
প্রীতিরাগদীপ্ত ক'রে যদি তোলে—
তখন তুমি তাঁ'র প্রতি
আরো হ'তে চাও—
কৃতি-পরিচর্য্যা নিয়ে,—
সেবাসুলভ পরিবেশন নিয়ে,
তাঁ'র মানেই
তুমি মানী হ'তে চাও ;
আর, যেখানে
এর ব্যতিক্রম হ'চ্ছে—
তখন বুঝো,—
তোমার ব্যক্তিত্বের অন্তঃস্থ নিষ্ঠা
এমনতরই ভঙ্গুর বা এলোমেলো—
কোন স্বার্থলোভের ধান্ধা ছাড়া
তুমি তোমার প্রেষ্ঠে বা ইষ্টে
নিবিষ্টই থাকতে পার না,
অস্খলিত থাকতে পার না তাঁ'তে ;

নিষ্ঠা যদি
নিবিষ্ট না থাকে—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগও
অমনতর ভুতুড়ে হ'য়ে থাকে,
শ্রমসুখপ্রিয়তা তো দূরের কথা ;
এর ভিতর-দিয়ে
তুমি বুঝে নিও—
তোমার জীবন-চলনা
কিভাবে চলছে বা চলবে !
সংশুদ্ধ হ'তে পার যদি—
তোমার ব্যক্তিত্ব ও কৃতিসম্বেগ
সংশুদ্ধির শুভ সৌন্দর্য্যে
মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে,
বিস্তার লাভ করবে,
—এ কিন্তু ঠিকই ;
বুঝে চল,
যেমনতর ভাল লাগে—
তা'ই কর। ৯৬৫৯।
২১।৫।১৯৬১, রাত ৭-৪০

বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব
ও তা'র মানস-বিধান
অন্তরের ব্যতিক্রমে
গা ঢাকা দিয়ে
শিষ্ট ভঙ্গী দেখিয়ে চলে,
করে উল্টো,—
মিথ্যাচারের লক্ষণ ওখানেই ;
আবার, নিষ্ঠানিপুণ ঊর্জ্জনায়
কৃতি-উচ্ছল সঙ্গতিতে
মঙ্গলপ্রসূ শিষ্টাচার নিয়ে
যা' করে—

সে করা যেমনই হো'ক্,
প্রয়োজনীয় যেমনতর দাঁড়াতেই
তা' দাঁড়াক না কেন—
মিথ্যাচারের মতন দেখা গেলেও
তা' কিন্তু শিষ্টাচারই। ৯৬৬০।
২১।৫।১৯৬১, রাত ৭-৪৫

তুমি যদি তোমার
অন্তর-বিভাবনার
বিহিত তাৎপর্য্যে
নিবিষ্ট বিনায়নে
কোন বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারকে
অন্য কিছুতে
রূপান্তরিত ক'রে তুলতে পার—
যে উত্তোলন
বাস্তব হ'য়ে ওঠে,
একটা নজরবন্দী রকমে নয়কো,—
যা' অন্যকে—
অর্থাৎ ইচ্ছুক যে তা'কে
অনায়াসে শেখানো যেতে পারে—
এমনতর কিছু আয়ত্ত ক'রে থাক—
সেটা কিন্তু অলৌকিকতা নয়কো,
জ্ঞানবিভবের
উৎসারণী অনুক্রম মাত্র;
যা' বাস্তবে
সব দিক দিয়ে
প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে
তা'র অস্তিত্বে—
তা' অলৌকিকতা নয়,
বুজরুকীও নয়কো,

সিদ্ধ তৎপর অনুক্রমের
উৎসর্জ্জনী অভিব্যক্তি মাত্র ;
তাই বলি,
শুধুমাত্র
অলৌকিকতার চালবাজি ক'রে
অন্যকে ঠকাতে যেও না,
নিজেও একটা যাদুকর ব'লে
প্রতিপন্ন হ'তে যেও না,
চাও তো, যতি হও—
যত্নশীল হও। ৯৬৬১।
২১।৫।১৯৬১, রাত ৮-৩৫

লোকে দেখে—
তোমার নিষ্ঠাও আছে,
প্রেষ্ঠ বা ইষ্টের জন্য
তোমার আপ্রাণতাও কম নেই,
তোমার জীবনের ব্রত হ'ল—
কতকগুলি ধর্ম্মাভিমানী
ঠাঁটঠমকওয়ালা বাগ্‌বিন্যাস,—
যা'তে লোকে বোঝে—
তুমি বেশ শিষ্ট,
নিষ্ঠাসম্পন্ন ;
কিন্তু তা'র যখন অভাব হ'ল—
তখনই চললে খোঁজ করতে—
যা'র কাছে কিছু
ধৃতিবিদ্যার কেরদানি শিখতে পার ;
নিবিষ্টচিত্তে
তুমি কিছু করলে না,
মানুষে যা'ই বুঝুক,
অন্তরে তোমার প্রীতি নাই,

অর্থাৎ তোমার আছে
মানুষের কাছে বড় হবার
চালবাজি বা ভাঁওতাবাজি মাত্র,
চরিত্র বা স্বভাবের
কিছু হয় নি,
লোকের ইষ্ট হ'তে পার
বা প্রেষ্ঠ হ'তে পার—
এজন্য ইষ্ট বা প্রেষ্ঠের
রকমারি তাৎপর্য্যে
সেগুলি ব্যবহার করলে,
লোককেও তাক ধরিয়ে দিলে,
তোমার এমনতর নিশানা
কী ব'লে দেয় জান ?
তোমার অহংদীপ্তি আছে—
ইষ্টপ্রীতি মন্থরই,
তা'র জন্য আকুলতাও নাই ;
অবাস্তব
অর্থাৎ যা' তোমাতে নাই
এমনতর বড় বড় কথার
আমদানী ক'রে
লোকচক্ষুতে দাঁড়ানোই
তোমার ব্যবসা,
তুমি নিজেকে তো ফাঁকি দিয়েইছ,
বহু লোককে ফাঁকি দিতেও
কিন্তু কসুর করছ না,
ফাঁকির ফল কিন্তু ফাঁকিই হয় ;
নিষ্ঠা, বোধ ও অনুভূতিকে
বাদ দিয়ে
শুধু ভাষা ও ভেশে
সাধু হ'তে যাওয়া মানেই—
সব হারানো,

বাস্তবভাবে নিজেকে হারানো,—
মনে রেখো। ৯৬৬২।
২১।৫।১৯৬১, রাত ৯-৪০

তুমি কি রগচটা মানুষ ?
যদি তা'ই হও—
তাহ'লে স্বার্থান্ধ অহংকারী
আত্মম্ভরী নজর
তোমার নেহাৎ কম নয়কো,
পরার্থ-পরিচর্য্যা
হয়তো করতে পার,
সেখানে তোমার
মতলবের ব্যাঘাত যদি ঘটে—
তুমি বিরক্ত হ'য়ে যাও
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে যাও
তা'দের প্রতি,
তা'দের পরিচর্য্যা করা
তোমার ব্যক্তিত্বে আর
গুছিয়ে ওঠে না,
তোমারও যেমন দোষত্রুটি আছে
অন্যেরও তেমনি আছে,—
হয়তো তোমা হ'তে বেশীই আছে ;
ঐ রগচটা উত্তেজনাকে
যদি প্রশমন করতে চাও—
শিষ্ট-সুন্দর
পরার্থ-পরিচর্য্যা কর,
যা'দের আবোল-তাবোল কথা শোন—
শুনে যদি
তা' প্রশমন করতে পার—
তা'ই ভাল ;

সবার গোড়ার কথা—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠা,
যা'র সাথে
ঐ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
ওতপ্রোতভাবে থাকেই কি থাকে,
আর, তা' থাকার জন্য
বিরক্তও হ'তে দেয় না ;
নিজেকে
অমনি ক'রে বিন্যস্ত কর,
তোমার রগচটা উত্তেজনা
ক্রমে-ক্রমেই
প্রশমিত হ'তে থাকবে,
শিষ্টসুন্দর হ'য়ে উঠবে,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
উজ্জী পরাক্রমী হ'য়ে উঠবে—
প্রীতি-প্রসন্ন উদ্দীপনা নিয়ে ;
আর; ঐ পরিচর্য্যা
তোমাকে
ব্যাপ্তও ক'রে দেবে ক্রমে-ক্রমে
প্রতি হৃদয়ে
প্রত্যেকের শুভ স্বার্থ-সন্দীপনায়,
স্বস্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে অনেকে ;
ক'রে দেখ—
কী হয়। ৯৬৬৩।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭টা

আত্মম্ভরী অভিমানই
অশিষ্টভাবে
অপমানকে আহ্বান করে—
বিকৃত-বিবশ ক'রে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে,

আর, তা' হয়,
নিষ্ঠা-অনুরাগ
স্বার্থসংক্ষুব্ধ ও ছিন্নভিন্ন ব'লে,
নিজেকে শ্রেয় প্রতিপন্ন করার
অন্তর-উৎসারণা
তা'দের থাকেই,
কাউকে
সোজাসুজিভাবে অপমান ক'রে
সে ভাবতেই অভ্যস্ত—
সে নিজে অপদস্ত হ'ল,
এমন-কি,
বাস্তবে অপমানিত না হ'য়েও,
আর, এই অনুগতিই হ'চ্ছে—
সম্বর্দ্ধনী উর্জ্জনাকে
ক্ষুব্ধ ক'রে তোলার
সোজা পথ ;
তাই, মহাত্মা তুলসীদাস বলেছেন—
'নরক কী মূল অভিমান',
রেহাই চাও তো—
এখনই সাবধান হও। ৯৬৬৪।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৮

বিক্ষোভের
বেতাল চলনে চ'লে
তুমি স্ব-ইচ্ছায়
অপমানিত হ'য়ো না,
বিক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
আর, সবার গোড়ার কথা—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠাকে
তোমার যা'-কিছু—
সবার চাইতে

বড়-শ্রেয় জীবন-সম্পদ ব'লে
ধ'রে রাখতে অভ্যস্ত হও,
ঐ নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা হ'লে
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
উদ্দীপ্ত উৎসর্জ্জনা
নিষ্ঠারাগে
তোমার কাছে
ক্রমশঃই স্বস্তিপ্রসূ হ'য়ে থাকে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব
তোমারই অন্তর্নিহিত
নিষ্ঠাবেদীর উপরেই যেন
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার
আপ্যায়নী তাৎপর্য্যে। ৯৬৬৫।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-১২

জীবন চাও তো—
জীবনীয় যে বা যা'
তা'র উপাসনা কর,
শিষ্ট আচার—
যা' বৈধী বিনায়িত হ'য়ে
তোমার কাছে উপস্থিত হয়,—
তা'কে ধারণ কর,
পালন কর ;
বিশিষ্ট নিবেশ নিয়ে
ভেবে-চিন্তে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকে বের ক'রে
তা'তেই তা'র আসন
অটল ক'রে রাখ,

শত কষ্টের ভিতরেও
তুমি স্বস্তিহারা হবে কমই । ৯৬৬৬ ।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-১৫

বাক্‌পটুতার চালবাজি নিয়ে
আত্ম-উপভোগ করতে যেও না,
যেখানে যেটুকু প্রয়োজন—
ঠিক ঠিক মতন
আপ্যায়নার সহিত তা'ই কর ;
নিরর্থক বাক্যবিকার
মানুষকে খর্ব্ব'ই ক'রে তোলে,
আর, তা'
কষ্টেরই ইন্ধন হ'য়ে থাকে । ৯৬৬৭ ।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-১৭

সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠ,
যেমন তুমি সবার—
সবাকে তেমনি
তোমার ক'রে নাও—
বিহিত পরিচর্য্যা দিয়ে
আচার-ব্যবহার দিয়ে
চালচলন দিয়ে,
এমনি ক'রেই
প্রত্যেকেই যেন অনুভব করে—
তুমি তা'র পরম বান্ধব,
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ
এমনি ক'রেই,—
ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত
সুসন্দীপনী ফুল্ল তৎপরতায়—
কৃতিসম্বেগকে
প্রীতি-হিল্লোলে

উৎসর্জ্জিত ক'রে—
আনুগত্যের অনুধায়নায়—
শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল উর্জ্জনায় ;
ভিক্ষু হও—
অর্থাৎ ভজনশীল হও,
অর্থাৎ সেবারাগসন্দীপনী তৎপরতায়
প্রতিপ্রত্যেককে
পরিচর্য্যা কর,
তোমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী
বাগ্‌ভঙ্গী
দৃষ্টিভঙ্গী
যেন ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ প্রতিষ্ঠার দীপ্তি
সব অন্তরে ছড়িয়ে পড়ুক—
তোমার ঐ ব্যক্তিত্বের
বিনায়নী তাৎপর্য্যে,
সুখী হও তুমি,
আর, তোমার পরিবেশে
সুখী হোক সবাই । ৯৬৬৮ ।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-২৭

নিষ্ঠা যা'দের পাকা—
সার্থক তা'দের থাকা,
কৃতিশীল উর্জ্জনা
ও আনুগত্যের উৎসারণী তৎপরতায়
স্রোতল শ্রমসুখতা নিয়ে
তা'দের ব্যক্তিত্ব
আরাধনা করে ভজমানের,
ভজমানের মানেই হ'চ্ছে—
ভগবানের । ৯৬৬৯ ।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-২৯

বিধাতার
প্রীতিদ্যোতনী
উল্লোল বিধায়নাই হ'চ্ছে—
বিধি,
তা' বিহিতভাবে
ধারণ ক'রে থাকে
তোমার শ্রীমণ্ডিত ব্যক্তিত্বকে—
নিষ্ঠানিপুণ ঊর্জ্জনা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে ;
তাই, প্রত্যেকে
স্বধর্ম্মে—
অর্থাৎ সত্তারক্ষণী ধর্ম্মে—
বিধিতে—
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিসম্বেগ নিয়ে
নিবিষ্ট থাকা মানেই হ'চ্ছে—
শ্রেয়কে পূজা করা,
শ্রেয় লাভ করা,
শ্রেয়তে
শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে ওঠা ;
তাই—
'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'। ৯৬৭০।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৩৪

তোমার বৈশিষ্ট্য
যে আচার-আচরণে
শিষ্ট ও সুন্দর থাকে—
অন্য বৈশিষ্ট্যে
তেমনি আবার
এক-আধটু ব্যতিক্রম থাকে ;
যদিও জীবনীয় তৎপরতা
সবারই সমান,

কিন্তু পরিচর্য্যা
যা'র যেমন খাপ খায়—
ভাবে-কাজে-হৃষ্ট উদ্দীপনায়
কৃতার্থতার অর্থ বহন ক'রে,—
তেমনিভাবে
সবারই বৈশিষ্ট্য অনুসরণ ক'রে
বিহিত পরিচর্য্যা করাই শ্রেয়,
একজনেরটা
অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া—
বিধাতার বিধি নয়কো ;
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
যা'তে ভাল থাক,
মানুষ যা'তে ভাল থাকে,
পরিবেশের অন্য যা'-কিছু
শিষ্ট সুন্দর থাকে—
তা'ই করাই তো ভাল ;
এই ভালর কৃতিসম্বেগে
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্যের সহিত
ঈশ্বরের অঞ্জলি হ'য়ে ওঠ,
তুমি তাঁ'রই প্রসাদ হও,
আর, সেই প্রসাদে
সবাই প্রসাদদীপ্ত হ'য়ে উঠুক। ৯৬৭১।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৩৯

মানুষ যা' চিন্তা করে—
যা' তা'র কাছে সুখের-বেদনার,—
সেই সুখ বা বেদনার বিন্যাস-বিভূতি
যা' তা'র পক্ষে
মাঙ্গলিক ব'লে মনে করে,
লোভনীয় ব'লে মনে করে,

নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে যা'তে—
ভাবদ্যোতনায়
মজ্বত হয় সেগ্বলি সব,
সেই ভাবস্ফীতি আবার
কৃতিসম্বেগকে উস্‌কে তুলে
বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করে,
আর, যা' তা' নয়—
তা' স্বখই হোক
আর বেদনাই হোক—
আগ্রহশীল কৃতিসম্বেগে
সেগ্বলি তা'র কাছে উপস্থিত হয় না,
সে করেও না তেমন :
কতকগ্বলি ম্বখে বলে,
আবার এমনও আছে
যে, তা'ও বলে না,
তাই, ভাব মানেই হ'চ্ছে—
হওয়ার আবেগ,
ভাববিনায়িত তাৎপর্য্যে
যা'
হওয়ার আবেগে উপস্থিত হয়,
সেগ্বলি বাস্তবে ম্বর্ত্ত ক'রে
সে তৃপ্তিলাভ করে,
এমনি ক'রেই
আগ্রহের সহিত
সে আরো আরোর পথে
চলতে থাকে,—
এটা যেমনতর তা'র অন্তরে
নিবিষ্ট হ'য়ে থাকে—
তেমনতরভাবে
বোধবিকাশ নিয়ে ;
তাই, ভালকে স্বষ্ঠ্ব ক'রে

মন্দকে শুভে বিনায়িত ক'রে
সঙ্গীতিশীল তাৎপর্য্যে
তোমার ভাবকে শুদ্ধ ক'রে তুলো,
করায়
সেগুলিকে সিদ্ধ ক'রে তোল—
সুন্দর সন্দীপনায়
উৎসৃজনী নন্দনায়,
নজর রেখো—
সেগুলি
অন্যের পক্ষে আবার
দুষ্ট না হ'য়ে ওঠে ;
তোমার ঐ সিদ্ধ ভাব
শিষ্ট হ'য়ে
তোমাকে নন্দিত করবে,
পরিবেশকেও
আপ্যায়িত ক'রে তুলবে,
স্ফীত-সুন্দর ক'রে তুলবে। ৯৬৭২।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৫৪

উপসর্গ যেমন
ধাতুর তাৎপর্য্য বহন করে,—
অন্য অর্থে বিন্যাস করতঃ
তা'কে
সেই অর্থান্বিত অনুনয়নে
তজ্জাতীয় বোধকে বিদীপ্ত করে,—
নিষ্ঠাও তেমনতরই
প্রবৃত্তির যে উপসর্গের দ্বারা
বিধায়িত হ'য়ে ওঠে—
সেইটিকেই উচ্ছল ক'রে তোলে—
কি-ভাবে—
কি-কার্য্যে—

তজ্জাতীয় অনুরতি বা অনুগতি
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতাও
তেমনি হ'য়ে ওঠে ;
তাই, প্রবৃত্তির উৎসারণী উদ্দীপনা
জীবনের পক্ষে উপসর্গ,—
যেমন রোগের উপসর্গ হ'য়ে থাকে,
শুভসন্দীপনাও তেমনি
উপসর্গ নিয়ে আসে,
এর একটি ভাল—
অপরটি মন্দ ;
তাই, বিহিত হিসাব-নিকাশ ক'রে
তা'তে নিয়োজিত হ'য়ো,—
যা'তে তা' সবার পক্ষে
মঙ্গলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে ;
উপসর্গ যেন তোমাকে
উপহাসসমীক্ষু ক'রে না তোলে—
ধৃতি ও কৃতির
মাৎসর্য্য-মহড়ায় । ৯৬৭৩ ।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৮টা

শক্ত হ'য়ে গ'ড়ে ওঠ,
প্রতিপ্রত্যেককে
তেমনি শক্ত ক'রে তোল—
অভঙ্গুর তাৎপর্য্যে
বীর্য্যশালী পরাক্রম নিয়ে,
বীর্য্যবান পরাক্রম যেখানে—
ভক্তিও সেখানে উদাত্ত হ'য়ে চলে—
হ্লাদন-সম্বেগে ;
এগুলিকে

শিষ্ট বিনায়নে সুসন্দীপ্ত ক'রে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে
উদ্দাম হ'য়ে ওঠ—
যেন কেউ টলাতে না পারে,
জীবনীয় উৎসর্জ্জনাকে
অক্ষুণ্ণ রেখে চল,
পরিবেশকেও অমনি
অক্ষুণ্ণ ক'রে তোল—
পরিচর্য্যী সঞ্জীবনায় ;
তোমার বিক্রমবিশাল সত্তা
ভজনদীপ্ত অনুরাগ
নিষ্ঠানিপুণ ঊর্জ্জনা—
যেন সবাইকে মুগ্ধ ক'রে তোলে ;
অসৎকে নিরোধ কর,
কিন্তু পরিবেশের ভিতর
যা'রা অসৎপন্থী নয়—
তা'দের
বিহিতভাবে রক্ষা ক'রে চল—
সুষ্ঠু সন্দীপনায় ;
এমনি ক'রে
সুসংবদ্ধ হ'য়ে চল—
অকাট্য-অচ্ছেদ্য হ'য়ে,
যা'-কিছু অসৎ
সবগুলিকে
ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দাও,—
কথাবার্ত্তা, আচার-নিয়ম, চালচলন,
বিধি-নিষেধগুলিকে
বিহিতভাবে পরিচর্য্যা ক'রে,
আর, অন্তরীক্ষ গেয়ে উঠুক—
"স্বাগতম্ বীর্য্যবত্তা!" ৯৬৭৪।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৮-২৮

যা'
সত্তায় সংঘাত আনে
বর্দ্ধনায় ব্যতিক্রম আনে
অসতের ইন্ধন জোগায়—
যেই হোক
আর যে নিদেশই হোক—
সেগুলিকে
মাথা নত ক'রে স্বীকার করা—
নিজের সত্তাকে
ঘৃণ্য ক'রে তোলা ছাড়া
আর কিছু নয়কো ;
তাই, যা' অস্তিত্বে ব্যাঘাত আনে,
জীবনকে সংকীর্ণ ক'রে দেয়,
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে দেয়,
সেগুলিকে
ঝেঁটিয়ে দূর ক'রে দিও,
এমনই বিশাল সঙ্গতি সৃষ্টি কর—
যা'র ফলে,
ঐ প্রীতিনন্দনা
সবাইকে মুগ্ধ ক'রে
অসৎকে নিরোধ করে,
ধৃতির অপচয়গুলিকে—
সাত্বত বিধিগুলিকে
যা' ব্যাহত ক'রে তোলে—
সে সব যা'তে
নিমেষে নিরোধ ক'রে
সবাইকে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
বীর্য্যদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে,
মানবতার পরম আদর্শ—
এই ;
কিন্তু সাবধান !

নজর রেখো—
সত্তা-সংহতিতে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায়
সাত্বত উর্জ্জনী তৎপরতায়,
আর, নিজেকে তা'র
হোম-আহুতি ক'রে তোল,
ঐ স্বস্ত্যয়নের
পরম কৃতী পুরোহিত ক'রে তোল,
তবে তো জীবন!
তবে তো ব্যক্তিত্ব!
অস্তিত্বের মহিমা তবে তো! ৯৬৭৫।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৩৬

নিষ্ঠানিপুণ হও—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উদ্বেলনী হিল্লোলে,
সঙ্গে সঙ্গে
গণসেবার
কৃতী পুরোহিত হ'য়ে ওঠ,
পাপ-তাপ যা'-কিছুকে পুড়িয়ে
প্রত্যেককে
গুরুগৌরবমণ্ডিত ক'রে তোল;
তোমার অহংদীপনা
ঐ সেবামুখর তাৎপর্য্যে
ধৃতি-উৎসর্জ্জনায়
যেন সিদ্ধ-সাবুদ হ'য়ে ওঠে,
বিধাতার বিধান—
জেনো—
ধৃতিপোষণা;
বিধিকে ব্যাহত ক'রো না,

বৈশিষ্ট্যানুগ
বিনায়িত আচার-নন্দনায়
তা'র পরিপালন কর,
পূজা কর,
এই পূজা যেন
গোবৰ্দ্ধন-ধারণ ক'রে
সমস্ত পৃথিবীকে
উচ্ছল উচ্ছ্বাসে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
স্বস্তির সামগানে,
স্বস্তির স্তোতন-দীপনায়,
স্বস্তির কৃতি-নন্দনায়। ৯৬৭৬।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৪৩

উত্তাল উদ্দীপনী ঊর্জ্জনায়
ভরপুর হ'য়ে থাক—
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপ্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
দ্যোতন-বিভায়—
শ্রমসুখপ্রিয়তার উল্লোল নন্দনায়,
তোমায় দেখে
সবাই বোধ করুক—
জীবন-স্পন্দন
কৃতি-মূর্চ্ছনায়
যেন আবির্ভূত হ'য়ে উঠল,
বিপথের ব্যতিক্রমকে
এড়িয়ে-হারিয়ে-নিরস্ত ক'রে
জীবনকে
অমৃত-ঊর্জ্জনায় উচ্ছল ক'রে
স্বস্তির সামগানে
প্রতিটি অন্তরকে

ভরপুর ক'রে তোল—
পরিচর্য্যী কৃতিসন্দীপনায় ;
কেউ যেন গরীব না থাকে,
কেউ যেন দুর্ব্বল না থাকে,
কেউ যেন ব্যতিক্রমদুষ্ট না থাকে,
সবাই
অস্তিত্বের সামগানে
খিলখিল ক'রে হেসে উঠুক,
আর, ঐ হাস্য ব'লে উঠুক—
জাগো,
জেগে ওঠ—
ব্যাপন-দেবতা !—
ব্রাহ্মী বেদনা নিয়ে
বিস্তার লাভ ক'রে—
প্রীতি-উর্জ্জনায় ;
ঐ তো ব্যক্তিত্ব !
ঐ তো জীবন !
ঐ তো স্বস্তি !
ঐ তো দুঃখহরা তারা ! ৯৬৭৭ ।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৫০

বেদ পড়লেই
বেদজ্ঞ হওয়া যায় না,
বস্তুবোধ
যত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অনুশীলন-তাৎপর্য্যে
তোমাতে উপস্থিত হবে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
তুমি বেদজ্ঞও হবে তেমনতর ;
ঐ কৃতি-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
সেবা-অনুরাগ-তৎপরতায়

বিহিত সমীচীন সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে
সবগুলিকে বিনায়িত ক'রে
সব বিষয়ের বিহিত বোধকে
আয়ত্ত ক'রে
যে বোধ বা জ্ঞান হয়—
তা'ই বেদজ্ঞান ;

একটা মানুষ—
সে মূর্খই হোক
আর, পণ্ডিতই হোক—
তা'র যদি অমনতর দৃষ্টি,
অমনতর সন্ধান
ও অনুশীলন-প্রবৃত্তি থাকে
এবং হাতে-কলমে
সেগুলি করে—
সে বেদজ্ঞ হ'য়ে ওঠে,

আর, বেদজ্ঞ যাঁ'রা এমনতর—
তাঁ'রাই হ'চ্ছেন—
প্রকৃত বেদবিগ্রহ,
তাঁ'দের প্রতি
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
নিদেশপালনী তৎপরতা
ও শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে
যে যেমনতরভাবে
উজিয়ে চলবে—
সে তেমনতরই
উচ্ছল হ'য়ে চলবে,

সেই উচ্ছলতা
আচারে-ব্যবহারে-জ্ঞানে
সন্ধিৎক্ষু তাৎপর্য্যে ফুটন্ত হ'য়ে
পরিবেশকেও
স্ফোটনশীল ক'রে তুলবে ;

বেদকে যদি জানতে চাও—
আগে বেদবিগ্রহকে পূজা কর,
আর, তাঁকেই সঞ্চারিত কর—
প্রতি অন্তরে-অন্তরে ;

বেদ কথার ভাঁওতা দিয়ে কিন্তু
বেদজ্ঞ হওয়া যায় না,

ধর,
কর,
হও,

আর, ঐ হওয়াটা
এমন ধীমান হ'য়ে উঠুক—
সহজ সন্দীপী তাৎপর্য্যে,—
যা' সবাইকে
জ্ঞান-উল্লোল ক'রে তোলে—
নন্দনার বিভূতি-বিভব বিলিয়ে ;

উৎসর্জ্জনার
আদিত্য-মানব তিনি,
বেদ যদি জানতেই হয়
পড়তেই হয়
বোধ করতেই হয়—
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের সহিত
তাঁ'রই সঙ্গ ও সেবা ক'রে চল,

আর, যা' জানতে—
যেখানে যেমন সাহায্যের দরকার হয়—
তা' নিয়ে
তা'কে সুষ্ঠু ক'রে তোল,

অর্থাৎ তা'কে
তোমার বোধে সুষ্ঠু ক'রে তোল,
তৃপ্তি—
ব্যাপন-তাৎপর্য্যে

বিষ্ণুবিভব নিয়ে
তোমাতে আবির্ভূত হোক । ৯৬৭৮ ।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৯-৮

ক্রোধ সেখানেই ক'রো—
সুষ্ঠুহ্লাদন-তাৎপর্য্যে,—
যা'তে যা'র উপর ক্রোধ ক'রছ—
সে প্রবুদ্ধ হয়,
কিন্তু ব্যথাবিদ্ধ না হয়,
যেখানে অপচয়, অপচার,
কুপ্রবৃত্তির সন্ধিক্ষু সন্দীপনা
মানুষকে লোলুপ ক'রে চলেছে—
সেখানে তা' নিরোধ কর—
যদি অভিমানের টিটকারীতে
নিজেকে
ঠাট্টার সামগ্রী ব'লে মনে না কর,
আর, নিরোধ করতে
যদি ক্রোধ লাগে
এমনতর শিষ্ট ক্রোধ কর—
যা' আনন্দের হয়,
শুভসন্দীপী হয় ;
এমনি ক'রেই
তোমার রিপুগুলিকে ব্যবহার ক'রো—
যে ব্যবহার
ব্যতিক্রমদুষ্ট না ক'রে
মানুষকে
মার্জ্জিত ক'রে
সুযুক্ত সন্দীপনায়
নন্দিত ক'রে তোলে—
তৃপণ উচ্ছ্বাসে,

যদিও ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'রা
তা'দের পক্ষে এগুলি কষ্টসাধ্য,
তা'দের এমন অনুকম্পা
বা প্রীতি-সঞ্চারণী তৎপরতা থাকে না,—
যা'তে তোমার ভালর জন্যে
যদি কেউ কিছু করে
তা'তে সে
অপমান বোধ না ক'রে থাকতে পারে,
এই অপমান বোধ করাই যে কী—
সে পাগলরা
তা'ও বুঝতে পারে না ;
বিহিত সন্দীপনায়—
তুরীয় তৎপরতায়
সক্রিয় চর্য্যানিপুণ মূর্চ্ছনায়
অন্তরের অধিষ্ঠিত যিনি
তাঁকে
সুমূর্ত্ত ক'রে
শুভসন্দীপী যা'
তা'ই ক'রে চ'লো,
আর, নজর রেখো সেইরকম,
দেখো—
কোথাও কোথাও
সার্থকতা আসলেও
যা'রা নিষ্ঠাবিহীন—
অনুরাগবিহীন—
আনুগত্যহারা—
কৃতিসম্বেগ যা'দের ব্যতিক্রমদুষ্ট—
শ্রমসুখপ্রিয়তা যেখানে অলসপন্থী—
সেখানে তা'রা
অপমানিতই হ'য়ে ওঠে,
অভিমানসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,

সেখানে দেখতে পাবে
এ কথার সার্থকতা—
নরক কী মূল অভিমান,
তথাপি—
সুন্দরে সুষ্ঠু ক'রে তুলতে
যা' করণীয়—
তা' ক'রে যেও,
আত্মতৃপ্তি না হ'লেও
তোমার চেষ্টা
পরিতৃপ্ত থাকবে হয়তো। ৯৬৭৯।
২২।৫।১৯৬১, সকাল ৯-৪৫

শিষ্ট আচারসম্বুদ্ধ হ'য়ে
সহ্য, ধৈর্য্য
ও শুভ অধ্যবসায়ী অনুবেদনা নিয়ে
যতই চলতে পারবে—
দুঃখকণ্টকে
বিহিত তাৎপর্য্যের সহিত সহ্য ক'রে—
নিরোধী তৎপরতায়
বিহিত আচার নিয়ে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
তোমার সহ্যশক্তি তো
বেড়েই যাবে,
সঙ্গে সঙ্গে
শারীরিক বা বাহ্যিক সংঘাতকে
নিরোধ করার সম্বেগ
বৃদ্ধি পেতে থাকবে;
কিন্তু সব তা'র মূলেই চাই—
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনা,—
যা'র ফলে,
জীবনীয় তৎপরতাও

উচ্ছল হ'য়ে থাকে—
নিরোধের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ;
তাই বলি,—
সহ্য কর,
সহ্য কর,
বিহিতভাবে সহ্য কর—
অশিষ্ট যা'
তা'র নিরোধ-বিধায়নী উদ্দীপনায়,
করলে—বুঝবে—
তোমার অস্তিত্বের অগ্নি-উর্জ্জনা
বেড়েই চলেছে,—
সব ব্যতিক্রমকে
পুড়িয়ে ছারখার ক'রে,
করলে পারবে,
না কর—
যদি বুঝেও থাক—
তাহ'লেও কিন্তু
তোমার অন্তঃস্থ শক্তি
প্রসাদ-প্রভাবে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না। ৯৬৮০।
২২।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-১৭

সুধীগণ ব'লে থাকেন—
'রাজা কালস্য কারণম্'—
রাজা কালের নিয়ন্তা,
তা' কিন্তু অনেকখানি সত্যি,
রাজাই বল—
আর, নিয়ন্তাই বল—
যিনি লোক-আদর্শ
লোক-শাসক
লোক-দীপক—

তিনি যদি তাঁর ঐতিহ্যে—
পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের
শিষ্ট কুলাচারে—
নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ না থাকেন,—
বিধিবিনায়িত ঊর্জ্জনা নিয়ে
তাঁর ব্যক্তিত্বকে
নিয়ন্ত্রিত না ক'রে থাকেন,—
বাঁচা এবং বাড়া
তাঁর যদি লক্ষ্য না হয়,—
প্রতিটি লোকের সম্বর্দ্ধনাই
তাঁর যদি সম্পদ্ না হ'য়ে ওঠে,—
স্বেচ্ছাচারী
অন্যের নকল বিদ্যা নিয়ে
একটা ছন্নতার ভূতুড়ে বোধের সহিত
তিনি যদি সব
শাসন ক'রে থাকেন,—
তবে কি দেশটাও
ছন্নভন্ন হ'য়ে যায় না ?
ব্যষ্টিগত সংহতিও কি
ভেঙ্গে যায় না ?
ব্যভিচার
উচ্ছল সন্দীপনায়
প্রতিটি লোককে আক্রমণ করে না ?
স্বার্থলুব্ধ যা'রা,—
ঐতিহ্যে যা'রা
সুঠাম হ'য়ে দাঁড়ায় নি,—
পূর্ব্বপুরুষের সংস্কৃতি-কুলাচারগুলিকে
জীবনীয় ক'রে তোলে নি নিজে,—
সে কি অন্যের প্রতি
স্বেচ্ছাচারিতার পূতিগন্ধময়
একটা বিকৃতি ছিটিয়ে দেয় না ?

বিকৃতির সঞ্চারণা—
স্বেচ্ছাচারিতার উন্মাদ উদ্ধতি—
লোককে বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে
স্বার্থপুষ্টির লালসাদীপ্ত ক'রে
সবাইকে
চাকুরী-জীবনে তৎপর হ'তে শিখিয়ে—
মেয়ে-পুরুষের বৈধী সম্বন্ধকে
লালসা-সংক্ষোভে বিচ্ছিন্ন ক'রে
বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে না ?

জায়গা-জমির লোক-অধিকার
বঞ্চিত ক'রে
বিক্ষুব্ধ বিড়ম্বনায়
অর্থলোলুপ অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
সেগুলিকে
নষ্ট ও ধ্বংস ক'রে ফেলে না ?

রাজা যদি
জীবনীয় শুভরঞ্জনী তাৎপর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেককে
অনুরঞ্জিত ক'রে না তুলতে পারেন—
তবে কি তিনি
লোকজীবনকে
অশিষ্ট উন্মাদনার উদ্বোধনায়
ভীরু ও উদ্ধত ক'রে
সর্ব্বনাশের পথ
পরিষ্কার ক'রে দেন না ?

ধর্ম্মাচারগুলিকে
বিধ্বস্ত ও বিড়ম্বিত ক'রে
জীবনকে বাতুল চলৎশীল ক'রে
বিক্ষোভের বিকৃত দহনে
সবাইকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তোলে না ?

কৃষিজীবন
বাণিজ্যজীবন—
যা' টাকার চাইতেও
জীবনের পক্ষে প্রধান দাঁড়া—
তা'কে উৎখাত ক'রে
সর্ব্বনাশকে
'স্বাগতম্' ব'লে আহ্বান করেন না ?
তাই বলি,
রাজা বা নিয়ন্তা
এমন হওয়া উচিত—
যা'তে বেত্তাদিগের বেত্তৃত্ব
সংস্কৃতির সুঠাম নন্দনায়
যা' দাঁড়িয়ে থাকে—
তা'কে
স্খলনমুখী ক'রে না তোলে ;
রাজা যদি
ধৃতিরঞ্জিত
সত্যরঞ্জিত জীবনের
উচ্ছল প্রবাহে
উদ্দীপ্ত আগ্রহে
গৌরবকে
বর্দ্ধনাকে
সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে
সুদীপ্ত ক'রে তোলেন—
মহিমাময়
মহান সম্বর্দ্ধনার
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,—
তবে তো তিনি লোকরঞ্জক !
নইলে, পশ্চাতে দেখতে পাবে—
একটু-একটু ক'রে
তমসার ছায়া

রাজত্বের প্রতিপ্রত্যেককে
অন্ধ ব্যাদানে
গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে ;
সাবধান হও,
শিষ্ট হও,
সুষ্ঠু সম্বেদনসমীক্ষু হ'য়ে
তা'তেই তৎপর হ'য়ে ওঠ,
কাল নিয়ন্ত্রিত হোক এমনি ক'রেই ;
স্বস্তির হাসি
তোমাদের প্রতিপদক্ষেপে
খল্‌খল্‌ ক'রে হেসে উঠুক,
জীবন-সবিতা
ঊর্জ্জনার মহান মহিমায়
সুদীপ্ত হ'য়ে উঠুক প্রতি জীবনে—
অমরতার অমৃত ভাণ্ড নিয়ে । ৯৬৮১ ।
২২।৫।১৯৬১, রাত ৭-৪০

সাধুসন্ন্যাসীর
ভেক নিয়ে চলতে
বিশেষ অসুবিধার কিছু নেই,
অশিষ্ট খাদ্যাখাদ্যেরও
বিচার ক'রে চলতে
এখন তো দেখা যায় না ;
সাধু হওয়া কঠিন,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্টাচারে
কৃতিতপ নিয়ে যদি না চল—
সাধু হ'তে কিছুতেই পারবে না,
ঠগী হওয়া সম্ভব ;
অনুশীলন যদি না কর—
সদাচারনিষ্ঠ যদি না হও—

সৎচলন ও ব্যবহারে
নিজেকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে না তোল—
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
ঈর্ষ্যা ও হিংসাকে
যদি দূর ক'রে না দাও,—
আবার, এই দূর ক'রে
যদি অসৎ-নিরোধী না হও—
তুমি কিছুতেই সাধু হ'তে পারবে না,
ভণ্ড হ'তে পার,
একটা ইন্দ্রজালিক হ'য়ে
অবিবেকী যা'রা
তা'দের উপর ঠগ্‌বাজী করতে পার,—
লোকধাতা হ'তে পারবে না ;
উচ্ছল ঊর্জ্জনা নিয়ে
বিহিত সঞ্চারণায়
মানুষকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে
পারবেই না,—
কারণ, নিজেই তুমি একটা
হতদরিদ্র ভেকধারী সাধু ;
তাই বলি,
সাধুই যদি হ'তে হয়—
সাধনা কর,
সাধনায় অভ্যস্ত হও,
ভালমন্দকে বিচার ক'রে
যেখানে যেমনভাবে
তা' নিয়োগ করতে হয়—
তা' কর,
বোধদীপ্ত সম্বর্দ্ধনায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বাস্তবকে দেখ,
পর্য্যালোচনা কর,

এবং তা' হ'তে জ্ঞান সংগ্রহ কর,—
তোমার জ্ঞান যা'তে মানুষকে
অনুশীলন-তৎপর ক'রে তুলতে পারে,
ক'রে—
তা'রাও জানতে পারে ;
ফাঁকিবাজী ক'রে
পেট ভ'রতে পারে—
প্রাণ ভ'রবে না কিন্তু,
ঈশ্বর-কথা ব'লে
ব্রহ্ম-কথা ব'লে
দেবতাদিগের কথা
মুখে উচ্চারণ ক'রে
ভাঁড়ানোর সুঠাম ভঙ্গীর সহিত
বহু অর্ঘ্যের
অধিকারী হ'তে পার বটে,
কিন্তু দেখো,
পাতিপাতি ক'রে খুঁজে দেখো—
সে অর্ঘ্য
স্বর্গ বহন করে না,
মানুষকে বিপুল ক'রে তোলে না,
সম্বর্দ্ধনায় শিষ্ট ক'রে
সকলকে
আপনার ক'রে তুলতে পারবে না ;
তাই বলি—
ইষ্টনিষ্ঠ হও,
সাধনাতৎপর হও,
সিদ্ধকাম হ'য়ে
সবাইকে সিদ্ধির পথে নিয়ে চল,
তুমি ভেক নাও বা না-ই নাও—
সম্বর্দ্ধনা
আনতি-তাৎপর্য্যে

শুভ বৰ্দ্ধনাকে
'স্বাগতম্' ব'লে আমন্ত্রণ করবে,
তুমি সম্বৰ্দ্ধিত হবে—
সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে সবাইকে । ৯৬৮২ ।
২২।৫।১৯৬১, রাত ৮টা

হয়তো তোমার
নিষ্ঠা আছে,
লাগোয়াও আছ,
কিন্তু তোমার প্রেষ্ঠ বা প্রেয় যিনি—
তাঁর নিদেশপালনে তৎপর নও,
যখন যেটা করণীয়—
সেগুলিও
সময়মত করতে পার না,
আর, টুকটাক কিছু করলেও
ক্লান্তি আসে,
তা'র মানেই—
নিষ্ঠা যদিও থাকে,—
তা' কিন্তু
তোমার ব্যক্তিত্বে
মন্থর হ'য়েই আছে,
ক্ষীণস্রোতা হ'য়েই আছে,
নিবিষ্ট সম্বেগ
ঐ নিষ্ঠাতে নাই কিন্তু,
তুমি যা' কর—
পুঙ্খানুরূপে দেখে
বিহিত বিবেচনা ক'রে
তা' তোমার
ইষ্টার্থকে
সার্থক ক'রে তুলবে কিনা—
তা' বুঝে-সুঝে কর না,

তাই, অনুশীলন-তৎপর নও তুমি,
এতে—
তুমি হয়তো লাগোয়া থাকছ,
হয়তো স্বার্থলোলুপ নয়কো,
তথাপি তাঁকে
যদি তাজা ক'রে না তোল,
কৃতিদীপ্ত ক'রে না তোল—
অনুগতির উচ্ছল উদ্ধৃতি নিয়ে,—
তোমারও হ'য়ে উঠছে না—
অর্থাৎ করতে পারছ না,
তোমার যে অনিচ্ছা আছে একদম—
তা'ও নয় কিন্তু,
ঐ নিষ্ঠা
তোমাতে যদি তেজাল থাকত—
তোমার শরীর. মন ও পরিবেশের
শুভ সঙ্গতি
তোমাকে তেমনি
উচ্ছল কৃতিদ্যোতনসম্বেগী ক'রে তুলত,
তাই, নাই ব'লেই
বা মন্থর ব'লেই—
কৃতিসম্বেগও মন্থর,
আনুগত্যের অভিনিবেশও
তেমনতরই মন্থর,
আর সেইজন্য,
শ্রমের ভিতর-দিয়ে
যে সুখ পাওয়া যায়—
নিষ্পাদনের ভিতর-দিয়ে
যে সার্থকতা পাওয়া যায়—
তা'র লালসাও
তোমার ভিতরে
দ্যুতিমান হ'য়ে ওঠে নি,

ধুরন্ধর-তৎপরতায়
তোমার বোধবিবেক ও কৃতিসম্পদ্
ফেঁপে ওঠেনি ;
নিষ্ঠা যদি থাকে—
তা' যদি মন্থরও হয়,
কৃতি-তৎপরতা,
অনুশীলনী আবেগ,
সন্ধিৎসু ও পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি
তোমার ভিতর
উচ্ছল হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
ক্রমক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে,
তোমার নিষ্ঠা মন্থর হ'লেও
যদি অস্খলিত হয়—
সার্থকতার পতাকা
তোমার অন্তরে ক্রমশঃ উড্ডীয়মান
তা' নিঃসন্দেহ ;
ধর,
কর,
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
পারগতার উদ্বোধন ক'রে তোল—
সংকল্পে সুদৃঢ় হ'য়ে—
উচ্ছল উদ্দীপ্ততার সহিত,
নিবিষ্টতার সহিত
যা'-কিছুকে দেখ—
ভালমন্দের বিবেচনাকে উচ্ছল রেখে,
লোকসেবার
উল্লোল উচ্ছ্বাস
তোমাকে যেন
নন্দনার হাতছানি দিয়ে
সব সময় ডাকে,—
তুমি থাকতে পার না—

তুমি কর—
বিহিত সাবধানতা
ও সতর্কতার সহিত,—
যা'তে ও হ'তে
কোনপ্রকার ব্যাঘাত না আসে,
আঘাত না আসে,
বিশ্বনাথ—
বিশেষ উদ্দীপনায়—
দেখতে পাবে—
অদূরেই—
তোমাকে ডাকছেন—
বিশ্বকর্ম্মী বিভূতি নিয়ে
অমরতার উচ্ছল নিবেশে
সার্থকতার সতর্ক প্রয়াসে
বিভূতির বিভব-সন্দীপ্ত আহ্বানে
মলয়বাতাসের মত
হাতছানি দিয়ে ;
তাই বলি,—
ব'সে থেকো না,
ধর,
কর,
সতর্ক সন্দীপনায়
সার্থকতাকে অর্জ্জন কর,
সুখী হও,
আর সবাইকে
সুখী ক'রে তোল । ৯৬৮৩ ।
২৩।৫।১৯৬১, সকাল ৭-২৫

নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ

যদি উচ্ছল উদ্বেলনায় চলতে থাকে—
তুমি হাতে-কলমে
ক'রেও যাও তেমনি,

সঙ্গে সঙ্গে
নজর রাখতে হবে—
তোমার বৈধানিক বিন্যাসের প্রতি,

মানসিক তাৎপর্য্যে
সুনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়
স্বস্তিসম্বেদনী সুক্রিয় হ'য়েও
যদি শরীর সম্বন্ধে
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে
আর, স্বস্তি সম্বন্ধে
সুবিনায়িত তাৎপর্য্যে
পরিচর্য্যা না কর,—
তাহ'লে ধৃতিসম্বেগ
ও তোমার বৈধানিক সংগঠনের ভিতর
সামঞ্জস্য রাখতে পারবে না,

হয়তো—
কোনদিকে না কোনদিকে
তুমি গড়িয়ে পড়বে,
সুষ্ঠু ও সক্রিয়তার সাম্য চলন
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে ;

তাই, বিধিবিনায়িত আচারগুলিকে
মানসিক চিন্তা ও চলনগুলিকে
বিহিত বিনায়নে
সামঞ্জস্যে এনে
সব কিছু করতে হবে—
নিবিষ্ট দীপ্ত অনুশীলনী তাৎপর্য্যে ;

বোধ, বিবেক ও কৃতি-সন্দীপনা
কৃতিপরিচর্য্যায় যদি
প্রদীপ্ত হ'য়ে চলে—

ঐ সামঞ্জস্যকে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে সুষ্ঠু রেখে
তোমার উন্নতি
অবলীলাক্রমে
শিষ্ট সম্বেদনায়
সুদৃঢ়, সম্বুদ্ধ
ও সুদীপ্ত হ'য়ে চলবে ;
আগ্রহ যা'র যেমনতর—
অনুগ্রহও সে
তেমনি করতে পারে,—
ঐ আগ্রহ ও অনুগ্রহের
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
পরিচর্য্যী ও অনুশীলনী তৎপরতায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
শিষ্ট সমীচীনতা নিয়ে ;
তুমি বিক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
বিলোল হ'য়ো না,
ব্যতিক্রমবিমুখ থেকে ক'রে চল,
সার্থকতা—
অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে। ৯৬৮৪।
২৩।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৫৭

তোমার অন্তঃস্থ জীবন-স্পন্দন
যেমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে চলছে—
লালসাদীপ্ত কৃতিসম্বেগকেও
তদনুগ সমতায় বেঁধে নিয়ে
যা' করবার
কর—
সতর্কতাশীল সু-অবধান নিয়ে ;
এমনতর নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যদি চলতে পার—

তোমার অস্তিত্বও
স্বস্তি-উচ্ছ্বাস নিয়ে
দূরগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারে। ৯৬৮৫।
২৩।৫।১৯৬১, সকাল ৮টা

প্রেষ্ঠকে
শ্রেষ্ঠের আসনেই রাখ—
তোমার অন্তরের
আবেগ-উচ্ছল-আরতি-সম্বুদ্ধ ক'রে,
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
ধ্রুব বিভূতি নিয়ে
তাঁকে আরাধনা কর,
পূজা কর,
আর, সেই পূজার প্রসাদ
যেন সবাইকে
প্রসাদদীপ্ত ক'রে তোলে,
আশীর্ব্বাদ—
অনুশাসন নিয়ে
সবারই কৃতিসম্বেগকে উদ্দীপ্ত ক'রে
অঢেল উচ্ছ্বাসে
প্লাবিত ক'রে তুলুক,
তোমার সঞ্চারণায়
প্রেষ্ঠ-নন্দনা
সামগীতিতে
উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে
সঙ্গীত হোক,
আর, বিভব-বিভূতি
তোমাকে পূজা করুক,
তা'র প্রসাদ

সবার অন্তঃকরণে পরিবেশন করুক,
সার্থক হও,
সার্থক কর। ৯৬৮৬।
২৩।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৫

ঘনতমসাবৃত আকাশ-বাতাস
বিশৃঙ্খল
বিলোল হ'য়ে
দুনিয়াকে যখন
অশিষ্ট উদ্বেলনায়
উৎক্ষিপ্ত ক'রে চলে
অবশ ক'রে চলে,—
তোমার অন্তঃস্থ
নিষ্ঠানন্দিত প্রীতিসঙ্গীত
সামসন্দীপনায়
যেন সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
সবাইকে—
প্রীতি-উল্লোল তৎপরতায়,
আর, তা' বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুক—
অণুপরমাণু হ'তে
প্রত্যেকটি হৃদয়ে
প্রত্যেক ব্যক্তিত্বে
প্রতিটি ব্যক্ত বিভায়;
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
হ'য়ে উঠুক সেখানে—
দ্যোতন-বিভব,
প্রত্যেক জীবনের
দৃপ্ত দ্যুতি,
সবিতার উচ্ছল আবির্ভাব। ৯৬৮৭।
২৩।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৮

যিনি ঈশ্বর—
তিনি চিরদিনই প্রীতিসুন্দর,
একনিষ্ঠ ভক্তি—
যা' তোমার অন্তরে
শিষ্ট অনুবেদনায়
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে রয়েছে—
তাইই তো তাঁ'র আসন,
একনিষ্ঠ ভক্তির সহিত
ঈশদীপ্ত অনুপ্রাণনা
প্রীতিস্রোতা হ'য়ে
কৃতি-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
তাইই তো তাঁ'র আরতি ;
সমস্ত বিশ্বের প্রতিপ্রত্যেকটি—
ঐ কৃতি-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
ভক্তির উচ্ছ্বাস-আবেগে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
তাঁ'র আরতি করে,
তাঁ'র পূজা করে ;
নিষ্ঠাবিহীন অনুরাগ যেখানে—
সেখানে কিন্তু
অন্ধতমসারই আবাস,
নিষ্ঠা যেখানে নেই—
ভক্তির ভাঁওতা যতই কর না কেন—
তা' কিন্তু অদৃশ্য,
অবোধ্য ;
তাই বলি,
নিবিষ্ট নিষ্ঠার সহিত
ভক্তির সহজ উৎসারণায়
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
তাঁ'র আরতি কর,

পূজা কর,—
প্রত্যেকটি মানুষ,
প্রত্যেকটি যা' কিছু—
তাঁ'র বিগ্রহ বুঝে নিয়ে,
উদ্দীপ্ত উচ্ছ্বাসে
সবাই
তৃপ্ত দীপনায়
সজাগ হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব হবে—
সেই পূজা-আরাধনার
জীয়ন্ত স্থণ্ডিল । ৯৬৮৮ ।
২৩।৫।১৯৬১, সকাল-৮-২০

ঐশী দ্যোতনা—
যা' সব-কিছুর অন্তঃস্থ সম্বেগে সংগ্রথিত—
ধারণপালনী তাৎপর্য্যে,—
তা' যখন
শাতনের তমসাকীর্ণ কুজ্ঝটিকায়
আবৃত হ'য়ে ওঠে,—
তখনই
ব্রাহ্মী উদ্বেলনা—
যা' প্রাণন-স্পন্দনের ভিতর-দিয়ে
সব কিছুকে
শিষ্ট সম্বেগে
সংগ্রথিত ক'রে চলেছে—
তা'কে তেমনতর সংকীর্ণ ক'রে তোলে ;
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
বৈধী তর্পণে
যখন তা' অনুরঞ্জিত হ'য়ে থাকে—
স্বস্তি-আচারকে আশ্রয় ক'রে

জীবনীয় কুলাচারগুলিকে
সুসংহত ক'রে
সুদীপ্ত ক'রে
সম্বেগসিদ্ধ তাৎপর্য্যে,—
তখনই ঐ কুয়াশাচ্ছন্ন তমসা
ক্রমেই বিদূরিত হ'তে থাকে,
কারণ, সব কিছুরই ক্রম থাকে—
বিভিন্ন রকম-সকমের ভিতর-দিয়ে,
বিকৃতি তখন
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
তা'কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না,
আসল জীবন-মূর্চ্ছনা
যা' ভরদুনিয়ার
প্রতিপ্রত্যেকটির ভিতর
ক্রমবিস্তার ক'রে
সুদীপ্ত হ'য়ে থাকে
প্রীতিনন্দনী তাৎপর্য্যে,—
সবগুলি সুসঙ্গত হয়
সঙ্গতির বাঁধনে ;
প্রীতির আবেগ-উচ্ছল
অনুকম্পী তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে ফুটন্ত ক'রে তোল,
তুমি যদি তা' না পার—
তুমিও ঠ'কবে,
অন্যেও ঠ'কবে,
আর, জীবনকেও
জর্জ্জরিত ক'রে
নিঃশেষের দিকে টেনে নিয়ে যাবে,
বোঝ,
সাবধান হও। ৯৬৮৯।
২৩।৫।১৯৬১, সকাল ৮-৩৮

শাতন মানেই হ'চ্ছে—
প্রাণন-স্পন্দন
স্বার্থদীপনা নিয়ে
যেমন প্রবৃত্তিলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,—
অহং-অভিভূত হ'য়ে
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ইত্যাদিতে
ছড়িয়ে পড়ে —
তদনুগ তাৎপর্য্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
তৎ-কৃতি-সন্ধিৎসায়
ভোগ ও হিংসার দিকে
ঈর্ষ্যা-উদ্দীপনায়
অন্যকে শোষণ ক'রে
নিজেকে উপভোগ করতে চায়—
তেমনতরই বোধ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে
চলতে থাকে ;
লোলজিহ্ব লালসায়
অন্য যা'-কিছুকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে
ভোগান্ধ তৎপরতা নিয়ে চ'লে
মানুষকে সংকীর্ণ ক'রে
জাহান্নমের দিকে টেনে নিয়ে যায়,—
সেই প্রবৃত্তির
উচ্ছল উচ্ছ্বাসই হ'চ্ছে
শাতনী তামস দৃষ্টি,—
যা' বিচ্ছেদ নিয়ে আসে
বিভ্রান্তি নিয়ে আসে,
ব্যতিক্রম নিয়ে আসে,
ভোগবিহ্বলতার লালসায়
অন্যের উৎখাত ক'রে
নিজের উপভোগ্য যা'-কিছুকে

উপভোগ করতে চায়,
সম্ভোগ করতে চায়,
তা'ই হ'চ্ছে শাতন-স্বভাব,
আর, ব্যক্তিত্বে থাকে
ঐ তা'রই পূর্ণ মূর্ত্তি,
তা, জীবনকে
সঙ্কুচিত ক'রে
সঙ্কীর্ণ ক'রে
নিপাত-আলিঙ্গনে
নিরয়-অভিলাষী ক'রে তোলে ;
যা' তোমাকে
অন্য হ'তে বিচ্ছিন্ন করছে,—
যা' তোমাকে ক্রূর ক'রে তুলছে,—
আত্মম্ভরী প্রতিষ্ঠায়
অন্যকে ফাঁকি দিতে
লোলুপ ক'রে তুলছে—
আপ্‌শোষহারা তৎপরতায়,—
তা'রই যে মূর্চ্ছনা
মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে
অলক্ষ্যে হাতছানি দিয়ে
তোমাকে বিকৃতির পথে নিয়ে যাচ্ছে—
তা'ই কিন্তু শাতন ;
অমনতর ইচ্ছা বা চরিত্র হ'তে
সাবধান হও—
বিক্ষোভের বিড়ম্বনা হ'তে
যদি নিজেকে রক্ষা করতে চাও ;
নতুবা, জাহান্নমের মুচকি হাসি
ঐ অদূরে
ক্রূর দৃষ্টি নিয়ে
তোমাকে লক্ষ্য ক'রে চলছে—
সীমাকে ছেদ ক'রে

সংকীর্ণ ক'রে
সর্ব্বনাশে আত্মসমর্পণ করাতে। ৯৬৯০।
২৩।৫।১৯৬১ সকাল ৯-৩৫

তোমার অন্তঃস্থ
বোধায়ন-কেন্দ্রকে
অর্থাৎ বোধায়ন-বিধানকে
সংহত ও সংযত ক'রে
তা'কে
যেখানে যেমনতরভাবে নিয়োগ করবে—
বিভবসহ প্রকৃতিও
তেমনি ক'রে চলবে—
একসন্দীপনী তৎপরতায়—
যতক্ষণ ঐ নিয়োজনা তোমার থাকে ;
এমনি ক'রেই
বোধায়ন-কেন্দ্র
প্রাণন-কেন্দ্রতে
অধিষ্ঠিতি লাভ করে,
দুনিয়ায়
একটা বিষয় বা ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
অনেক অসম্ভব কিছু ক'রে তোলে,—
যা'র কৈফিয়ৎ—
যে করে
সে বোঝে বা দিতে পারে,
নতুবা, গোপন-তাৎপর্য্য নিয়েই
সে বসবাস ক'রে চলে,
আর, এই করাগুলিকে
বিভূতি ব'লে থাকে—
অর্থাৎ বিহিত রকমে হওয়া। ৯৬৯১।
২৩।৫।১৯৬১, রাত ৭-১০

দরদী অনুকম্পা,
আপ্যায়নী বোধবিদীপ্ত ব্যবহার,
কৃতিদীপ্ত বোধবিনায়নী পরিচর্য্যা,
শিষ্টসুন্দর উর্জ্জী বোধ-সঞ্চারণা,
হ্লাদসুন্দর বান্ধবতা,—
এই পাঁচটিই হ'চ্ছে—
চলার পথের প্রথম ও প্রধান
সুন্দর অধ্যাস। ৯৬৯২।
২৪।৫।১৯৬১, সকাল ৭-১৮

প্রীতির মুখোশপরা
ফাঁকিবাজ প্রণয়ের
হাতে প'ড়ো না,
যে বা যা'রা পোষক নয়,
শোষক-প্রবৃত্তি নিয়ে চলে-ফেরে—
এমনতরদের হাতে পড়লে
অন্তর্বেদনায় ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়বে,
তা'র চেয়ে বরং
যা' করবার তা' ক'রে যাও,
প্রত্যাশা করতে যেও না কা'রো কাছে,
বিনা প্রত্যাশায়
তোমাকে যে যা' দেয়—
তা'কে প্রীতি-অর্ঘ্য ব'লে গ্রহণ ক'রো;
শিষ্ট অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
নিজেকে
বিহিত বিশিষ্ট ক'রে তোল—
আচার-ব্যবহার, চালচলন
ও তা'র সাথে কুলমর্য্যাদা নিয়ে,
ব্যক্তিত্বের দ্যুতি ফুটে উঠবে,
তোমার সংস্রব

অনুশীলন-তৎপর
শিষ্ট আচার ও ব্যবহার-পরিচর্য্যায়
অন্যকেও সাহায্য করবে,
কষ্টের বদলে
তৃপ্তি পাবে অনেক। ৯৬৯৩।
২৪।৫।১৯৬১, বেলা ১০-৪৮

ভ্রান্তিকে
শান্তির পথ ব'লে ধ'রো না,
যা' জীবনীয় নয়—
তা' উদ্বর্দ্ধনশীল উৎসারণায়
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না;
যা' শিষ্ট সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
নিয়ন্ত্রিত নয়কো,—
বাস্তবতাকে এড়িয়ে
ভ্রান্ত কাল্পনিক তৎপরতায়
লোক-অন্তরকে ভ্রান্ত ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে-চুরে
সব যা-কিছুকে একায়িত করতে চায়,—
অস্মিতা যেখানে
উদ্দীপ্ত আমন্ত্রণে
বিধানকে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
বিধিকে
বিদ্রোহী তাৎপর্য্যে অস্বীকার ক'রে
সর্ব্বনাশের পাপাক্ত উদ্দীপনায়
পরিচালিত করে,—
সৎ-ত্ব বা সতীত্ব যেখানে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'তে বাধ্য হয়,—
ধৃতি-সন্দীপনা যেখানে
অশিষ্ট হামবড়ায়ী তাৎপর্য্যে

ধর্ষিত হ'য়ে থাকে,—
তা' কিন্তু জীবনীয় তো নয়ই,
আর, তা দেশকেও বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
অশিষ্ট আচারে
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়,
পালন-পোষণ-প্রীণন
খাবি খেয়ে
প্রবৃত্তিকেই অনুসরণ করতে থাকে,
জীবনীয় আদর্শও সেখানে
আনত দৃষ্টিতে
ম্লান ভঙ্গিমায়
নরককেই ইঙ্গিত ক'রে থাকে ;—
আর, নরক মানেই তা'—
যা' বর্দ্ধনাকে সংকীর্ণ ক'রে
মূর্খ আত্মম্ভরিতায়
তদ্‌গতিসম্পন্ন ক'রে তুলে থাকে,
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা ;
সাবধান হও,
জীবনীয় ঐতিহ্য যা'
জীবনীয় কুলাচার যা'—
ইষ্টনিষ্ঠ নন্দনার শিষ্ট অনুশাসনে
নিজেকে
তা'তে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনী পুণ্য পরিস্রোতা হ'য়ে চল,
পালন-সংরক্ষণ-প্রীণন-পরিচর্য্যায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনা হ'য়ে উঠুক ;
স্বস্তি আসুক,
আনন্দ আসুক,—
ভরপুর তৃপণ-পরিচর্য্যায়

সবাই
সুন্দর স্বস্তিপ্রসন্ন হ'য়ে উঠুক। ৯৬৯৪।
২৪।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬টা

সাধারণ মানুষ
অন্যকে কষ্টিপাথরে ঘ'ষে দেখতে চায়—
সে কেমন!
যদিও সে তা'
দেখতে জানে না,
আর, যা'রা শ্রেয় মানুষ
বা শ্রেষ্ঠ মানুষ—
তা'রা নিজেকে
বেশ ক'রে ঘ'ষে
ত্রুটিগুলি উড়িয়ে দিয়ে
নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করতে চায়,—
যে ত্রুটিমুক্তি
অন্যকেও ত্রুটিহীন ক'রে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
আর, তিনিই হ'চ্ছেন—
প্রেষ্ঠ পুরুষ
বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ৯৬৯৫।
২৪।৫।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-১৫

তোমার দুঃখকষ্টের জন্য
দুনিয়াকে—
তা'র মানুষগুলিকে—
যতই দায়ী কর না কেন,—
দায়ী কিন্তু
প্রধানতঃ তুমি নিজেই,
দুঃখ-সুখ যা'-কিছু আসে—
সে পরিবেশেরই আশীর্ব্বাদ;

তুমি শিষ্টসুন্দর হ'য়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে
পরিবেশকে যতই ভালবাসতে পারবে,—
পরিবেশ-পরিচর্য্যায়
যত নিজেকে
নিয়োজিত রাখতে পারবে,—
পরিবেশও তত
আপনার হ'য়ে উঠবে,
সম্পদ্ কিন্তু ওখানেই ;
লোক
যা' হ'তে সার্থকতা লাভ করে—
স্বতঃসন্দীপনায়
সে তা'কেই ভালবাসে,
প্রীতি-অর্ঘ্য
তা'কেই দিয়ে থাকে—
তা' যা'র যেমন জুটুক ;
লোকে নিন্দা করবে,
লোকে রহস্য করবে,
লোকে মুখ-গরীব বলবে,
আপ্যায়নী তাৎপর্য্য
তা'দের সঙ্গে কিছু রাখবে না,—
কিন্তু তোমার যে
আপ্যায়িত হওয়ার লোভ
তা' আপূরিত হয় না ব'লে
তোমাকে দুঃখী ভাববে,
কষ্ট-পরিবেষ্টিত ভাববে,—
সেরকম একঘেয়ে বুদ্ধি
রাখাই ভাল নয়কো ;
দেখ—তোমাকে,
আর তোমার সার্থকতায় দেখ তা'দিগকে,

তা'দের অর্থান্বিত ক'রে
তুলতে যতই পারবে—
শিষ্টসুন্দর বিনায়িত ক'রে তুলতে
যতই পারবে—
সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে
যতই পারবে—
ততই
তোমাগত প্রাণ তা'রা হবেই কি হবে—
অন্ততঃ বেশীর ভাগ যা'রা—
তা'রা ;
আত্মনিয়মন কর,
ধর্ম্মাচরণ কর,
কুলাচারকে অক্ষুণ্ণ রেখে চল,
বিধিবিনায়িত অনুশাসনে
নিজেকে বিধৃত কর,
সুখ আসবে আপনিই,
হয়তো—
তৃপ্তি অঢেল হ'য়ে
তোমাকে প্লাবনদীপ্ত ক'রে তুলবে ;
ভুল ক'রো না,
না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি রেখো না,
অনুকম্পাশীল কৃতিপরিচর্য্যা নিয়ে
যা'কে যতখানি
উন্নতিশীল কিছু ক'রে দিতে পার—
তা'তে চেষ্টাবিমুখ হ'য়ো না,
এই করাটাই
তা'দিগকে
তোমার প্রতি অমনতর ক'রে তুলবে ;
প্রত্যেকের জীবনে
ইষ্টনিষ্ঠা অস্খলিত হ'য়ে
যখন জীবন-ধর্ম্মকে

পরিপালন ক'রে থাকে
লোকপরিচর্য্যার মূর্চ্ছনায়,—
তখন ধৃতি
তোমাকেও ছাড়বে না—
যদি ধরা দিয়ে থাকে হাতে-কলমে,
তোমাকেও
পরিপ্লাবিত ক'রে তুলবে—
অনেক রকম বিভব-বিভূতিতে
লোকপালী ধৃতি-পরিচর্য্যায় ;
এখনই লেগে যাও,
শত কষ্টের ভিতর থেকেও
যেমন পার—
তেমনি কর। ৯৬৯৬।
২৪।৫।১৯৬১, রাত ৭-২৫

সমাজ মানেই—
একসাথে চলা—
সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতিচর্য্যায়
জীবনীয় ঐক্যতানে
ঐক্য-সম্বেদনায়
একনিষ্ঠ তৎপরতায়,
আমি বলি,—
ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ঐ ঐক্যতানে চলতে থাক—
পারস্পরিক পরিচর্য্যা নিয়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
যেন তোমার একটা লোম স্পর্শ করলেও
অন্যের বেদনা লাগে,
দেখবে—
ক্রমে ক্রমে

সমাজ আবার
সমাজ হ'য়ে উঠছে—
তা'র সঙ্গতিশীল ঐশ্বর্য্য নিয়ে—
প্রতি ব্যষ্টির
সুসন্দীপ্ত বর্দ্ধনায় উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ;
শুধু ফাঁকা
বাগ্‌বিতণ্ডার আমদানী ক'রে
জীবনীয় বিধিকে
অগ্রাহ্য ক'রে চললেই
সমাজ হয় না,
সে সমাজ
বিচ্ছিন্নতার,
বিচ্ছিন্নকারীর,
বিচ্ছিন্ন হওয়ার ;
তাই বলি,
ইষ্টনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার পরিচর্য্যী মূর্চ্ছনায়—
প্রতিপ্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তুলে,
উচ্ছলতা
প্লাবন এনে দিক,
আর, সে প্লাবনের
পুরোহিত হও তুমি । ৯৬৯৭ ।
২৪।৫।১৯৬১, রাত ৭-৩৫

ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—
যা' শ্রমসুখপ্রিয়তার
উল্লোল উর্জ্জনা নিয়ে চলে—
বিধিবিনায়িত পরিচর্য্যা নিয়ে,
আচরণ নিয়ে,—

তা'ই কিন্তু আমাদের জীবনের
জীবনীয় উদ্বর্দ্ধনার
সুন্দর সেতু,
যা'র উপর দিয়ে
আমরা
সমাজ গঠন ক'রে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সুন্দরে সার্থক ক'রে তুলতে পারি ;
এই সংক্রমণী অনুচলন
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক—
তা' কি অন্তরে,
কি বাহিরে ;
ইষ্টনিষ্ঠার
অনাবিল অস্খলিত
অনবদ্য উদাত্ত পথ
কিন্তু ঐ,—
যা'
প্রতিটি সত্তাকে
বিশালের দিকে নিয়ে যায়—
প্রাজ্ঞ বোধি-দীপনায়,
সমাজকে বিপুল ক'রে তোলে । ৯৬৯৮ ।
২৪।৫।১৯৬১, রাত ৭-৪৪

কা'রো অনিষ্ট করতে যেও না,
তোমার কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
আনুগত্য ও কৃতি নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার উৎসজ্জনায়
সবাইকে
ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল,

ইষ্টার্থপরায়ণ
শুধু মৌখিক কথায় নয়কো,—
কৃতিদীপ্ত ইষ্টার্থপরায়ণ ;

তোমার ব্যক্তিত্বটা
অমনি ক'রেই
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর-দিয়ে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায় ছড়িয়ে পড়ুক,

তোমার অন্তঃস্থ
বড় হওয়ার ইচ্ছা
বিখ্যাত হওয়ার ইচ্ছা—
যা'-কিছু আছে—
তা' যেন
কৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
চালচলন-আচারের ভিতর-দিয়ে
অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
ইষ্টার্থকেই অমনতর ক'রে তোলে,

আর, ইষ্টার্থকে
অমনতর ক'রে তোলার ভিতর-দিয়ে
তোমার কৃতি-উর্জ্জনা
যেমনতর উৎসারণশীল ও সক্রিয় হবে—
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতরে,—
তুমিও তেমনতর হ'য়ে উঠবে—
সেই চারিত্রিক চলন নিয়ে ;

উন্মাদনার অনবদ্য উৎসর্জ্জনায়
ধীদীপ্ত বিবেক-বিচরণার ভিতর-দিয়ে
শিষ্টসুন্দরভাবে
কৃতিসম্বর্দ্ধনায়
নিজেকে উচ্ছল ক'রে তোল,

আর, ঐ তো আসল তুক্—
যা'তে তুমি লোকের কাছে
শ্রেয় হ'য়ে উঠবে

বড় হ'য়ে উঠবে,
প্রশংসনীয় পরিবেদনায়
ভরপুর হ'য়ে উঠবে,
আর, তা'তে
প্রতিটি ব্যক্তিসহ
পরিবেশ ও পরিস্থিতি
ঐ উদ্ভাসিত উপাসনায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
ধৃতিমান —
আঢ্য হ'য়ে উঠবে,
এই তো আমি যা' বুঝি
যা' দেখেছি। ৯৬৯৯।
২৪।৫।১৯৬১, রাত ৮টা

প্রাণন-তাৎপর্য্য যদি না থাকে—
অস্তিত্বের স্বস্তি-তাৎপর্য্য
তখন নির্ব্বাণমুখী হ'য়ে চলে,
অঢেল শিষ্ট প্রাণন-স্রোত
স্পন্দন-স্ফীতি-তাৎপর্য্যে
তোমাকে
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
শক্তিশালী ক'রে তুলুক,
বিভূতি-বিভবে
তুমি শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে পড়,—
যে শ্রী
তোমার ব্যক্তিত্বের শ্রী,
যে শ্রী
তোমার পরিবার-পরিবেশের
প্রত্যেকের শ্রী ;
দেরী করো না,
থেমে থেকো না,

ওঠ,
দাঁড়াও,
এখনই ধর,
এখনই কর,
করণীয় যা'-কিছু আছে—
তা'কে মজুত ক'রে রেখো না,
বিহিত ত্বারিত্যে
সেগুলি নিষ্পাদন কর—
সন্ধিৎসু দক্ষতায়
দীক্ষাপ্রভাবকে বাড়িয়ে তুলে,
অন্তরে বুঝতে পারবে—
লক্ষ্মী
ধানদূৰ্ব্বা নিয়ে
তোমাকে আশীৰ্ব্বাদ করতে
ঐ অদূরেই অপেক্ষা করছেন—
নারায়ণী সম্বৰ্দ্ধনাকে
শঙ্খ-নিনাদে
তুরীয় তৎপরতায় উদ্দীপ্ত ক'রে । ৯৭০০ ।
২৪।৫।১৯৬১, রাত ৮-৭

কারণ মানে তা'ই—
যা' অন্তঃসূত্র অনুক্রিয় তৎপরতায়
কৃতি-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, এই কৃতির উৎসই হ'চ্ছে—
কারণ ;
কারণ হ'তেই
করণের অভ্যুত্থান,—
যা'
অন্তঃস্থ অনুক্রিয় তৎপরতায়
সংঘাত-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
কৃতি-উচ্ছলতায় উদ্দীপ্ত হয়,

আর, এই কারণ
প্রতিটি ক্রিয়ার অন্তরালে থেকে
বিভিন্ন রকম ও উদ্দীপনায়
উৎসৃষ্ট হ'য়ে ওঠে ;

যদিও এই করণের উৎস—
কারণ,
আবার, এই করণ
কারণকে অবলম্বন ক'রেই
বিহিত রকমের ভিতর-দিয়ে
করণে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
প্রকৃতির সন্দীপ্ত সক্রিয়তা নিয়ে
আরোর উৎসর্জ্জনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে;

করণ—
কারণেরই নব আবির্ভাব,
কারণেরই
উচ্ছল অনুকম্পার
অনুবেদনী নবকলেবর,
কারণ হ'তে
যে করণস্রোত উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
কৃতি-উদ্যমে
নব-নব উন্মেষের সৃষ্টি করতে করতে,—
তা' হ'চ্ছে—
করণ-দ্যোতনা,—
যা' কারণেরই ফল,
কারণেরই বিহিত মূর্ত্তনা—
বিভিন্ন তাৎপর্য্যে ;

কারণে আছে
স্থির ও চরের
সার্থক সঙ্গতিশীল ঊর্জ্জনা—
যা'র ভিতর-দিয়ে

অজচ্ছলভাবে সে সৃষ্টি করতে পারে—
অজচ্ছল বিভিন্ন,
আর, সেই বিভিন্ন ব'লে দেয়—
এটা এই,
ওটা ওই—
বোধায়নী অনুবেদনার
বিধায়নী ধৃতি নিয়ে,—
এক হ'তে অন্যের
তারতম্য ও বিশেষত্ব
কোথায় কেমন ক'রে হ'য়ে উঠেছে,
আর, ঐ বিশেষত্ব
বিবৃত করে—
কারণের শিষ্ট রঞ্জনা ;
তাই, করণের ভিতর-দিয়েই
কারণকে দেখতে চেষ্টা কর—
প্রতিটি সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে,
কোথায় কেমন কী ক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
কী তাৎপর্য্যের উদ্ভব হ'য়ে ওঠে—
বিহিতভাবে সেগুলি দেখ,
দেখে—
তা'কে সঙ্গতিশীল ক'রে
রকম-বেরকমগুলি জেনে
যে বোধ হয়—
তা'কেই জ্ঞান বলে,
জানা বলে,
বোধায়নী অনুনয়নে
সৌষ্ঠব-সমন্বয়ী শিষ্ট সঙ্গতিতে
যেমন ক'রে তা'র উদ্ভব হয়—
তা'ই ঐ উদ্ভব
বা উদ্গতির কারণ,
কিন্তু সেই উদ্ভবের ভিতর-দিয়েই আবার

কারণকে বুঝতে পারা যায়,
দেখতে পারা যায়,
তেমনি সৃষ্টি হ'তেই—
সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তু হ'তেই—
সৃষ্টির স্বতঃসন্দীপ্ত কারণকে
উপলব্ধি করা যেতে পারে ;
যদি বিহিতভাবে তা'
কর, দেখ, বোঝ,
তখন বুঝতে পারবে—
তিনি 'সর্ব্বকারণকারণম্',
এই আমি যা' বুঝি। ৯৭০১।
২৫।৫।১৯৬১, সকাল ৯-৩০

সন্ধিৎসা যেখানে সুপুঙ্খ,
অনুশীলন যেখানে শিষ্ট ও সমীচীন,
ব্যবহার যেখানে সতর্ক ও সুন্দর,—
কর্ম্মফলও সেখানে অভিলষিত,
বিভবও সেখানে স্বতঃস্রোতা। ৯৭০২।
২৬।৫।১৯৬১, রাত ৯-২৪

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
তাঁর নিদেশবাহী তৎপরতায়
নিজেকে নিবিষ্ট ক'রে তোল—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত,
সাত্বত সন্দীপনাকে লক্ষ্য রেখে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চ'লো,
ব্যক্তিত্বকে
নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়
গুণান্বিত ঐশ্বর্য্যে
শিষ্ট ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
মাঙ্গলিক অনুশীলনে

সুসন্দীপ্ত কৃতিশীল হ'য়ে চল,
অসৎ যা'-কিছুকে জান,
জেনে—
সমীচীনভাবে তা'কে নিরোধ কর—
তা' নিজের যেমন,
প্রতিটি বিশেষেরও তেমনি ক'রে ;
আমি বলি—
এ-সবগুলি তোমার
আধান হ'য়ে উঠুক,
ব্যাপ্ত উৎসর্জ্জনায়
সমীচীনভাবে
উচ্ছল হ'য়ে চ'লো—
বিহিত নিয়ন্ত্রণী তাৎপর্য্যে ;
কী করবে—
কী করণীয় !
কী করবে না—
অকরণীয়ই বা কী !
কখন কোন্ অবস্থায়ই বা
কী করতে হবে !—
ধী-দীপনী তৎপরতায়
সেগুলিকে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
সার্থক কৃতি-সন্দীপনায়
নিবিষ্ট অন্তঃকরণে
প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য বিনায়িত ক'রে
জ্ঞাত হও—
সব যা'-কিছু—
উচ্ছল সন্দীপনা নিয়ে ;
অনুকম্পাশীল
প্রীতি-পরিচর্য্যায়
কৃতি-তৎপরতায়

সেবা-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তোল,
কেউ যেন বিলম্বিত না হয়,
বিড়ম্বিত না হয়,
বিকৃত হ'য়ে না চলে ;
তোমার অন্তরের
বিশাল সন্দীপনায়
বিপুল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
স্বস্তি-শৌর্য্য নিয়ে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ—
বিধির প্রতিটি পদক্ষেপকে
সমীচীনভাবে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত ক'রে ;
তোমার অস্তিত্বে
সাত্বত প্রাকৃতিক উর্জ্জনায়
আশিস্-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে
বিধাতা
চিরবরেণ্য হ'য়ে থাকুন। ৯৭০৩।
২৭।৫।১৯৬১, রাত ৭-১০

শয়তান মানুষ মানেই হ'চ্ছে—
বেকুব চালাক মানুষ ;
মানুষকে জব্দ করা
মানুষের অনিষ্ট করাই—
তা'র হ'চ্ছে—
কৃতিত্বের আত্মপ্রসাদ,
সে এমনি ক'রেই
নিজের ব্যক্তিত্বটাকে
জাহান্নমের পথে ছড়িয়ে দেয় ;
সে ভাবে—
ভয়ই হ'চেছ মানুষের নিয়ন্তা,

ভয়ে জব্দ রাখতে পারলেই
মানুষকে হাতে রাখা যায়,
পারিবেশিক পরিচর্য্যা,
স্বস্তি-সম্পাদন
সুষ্ঠু হ'য়ে
তা'দের অন্তরের
প্রীতি-উর্জ্জনা হ'তে পারে না ;
অপকর্ম্মের মহড়া দিয়ে
নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই হ'চ্ছে তা'র
বোধায়নী তাৎপর্য্য ;
বোধদৃষ্টির অভাবে
তা'রা
অশ্রেয়কেই হয়তো
শ্রেয় ব'লে মনে করে,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ তা'দের
বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন,
এককেন্দ্রিক হ'য়ে
তা' থাকতে পারে না,
এমনি ক'রেই
সে নিজেকে
একটা পরপীড়ক সৌধ
তৈরী ক'রে ফেলে,
আর ভাবে—
ঐ বুঝি তা'র সার্থকতার অর্থ ;
মূর্খ হও ক্ষতি নেই,
এমনি ক'রে
বেকুব চালাক হ'তে যেও না,
নিজেকে নষ্ট ক'রে
অন্যের নষ্ট হওয়ার
ইন্ধন হ'তে যেও না,—
তা'তে শুভসন্দীপনী তৃপ্তি-উৎসারণা

তোমার অন্তর হ'তে
কোথায় পালিয়ে যাবে—
ঠিকও নেই :
অনুকম্পাশীল হও,
মানুষকে ভালবাস,
মানুষকে ভাল করা
স্বস্তি-সম্পাদন করা
পরিচর্য্যায় উচ্ছল ক'রে তোলা—
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সতর্কতা নিয়ে,—
এই কিন্তু মঙ্গলের মাঙ্গলিক অভিযান,
যা'তে তুমিও
মঙ্গলের অধিকারী হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃস্রোতা উদ্দীপনা উৎসর্জ্জনায়
এই এমনতর মঙ্গলের আরতি নিয়ে । ৯৭০৪ ।
২৯।৫।১৯৬১, সকাল ৯-২০

নিষ্ঠাহারা, আনুগত্য-কৃতিহীন যা'রা—
স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনা নিয়ে
বিধিকে বিড়ম্বিত ক'রে
প্রবৃত্তির উৎসেচনী উন্মাদনায়
ঘুরে-ফিরে
নানারকম দলের সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিজেকে সার্থক না ক'রে—
স্বস্তিসন্দীপনী পরিচর্য্যাকে উপেক্ষা ক'রে,
যে-কোন রকমেই হো'ক—
আত্মম্ভরী তাৎপর্য্যের
নানা কায়দায়
নানা ছাঁদে
রকমারি ছদ্মবেশ নিয়ে
পরকে ভুলিয়ে

নিজের ঐ স্বার্থ-প্রবোধনাকে
তা'দের অন্তরে ঢুকিয়ে
লোককে ছন্নছাড়া ক'রে তোলে,—
তা'দের স্বাধীনতা কি
হাস্যোদ্দীপক নয়কো ?
দেশদরদী
লোকদরদী
তা'রা কি হ'য়ে ওঠে কখনও ?
বিকৃতির বিষম ব্যাদান
তা'দের জন্য দাঁড়িয়েই আছে
সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণ করতে ;
যদি বুঝে না থাক—
বোঝ,
ক'রে না থাক—
কর,
জীবনীয় উপাসনায়
নিজেকে তৎপর ক'রে তোল,
আর, ঐ তৎপরতায়
সবাই অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক,
তা'দের অন্তরেও
সঞ্চারিত হো'ক তা',
জীবন-সন্দীপনা
সুষমা নিয়ে—
দেখতে পাবে—
আপনিই আবির্ভূত হবে ;
অসৎকে প্ররোচিত ক'রো না,
নিরোধ কর,
সৎকে উচ্ছল ক'রে তোল,
সপরিবেশ
তোমার সাত্বত শক্তি
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,

নতুবা—
তিমির কিন্তু অদূরেই
ঘনীভূত হ'য়ে
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। ৯৭০৫।
৩১।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৩৩

কত বাদেরই
বাদী হ'য়ে চললে—
কত বাদেরই
দল গঠন ক'রে চলছ—
তা' কিন্তু
অস্তিত্বের উপরেই দাঁড়িয়ে,
তোমার ঐ সত্তার উপরেই দাঁড়িয়ে;
তুমি যদি না থাক—
তোমার কোন বাদেরই চিহ্ন থাকে ?
তা' থাকে না,
কেন ?
অস্তিত্বের বুদ্ধি নিয়ে চল না তো !
থাকবার বুদ্ধি নিয়ে চল না তো !
সে আচার-ব্যবহার,
সে চালচলন,
সে ঐতিহ্য,
সে কুলাচার—
কোথায় গেল তোমার ?
তুমি এমনই কাপুরুষ—
কিছু ফোনিয়ে
তোমার কাছে বললেই
তুমি সেদিকে গ'ড়ে পড়,
তুমি বুঝতে পারছ না—
তোমার অন্তরে
কী বীভৎস শয়তান

কেমন ক'রে তোমাকে
কোন্ পথে পরিচালিত করছে !
তোমার সেই ঈশ্বরনিষ্ঠা
ইষ্টনিষ্ঠা
কোথায় গেল ?
সেগুলি হারিয়ে ফেললে
কেমন ক'রে ?
ঈশ্বর বা ইষ্ট
যদি না বোঝ—
নিজের বাঁচাটাকে তো বোঝ ?
বাঁচাটাকে ঠিকই বোঝ ;
বাঁচাটাকে ছেড়ে দিলে—
সপরিবেশ
কোথায় দাঁড়াবে তুমি ?
এখনই একটু ব্যথা হ'লে—
'আহা রে ! গেলুম !'—
ব'লে চীৎকার ক'রে ওঠ ;
তোমার জীবন,
তোমার পরিবেশ,
তোমার সংসার,
তোমার দেশ—
কই !
অস্তিত্বের পূজারী তো কেউ নও !
স্বার্থ কা'কে বলে—
তা' কি বোঝ ?
স্বার্থ মানেই হ'ল—
স্ব-এর অর্থ,
নিজের অর্থ যা'তে
অন্বিত হ'য়ে
বিনায়িত হ'য়ে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—

পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকটিকে নিয়ে—
তা'কেই তো স্বার্থ বলে ;

তা' ছাড়া যদি কোন স্বার্থ থাকে—
তা' ব্যর্থতার রাক্ষসমূর্ত্তি,
শয়তানের
নিশ্চিহ্ন করার ফতোয়া,—
যা'র ফলে,
তোমরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে উঠবে,
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে ;

তাই বলি,
স্বার্থপূরণের জন্য
সম্বৃদ্ধির জন্য
সত্তাবিরোধী উপায় যতই করছ—
তা' তোমার পক্ষেই হোক
আর অন্যের পক্ষেই হোক—
তা' কি শয়তানের ফতোয়া না ?

তোমার ভেতরে
তোমার অস্তিত্বের অন্তরাল থেকে
প্রতিপদক্ষেপে
সে কি ব'লছে না—
'তুমি উৎসন্নে যাও,
তুমি নিশ্চিহ্ন হও ?'

যদি জীবন চাও—
এখনও ভেবে দেখ,
এখনও হাতে-কলমে কর,
বিধাতার
সাত্বত বিধায়নী যা-কিছু
সেগুলিকে
হাতে-কলমে
চিন্তা-চলনে

তোমার ব্যক্তিত্বে
মূর্ত্ত ক'রে তোল,
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিপুল হ'য়ে উঠুক
পরিবেশে ছড়িয়ে গিয়ে ;
নিজে বাঁচ,
অন্যকে বাঁচাও,
তৃপ্তি পাও,
তৃপ্তি দাও,
ঐ তৃপ্তির
দীপন-তাৎপর্য্যই হল—
কৃতি-পরিচর্য্যা,
দরদী অনুকম্পা,
নিবিষ্ট সাত্বত অভিযান ;
তাই বলি,—
ওঠ,
দাঁড়াও,
যদি চাও—
এখনও ধর,
ঐতিহ্যের জীবনীয় অনুশাসন
যা' কুলাচারে
সংস্কৃত হ'য়ে উঠেছে
সেগুলিকে প্রতিপালন কর,
প্রতিপ্রত্যেককে
প্রতিপালন করতে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
আশীর্ব্বাদ
অশেষ ধারায়
তোমাকে জীবনদীপ্ত ক'রে তুলুক। ৯৭০৬।
৩১।৫।১৯৬১, সকাল ৭-৫২

নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখ—
কতখানি তাড়ন-পীড়ন-ভৎ'সনা—
অপমান ইত্যাদিকে
সহ্য ক'রে
রাগদীপ্ত স্মিত তৎপরতায়
তোমার ধৃতি-সম্বেদনাকে
স্থির ও সংহত রেখে
বিহিত মনোযোগের সহিত
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য কৃতিসম্বেগের
পরিচর্য্যা করতে পার—
শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল চলনে ;
একটুও নড়বে না,
একটুও বিক্ষুব্ধ হবে না,
আরো দেখো—
তুমি যে কাজ করছ
যা'তে চলছ—
বোধসন্দিত সন্দীপনা নিয়ে,
নিবিষ্ট অনুনয়নে
অনুশীলন-তৎপরতায়
ঐ তাড়ন-পীড়ন-ভৎ'সনা
ও অপমান সত্ত্বেও
যেন তুমি
শিষ্ট ও স্বস্থ হ'য়ে
সেগুলির
বিহিত পরিচর্য্যা করতে পার ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই বুঝে নিও—
তোমার জীবন-দাঁড়ার
পরাক্রমী উর্জ্জনা—
কতদূর !
কতখানি গভীর !
বা কতখানি সংকীর্ণ !

এই বুঝে নিয়ে
তুমি তা'কে
বাড়াতে চেষ্টা কর—
আরো উচ্ছল উদ্দীপনায়—
ঐ সেগুলিতে তৎপর হ'য়ে
লাগোয়া থেকে,—
যা'তে তা' উদ্‌যাপন করতে পার ;
এমনতরই
নিরখ-পরখের ভিতর-দিয়ে
তোমার জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,—
সুকৌশলী শক্ত তাৎপর্য্য নিয়ে ;
এমনি ক'রে
এগিয়ে যাও,
কেবল এগিয়ে যাও—
ব্যতিক্রমশূন্য উদ্দীপনায়,
ইষ্টনিষ্ঠার হোম-আহবে
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে,
আশিস্
অনুশাসন-সন্দীপনায়
তোমাকে সুসংহত ক'রে
শিষ্ট পরাক্রমে
অস্খলিত উদ্দীপনায়
ঐশ্বর্য্যবান ক'রে রাখুক,
আবার, অন্যকেও শিখিয়ে তোল—
অমনতর হ'য়ে চলতে,—
যা'তে তা'রাও
অমনতর অস্খলিত হ'য়ে চলতে পারে ;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার সঞ্চারণা,
সার্থক হ'য়ে উঠবে—

তোমার আশিস্-উদ্দীপনী
জীবনীয় প্রতিফলন—
বোধবিহিত উর্জ্জনা নিয়ে ;
ঐগুলিই কিন্তু
জীবন-সাধনার
সিদ্ধার্থযোগ । ৯৭০৭ ।
২।৬।১৯৬১, সকাল ৭-৩০

বিশ্বাসঘাতক যা'রা—
তা'দের না আছে নিষ্ঠা,
না আছে অনুগতি,
না আছে কৃতিসম্বেগ,
না আছে
স্রোতল শ্রমসুখপ্রিয়তার
পরাক্রমী তৎপরতা,
তা'রা মানুষকে ঠকিয়ে
স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়—
স্ব-এর অর্থকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে,
ফলে—
পাওয়াটাকে হারিয়ে ফেলে,
আর, এই হারানোর সাথে সাথে
ক্রমে কুকৃতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;
যা'রা মানুষকে উপায় ক'রতে চায় না,
উপায় করতে চায়
তা'দের ধনসম্পদ্,—
তা'রা চাষ করে—
কিন্তু তা'তে
অপকৃষ্ট বা বিষাক্ত বীজ ছিটিয়ে,

যা'র ফলে—
শত থাকলেও
তা'র অভাব
কিছুতেই মিটতে চায় না,
বিভব সেখানে বিপর্য্যস্ত,
বিভূতি তা'দের
ঠগ্‌বাজী ছাড়া
আর কিছুই করতে পারে না ;
তাই, যদি মানুষ হ'তে চাও,
যদি মহৎ হ'তে চাও—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
সেবা ক'রে চল—
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উচ্ছল উর্জ্জনা নিয়ে ;
ক'রেই দেখ,
প্রথমে একটু আপদ্ হ'লেও
ক্রমে-ক্রমেই
অনেকের হৃদয়ে
তোমার স্থান অটুট হ'য়ে উঠবে,
আর, এই অটুট হওয়া মানেই
তা'রা তোমার বিভব হ'য়ে উঠবে ;
তুমি তৃপ্ত থাকবে,
দৃপ্ত থাকবে,
সঙ্কটের সঙ্কীর্ণ পথও
তোমার কাছে সুগম হ'য়ে উঠবে,
তোমার পারগতা
কখনও স্থবির হ'য়ে থাকবে না ;
তাই বলি,
যা'দের দিয়ে তুমি বাঁচবে,—
তা'দের ঠকিও না,
বিশ্বাসঘাতক হ'য়ো না,

অন্যের সর্ব্বনাশ ক'রে
নিজের সর্ব্বনাশকে
সংগ্রহ করতে যেও না ;
তোমার ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
শ্রমসুখপ্রিয়তার পরাক্রমী উদ্দীপনায়
তাথৈ তাথৈ নেচে চলুক,
তুমি উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমাকে দেখে
সবাই উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
সঞ্চারণার সন্দীপ্ত আহুতিতে। ৯৭০৮।
২।৬।১৯৬১, রাত ৭-৪৫।

লোককে
ফাঁসিয়ে দেওয়ার চাইতে
বাঁচিয়ে দেওয়া ভাল—
যা'তে সে
কখনও আর না ফাঁসে ;
একটা বিপদ্‌সংকুল
উদ্দীপনী আবেগ নিয়ে
উদ্ধত উদ্বেগের সহিত
লোককে অপদস্থ করতে
যা'রা
মানুষকে ফাঁসিয়ে দিয়েই
চলে কেবল,
বাঁচাবার তোয়াক্‌কাও রাখে না,—
দারিদ্র্যব্যাধি তা'দের ভিতর
ক্রমেই
উৎসরণ-তাৎপর্য্যে
অভিনিবেশের সহিত
প্রতিষ্ঠা লাভ করে,

আবার, সঞ্চারিতও হয় তা'ই,
ঐ সঞ্চারণা—
মানুষকে ফাঁসিয়ে দিয়ে
মোচড় দিয়ে
যদি কিছু ক'রে নিতে পারে—
এই আশায় ;
ঐগুলি আগে আনে
নিজের সর্ব্বনাশ,
পরে পরিবেশের ভিতর
ঝাণ্ডা গেড়ে ব'সে
পরিবেশকেও সংক্রামিত করতে থাকে,
আস্তে আস্তে হ'য়ে ওঠে—
সত্তার শত্রুর
একটা নির্ব্বিরোধ নিবাসভূমি,
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
সেখানে থাকতেই পারে না—
শ্রমসুখপ্রিয়তার
পরাক্রমী অনুচলন নিয়ে,
সব যা' কিছুকে
রূপান্তরিত ক'রে
সব দিক দিয়ে
ঐ ফাঁসানো বুদ্ধির তাৎপর্য্যে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে—
মরণই তা'দের অধিস্থিতি
এমনতর ক'রে ;
তাই বলি—
মানুষকে স্বস্তি দাও,
শুভসন্দীপ্ত ক'রে তোল,
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগকে
দ্যোতনবিভায়—
শ্রমসুখপ্রিয়তার তৃপণ-তাৎপর্য্যে

উৎসারিত ক'রে
নিজের সত্তাকে
সন্দীপ্ত ক'রে তোল,—
যাতে তোমারও ভাল,
অন্যেরও ভাল,
তুমিও
বিভব-বিভূতিবান হ'য়ে উঠবে,
অন্যেও
বিভব-বিভূতির সার্থক সন্দীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
ঐশ্বর্য্য-উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
আর, সে ঐশ্বর্য্য
তোমাদিগকেও উচ্ছল ক'রে তুলবে—
অমনতর ক'রে ;
তাই বলি—
এখনও ফের,
চর্য্যারত হও,
পরিচর্য্যারত হও,
স্বস্থ ক'রে তোল,
সুস্থ ক'রে তোল,
সন্দীপনায়
সুদীপ্ত ক'রে তোল,—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে
তা'র হৃদয়-আধানে
বোধ ক'রতে পারে—
তুমি প্রীতি,
তুমি পরম ঐশ্বর্য্য। ৯৭০৯।
২।৬।১৯৬১, সকাল ৮-১২

সুচরিত্রবান
ও সৎনীতিপরায়ণ হওয়া

খুবই ভাল,—
তা'তে সন্দেহ নেই,
তাই ব'লে
শুক্‌নো চরিত্র—
বা শুক্‌নো নীতিপরায়ণ হওয়া
প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে না
অনেকের কাছে :
মিষ্টি আচার-ব্যবহার,
চর্য্যানিরত অনুকম্পা,
দরদপূর্ণ আবেগ-উচ্ছল ব্যক্তিত্ব
ও শিষ্ট চরিত্র নিয়ে
নীতিপরায়ণ হ'য়ে
সুদীপ্ত থাক,
আর, তা' সবারই প্রীতিপ্রদ,
ঐ কৃতি ও প্রীতি
সবার পক্ষেই ভাল লাগে ;
যিনি ভগবান—
তাঁ'রও তা'তে অনুগ্রহ
স্বতঃস্রোতা হ'য়েই
সেবাসৌন্দর্য্যে
উচ্ছলভাবেই বর্ষিত হ'য়ে থাকে ;
তাই, ভগবান মানেই—
ভজমান,
স্বতঃসেবা-সন্দীপনা যেখানে
সংহত হ'য়ে
উচ্ছল ঊর্জ্জনায় চ'লে থাকে,
আর, সে বিভব বর্ষিত হয়—
ঐ কৃতি-প্রীতির
তপসন্দীপনী তাৎপর্য্য
যেখানে সংহত হ'য়ে চলেছে। ৯৭১০।
৪।৬।১৯৬১, বেলা ১০-৩৫

যতই তুমি
সৎ বা শুভসন্দীপনার সহিত
বিভেদ সৃষ্টি ক'রে চলবে—
ব্যতিক্রমী তৎপরতা নিয়ে,—
ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্যও তোমাতে
ততই ভেদপ্রাপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
সব-কিছু পেয়ে
সার্থকতার সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
যতই তা' বিনায়িত করতে পারবে,—
সম্বেদনার
বিনায়ন-বিগ্রহ
ততই তোমাতে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলবে—
তোমার চালচলনের ভিতর-দিয়ে
স্বস্তি-আশীর্ব্বাদে
বিনায়িত হ'য়ে । ৯৭১১ ।
৪।৬।১৯৬১, বেলা ১০-৪৫

যতক্ষণ
ইষ্টকে ও ইষ্টার্থকে
জীবনের সম্বেদনী কেন্দ্র ক'রে
তাঁরই সার্থকতা নিয়ে
তাঁকে সঞ্চারিত ক'রে
পারস্পরিক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
একায়িত হ'য়ে না উঠছ—
প্রীতি-উন্মাদনায়
পরিচর্য্যার পরিবেশনায়
পরিধৃতির উৎসর্জ্জনার সহিত
পরস্পর পরস্পরকে
ইষ্টার্থ-অনুনয়ী

পূজামন্দির ক'রে—
সার্থক সন্দীপনায়,—
ততক্ষণ—
না হবে তোমার
না হবে তোমার পরিবারের
না হবে তোমার পরিবেশের
না হবে তোমার দেশের—দশের
সুদীপ্ত বিভব-বিভূতি নিয়ে
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলা ;
আর, ঐ চলন্ত
স্রোতল উদ্দীপনায়
যতক্ষণ
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেককে
আশ্রয়ের শ্রেয়-নন্দনায়
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে
নিষ্ঠানিবেশের সহিত
আপন ক'রে না নিচ্ছ—
প্রত্যেক ব্যষ্টিকে
প্রত্যেক ব্যষ্টির মতন ক'রে—
উচ্ছল উন্মাদনায়,—
তোমরা কেউ
দেশ বা দশের
সৌকর্য্য-সম্বদ্ধ'নী
হ'য়ে উঠবে না,
জীবনীয় অধিস্থিতিকে
সজাগ রেখে
স্রোতল জীবনধারায়
তা'র বিস্তার ও বিধৃতিকে
সুসম্মানিত চর্য্যা-অভিনিবেশে
সংহত ক'রে

সার্থকতার
শুভ জীয়ন্ত আশিস্-অনুশাসনে
প্রতিপ্রত্যেককে
বিনায়িত করতে করতে
পরম বিভব-বিভূতির উৎসর্জ্জনায়
জীবন ও বৃদ্ধিতে
কাউকে উদ্দীপিত ক'রে তুলতে পারবে কি ?
তা' কি হয় ?

স্মরণ কর—
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে স্মরণ কর—
আবেগভরা অনুনয়নে স্মরণ কর—
সেই বেদবাণীকে—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ।।"
কর,
চল অমনি ক'রে,
আর, আশিস্
অবিরল হয়ে
তোমাদের প্রত্যেককে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
অজচ্ছল ক'রে চলতে থাকুক—
অস্তিত্বের স্বস্তি-বিনায়নায় ;
আর, এমনি ক'রেই
অজর হও,
অমর হ'য়ে ওঠ,
অমৃত চলনে চলতে থাক । ৯৭১২ ।
৬।৬।১৯৬১, সকাল ৬-৫০

ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাস দিয়ে
সব কোষগুলি
সৃষ্ট হ'য়ে রয়েছে,

বিধানও সৃষ্টি হয়েছে
অমনতরভাবেই—
ঐ ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাসী উদ্দীপনায়—
রেতঃপ্রকৃতির অনুকম্পা নিয়ে—
ডিম্বকোষকে বিনায়িত ক'রে,
শব্দ, রূপ, রঙ্ ও রসও
তা'রই সঙ্গতি,—
ঐ সংঘর্ষণে সৃষ্টি হ'য়ে
বিধানে ব্যাপ্ত ;
মনে হয়,
তত্ত্ববিদ্দের
ষট্চক্রকল্পনাও
তা'রই একটা উদ্ভাবনা ;
কিন্তু ক্রমানুধ্যায়নের ভিতর-দিয়ে
যে ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ,
মহঃ, জন, তপঃ, সত্যের পরিক্রমা
তত্ত্ববিদ্গণ উদ্ভাবিত করেছেন—
বস্তুর বিন্যাস-সংক্রমণে
সেটা সব জায়গার
যেখানে যেমনতর ক'রে
সুসিদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—
তেমনতর ক'রেই
সুসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
তা'কে বিন্যাস ক'রে
বিনায়নী সীমাকে নির্দ্দেশ ক'রে
তা'র তাৎপর্য্য-সন্দীপনী অনুশ্রয়ে
বোধায়িত উন্মেষণায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
অমনতরই
বাস্তব নির্দ্দেশে নির্দেশিত ক'রে

ঐ সৃষ্টি-আখ্যানকে
সুসজ্জিত ক'রে রেখেছে,—
যা'র ফলে—
মানুষ বুঝতে পারে—
বাস্তব ক্রমগুলি
কেমন ক'রে—
কোথায়—
কী বিভূতিতে বিভাসিত হ'য়ে
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলে
পরিণত হ'য়ে
অস্তিত্বের তাৎপর্য্য নিয়ে
স্রোতল চলৎশীলতার পাদবিক্ষেপে
চলেছে—
চলছে,—
আর, যতদিন
বস্তু ব'লে কিছু থাকবে
ততদিন তা'তেও চলবে ;
এইতো জগৎ ! ৯৭১৩ ।
১০।৬।১৯৬১, সকাল ৮-২৬

আমি বলি—
মানুষকে আপন ক'রে নাও,
আপনার ক'রে নাও—
মাঙ্গলিক অভিনিবেশে
শুভ-পরিচর্য্যার পরিবেশনে
এমনতরভাবে
যেন সে তোমার
দরদী হ'য়ে ওঠে,
লাভ যদি কিছু থাকে
তা' কিন্তু
ঐ আপনার ক'রে নেওয়াতে ;

বিশাল অর্থসম্পদ্ থাক্ তোমার—
কিন্তু মানুষকে যদি
আপনার ক'রে না নিতে পার—
সে তোমাকেও
নিজের ক'রে তুলতে পারবে না ;
তাই আবার বলি,—
মানুষকে
যত পার আপনার ক'রে নাও,
আর, তা'ই তোমার লাভ ;
আর, দেখো—
সেও যেন
মানুষকে আপনার ক'রে নেয়—
বিহিত পরিচর্য্যী পরিবেশনে
দরদী অনুকম্পায় ;
দেখে নিও—
তৃপ্তি কোথায় ! ৯৭১৪ ।
১০।৬।১৯৬১, বেলা ১০-৫০

কষ্ট হোক—
তা'তে বড় বেশী ক্ষতি নেইকো,
তোমার স্বাস্থ্যকে
এমনতর সুদৃঢ় ও সুস্থ ক'রে রাখ—
যা'তে কাবু হ'য়ে না পড়,
যা'র স্বাস্থ্য কাবু—
তা'র কষ্টসহ শক্তি কম,
তাই, স্বাস্থ্যের আচার—
ধর্ম্মাচার যা'কে বলে,
কুলের আচার—
যা' জীবনীয়,—
বিহিত তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে সংস্থ ক'রে রাখ—

যা'তে তা'
স্বাস্থ্যে সঙ্গত হ'য়ে
তোমাকে সমীচীনভাবে
সহজ শক্তিমান ক'রে তুলতে পারে,
পটু ক'রে তুলতে পারে—
শ্রমসুখপ্রিয় তাৎপর্য্যে ;
এ যদি না কর—
দুর্ব্বলতার ইন্ধন
সব জায়গাতেই
ছিটিয়ে আছে কিন্তু—
অতর্কিতভাবে
শিষ্টতার অনুশাসন ভেঙ্গে ;
তুমি তা'র দ্বারা আক্রান্ত হবে,
তাই, সাবধান ! ৯৭১৫ ।
১০।৬।১৯৬১, বেলা ১১-৪০

যা'র ভিটেমাটির উপর
কোন আগ্রহ নেই,
জীবনীয় ঐতিহ্য—
অস্খলিত অনুরাগ—
নিটোল কুলাচারকে
যে অবহেলা করে,
অশিষ্ট আচারে
নিবিষ্ট হ'য়ে চলে,—
সে
যত বড় লোকই হোক না কেন,—
কোন বিষয়ে
তা'তে আস্থা রেখো না,
তা'কে অনুসরণও ক'রো না,
যথাশক্তি
অন্যকেও তা' করতে দিও না ;

দশের বা দেশের কাজের ভাঁওতা
সে যতই করুক না কেন—
তা'র ভিতর থাকে
স্বার্থপর উৎসারণা ;
যা'র
নিজের উপর দরদ নেই,
সে
অন্যের দরদী হ'য়ে
চলতে পারবে কমই—
সক্রিয়ভাবে ;
এমনতর লোক
যত বড়ই হোক
আর যত বিশালই হোক—
সে
শাতনসম্পদ্ই হ'য়ে থাকে,
ব্যক্তি ও সমষ্টি-বিশেষের
জীবন-সম্পদ্ হ'তে
দেখা যায় না প্রায়ই ;
তাই, বিহিত ব্যক্তিত্বের উপর
ঐতিহ্যের
প্রসাদসুন্দর বেদীতে দাঁড়িয়ে
নিজের পূর্ব্বপুরুষ, কুলাচার—
যা' জীবনীয়,—
তা'কে আঁকড়ে ধ'রে
মহামানবের অনুগতি নিয়ে
চলতে থাক—
রাগসন্দীপ্ত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে ;
সুষ্ঠুতা
স্মিত পরিচর্য্যা-অনুচলন নিয়ে
তৃপ্ত হ'য়ে

সাংস্কৃতিক
শুভ স্থণ্ডিলে দাঁড়াক—
ঐতিহ্যের বেদীতে
আসন পরিগ্রহ ক'রে ;
তৃপ্তি
ঊষার মত
তোমার ব্যক্তিত্বে
ঢল্‌ঢলে হ'য়ে উঠুক । ৯৭১৬ ।
১১।৬।১৯৬১, বিকাল ৩-৫

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
কৃতিসম্বেগের সহিত
লোকভজী হও,
প্রতিপ্রত্যেকের
জীবন-স্বাস্থ্য হ'য়ে ওঠ,
এই জীবনীয় তৎপরতাই
তোমাকে
পরিচর্য্যামুখর ক'রে তুলুক—
উদ্দাম
রাগদীপ্ত পরাক্রমের সহিত,—
প্রীতির
উদ্দাম উৎসর্জ্জনী
পরিচর্য্যামুখর
শিষ্ট অনুকম্পী সম্বেদনা নিয়ে ;
আর, এই চলন
তোমাকে
মানুষের সম্পদে
অধিরূঢ় ক'রে তুলুক—
একটা শান্ত-দান্ত
সম্বেগশালী ঊর্জ্জনা নিয়ে ;

প্রতিপ্রত্যেকেই
সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক—
প্রতিপ্রত্যেকের
পরিচর্য্যামুখর কৃতিসম্বেগ নিয়ে;
আর, সম্বর্দ্ধনার
পরিস্রাবী শিষ্ট সম্বেগের সহিত
সঞ্চারণার বিশাল সম্বেগে
তা'কে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
সে যেন দুর্ব্বল না থাকে,
দারিদ্র্যব্যাধিতে যেন
আক্রান্ত না হয়,—
এমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে চলতে থাক;
ঐ বিনায়নী দীপ্ত উর্জ্জনায়
ঈশ্বরের
পূজা-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
তাঁতে আহুতি দাও,
আর, ঐ হোম-ধূম
সব দিকে ছড়িয়ে পড়ুক—
সব অন্তরকে সন্দীপিত ক'রে। ৯৭১৭।
১৩।৬।১৯৬১, সকাল ৬-১৪

ভক্তি
মানুষকে কাপুরুষ ক'রে তোলে না,
বরং শিষ্ট পরাক্রমের সহিত
তা'কে কৃতিমান ক'রে তোলে—
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
শ্রেয়-পরিচর্য্যী উদ্দীপনায়;
যেখানে ভক্তি আছে
অথচ পরাক্রম নেই,

সেখানে আছে—
দুর্ব্বলতার সন্দিগ্ধ সন্দীপনা ;
পরাক্রমহীন ভক্তিকে
যা'রা
ভক্তি ব'লে পূজা ক'রে থাকে,—
তা'দের পক্ষে কিন্তু
ভজনদীপ্ত সেবা, আশ্রয়, দান, পরিপালন
ইত্যাদিতে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
লোককল্যাণব্রতী হ'য়ে ওঠা
দুরূহই হ'য়ে থাকে,
বরং দুর্ব্বল আধানের অনুশ্রয়ী
বিকট ব্যতিক্রমের যাত্রী সংগ্রহ ক'রে
তা'রা
জাহান্নমের পথ প্রশস্ত ক'রে থাকে—
একটা সর্ব্বনাশী
ব্যতিক্রমদুষ্ট
ঐতিহ্য-কৃষ্টি-ধ্বংসী
বিক্ষিপ্ত কুলাচারী ক'রে
সবাইকে,
সেখানে
ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে না,
প্রীতির উদ্দাম আলিঙ্গন
দেখতে পাবে না,
প্রীতির উচ্ছল উৎসর্জ্জনা
দেখতে পাবে না,
কৃতি-সন্দীপনা সেখানে
ম্লান হ'য়েই রইবে ;
তাই, সাবধান !
ভক্ত হও—
কিন্তু তা'

সবল সম্বর্দ্ধনায়,
সন্দীপনী রাগদীপনায়,
ইষ্টনিষ্ঠার
হোম-আহুতি হ'য়ে। ৯৭১৮।
১৩।৬।১৯৬১, সকাল ৬-৩৫

তোমার অন্তঃস্থ
আগ্রহ-উর্জ্জনা বা পরাক্রম—
যা'ই কিছু হোক না—
তা' যেন অভিব্যক্ত হয়
শিষ্ট সুষ্ঠু
প্রীতি-উৎসারণী উদ্দীপনা নিয়ে,
পরিচর্য্যার বিভব-বিভূতিকে
সুষ্ঠু তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে;
এমনতর হ'য়ে ওঠ—
যেন প্রতিটি আলাপ
প্রতিটি ব্যবহার
প্রতিটি চালচলন
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে
মধু প্রক্ষিপ্ত ক'রে
অমর স্বাদু ক'রে তোলে,
আর, তা'ইই তোমাকে
শুদ্ধ বৈধী আচারশীল ক'রে তুলবে—
আচরণের বিমল দ্যোতনায়,
জীবনীয় কুলাচারের হোমবহ্নি
তোমার ক্রিয়াশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের
প্রত্যেক চালচলনে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে চলুক,
আর, তা' সবাকে
উচ্ছল ক'রে তুলুক,
সচ্ছল ক'রে তুলুক,

স্বাদু ক'রে তুলুক ;
আমি যেখানেই
উর্জ্জনা
বা পরাক্রমের কথা বলেছি—
বীর্য্যের কথা বলেছি—
ঐ তাৎপর্য্য নিয়েই বলেছি ;
তাই, ঐ তাৎপর্য্যকে বিদায় দিয়ে
তোমার পরাক্রমকে
পরামৃষ্ট ক'রে তুলো না,
উর্জ্জনাকে
অপবিদ্ধ ক'রে তুলো না,
বিহিত সন্ধিৎসার সহিত
সেগুলিকে লক্ষ্য রেখো,
একটা অঙ্গুলি-হেলনও যেন
মানুষকে
উদ্দীপিত ছাড়া
ব্যথিত ক'রে না তোলে। ৯৭১৯।
১৩।৬।১৯৬১, সকাল ৭-২২

স্ত্রীকে কখনও
ছুঁচো, কালপ্যাঁচা,
অলক্ষ্মী, রাক্ষসী
ইত্যাদি রকমে ভর্ৎসনা করা
বা গালপাড়া
ভাল নয়,
ঐ ব্যবহার
ভাববিকার সৃষ্টি ক'রে
অনেকখানি
অনেক জায়গায়
সন্তানকে
শ্রীমণ্ডিত করবার পক্ষে

অসুবিধার সৃষ্টি ক'রে থাকে—
একটা ভাববিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে ;
কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে
যত কৃতিনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্যের
স্বতঃবন্ধন নিয়ে
নন্দনার সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকবে,—
সন্তানও প্রায়ই
গুণে ও রূপে হীন হ'লেও
অপেক্ষাকৃত শ্রীমান হওয়ার দিকেই
সাহায্য করবে ;
ব্যবহারেও
কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা,
প্রত্যয়-পরামৃষী অনুচলন
যেন না থাকে উভয়ের ভিতর,
এমনি ভাবেই
নিজেদের চালচলন
নিয়ন্ত্রিত করতে থাক,
সুসন্তানের প্রত্যাশা-পূরণের পক্ষে
এ কিন্তু একটা সুচারু পথ । ৯৭২০ ।
১৩।৬।১৯৬১, বেলা ২-৪৮

দেশকে যদি
সত্যিই ভালবাস,
আর, সে ভালবাসা যদি
এতটুকুও হয়,
বিধিবিনায়িত
আচারশীল
ঐতিহ্যবান
কুলাচারসম্পন্ন
ইষ্টনিষ্ঠ
কৃতী যিনি থাকেন—

যাঁ'র
নিকট, মধ্যম ও দূরদৃষ্টি
স্পষ্ট ও সৌন্দর্য্যবিনায়িত—
যা' প্রতিপদক্ষেপেই
লোকমঙ্গল-অভিযানে
সক্রিয়তায়
ও শুভ চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রতিফলিত হয়েছে—
এমনতর লোককে
যত বিহিত পূজা-সন্দীপনার সহিত
নিয়ন্তার ভার দেওয়া যাবে,—
তাইই কিন্তু
দক্ষসুন্দর মাঙ্গলিক অনুশীলনা ;
তিনি
স্বতঃসিদ্ধ লোকনিয়ন্তা—
তা' সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে । ৯৭২১ ।
১৩।৬।১৯৬১, বিকাল ৩-১৭

ঈশ্বর-প্রকৃতির
প্রকৃত বিনায়নই হ'চ্ছে ভেদ,
কোন একটার সাথে
কোন একটার
সামঞ্জস্য নাই,
এমন-কি—
এক জাতীয় সমানের মধ্যেও
প্রত্যেকটা ভেদশীল—
তা' কি স্ত্রী
কি পুরুষ—
উভয়ের ভিতর ;
এই ভেদ কেন ?

মস্তিষ্কে
বিহিতভাবে বিধায়িত যা'—
তা'কে চেতন রাখার জন্য,
এই আমি যা' বুঝি ;
এই ভেদ যদি না থাকে—
সঙ্গতিরও কিছু প্রয়োজন নাই,
কৃতিরও কোন প্রয়োজন নাই,
আত্ম-উপাসনারও কোন প্রয়োজন নাই ;
উদ্দীপনী উন্মাদনা
মানুষকে
বিহিত বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান ক'রে
পরস্পরে পরস্পরকে
সচেতন ক'রে দিয়ে থাকে,
আর, এই সচেতনতা
বিবেক-বিচারের ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
শিষ্ট সংবেদনায় সম্বুদ্ধ ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ব্যাপ্তিবোধকে
বিধায়িত ক'রে
বিজ্ঞতার বিহিত প্রভাবে
বিজ্ঞান-বিন্যাসে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
জ্ঞানী হ'য়ে ওঠে,
কোথায় কী কেমন—
তা' দেখে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
কা'র পক্ষে কী ভাল
কা'র পক্ষে কী মন্দ
সেটাকে বিধায়িত করতে পারে ;
তাই বলি—
সেই এক,—

যেখানে যেমন বিশেষ
তেমনি ক'রেই তিনি আছেন—
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে,
কথাবার্ত্তা—
আচার-ব্যবহার—
চালচলন—
ও তদনুপাতিক তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়েই
জেনে-শুনে-বুঝে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
প্রত্যেকের প্রকৃতিকে
বিনায়িত ও বিধায়িত ক'রে
ধৃতির উপযোগিতার উৎসেচনে
প্রতিটি বিশেষকে
বৈধী বিশেষে বিন্যস্ত ক'রে
ব্যক্তিত্বের বিহিত তাৎপর্য্যে
তাঁ'র প্রতিষ্ঠা
ও নির্দ্দেশ ক'রে থাকে ;
তাই, তাঁ'রই এই প্রকৃতিতে
তিনি অধিষ্ঠান ক'রে
তিনিই নিজেকে
পরিমাপিত ক'রে থাকেন ;
তিনি এক—
এই বিহিত বিশেষ
ঐ একেরই সাক্ষী ;
তাই, সংরক্ষিত হও,
বিশেষকে
সংরক্ষিত ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
প্রত্যেকের ভিতর
তাঁ'কে জান,
জেনে—

বিজ্ঞানবিজ্ঞ হও ;
আর, সবই সমান—
এই বেকুব বুদ্ধিতে
এক ঢালায় ঢেলে যদি তোল,—
জাহান্নম
ঐ অনতিদূরেই অপেক্ষা করছে
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সহ
তা'র কুটিল নিগড়ে স্বতঃস্রোতা ক'রে
চরম না-থাকাকে
স্থায়ী ক'রে তুলতে ;
মূর্খতার যাদুকে যা'রা ভালবাসে—
তা'রাই এরকম ভাবতে অভ্যস্ত । ৯৭২২ ।
১৫।৬।১৯৬১, সকাল ৯-৩০

ভ্রান্তি কিন্তু
জ্ঞান নয়কো,
বরং তা'র নিরসনই জ্ঞান । ৯৭২৩ ।
১৫।৬।১৯৬১, বেলা ১১-৪৫

তুমি যদি
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
তদনুগ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
নিবিষ্ট ক'রে না রাখ,—
প্রবৃত্তির উন্মাদনা
মানসিক বিলোল অনুবেদনা নিয়ে
যেদিকে তোমাকে পরিচালিত করবে
সেই দিকেই চলতে থাকবে—
তা'তে তোমার ভালই হোক,
আর মন্দই হোক,

সাত্বত ধৃতিকে
সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
কৃতিশীল ক'রে
উৎসারিত ক'রে তুলবে না,

অধঃপাত
নানারকমের মুখোশ প'রে
বিভ্রান্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
ঐ অধঃপাতকেই
আবাস নির্দ্ধারিত ক'রে ;

তাই, তোমার ব্যক্তিত্বও
মেরুদণ্ডহারা
সৎসম্বর্দ্ধনী-বীর্য্যহীন হ'য়ে
অধঃপরিবেদনাকেই
টানতে থাকবে,
তা'রই আশ্রয়ে
পরিচালিত হ'তে হবে তোমাকে,

অধঃপাতের
মিটির-মিটির আহ্বান
লালসার লোলজিহ্বা নিয়ে
তোমাকে ধুক্ষিত করতে
কিছুতেই ছাড়বে না,
জীবনের ক্রমই হবে—
ব্যতিক্রম ;

তাই সাবধান !
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার নন্দিত উচ্ছলায়,

শীলসম্বেগের সহিত
চলতে থাক,
উত্থান তোমাকে

অভিনন্দিত করবে—

অনুক্রিয় তাৎপর্য্যে । ৯৭২৪ ।

১৫।৬।১৯৬১, রাত ৭-২৪

পার তো
অস্তিত্বের দাবীতে দাঁড়াও—
স্বীয় ঐতিহ্যের স্থণ্ডিলে
নিজেকে প্রসারণশীল ক'রে—
আত্মিক সন্দীপনাকে
হোমাগ্নির বিপুল উচ্ছলায়
উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলে'—
নিজের ঐতিহ্য,
প্রথা,
কুলাচার
ও ধর্ম্মাচরণকে
নিজের সত্তার শুভসঙ্গীতিতে
সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে নিয়ে ;
একটুও স্খলিত হ'য়ো না তা' হ'তে—
ব্যক্তিত্বের বিভোল উচ্ছলায়
বিভৃত হ'য়ে—
প্রতিপ্রত্যেকে,—
উদ্দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের মত
সব যা'-কিছুকে
কিরণফলকে সুদীপ্ত ক'রে—
ব্যক্তিত্বের রশ্মি-বিচ্ছুরণায় ;
বীর্য্যশালী হও,
পরাক্রমী হও—
উর্জ্জী উন্মাদনায়
নিজের
অস্তি ও স্বস্তির সম্বর্দ্ধনার
হোমদীপনী তাৎপর্য্যে ;

ওঠ,
দাঁড়াও,
একটুও দেরী ক'রো না,
স্মরণ কর—
তোমার পিতৃকুল,
স্মরণ কর—
তোমার মাতৃকুল,

স্মরণ কর—
তোমার অসৎ-নিরোধী তৎপরতা,—
যে পরাক্রম-অনুরঞ্জনা
একদিন সমস্ত পৃথিবীকে
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলেছিল ;
নিজেদের ওজোদীপ্তিকে—
নিজেদের বৈধী বিনায়নাকে—
নিজেদের সাত্বত তপকে
উদ্দীপ্ত
উচ্ছল ক'রে নিয়ে
প্রকৃতির বাস্তব কৃতিতে
নিজেরা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠ ;
প্রত্যেকে বোধ করুক—
তোমার তুমিকে,
তোমাদের তুমিকে,
তোমাদের আমিকে ;
গর্জ্জমান উল্লোল তর্জ্জনায়
জেগে ওঠ—
প্রতিটি চিন্তায়,
প্রতিটি কর্ম্মে,
প্রতিটি পারদর্শিতার ভিতর-দিয়ে,—

তোমার নিজের
তোমার জাতির
ও পরিবেশের যা'-কিছুকে

ঐ বীর্য্যে উৎসবান্বিত ক'রে ;
কেন ?
পারবে না ?
তুমি
যে তিমিরে আছ—
সে তিমির
তোমার পক্ষে কি
নিগূঢ় অন্ধকার নয়কো ?
নরক নয়কো ?
বর্দ্ধনার
কুঠার-সংঘাত নয়কো ?
তাই বলি,—
এখনও জাগ,
সংহত হও,
সুসন্দীপ্ত হও,
তোমাদের প্রসাদ হ'তে
কেউ না বঞ্চিত হয়,
প্রাণন-রঞ্জনায়
প্রত্যেককে
এমনতরভাবেই উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
আর, অন্তর-চক্ষুতে তাকিয়ে দেখ—
শুভসন্দীপনা
স্বস্তি নিয়ে
ঐ অদূরেই
তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ;
জেগে ওঠ,
ক'রে চল—
কৃতি-উৎসারিত নন্দনা নিয়ে,
করাই পাওয়ার জননী,
প্রকৃতভাবে হওয়াই হ'চ্ছে—
বিভব-বিভূতি,

আর, ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্যই ঐ
ধারণপালনী
সম্বেগ-সন্দীপ্ত
অনুবেদনী অনুচর্য্যা । ৯৭২৫ ।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ৭-৩৮

খাও—
কিন্তু ক্ষুধাকে অবসন্ন ক'রে নয়,
স্নান কর—
স্বাস্থ্য ও শরীর যেমনতর চায়,
কথা কও—
কিন্তু বাজে পচাল পেড়ো না,—
বাস্তবতার ধার ধেরে'
সুযুক্ত সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
পায়খানায় যাও—
তোমার সুস্থি ও স্বস্তির
যা'তে সমতা রক্ষা করে—
এমনতরভাবে,
শ্বাসপ্রশ্বাস নাও—
কিন্তু বিধানের
জীবনীয় বৈধী সমঞ্জসায়,
প্রস্রাব কর—
অযথা বেগকে ধারণ না ক'রে—
যা প্রস্রাবের মানসিক সন্দীপনাকে
অযথা না বৃদ্ধি ক'রে,
দেখ—
সুদূর লক্ষ্যে
স্মিত নির্বিষ্ট দৃষ্টিপাত ক'রে,
সবুজ পরিবেশে
দূরে দৃষ্টিপাত ক'রো—
প্রান্তরের শেষসীমাকে

সহজ দৃষ্টির পথে আনতে,

চল
বা কাজ কর—
ক্লান্তি-অবশ হ'য়ে নয়,—
সামর্থ্যের ক্রমচর্য্যা বাড়িয়ে,
প্রবৃত্তিগুলিকে
অবৈধ বা অত্যন্ত প্রশ্রয় দিও না—
আয়ত্তে বিশেষিত ক'রে
নিবেশ-বিনায়িত ক'রে,
কানকে
ক্রমশঃ দক্ষ ক'রে তোল—
ক্রমপদক্ষেপে
নিবিষ্ট অনুচর্য্যায়—
এমনতরভাবে—
অনেক দূরশব্দকেও
যা'তে তুমি
শোনার পাল্লায় আনতে পার,
গড়—
কিন্তু তোমার
ভাবসন্দীপনার ভিতর-দিয়ে—
যা'তে তা' মস্তিষ্কে রেখাপাত করে—
সচ্ছল স্মৃতির
সুস্থ অনুবেদনা নিয়ে—
ভ্রান্তিগুলিকে নিরসন ক'রে—
কথায়-লেখায়
তা'র বিহিত অভিব্যক্তিতে
যেখানে যেমন প্রয়োজন। ৯৭২৬।
১৬।৬।১৯৬১, রাত ৭-৪৭

জাতির
বিধিসিদ্ধ বর্ণাশ্রমভেদ,—

যা'র মেরুদণ্ডই হ'চ্ছে—
অন্যকে বর্দ্ধিত করা
সম্বর্দ্ধিত ক'রে
শিষ্ট ক'রে তোলা,—
তা' জাতিকে
একসূত্রেই সংগ্রথিত ক'রে থাকে—
প্রত্যেকের
শিষ্ট পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে—
অসৎ-নিরোধী আত্মাহুতির ভিতর-দিয়ে—
তাৎপর্য্যের তরুণ উর্জ্জনায়—
প্রাণে
নব নব বলের সৃষ্টি ক'রে—
সংহতির শিষ্ট আলিঙ্গনে ;
ফলে, আসে
সংস্কৃতি,
উপযুক্ততা-অনুগত কৃতিসম্বেগ,
আসে—
সার্থকতার
পরম সন্দীপনী
পারগ-পারিজাত,
ঐশ্বর্য্যের অমোঘ উদ্দীপনা,
বিভব-বিভূতি
অর্থাৎ সম্যকভাবে হওয়ার
সন্দীপনী তৎপরতা,—
যা'র প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
প্রত্যেকের পেছনে
প্রদীপ্ত শিক্ষকের
সমাহার-সন্দীপনী উদ্দীপনা,
আর আসে—
প্রকৃতির পরম আলিঙ্গন,—
যা'

সব বিশেষকে বিনায়িত ক'রে
মালাকারে সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে ;
বাড়ে মেধা,
বাড়ে বল,
বাড়ে বীর্য্য,
আর, সব নিয়ে হয়—
একটা বিরাট সংহতির
শুভ সঞ্চারণা,
অসৎ-নিরোধী উৎসর্জ্জনার
সাম-নন্দনা,—
যা' বীর্য্যে প্রকাশিত হ'য়ে
কৃতিসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই বলি—
তোমাকে ছেড়ো না,
এখনই তোমাকে ধর—
তোমার নিজের ঐ
কুলস্রোতা সন্দীপনী সুবন্ধনে—
শিষ্ট রাগদীপনা নিয়ে,
বিভূতির প্রভাব-সজ্জায় ;
যতই এগুবে—
দেখবে—
সুর-অভ্যর্থনা
তোমাদের সম্মুখেই বিরাজমান ;
তাই বলি—
ওঠ,
জাগো,
ধর,
কর,
বিক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
বিচ্যুত হ'য়ো না,
বিলোল-আবর্জ্জনায়

নিজেকে
তামসলিপ্ত ক'রে তুলো না,
আবার বলি—
ওঠ,
জাগো,
ধর,—
তা' এখনই । ৯৭২৭ ।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ৭-৫২

যে বিধিবিনায়িত হয়—
উন্মাদনী কুল-ঐতিহ্য নিয়ে,
বিশ্বস্ততাকে
আঘাত করে না যে,—
তা'কে আপন ক'রে নাও,
সুসংবদ্ধ ক'রে নাও,
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোল,
ধী, বীর্য্য ও পরাক্রমের
একায়িত অনুসেবনায়
মহামানব হ'য়ে দাঁড়াও তোমরা । ৯৭২৮ ।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ৭-৫৫

অবতার-পুরুষদের প্রতি
যে ভেদ জ্ঞান—
তা' যেমন পাপের,
প্রত্যেকের
সমাবর্ত্তন-সন্দীপনায় ঘৃণা দেখানো—
তা'র চাইতেও অধম । ৯৭২৯ ।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ৭-৫৬

তুমি
বৈধী বিশেষ হ'য়ে ওঠ—

বিধায়িত পথে
বিধাতার উপাসনায়
প্রত্যেক বিশেষকে আলিঙ্গন ক'রে,
নির্বিশেষ তোমার
নিবিষ্ট উপাসনার
অঞ্জলি হ'য়ে উঠুক ;
তুমি তৃপ্ত হও,
দীপ্ত হও,
সিদ্ধ হও,—
তা' প্রতিটি বিশেষকে ছাড়িয়ে দিয়ে,
নির্বিশেষের সিদ্ধ অয়নে
তোমার ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে উঠুক—
বিধায়িত বৈশিষ্ট্যের
আশিস্-সিংহাসনে
নিজেকে উপবিষ্ট রেখে,
আর, দেশ
তোমা হ'তে
সিদ্ধকাম হ'য়ে উঠুক । ৯৭৩০ ।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ৮-৫

তুমি দাঁড়াও,
পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখ,
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
আয়ত্ত ক'রে তোল,
এই আয়তনী আয়ত্ত
যেন তোমাকে
সব কিছুতে আলিঙ্গন ক'রে
জীবনীয় সন্দীপনায়
সার্থক ক'রে তোলে,
তোমার আত্মিক ব্যাপনার

পরম সার্থকতাই তো
ঐ ব্যাপ্তিতে। ৯৭৩১।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ৮-৭

মেয়ে-পুরুষ!
উভয়েই মনে রেখো—
আন্তরিক উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে দেখো—
বাঁচার যা'-কিছু সব দায়িত্ব—
মায়ের,
আর, সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যার
যা'-কিছু দায়িত্ব—
বাপের ;
মা-বাপের
বিহিত সঙ্গতি যদি না থাকে,—
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর
যদি সম্বেদনী অনুরাগ
নিবিষ্ট হ'য়ে না ওঠে,—
তবে বাঁচা-বাড়া দুয়েতেই কিন্তু
ব্যাঘাত আসে,
আর, সে ব্যাঘাতের আঘাত
তোমাদেরই বিসৃষ্ট ;
সন্তানের
সন্দীপনী তাৎপর্য্য—
যা' মানুষকে
ইষ্টনিষ্ঠায়
অস্খলিত উদ্দীপনায়
নিবিষ্ট ক'রে তোলে—
তা' মা-বাপেরই
পরম আশীর্ব্বাদ,

আর, ঐ ইষ্টনিষ্ঠার শিষ্ট চলন
জীবন-বৃদ্ধিকে
সুসন্দীপ্ত ক'রে
সুদীপ্ত ক'রে তুলে
সুবর্দ্ধিত ক'রে
সন্তানের ব্যক্তিত্বকে
বিহিত বিশেষে
সংযত ও সংহত ক'রে
পরিবেশ-পরিচর্য্যায়
প্রদীপ্ত ক'রে তুলে থাকে ;
তাই, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর
মা-বাপের প্রতি সন্তানের
ঐ নিবেশ-সন্দীপনা—
যা' শ্রদ্ধা
ও রাগদীপনী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
গজিয়ে ওঠে—
জীবনের মূলধন কিন্তু সেখানে ;
সেই মূলধনের ভৃতি-পরিচর্য্যা
তোমার ব্যক্তিত্ব-বিভবকে
শিষ্ট বিনায়নে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
আর, ঐ ইষ্টার্থের আবাহন
তোমাকে
মাঙ্গলিক অভিসারে
আবাহন ক'রে চলুক,
আর, বর্দ্ধনা আসুক—
হাসিমুখে,
তোমার আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
পরিবেশের যা'-কিছুকে
যেন তা'
আলিঙ্গন ক'রে তোলে—

সম্বর্দ্ধনার
সজাগ আহুতিতে। ৯৭৩২।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ৯টা

ঐ দেখ,
ঐ দেখ,
ঐ ঐ দেখ—
আগুন! আগুন!! আগুন!!!
আলোহীন তমসাগ্নি;
আগুনের জ্বালা আছে—
কিন্তু জেল্লা নেইকো,
উচ্ছল উদ্দীপনায়
দাউ দহনে
সব যা'-কিছুকে
কেমনতর আক্রমণ ক'রে চলছে,
পুড়িয়ে মারছে!
পুড়ে সব ঝাঁ হ'য়ে যাচ্ছে,
তবু সবাই ভাবছে—
বেশ আছি—
বিকৃতির মুহ্যমান ভাববিহ্বলতা নিয়ে,
পুড়েই যে
ম'ল গো সব!
দেখলে না?
দেখ,
তুমি যদি তা'কে এখনও
নিরোধ না কর,
এখনও যদি
নিবৃত্ত না কর,—
ধূমবিহীন
দীপ্তিবিহীন

ঐ তমসাচ্ছন্ন অগ্নি
ব্যাপ্তির লেলিহান জিহ্বা নিয়ে
অতর্কিতভাবে
সবকে আক্রমণ করবে—
পৃথিবীর
যা' সব কিছু আছে
সবকে,
পৃথিবীর
যে বেঁচে আছে
তা'কে
ও তা'দের সবকে,
জীবনীয় গৌরব ক'রে
যে চ'লছে
তা'র সবকে ;
কিছু রাখবে না কো—
রাখবে না,
প্রবৃত্তির আচ্ছন্ন
ঐ তামসবৃত্তির
হিংসালোলুপ অন্তরে
সব যা'-কিছুকে
আঘাত ক'রে
বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে
সব কিছুকে
নিরসনের পথেই নিয়ে চলেছে—
জীবন্ত উন্মাদনা,
সত্তার স্বস্তি-আগ্রহ,
ধৃতি-বিধায়না—
যা' কিছু আছে—
চুরমার ক'রে সবকে ;
তাকিয়ে দেখ—
অন্তরের ঐ ধী-চক্ষু দিয়ে

কী বিকট ব্যাদানে
ঐ দীপ্তিহীন আগুন
তোমাদের প্রত্যেককে
আক্রমণ করছে ;
যদি সামর্থ্য থাকে—
জীবনকে যদি
ভালই বেসে থাক—
দ্যুতি যদি
তোমার আরাধ্য হয়—
এখনই নিরোধ কর,
এখনই জেগে ওঠ,
তোমাদের অন্তঃকরণের
সর্ব্ব শক্তি দিয়ে
নিরোধের উদ্দীপনী তৎপরতায়
স্থারিত্যের দীপক বর্মে
তা'কে নিরোধ ক'রে
জীবনের মঙ্গলঘটকে
সংস্থাপিত কর,
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে
তামসদীপ্ত
ঐ পুড়িয়ে-মারা আগুনগুলি
নিভে যা'ক্,
স'রে যা'ক্,
ক্ষ'রে চ'লে যা'ক,
আর চ'লে যা'ক—
তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিত্ব হ'তে
ঐ তামস-বহ্নির
প্রবৃত্তি-সম্বুদ্ধ
লেলিহান জিহ্বা,—

যা' সব সময়ে
সব দিক দিয়ে
মরণকে
আলিঙ্গন ক'রতে চলছে ;
এখনও বলি—
ঐ দেখ,
ঐ ধী-চক্ষুর
বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে
দেখে দেখে চল,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের
বাস্তব প্রস্তুতি নিয়ে
দেখে
চলতে থাক—
উদ্দীপনী উৎসর্জ্জনায়
জীবন-বিভবকে
আলিঙ্গন ক'রে ;
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ
দৃঢ় খড়্গে
ঐ সেগুলিকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে
সে সবগুলি
হটিয়ে দাও,
আর, হটিয়ে দিয়ে
তোমরা বাঁচ,
বাড়,
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চল—
প্রদীপ্ত পরিস্রবা ধাতার
সম্বুদ্ধ ধৃতিতে ;
তুমি বাঁচ,
তোমরা বাঁচ,
নিজের দেশের

ও সব দেশের
সবাইকে
বাঁচিয়ে তোল,
অন্তঃকরণের অধিষ্ঠিতি
ব'লে উঠুক—
গেয়ে উঠুক—
"নারায়ণঃ পরাবেদাঃ নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণঃ পরা মুক্তি—র্নারায়ণঃ পরা গতিঃ॥"
এই বর্দ্ধনার
শুভ মন্ত্রে
স্বস্তি-স্নান ক'রে
তুমি এগিয়ে চল,
এগিয়ে চল,
এগিয়ে চল—
আরো আরো আরোতে—
জীবনের
অমৃত আহরণ করতে। ৯৭৩৩।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ১০-২

কথায় বলে—
উপদেশের চাইতে
উদাহরণই ভাল,
তুমি আগে
স্বস্তির উদাহরণ হ'য়ে ওঠ—
বিধিবিনায়নী তাৎপর্য্যে
হাতে-কলমে ক'রে
দেখে-শুনে-বুঝে
বিভব-বিভবান্বিত হ'য়ে;
তোমার বিভব-বিভূতি—
আচার-ব্যবহার
চালচলন

কথাবার্ত্তা
ছড়িয়ে পড়ুক—
তোমার প্রত্যেকটি পরিবেশের ভিতর,
এই ছড়ানো—
তোমার তাপস-অনুক্রিয়া—
সবাইকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক
মানুষ হ'তে ;
তোমার উপদেশ
উদাহরণকে পরিচর্য্যা ক'রে
সবাইকে
ঊর্দ্ধসন্দীপ্ত ক'রে তুলুক—
ভক্তিতে, জ্ঞানে,
বাস্তব দর্শনের
সম্বর্দ্ধিত শুভ দীপনায় ;
আর, উপদেশগুলি হ'য়ে উঠুক—
উদ্দাম উদ্দীপনার
জ্যোতিষ্মতী
প্রীতিমধুর ধাক্কা,—
যে ধাক্কার ভিতর-দিয়ে
মানুষ উঠতে পারে—
নামাকে বন্ধ ক'রে দিয়ে—
অর্থাৎ অজ্ঞতার উদ্দীপনাকে
বন্ধ ক'রে দিয়ে ;
আর, তা'ই তো আমাদের জীবনীয় !
তা'ই তো ঐতিহ্যের বরাভয় !
তা'ই তো প্রথার
পূজনীয় পরিস্রব !
আর, তা'ই তো বিধির
বিহিত ধৃতিরাগ । ৯৭৩৪ ।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ১০-১৫

তোমার প্রেষ্ঠ ব'লে
যদি কেউ থাকেন—
সর্ব্বান্তঃকরণে
যাঁকে পূজা কর,
ভালবাস,
তা' ছাড়া কাউকে যদি
প্রীতির চক্ষে দেখে থাক,—
তা'কে ভালবেসো ততক্ষণ পর্য্যন্ত
যতক্ষণ
তোমার ঐ প্রেষ্ঠনিদেশের
বা প্রেষ্ঠার্থের
ব্যাহতি নিয়ে না আসে সে;
যদি ব্যাহতি নিয়ে আসে—
তবে অনুকম্পাশীল হ'য়ো,
তা'র সংকটমোচন-বিগ্রহ
হ'য়ে উঠো তুমি,
কিন্তু তা'র সঙ্গ ও সংস্রব হ'তে
দূরে থাকাই শ্রেয় ;
আর, তুমিও তা' ক'রো না—
যা' তোমার প্রেষ্ঠের অনভিপ্রেত,—
তাহ'লে
তোমার ব্যক্তিত্বের বিক্ষোভ
অন্তঃকরণকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে না,
ব্যাহতির বিশাল তমসা
তোমাকে
গ্রাস ক'রে ফেলবে না,
বীর্য্য-পরাক্রমের
উদাত্ত ঊর্জ্জনা
তোমাতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
নির্ব্বাপিত হ'য়ে রইবে না,

তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্যাহত দীপনায়
দোটানা সৃষ্টি না ক'রে—
'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি'—
এই বিবেক-বিচারণা না ক'রে
দূরেই থাকবে—
ঐ প্রেষ্ঠনিষ্ঠ তোমাকে নিয়ে ;
বুঝে চল,
বুঝে কর । ৯৭৩৫ ।
১৬।৬।১৯৬১, সকাল ১০-৩৫

জাতির
সমস্ত ভারই অর্পণ কর—
অর্থাৎ তা'দের
মানুষ করার ভার অর্পণ কর—
বর্ণ, গুণ ও কর্ম্মে যা'রা
শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ—
তা'দের উপর ;
আর, সমস্ত জাতিকে
অন্তরাসী ক'রে তোল—
তা'দের প্রতি
শিষ্ট অনুনয়নে
সম্বুদ্ধ থাকতে—
নিষ্ঠানিটোল অনুদীপনায় ;
অন্য জাতি ও বর্ণের
যে যেখানে আছে—
প্রত্যেককে
শুভ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
সাধারণ শিক্ষার যাগ
এমনি ক'রেই আরম্ভ কর ;

এই যাজ্ঞিকের ভিতর
যা'রা শ্রেয়,—
দক্ষ,—
নিবিষ্ট-যজমান—
তা'রা যা'তে
আরো হ'তে আরোতর হ'য়ে
উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়—
হাতে-কলমে
শিক্ষা চাতুর্য্যে—
তা'র ব্যবস্থা কর,
তা'দিগকে
আচার-ব্যবহার
চালচলন
কথাবার্ত্তা—
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
উন্নতির দিকে এগিয়ে তোল,
অফিসের চাকুরী না হ'য়ে
তা'দের স্বতঃস্বেচ্ছ
বর্ণানুগ চাকুরী
তা'ইই হ'য়ে উঠুক ;
তা'দের ভিতর কৃতী যা'রা
তা'দিগকে
তেমনি ক'রেই সুসম্মানিত কর ;
সম্বর্দ্ধিত কর,
সুদীপ্ত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
তা'দের উচ্ছল ক'রে তোল—
সুক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে ;
প্রথমে নজর দিও—
সে নিবিষ্ট কেমন !
প্রেষ্ঠানুগ অনুগতি
তা'র কেমনতর অকাট্য !

আচার-ব্যবহার
চালচলন
কথাবার্ত্তা—
তা'র সঙ্গতিশীল কতখানি !
অনুশীলন-তৎপরতায়
সে কতখানি এগিয়ে যাচ্ছে—
নিকৃষ্ট ঝোপগুলি নিয়ে !
তা'ই দেখে
তা'দের আরো উস্‌কিয়ে ধর,
সম্মান-প্রবুদ্ধ গৌরবে
গৌরব-বিভূষণায়
বিভূষিত ক'রে দাও ;
এমনি ক'রেই
এগিয়ে চল—
আরো-আরোর দিকে ;
শিক্ষার যা'-কিছু ধাঁচ আছে—
তা'র সাথে
এগুলিরও প্রবর্ত্তনা করতে থাক ;
আশা করি,
হয়তো—
শুভ সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
জনসাধারণ
ক্রমপদক্ষেপে
উন্নতির দিকেই চলতে থাকবে ;
যদি সার্থক হয়—
পারিবারিক ঘরকন্নার ভিতর-দিয়ে
ঐ সার্থকতা
মলয়-মঞ্জরী তাৎপর্য্যে
আবার হয়তো
মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে । ৯৭৩৬ ।
১৬।৬।১৯৬১, দুপুর ২-৫২

যা'রা
বিশ্বাসিত মানুষে সমাবর্ত্তিত হ'য়ে
জন্মগ্রহণ করে না—
তা'রা তা'দের ঐতিহ্যে
কুলাচারে
বৈশিষ্ট্যে
কটাক্ষপাত ক'রেই থাকে,
ব্যতিক্রমে শ্রদ্ধাশীল হওয়া—
তা'দের সহজ প্রবণতা,
নিষ্ঠায় তা'রা
সুসংহত নয় ব'লে
পিতামাতা-আত্মীয়স্বজনের প্রতিও
তা'দের শ্রদ্ধা
পরিচর্য্যা-প্রবণতা
ব্যতিক্রান্তই হ'য়ে থাকে,
আর, ঐগুলিতেই দেখে নিও—
ব্যক্তিত্বের মোটাসোটা লক্ষণ । ৯৭৩৭ ।
১৭।৬।১৯৬১, সকাল ৮-৩০

যা'র
অন্তঃস্থ অভিবেদনা
সুষ্ঠু সন্দীপনায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার
জৌলস ধারণ ক'রে
অস্খলিত উদ্যমে
ঊর্জ্জী পরাক্রমের সহিত
শিষ্ট ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকে,—
তা'র জীবনীয়
রেতঃ-সন্দীপনাই

এমন দ্যুতি উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তা'র ব্যক্তিত্ব,
ঐতিহ্য, প্রথা—
কুলাচার ও ধর্ম্মাচরণের সহিত
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে
এমনই উৎক্রমণশীল হ'য়ে ওঠে—
চৌকস বোধবেদনা নিয়ে,—
যা'তে সে
যে-কোন প্রকার কৃতিই হোক না—
বোধ-সন্দীপনায়
সবগুলিকে
আয়ত্ত ক'রে চলতে পারে,
সে লোকের
বিজ্ঞ বিগ্রহই হ'য়ে ওঠে ;
প্রীতি,
অনুকম্পা—
উদালক সম্বেদনা নিয়ে
সব সময়েই জাগ্রত থাকে তা'তে ;
মানুষের
সব প্রকৃতি নিয়ে
সজাগ সন্দীপনায়
জীবনকে
খরস্রোতা ক'রেই চ'লে থাকে—
ঐ সহজ শিষ্ট সাধু
প্রীতি ও কৃতিমান । ৯৭৩৮ ।
১৭।৬।১৯৬১, সকাল ৯-১৬

যে তপস্যাগার
বা আশ্রমের
সাধকগণ

ব্যতিক্রমের বিভূতি নিয়ে
সন্ন্যাসীর সাধু ভেকে
লোককে বিভ্রান্ত ক'রে চলে,—
তা'রা সাধুও নয়,
সন্ন্যাসীও নয় ;
আহার-বিহার, চালচলন যা'-কিছু
সব ব্যাপারেই যা'রা
ঐ দুষ্ট বোধকে
বেদের দোহাই দিয়ে
ভেদ সৃষ্টি ক'রে
সর্ব্বনাশে আহুতি দিয়ে
ব্যক্তি, জাতি ও সমাজের বৈশিষ্ট্যকে
সংক্ষুব্ধ অসৎ-বর্ত্তনায়
নিবর্ত্তিত ক'রেই চলে,—
যতই সৌম্য আর সাধুতপাই
তা'দের বিবেচনা কর না কেন—
তা'রা
সর্ব্বনাশের
ঔজ্জ্বল্যবিহীন
তামস-অগ্নিরই হোতা,
সাবধান । ৯৭৩৯ ।
১৭।৬।১৯৬১, সকাল ৯-২১

যদি
স্মৃতিকেই তাজা রাখতে চাও,
তোমার মানস-প্রবৃত্তিকে
স্মৃতি-ভজন-তাৎপর্য্যে
নিয়োজিত ক'রে রেখো—
অভ্যাসের অনুকম্পী তৎপরতায়,
তা'তে

জাগবে তোমার বোধ,
জাগবে তোমার স্মৃতি ;
ঐ বোধ ও স্মৃতির
শুভ সঙ্গমস্থল হ'চ্ছে—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা,
আর, নিষ্ঠায় আছে—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,
শ্রমসুখপ্রিয়তার উচ্ছল উর্জ্জনা ;
অভ্যাসের প্রবৃত্তি
ওর থেকেই উৎপন্ন হ'য়ে থাকে ;
কথায় বলে—
'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ',
যা'কে ধ'রে রাখতে চাও—
সেই আচরণে অভ্যস্ত হ'য়ে চল—
অস্খলিত হ'য়ে,
তা'র ফলে আসবে—
আবৃত্তি,
কথায় বলে—
'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী' । ৯৭৪০ ।
১৭।৬।১৯৬১, সকাল ৯-৫০

ঐ দেখছ না—
জাহান্নম এগিয়ে আসছে—
কোন্ দিকে !
কোন্ পথে !
কেমন ক'রে !
যেখানে
অস্খলিত নিষ্ঠা নাই,
ইষ্টার্থ-পরিবেদনা নাই,
জীবনীয় ঐতিহ্যে

যা'দের বাস্তব অবজ্ঞা,
প্রথায় যা'রা দ্বিধাসংকুল,
ধর্ম্মাচরণ—
অর্থাৎ বিধি-বিনায়িত অনুচলন
সঙ্গতির শুভ আমন্ত্রণ-অনুচর্য্যা
নেই যেদিকে,
স্বামী-স্ত্রীর
ছন্নছাড়া বিবাহ-নিবেশ যেখানে,
পরিচর্য্যায় নয়,
প্রীতিতে নয়—
লোক ঠকিয়ে
তা'দের নিকট থেকে—
করার তাৎপর্য্যে যা' পাওয়া উচিত—
তা'র চাইতে বেশী নেওয়া,
অনুকম্পাহারা,
অনুচর্য্যাহারা,
পরিবেশপ্রীতিকে
জলাঞ্জলি দিয়ে
নানাপ্রকার ছদ্মবেশে
লোক ঠকিয়ে চলা,
আত্মস্বার্থকেই
প্রভু ক'রে চলা, ইত্যাদি
যেখানে যেমন যত উচ্ছল,—
জাহান্নমও সেদিকে
কোটরচক্ষু নিয়ে
দন্তব্যাদানে
এগিয়ে আসছে :
এমনতর রকম দেখলেই
যদি সাবধান না হও,
অবধান রেখো—
ঐ ঐ ঐ

একটু অদূরেই
জাহান্নমের কোটরচক্ষু। ১৭৪১।
১৭।৬।১৯৬১, সকাল ১০টা

নিষ্ঠা মানেই
নিবিষ্টভাবে লেগে থাকা,
নিষ্ঠার কেন্দ্র যিনি,
তাঁ'র সত্তাকে
এমনতর ক'রে নেওয়া—
তিনি যেন
নিজেরই জীবনীয় অভিব্যক্তি ;
জীবনবেগ যেমন
একতিল স্তিমিত থাকলেও
অস্তিত্ব
নিৰ্ব্বাণোন্মুখ হ'য়ে ওঠে,—
তা'কে
অর্থাৎ ঐ ইষ্টনিষ্ঠাকে
ছেড়ে দিলেও
তোমার অস্তিত্ব
অমনতরই বিপন্ন হ'য়ে উঠবে ;
সত্তাকে
স্রোতল সন্দীপনায়
জীবন্ত রাখার
আবেগ-উচ্ছল উদ্দীপনাই হ'চ্ছে—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠা,
ধাতার বিধি-বিনায়নও
তা'রই পরিচর্য্যী পরিপোষক ;
আবেগ-উদ্দীপনী অনুরাগ—
যা' প্রিয়তৃষ্ণায়
সাবলীল সম্বেগে
উচ্ছল সন্দীপনায় চলে—

জীবনীয় নিষ্ঠায়
নন্দনার তাৎপর্য্য নিয়ে
সুখদুঃখের ভিতর-দিয়ে,—
তা'কে নিয়েই
সাবলীল হ'য়ে চলতে থাক,
আবার, নিজের সুস্থ থাকারও
তুক ঐ,
তাঁকে সুস্থ রাখার
ঐ ধ্যান-জ্ঞান নিয়ে
চলতে থাকার আবেগের ভিতর-দিয়েই
হবে তোমাতে—
তাঁর প্রতি
অচ্ছেদ্য জীবনীয় আবেগেরও
প্রতিফলন ;
আর, নিজেকে
জীবনে অধিষ্ঠিত রাখাই হ'চ্ছে—
নিবিষ্ট নিষ্ঠার
উদ্দীপনী অনুচলন ;
তুমি অমনতরই চল,
অমনতরই কর,
অমনতরই হ'য়ে থাক,
চর্য্যা-আবৃত্তিতে
পরাঙ্মুখ হ'য়ো না,
নিষ্ঠা
নর্ত্তন-রাগে
তোমাতে সম্ভূত হ'য়ে উঠবে। ৯৭৪২।
১৭।৬।১৯৬১, সকাল ১০-৫

তোমার প্রীতির আবেগ
যত শিষ্টসুন্দর
দ্যুতিপ্রভ উর্জ্জী

নিবিষ্ট অনুপ্রেরণায়
ক্বতিস্রোতা হ'য়ে চলবে—
আনুগত্য ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
উচ্ছল নন্দনায়
বিধিবিনায়িত আচরণতৎপর হ'য়ে,—
তোমার জীবনপ্রভাও
তেমনতরই
দীপান্বিত
উদ্দাম ধী ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
চলতে থাকবে—
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে,
চলনার ক্রমও ততই
শ্রমসুন্দর তৎপরতায়
সুবিন্যাসী বিধায়না নিয়ে
চলতে থাকবে ;
ঠিক বুঝে নিও—
জীবনতপের
এও একটা তুক্,—
যা' বোধবিজ্ঞান
ও কৃতিসম্বেগের দ্যোতন-বিভায়
ফুটন্ত হ'য়ে চলে। ৯৭৪৩।
১৭।৬।১৯৬১, বিকাল ৪-২

নিষ্ঠার কোন সর্ত্ত নেইকো,
তা'র অগ্রদূতই হ'চ্ছে—
ভাল লাগা,
প্রীতিপ্রসন্ন সেবা,
উদ্দীপনী পরিচর্য্যায়
প্রেষ্ঠের জীবনীয় পরিচর্য্যা,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
সে সব সময়েই ভাবে—

সব সময়েই ক'রে থাকে—
তেমনতর
যা'তে তা'র প্রেষ্ঠ
বেঁচে থাকেন,
বেড়ে চলেন,
উর্জ্জনাময়ী উদ্দীপনা
তা'কে এমনতরই
আবেগ-উচ্ছল ক'রে তোলে ;
প্রেষ্ঠের জীবনের
প্রতিটি ছন্দে
লক্ষ্য রেখে
তা'কে বিহিতভাবে
অনুচর্য্যী অনুনয়নে
শিষ্টসুন্দর অনুচলনে
উদ্দীপ্ত ক'রে রাখাই—
তা'র অন্তঃস্থ
আকুল আকাঙ্ক্ষা ;
এই হ'চ্ছে সাধারণতঃ
নিষ্ঠার প্রথম রাগ ;
তা'র তা'তে মান নেই,
অপমান নেই,
ভৎসনা-তাড়ন-পীড়ন পেয়েও
আপ্‌সোস নেই,
আপনার মধ্যে দিয়ে
তা'র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার
কোন আকাঙ্ক্ষাই নেই,
আছে—
সক্রিয় তৎপরতায়
তা'র চাহিদাগুলিকে
নিজের ব্যক্তিত্বে মূর্ত্ত ক'রে
পরিবেশেও

তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোলা ;
এই অভিনন্দনে
সে মশগুল হ'য়ে থাকে,
আর, প্রত্যেকটি বস্তুকে
বিহিত তাৎপর্য্যে
দেখে-শুনে-বুঝে নিয়ে
সেটা তাঁর পক্ষে জীবনীয় কিনা—
তা' বুঝে-সুঝে
তা'কে উপঢৌকন দেওয়াই হ'চ্ছে—
অন্তরের পরম সার্থকতা,
তা'র কাছে
ইষ্টই হ'য়ে ওঠেন
প্রেষ্ঠই হ'য়ে ওঠেন—
'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ',
তাঁ'র পূজা না ক'রে
তাঁ'র প্রবর্দ্ধনার
হোমহোতা না হ'য়ে
কোন দেবতাতেই
কোন অমৃতত্বেই
কোন ঐশ্বর্য্যেই
তা'র আকাঙ্ক্ষা জাগে না ;
তা'র অন্তঃকরণ বলে—
'প্রেষ্ঠ ! তুমি থাক,
আর, তোমাকে নিয়েই যেন
আমি অনন্তকাল থাকতে পারি,
তুমি অনন্ত হ'য়ে থাক,
আমি
তোমার অসীম উৎসারণায়
জীবন-সম্পদ্ নিয়ে
তোমাকে যেন
ছড়িয়ে ফেলতে পারি,

দুনিয়ায়
কেউ যদি এমন থাক—
আমাকে এমনতর আশীর্ব্বাদ কর';
আশীর্ব্বাদ মানে—
অনুশাসন-বাদ,
আশীর্ব্বাদ
প্রার্থীকে শিখিয়ে দেয়—
যা'তে অনন্তকাল ধ'রে
প্রিয়কে সংস্থ রেখে
চিরকাল সে
সশরীরে বেঁচে থাকতে পারে;
তাই, নিষ্ঠাই একমাত্র
জীবনীয় উজ্জর্না—
যা'র ফলে
নিজের জীবনটাকেও
অমনতর বিধানেই
চালিয়ে নিয়ে চলে,
নিষ্ঠায় আছে—
লেগে থাকার উদ্দাম উৎসারণা,
সে আছে,
সব সময়েই আছে,
সে আলোর মত আছে,
ছায়ার মতও আছে ;
এই নিষ্ঠার আধিক্য যেখানে থাকে,
প্রেষ্ঠের মত তা'র চলন-বলন
ভাবভঙ্গী—
সবই ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে
ঐ প্রেষ্ঠ-অনুরাগে ;
তাই, নিষ্ঠাই হ'চ্ছে—
যা'-কিছু তপস্যার
মেরুদণ্ড,

মস্তিষ্কের
জাগ্রত বোধন-দীপনা,
জীবন-তাৎপর্য্যের
অমৃত উৎসারণা ;
আমি যা' জানি—
তা' এই ;
তপস্যারই যদি প্রয়োজন হয়,—
নিষ্ঠাকে আগে
অধিগত ক'রে তোল—
শিষ্ট পরাক্রমী তৎপরতায়,
দেখবে—
ঐ চলনের ভিতর-দিয়েই
জীবন এগিয়ে যাচ্ছে—
সম্বর্দ্ধনার বিভব-বিভূতিতে
পরিস্নাত হ'য়ে,
আমি যা' দেখেছি,
যা' বুঝি,
যা' শুনেছি,
তা'র অদম্য উৎসারণাই হ'চ্ছে এই,—
যা' অনুবেদনা-উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
স্রোতল হ'য়ে থাকে । ৯৭৪৪ ।
১৭।৬।১৯৬১, বিকাল ৪-৫৮

জীয়ন্ত বেদপুরুষের প্রতি
যা'র
অস্খলিত অকাট্য নিষ্ঠা না থাকে,
তা'র বেদজ্ঞ হওয়া মানে
পুস্তক পড়ে জানা ;
বেদ জানতে হ'লেই
সব বিষয়ের
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে

বেদার্থকে সুসংহত ক'রে
জীয়ন্ত বেদে প্রতিফলিত ক'রে
সেটাকে
পরিপুষ্ট ও পরিতুষ্ট ক'রে তুলতে হয় ;
দু'চারখানা
বেদ-সংহিতা প'ড়েই
যে তুমি বেদজ্ঞ হ'য়ে গেলে
তা' কিন্তু কিছুতেই নয়,
নিজেকে ভাঁড়িয়ে চললে
বেদজ্ঞ হওয়া যায় না ;
বেদ যদি
বিধিকে বিনায়িত ক'রে
সত্তায় বিধায়িত হ'য়ে না ওঠে—
প্রাজ্ঞ চেতনায়,—
সে বেদ তোমার
বেদজ্ঞের বিদ্রূপমাত্র ;
বেদের প্রতিষ্ঠা করা মানেই হ'চ্ছে—
বেদপ্রচার মানেই হ'চ্ছে—
ঐ জীয়ন্ত বেদের প্রতিষ্ঠা,
জীয়ন্ত বেদের সঞ্চারণা—
প্রতি অন্তরে,
তা'র সাথেই তোমার
সঙ্গে সঙ্গেই হ'য়ে ওঠে—
তা'দের জানা,
তা'দের শোনা,
তা'দের দেখা,
জেনে—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তা'দের বিনায়িত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় শিষ্ট ক'রে তোলা ;
তাই, বেদ

স্বতঃই বিশিষ্ট ;
বেদজ্ঞের ভঙ্গী নিয়ে
নিজেকে ব্যর্থ ক'রে তোলা যায়,—
কিন্তু বেদজ্ঞ হওয়া যায় না ;
আর, বেদজ্ঞ হ'তে হ'লেই
সেই বেদ
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সুসংহত তৎপরতায়
বিনায়নী বিভূতিতে
জ্ঞানবিভবে
যতই তোমার ভিতর
উৎসারিত হ'য়ে উঠবে,—
তুমি ততই
বেদজ্ঞের পথে ;
মনে রেখো—
জানার বা জ্ঞানের
কোন নির্দ্ধারিত সীমানা নেইকো,
আর, তা'
সার্থক হ'য়ে উঠবে সেখানে—
যদি জীয়ন্ত বেদকে পাও,
আর, সেই জীয়ন্ত বেদ—
অর্থাৎ বেদবিধাতা যিনি—
সব যা'-কিছুর সংহতি নিয়ে
প্রীতি-সন্দীপনী সেবা-তৎপরতায়
যখন তাঁ'তে
অটেল চলনে চলতে থাকবে—
হিংসা-নিন্দা-মান-অপমান—
ভর্ৎসনা-তাড়ন-পীড়ন-ইত্যাদিতে
বিশাসিত হ'য়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সুসংবর্দ্ধনায়

সন্দীপ্ত সত্ত্বশীল হ'য়ে উঠবে,—
বেদের আবির্ভাবও
তোমার ভিতর ততই
ক্রমপদক্ষেপে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠবে—
ব্যাপ্তির বিশাল তর্পণায়,
নইলে ফাঁকিবাজির উপহার—
ফাঁকিবাজিই । ৯৭৪৫ ।
১৭।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-১৭

আমার মনে হয়—
বেদান্ত মানেই
ইষ্ট—
মূর্ত্ত বেদ যিনি,
আর বেদান্ত-দর্শন মানেই
তাঁতে
শিষ্ট নিষ্ঠা নিয়ে
সেবাসন্দীপনায় জাগ্রত থেকে
তাঁকে দেখা—
জানা ;
যেমন, ব্রহ্মের
ইতি করা যায় না,
তেমনি বোধেরও ইতি নেইকো ;
জ্ঞান—
অনন্ত-উৎসারিণী,
তাই, বেদের অন্তই হ'চ্ছেন
তিনি—
যিনি মূর্ত্ত বেদ—
পুরুষোত্তম । ৯৭৪৬ ।
১৭।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬টা

দয়ী পুরুষ যিনি—
বিশ্বের
ধারণ-পালন-সম্বেগ-সন্দীপনা যিনি—
যিনি অহং-এর উৎস—
তিনি যেমন
স্বীয় স্বাভাবিক প্রকৃতিকে
বিন্যাস ক'রে
বিহিত বিভূতি-বিভব-পরিক্রমায়
প্রত্যেক বিশেষের
বিসৃজনী তাৎপর্য্যে
যে রকমেই হোক না কেন—
প্রত্যেককে যেমন সৃষ্টি করেছেন,
আবার, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে
তাঁ'র নিজের
নিজস্ব বিভাকেও
উৎসারণী অনুধ্যায়নায়
বৈধী দীপন-তাৎপর্য্যে
তেমনি ক'রেই দান করেছেন ;
আর, শুধু দান নয়,
দিয়েও—
তিনি তা'র মধ্যে
সংস্থ হ'য়ে
সন্দীপনী জীবন-চলনায়
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে রয়েছেন—
বিভিন্নের
বিশেষ-বিভাবনী উদ্দীপনাকে
চেতন ক'রে ;
তাই, তুমি যদি
তোমার প্রকৃতিকে
বিহিতভাবে
বিন্যাস-বিনায়ন ক'রে

একনিষ্ঠ উদ্দীপনায়
উচ্ছল গতিসম্পন্ন ক'রে না তোল,—

তোমার জীবনের সার্থকতা যা'
তোমার অন্তঃস্থ ঐ কেন্দ্রপুরুষে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না,

কারণ, তা' তোমার
পিতৃপিতামহের ভিতর-দিয়ে
তোমাতে উৎসৃষ্ট হ'য়ে উঠেছে ;

জীবনে যদি
সর্ব্বতোভাবে সার্থকই হ'তে চাও—
বৈধী আচরণের
স্রোতল সন্দীপনায়
যা' হ'তে তুমি বিসৃষ্ট হয়েছ—
পরম পিতৃপুরুষ হ'তে—
নিষ্ঠানিবন্ধ অনুগতি নিয়ে
তা'তে সংস্থ হ'য়ে
পারস্পরিক সঙ্গতির সহিত
তা'তে সম্বৃদ্ধ হও,
ব্যাপ্ত হও—
অনুকম্পাশীল
পরিচর্য্যী পরিবেদনায়—
প্রতিপ্রত্যেকের স্বস্তিকে
সুদৃঢ় ক'রে
সুসংহত ক'রে—
বিহিত বিনায়নে ;

আর, তিনি
এতভাবে খরচ হ'য়েও
তাইই আছেন,
তাই, তত্ত্বদর্শী যাঁ'রা—
ব'লে থাকেন—

'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥'
তাঁতে
ঐ প্রীতি-উৎসারণার
আবেগ-উদ্দীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে
নিবেশ-নিয়ন্ত্রণে
যদি উচ্ছল ক'রে চল—
সমস্ত প্রবৃত্তিরই
সম্বোধি-ঊর্জ্জনায়
সুসংহত হ'য়ে
একনিষ্ঠ অনুপ্রাণনায়,—
ঐ সার্থকতার আশিস্
তোমাকেও
সুষ্ঠু অনুশাসনে বিধায়িত ক'রে
সত্তার শুভ সন্দীপনায়
উচ্ছল ক'রে তুলবে,
যে উচ্ছল ঔজ্জ্বল্য
প্রতিপ্রত্যেকে উপভোগ ক'রে
নন্দনা-নন্দিত প্রীতি-উৎসারণায়
শিষ্ট রাস-বিভবমণ্ডিত হ'য়ে
উপভোগ করবে
ঐ তা'রই প্রতিফলনকে;
ব্যতিক্রম-বিচ্ছিন্ন হ'য়ো না,
ঐ ব্যতিক্রমী অনুচলনই কিন্তু
পাপ,
আর, পাপ মানেই কিন্তু—
পালন হ'তে পতিত হওয়া,
জীবন হ'তে পতিত হওয়া,
প্রাণন-ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়া;
লেগে যাও,

'মাভৈঃ' ব'লে চেঁচিয়ে ওঠ ;
বিশ্ববিধায়ন—
বিশ্বধাতা—
তোমার ঐ রাসলীলায়
সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতার সহিত
যেন তোমাকে উপভোগ করেন—
নন্দনার আনন্দ-নর্ত্তনে। ৯৭৪৭।
১৭।৬।১৯৬১, রাত ৮-১০

দয়ী পুরুষের
যে স্রোতল সন্দীপনা—
সঙ্কোচন, প্রসারণ
ও বিরমনের ভিতর-দিয়ে
সৃজন-উল্লাসে
স্থির ও চরের
সঙ্গতি-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
সৃষ্টির যা'-কিছুকে
সৃজন ক'রে
তোমার বিশেষত্বে বিশেষিত হ'য়ে
অণন-উৎসর্জ্জনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
চেতন ক'রে রেখেছে—
প্রবৃত্তির বিকিরণী তাৎপর্য্যে
বিচ্ছুরণ করতে করতে—
তুমি যদি তা'কে
সংহত না ক'রে—
ঐ প্রবৃত্তিকে
সংহত না ক'রে—
ঐ পরম পুরুষে নিবিষ্ট হ'য়ে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের উৎসর্জ্জনায়

সমস্ত প্রবৃত্তিকে
তাঁ'রই পরিচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে
সুঠাম ক'রে না তোল,—
পরিবেশে—
ব্যাপ্তি-উৎক্রমণায়,
ধৃতি-অনুকম্পা
ও পরিশোভনী পরিচর্য্যায়,
কৃতি-উন্মাদনায়
সবাইকে সংহত ক'রে না তোল,—
তুমি কি জীবনে
সার্থকতা লাভ করতে পারবে ?
বিকিরণার ব্যর্থ বিভবে
প্রবৃত্তির ঘূর্ণিতে
তুমি নিজেকে বিলোল ক'রে
ব্যাহতির বিরমনে
বিকৃতির ঊর্জ্জনায়
নিজের ঐ গতিবেগকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে
ছিটিয়ে দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত করার বিরুদ্ধে
যদি নিজেই দাঁড়িয়ে চল,—
ঐ পরমপুরুষে
ঐ ইষ্টে
বা সদ্‌গুরুতে
সুসংহত তাৎপর্য্যে
তোমার সব যা'-কিছুকে
অর্পিত ক'রে
উদ্দাম উন্মাদনায় না চলতে পার,—
তাঁ'র অধিষ্ঠিতিকে

ঐ বিচ্ছুরণায়
সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে
প্রাণনস্রোতকে বাড়িয়ে দিয়ে
সংহত ক'রে না তুলতে পার—
শিষ্ট ক'রে না তুলতে পার—
সন্দীপিত ক'রে না তুলতে পার—
উর্জ্জী উন্মাদনায়
তা'কে
তৎপর ক'রে না তুলতে পার,—
তুমি টিকবে—
তবে তা' কতদিন ?
তুমি সুস্থ থাকতে পার—
কিন্তু তখনকার জন্য ;
তামসলিপ্ত
মন্থর কালিমার
কুলেখাগুলি
কুৎসিত বিন্যাসে
নিজেকে কি
অপবিত্র ক'রে তুলবে না ?
সংঘাতের
উৎপীড়নী বেদনা
তোমাকে কি
ক্লিষ্ট ক'রে তুলবে না ?
তাই বলি—
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তোমার যা' সব কিছু
তা'তে বিনিয়োগ ক'রে
বিনায়িত হও তুমি—
সর্ব্বতোভাবে—
তা'তেই ;
তোমার জীবন

ঐ পরম পুরুষেরই
পবিত্র বেদী হ'য়ে উঠুক ;
আর, তোমার জেল্লায়
পূর্ণ হ'য়ে উঠুক—
তোমার পরিবার,
তোমার পরিবেশ,
তোমার দেশ
ও দূর-দূরান্তরের যা'-কিছু—
তা'রই সামসঙ্গীতের সুরবিভায়,—
যা' তোমার ব্যক্তিত্বের
অণন-সুর হ'য়ে উঠে র'য়েছে। ৯৭৪৮।
১৮।৬।১৯৬১, সকাল ৭-৪৭

তুমি যেমন
তোমার পূর্ব্বপুরুষের রেতঃধারা—
যে ধারায়
পূর্ব্বপুরুষের স্বতঃসন্দীপনায়
উৎসারিত তর্পণ হ'য়ে
নেমেছ—
মানুষ হ'য়েছ—
—সে ধারা যদি
কোনপ্রকারে ব্যতিক্রান্ত না হ'য়ে থাকে—
তা' নিষ্ঠায়, ঐতিহ্যে, বৈধী আচারে,
জীবনীয় প্রথায়,
অস্তিত্বের অনুবেদ্য
উৎসর্জ্জনী পরিচর্য্যায়,—
তেমনি যাঁ'রা
প্রেরিত পুরুষ—
যাঁ'রা অবতার পুরুষ—
তাঁ'রাও

তাঁদের পূর্ব্বতনদিগের
স্বতঃসিঞ্চিত রশ্মিধারা,
আর, ঐ রশ্মিধারার ভিতর-দিয়েই
বিশেষত্ব
নিবিষ্ট হ'য়ে থাকে,
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
উৎসারণাও হ'য়ে থাকে তেমনতর ;
তাই, তিনি
পূর্ব্বতনদিগেরও তর্পণতপা,
আর, তাঁরই
উৎসারিত অনুধায়নায়
দেশ-কাল-পাত্র
যেখানে যেমনতর—
তেমনতরই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে থাকে—
কত ভাবে,
কত থাকে,
কত রকমে—
তা'র ইয়ত্তা নেই ;
আর, তাঁতেই থাকেন—
পূর্ব্বতন যাঁ'রা
তাঁ'রা নিবিষ্ট,
নিহিত ;
সূত্র-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
জীবনীয় তৎপরতায়
শিষ্ট আধান
ও উচ্ছল ঊর্জ্জনায়
তিনি আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
সুখদুঃখের
নানাপ্রকার সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তিনি মানুষ হন ;
তাঁ'র ঐ দ্যুতি-দীপনা

যেখানে যেমনতর হ'য়ে থাকে—
তেমনতরই
বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠে,
তাই, তিনিই একমাত্র
পূর্ব্বতনদিগের
জীয়ন্ত আসন,
অনুশাসন-উন্দীপনাই হ'চ্ছে—
তাঁ'র জীবনীয়
সক্রিয় সন্দীপনা ;
লোকহিতী ব্রত
তাঁ'র যেমন
সহজ, সুদক্ষ, সমীচীন—
যা'র ব্যাপনসম্বেগ
কেন্দ্র হ'তে
পরিধির পর পরিধিতে
বৃদ্ধি-তৎপরতায় বেড়েই চলে—
তিনিও তেমনি ;
তিনি—
পূর্ব্বতনদিগের
একমাত্র শিষ্ট
অনুধায়নী তাৎপর্য্য,
তিনিই একমাত্র
পূর্ব্বতনদিগের
চেতনদীপ্ত পরম আসন,
পূর্ব্বতনের
পূজা বা তপচর্য্যা
তাঁ'তেই হয়,
তা' ছাড়া আর কিছুতেই নয়,
ইষ্টত্ব বা গুরুত্ব
তাঁ'তেই একমাত্র নিহিত,—
আর কিছুতেই নয় ;

তাঁ'তে
নিষ্ঠানিবিষ্ট যা'রা
তা'দের ভিতরেও
তাঁ'রই স্রোতল কিরণ
বিচ্ছুরিত হ'য়ে
মহাপুরুষত্বে
বিনায়িত হ'য়ে থাকে ;
তাই, তিনি যখন আসেন—
সমস্ত পূজাই
তাঁ'তেই সিদ্ধ হ'য়ে থাকে—
নিবিষ্টতপা অনুধায়নার ভিতর দিয়ে,
শিষ্ট অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে,
ক্রমাগতির উর্জ্জনার ভিতর-দিয়ে,
উদ্দীপনার
বিচ্ছুরণী রশ্মির ভিতর-দিয়ে,
চরিত্রের
বিশাসিত
চাতুর্য্য-অধিগমনের ভিতর-দিয়ে,
সব যা' কিছুর
উচ্ছল নন্দনায় ;
সংহতি তাঁ'র স্বভাব,
তিনি একজন হ'য়েও
হৃদয়-রশ্মি
সবার ভিতর
বিকীর্ণ ক'রে দিয়ে থাকেন—
ভালমন্দ সবাইকেই,
অন্তর-আকৃতি যার যেমনতর
সে তেমনি ক'রেই
তা' গ্রহণ করে ;
ভাণ্ডার যা'র যেমনতর,
প্রবৃত্তি যা'র যেমনতর,

সে তাঁকে
তেমনি ক'রেই গ্রহণ করে
বা ত্যাগ ক'রে থাকে ;
পূর্ব্বতনদিগের গুরুত্ব
নিবিষ্ট নন্দনায়
তাঁতেই বিরাজ করে ;
পূর্ব্বতনদিগকে
যা'রা অস্বীকার করে—
তা'রা যদি তাঁকে স্বীকারও করে—
তা'ও
স্বীকার
স্বীকৃত হয় না,
নিষ্ঠাবিভোর
ঊর্জ্জনানন্দিত হ'য়ে
আনুগত্য ও কৃতি-সন্দীপনায়
প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্রোতল অভিযান
ক্ষীণসন্দীপী হ'য়েই চলে ;
তাই, তোমার ভাগ্যে যদি
এমনতর কেউ মেশে
সব স'য়ে
সব ব'য়ে
সব নিয়ে
যদি তাঁতে নিবিষ্ট হ'তে পার—
দয়ী বিভার
বিভূতি-বিভবে
তুমিও উৎসর্জ্জিত হ'য়ে উঠবে ;
আর, তিনিই
জগন্নাথের
নব কলেবর—

তা' তিনি বুঝুন
বা না-ই বুঝুন,
জানুন
বা না-ই জানুন,
তাঁ'র অন্তঃস্থ প্রীতিলেখাই
ব'লে দেয়—
ঐ তিনি,
যেমন তুমি—
তোমার ;

আর, ব্যতিক্রমদুষ্ট যদি হও—
ব্যতিক্রান্ত হয়ে
প্রবৃত্তির অতল গহ্বরে
নানাপ্রকার
খেয়ালদীপ্ত খামখেয়ালে

নিজের ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে
প্রবৃত্তির কলুষ দীপনাকে
সংগ্রহ ক'রে নিয়ে
তুমিই
তোমার সমাধি রচনা করবে ;

যদি পাও ভাগ্যে,—
তাঁ'র দৃষ্টিও
যদি তোমাতে লাগে,—

রাগদীপ্ত
অস্খলিত প্রীতিমান হ'য়ে
যদি তাঁকে ভালই বাসতে পার,—
সার্থক হবে তুমি,
আর, সার্থক হ'য়ে উঠবে
তোমার দুনিয়া—
সঞ্চারণার সুধী মন্ত্রে । ৯৭৪৯ ।
১৮।৬।১৯৬১, সকাল ৯-৩৪

যে যা'তে
যেমনতর নিষ্ঠাবান,
প্রীতি ও সেবাসন্দীপ্ত,
তা'র গতিও
তেমনতরই হ'য়ে থাকে—
গুণ ও আচার-ব্যবহার
যা'-কিছুকে নিয়ে—
অন্তঃস্থ উর্জ্জনার
ভজনদীপ্ত অভিসারে ;
আর, তা'
আবর্ত্তিতও হ'য়ে থাকে—
অনুধায়নী নিবিষ্টতার
শিষ্ট পরিচর্য্যাময়
দ্যোতন-বেদনার বোধবিন্যাসে—
সার্থক সঙ্গতিশীল
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যের
সমন্বয়ী অভিধা নিয়ে ;
কিন্তু ঐ নিবিষ্ট
ইষ্টনিষ্ঠা ছাড়া—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ ছাড়া—
শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্রোতল দীপনা ছাড়া—
কা'কেও
কোন গুণ বা জ্ঞানের
অধিকারী হ'তেই দেখা যায় না—
প্রবৃত্তির উদ্দাম আবেগযুক্ত
তৃষ্ণাতুর ভোগবিলাস ছাড়া । ৯৭৫০ ।
১৮।৬।১৯৬১, বেলা ১০-৫০

তুমি যা'ই হও
আর যেমনই হও,

ফল কথা—
তোমার দুনিয়ায়
ধৰ্ম্ম ছাড়া কিছু মান না—
বাস্তবভাবে,—
তা' ধৰ্ম্মের নামেই হোক
আর, অস্তিত্বের নামেই হোক,
কারণ, তুমি বাঁচতে চাও,
বাড়তেও চাও,
বেঁচে থেকে
বেড়ে ওঠাই হ'চ্ছে—
তোমার অন্তরের
আবেগ-উচ্ছল উৎসৰ্জ্জনা ;
কিন্তু একথা কি বোঝ না ?—
ঐ ধৰ্ম্ম
বিধিবিনায়নী উৎসৰ্জ্জনী
অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
মানুষের ধৃতিকে
অক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে
বা তুলতে চেষ্টা করে ?—
তা'
অস্তিত্বের নামেই হোক
আর ধৰ্ম্মের নামেই হোক ;
আর, ধৰ্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
ধৃতিপালিনী বিধায়না—
যা'র অবলম্বন
বাঁচাতেও সাহায্য করে,
সম্বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে,
তা' না হ'লে যে
কিছুতেই কিছু হয় না—
তা' কি তুমি বোঝ না ?
তা' বেশ বোঝ ;

না খেয়ে
না ঘুমিয়ে
না ক'রে যে
বাঁচা যায় না—
তুমি কি বলতে চাও
যে তা' তোমার ধারণায় নাই ?
আপদ্-বিপদে তুমি কি
আপদ্ হ'তে ত্রাণ পাওয়ার যেগুলি
তা' করতে বিরত থাক—
মাথায় যেমনভাবে যা' আসে ?
বোধবিজ্ঞ যদি না হও,—
অস্তিত্বরক্ষায়
এতটুকু আগ্রহশীল
দূরদৃষ্টিও যদি না থাকে,—
আর, দূরদৃষ্টি থেকেও
যদি তা'তে
নিষ্ঠানন্দনা না থাকে—
অস্খলিত উর্জ্জনায়,—
তাহ'লে ক্রমবর্দ্ধনায়
উচ্ছলিত হ'য়ে উঠবে কি করে
তোমার জীবন ?—
যে জীবনের সাথে
ঐ বিধির
ওতপ্রোত সম্বন্ধ ;
তা' না হ'লে যে বাঁচা যায় না—
তা' কি জান না ?
অসুখ হ'লে
ঔষধ খেতে হয়,
ঘুম পেলে
ঘুমাতে হয়,—
তা' কি বোঝ না ?

বাঁচতে হ'লে
বিধি মানতে হয়,
আচার-ব্যবহার মানতে হয়—
যে মানার ভিতর-দিয়ে
অস্তিত্ব
কুলপরম্পরায়
শিষ্ট সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
সবার সাথে
এ বোধগুলি থাকা উচিত,
আবার, বিধি মানেও
বি-ধা—
বিহিতভাবে যা' ধারণ করে ;
তুমি তো পশু নও,
জানোয়ারও নও,—
যদিও পশু বা জানোয়ারেরও
বাঁচার বোধ আছে ;
একটা পিঁপড়েকে যদি
লাঠি দিয়ে তাড়া করার ভয় দেখাও—
সেও দৌড়ায়
আত্মরক্ষার জন্য ;
এই আত্মা—
যা' মানুষের জীবন-সম্বেগ
বা জগতের জীবন-সম্বেগ—
তা' সংরক্ষিত করতে
যা' যেমনতরভাবে লাগে,
তা' না করলে কি
সত্তাকে সংরক্ষণ করা যায় ?
তা'কে কি উচ্ছল করা যায় ?
এটার মানে কী
বোঝ তো ?
ধর্ম্ম মানে কী—

সত্তা বা মানে কী—
আত্মা বা মানে কী—
প্রাণন-প্রদীপনার মানেই বা কী—
এগুলি কি তুমি বোঝ না ?
যদি না বুঝে থাক—
তোমার মত দূরদৃষ্ট
আর কে আছে ?
তুমি কি একটা
জানোয়ারেরও অধম নয় ?
জীব-জানোয়ারগুলি
কা'র পক্ষে কী জীবনীয়—
তা' কি বোঝে না ?
তোমার বিকার যদি
এতই অঢেল হ'য়ে থাকে,—
যা' তোমার জীবনীয় নয়
তা'তে লুব্ধ আবেশ নিয়ে
চলতে থাক,—
পালন-পাতিত্য
তোমার কি হয় না ?
তুমি কি
জীবনের প্রবঞ্চনা ক'রে যাচ্ছ না ?
কেন ?
তুমি যা' চাও—
তা' পেতে যা' করা লাগে
তা' করবে না,
অবৈধ উপায়ে যা' করণীয়
তা' করতে বরং রাজী,
সংরক্ষণার
সুসন্দীপনাসিদ্ধ
সংবোধনার যেগুলি—
বিধিবিনায়িত বৈশিষ্ট্যের

ধারণপালন-উৎসৃজ্জর্নার যেগুলি—
ক্বৃতি-সোহাগে
সেগুলিকে পরিপালন ক'রে চল না;
যা' পালন ক'রে না চলছ—
তা' সংরক্ষিতও হয় না,
তোমার জীবনকে
উদ্যোগশীল ক'রেও তোলে না ;
কেন জীবনকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তুলছ ?
তা'ই কর
যা'তে তোমার ভাল হয়—
অন্যের মন্দ না ক'রে ;
অন্যের মন্দ ক'রে
নিজের ভাল করাও তো
নিজের পরিবেশকে বিষাক্ত ক'রে তোলা,
যা'রা বাঁচতে চায়—
সে বিষাক্ত সন্দীপনা
কেন সহ্য করবে ?
তাই বলি—
তুমি চাও তো
কর, কর, কর :
আর, যদি না চাও—
না-চাওয়া যদি
না-করা নিয়ে আসে
তবে তা'ই পাবেই,
তোমার পরিচয়ও তেমনি—
যেমন পাওয়া উচিত
তা' পাবেও ;
তোমার পূর্ব্বর্তন ঋষিরা—
হাতে-কলমে ক'রে
জীবনীয় সঙ্গতিশীল

তাৎপর্য্যী অনুনয়নে
জীবনকে যাঁ'রা
সংগ্রথিত ক'রে তুলেছেন—
ইচ্ছা হয় তো,
তাঁ'দিগকে নমস্কার কর,
নতশিরে
তাঁ'দের অনুশাসনবাদ গ্রহণ কর,
কাজে ফলিয়ে তোল ;
ফলিয়ে তুলবে যত—
ফলও পাবে তেমনি,
শিষ্ট সম্বেদনায়
যা' ফলিয়ে তুলবে না—
সে ফলে
ফলবান ক'রে তুলবে
কে তোমাকে ? ৯৭৫১ ।
১৮।৬।১৯৬২, বিকাল ৪টা

স্ত্রীশিক্ষা—
কত সুন্দর,
কত হিতপ্রভ—
তা'র সাত্বত ধৃতি কিন্তু
গার্হস্থ্য-বিধায়নার
মর্ম্মে মর্ম্মে লেখা আছে ;
স্ত্রী—
মানুষের পরম ধাত্রী,
শিক্ষা যদি তা'দের
বাগ্‌বিলাসশীলা ক'রে না তোলে,
শিক্ষা যদি
উর্জ্জনাশীল তৎপরতায়
তা'দের উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
শিক্ষা যদি তা'দের

চারিত্রিক সম্পদ্‌কে
সুদৃঢ় ক'রে
ন্যায়বতী সুনিষ্ঠ ক'রে তোলে—
পরিচর্য্যী পরিমার্জ্জনার ভিতর-দিয়ে—
গৃহস্থের যা'-কিছু সম্বল
প্রতিপ্রত্যেকটিকে নিয়ে,—
তবে তো তা' সার্থক !

শিক্ষা যদি
গৃহস্থালীকে কেন্দ্র ক'রে
তা'র সদ্-বিনায়নে সংহত ক'রে
তা'কে সুদৃঢ় সত্তায়
সম্বর্দ্ধিত না ক'রে তোলে—
সে শিক্ষা কিন্তু
শিক্ষাই নয়কো ;

শিক্ষা—
স্ত্রীবৈশিষ্ট্যকে
নিষ্ঠাসম্বুদ্ধ ক'রে
স্বীয় তাৎপর্য্যে সুসংহত ক'রে
ধৃতিবিনায়নী যদি না হ'য়ে ওঠে—
সে শিক্ষা কি
শুভের আগমনী ?

তাই বলি,
স্ত্রীশিক্ষা অতি সুন্দর !—
কিন্তু সে শিক্ষা যদি
গৃহস্থালীকে কেন্দ্র ক'রে
পরিস্ফুট হ'য়ে না ওঠে—
তা' সংহতির সর্ব্বনাশ করেই,—
তা' শরীরে, মনে, ধৃতি-ঊর্জ্জনায় ;

সমস্ত দেশের
আনাচে-কানাচে
প্রতিটি কোষকে বিষাক্ত ক'রে

ঐ সৰ্ব্বনাশের দিকে
এগিয়ে নিয়ে যায় ;
স্ত্রী কিন্তু ধাত্রী,
যিনি ধাত্রী—
তাঁকে যদি শিক্ষাদীক্ষায়
ধৃতিশীল ক'রে না তোল,—
ধৃতিবিদ্যায়
সংহত ক'রে না তোল,—
স্বাস্থ্যে-সম্পদে
আলাপে-পরিচর্য্যায়—
সব দিক দিয়ে,—
সে শিক্ষার সার্থকতা—
কতখানি ! কেমন !
বাস্তব উর্জ্জনী তৎপরতায়
তা'কে যদি বিনায়িত ক'রে
সুব্যবস্থ ক'রে না তোল—
তা' কি সার্থক হ'য়ে উঠবে ?
আমি বলি—
প্রত্যেকটি স্ত্রীকে
খুঁটিয়ে
গৃহস্থালীতে
তা'দের ধাত্রী ক'রে তোল,—
ধৃতির অভয়দীপালী ক'রে
প্রতিটি গৃহে-গৃহে
তা'দের সংস্থাপিত ক'রে তোল ;
ইষ্টনিষ্ঠ নিবিষ্টতার
অনুগতি নিয়ে,
স্বামিকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যের
শুভ নন্দনায়,
পরিচর্য্যী পরিবেশনে
প্রতিপ্রত্যেকে যদি

সুসম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
সব দিক দিয়ে
চরিত্রে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে,
এমন-কি
অসৎ-বিরোধী তৎপরতায়—
তবে তো মেয়েরা
জগদ্ধাত্রী হ'য়ে উঠবে !
আপদের
পরম দুর্গ হ'য়ে উঠবে !
ভয়ে
বরাভয়দায়িণী হ'য়ে উঠবে !
দশপ্রহরণধারিণী হ'য়ে
সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করবে
তবে তো !
স্ত্রীশিক্ষা অতি শুভ,
স্ত্রীশিক্ষায়
যদি তোমার আগ্রহ থাকে—
তা'দিগের স্বভাব
সুন্দর ক'রে
ভরসায় সন্দীপ্ত ক'রে
বিজ্ঞ চক্ষুকে বিস্ফারিত ক'রে
আপদ্-উদ্ধারিণী ক'রে
আপদ্-মোচন-তৎপরতায়
তা'দিগকে
সুদৃঢ় ক'রে তোল ;
তা'রা
সত্তার স্বস্তিবাদ গেয়ে উঠুক,
আর, তুমি
তারস্বরে গেয়ে ওঠ—
ভক্তিগদ্গদ্কণ্ঠে—
"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥'
মা!
তোমাকে এমনতর ক'রে
আবার কবে দেখব? ৯৭৫২।
১৮।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-৩০

শোধন-সন্দীপনা যদি
তোমার অন্তরে
নিবিষ্ট জাগরণেই জাগ্রত থাকে—
তুমি ইষ্টনিষ্ঠায়
নন্দিত হবেই কি হবে;
সমস্ত দুরত্যয় যা'-কিছু
সেগুলিকে নিরোধ ক'রে—
মান-অপমান-ভৎর্সনা—
তাড়ন-পীড়ন—
যা' কিছুই আসুক না কেন,—
অন্তঃকরণের
যা' কিছু সম্পদ্ দিয়ে
সেগুলি নিরোধ ক'রে
উদ্দাম উৎসাহে
নিষ্ঠানিবেশী অন্তঃকরণে
বিধি-বিনায়নী যা' কিছু কর্ম্ম
তা' করতে
একটুও দ্বিধাবোধ হবে না;

ভ্রান্তির দোহাই দিয়ে
তুমি স্থির থাকতে পারবে না,
পরাক্রমী উর্জ্জনা—
উৎসুক নন্দিত নন্দনা—
ক্রমেই আরোর পথে
চলবেই কি চলবে ;
থাকবে না কোন প্রশ্ন,
থাকবে না কোন দ্বিধা,
থাকবে না
পারা কি না-পারার দ্বন্দ্ব—
তা' অন্তরেই হোক,
আর বাইরেই হোক ;
তোমার অন্তঃস্থ
যে চাহিদা আছে—
পারগতায় সার্থকতা লাভ করতে
দুন্দুভির খর নিনাদে
সেটা গর্জ্জে উঠবে ;
অন্তঃকরণে
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
সেগুলি বিনায়িত ক'রে
অনুশীলন-তাৎপর্য্যে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
সার্থক সন্দীপ্ত হ'য়ে
পারগতার
দীপালী আলো হ'য়ে উঠবে তুমি,—
অভয়-আলিঙ্গনে
ভয় ও সন্দেহকে নিরস্ত ক'রে ;
অনুকম্পী প্রীতি-উদ্দীপনা
তোমাকে দরদী ক'রে
সব কিছুতে নিবিষ্ট ক'রে
শুভ তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে মূর্ত্ত ক'রে তুলবে,

আশান্বিত ক'রে তুলবে,
বিভবান্বিত ক'রে তুলবে,
তোমার চলনই হবে
উর্জ্জনাশীল ;

একনিষ্ঠ অন্তঃকরণে
আরো-আরোর পথে চ'লে
সার্থকতাকে কুড়িয়ে নেওয়াই
হবে তোমার—
অন্তর্নিবেশী তাৎপর্য্য ;

পরিবেশ
উল্লাস-নন্দনায়
তোমার পরিচর্য্যায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
তোমাকে
প্রীতি-আলিঙ্গনে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে—
সাহায্যে
সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে ;

ব্যক্তিত্বের এই বিভব-বিভূতি
তোমাকে তো
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবেই,
তা' ছাড়া—
পরিবেশের প্রত্যেককে
অন্ততঃ ইচ্ছুক যা'রা তা'দিগকে
ঐ উর্জ্জী দীপনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে
নন্দনার স্ফীত তাৎপর্য্যে
অনুশীলন-তৎপর ক'রে
তা'দিগকে
সার্থকতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে,
তাহ'লেই হবে—

তোমার অন্তরের
হ্লাদন-নন্দনা ;
ঐ নিষ্ঠা
ঐ আনুগত্য
ঐ কৃতিসম্বেগ
ঐ শ্রমসুখপ্রিয়তা
তোমা হ'তে বিকীর্ণ হ'য়ে
পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর
সংক্রামিত হ'য়ে
তা'দিগকে
পরম উৎসব-নন্দনায়
উৎসারিত ক'রে
ধীমান-দ্যোতনায়
তোমাকে আবাহন করবে ;
সুখী হবে তুমি,
সুখী হবে তা'রা,
আর, ঐ শিক্ষাপ্রবুদ্ধ অনুনয়ন
সবাইকে
কৃতিমান ক'রে তুলবে—
ঐ দ্যোতনাশীল তাৎপর্য্যে ;
অকাট্য আগ্রহই যদি থাকে—
কৃতিসম্বেগ
আরতি নিয়ে
তোমার উদ্বর্দ্ধনাকেই যদি
শুভসন্দীপ্ত ক'রে তুলে থাকে—
ভেবো না তুমি,
কর,
আর, ক'রেই চল ;
আলিঙ্গন-উৎসারিত অন্তঃকরণে
তোমার অস্তিত্বই
সুঠাম সঙ্গীতে গেয়ে উঠুক—

সবারই অন্তঃকরণে
হর্ষনন্দনা জাগিয়ে—
ভয় নেই,
তুমিও পারবে,—
পারবে,—
তুমিও পারবে। ৯৭৫৩।
১৮।৬।১৯৬১, রাত ৭-২৫

উদ্দাম কৃতি-কামনা
তোমাকে উদ্যত ক'রে তুলুক,
কামলোলুপ হ'য়ে যেও না—
যে কামকে
প্রবৃত্তি বলে,
রিপু ব'লে থাকে সবাই ;
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য
যা'ই থাকুক না—
তা'র কোনটাই যেন তোমাকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে না তুলতে পারে,—
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে না তুলতে পারে—
লোলুপতায় দুর্ব্বল ক'রে ;
অন্তঃকরণের শুভ ঊর্জ্জনা—
যা'
নিষ্ঠানন্দনার দ্যোতনবিভায়
আন্দোলিত হ'য়ে চলছিল
কামপ্রবৃত্তির ঐ তামস তাড়না
যেন তা'কে
নিভিয়ে দিতে না পারে ;
অন্তঃস্থ
নিবিষ্ট আবেশই হোক—
তোমার ইষ্টনিষ্ঠা,

আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল উর্জ্জনা,
আর, সেগুলি
অনুশীলনদীপ্ত ক'রে
শীলসন্দীপ্ত ক'রে তুলো—
বাস্তব তাৎপর্য্যে ;

যা'-কিছু কর,
যা'-কিছু ভাব,
যেমনতর চলনেই চল না কেন,—
ঐ ইষ্টার্থের সঙ্গে
সমস্ত মিলিয়ে
সমতায় স্থির থেকে
কৃতি-সার্থকতায়
তুমি চলতে থাক ;

এমনি ক'রেই
বিভবের স্রোতল ধারা
তোমাতে
আবির্ভূত হ'য়ে উঠুক,
আর, বিভবকে
তাঁ'রই বিভূতি ক'রে তোল,—
যে হওয়া
তোমাকে
অমনতর ভূমিতে
নিয়োজিত ক'রে তুলেছে—
তা'রই হওন তাৎপর্য্যে ;

তোমার জীবনটা
প্রতি মুহূর্ত্তে
একটা উৎসব হ'য়ে উঠুক—
উৎসর্জ্জনার
আনন্দঘন
কৃতি-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে,

আর, ঐ কৃতি-আলোকই
সবার ভিতর
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে উঠুক,
তোমারই
শিষ্ট নিবেদিত অন্তঃকরণের অনুকম্পায়
অনুকম্পিত হ'য়ে উঠুক;
আনন্দের উন্মত্ত আতিশয্যে
তোমার পরিস্থিতির সবাই
গেয়ে উঠুক—
'জয় জগদীশ্বর!'
কৃতিযাগবিভোর অন্তঃকরণে। ৯৭৫৪।
১৮।৬।১৯৬১, রাত ৭-৩৭

ইষ্টনিষ্ঠ—
ধৃতিমান—
কৃতিতাপস!
তোমার তপ-উর্জ্জনা
প্রত্যেককে
প্রতিপ্রত্যেককে
আনন্দতপা ক'রে তুলুক—
কৃতি-উৎসর্জ্জনায়,
তোমার অন্তরের দীপক সুর
গেয়ে উঠুক—
'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।'॥
'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥'

আর, স্বস্তির শুভ নন্দনায়
আনন্দদ্যুতিতে
নেচে উঠুক সবাই—
অবিশ্রান্ত স্রোতল চলনে,
যা'র ভিতর
প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে—
অনুশীলন, ত্বারিত্য,
আর সমাধানী তৎপরতা ;
বিভুবিভব এমনি ক'রেই
তোমার অন্তরে
নেমে আসুক,
আর, বিভূতি তোমাকে
এমনতর সুধাসন্দীপ্ত ক'রে তুলুক—
যা'র ফলে,
অমরতার সজাগ আহরণ
সবার ভিতরে
ক্রমেই
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে ;
বিভু-আশীর্ব্বাদ
স্বস্তি-স্বস্তি সুরে
শান্তি-উৎসারণায়
বিপুল কৃতি-নন্দনায়
দুনিয়াটাকে
আপ্যায়িত ক'রে তুলুক,
আর, সে আপ্যায়না
সকলের অন্তরে বিদ্ধ হ'য়ে
সবাইকে
কৃতিদীপ্ত স্ফীতি-স্ফোটনায়
শিষ্ট সংবেদনায়
কৃতিমান
ধীমান ক'রে তুলুক ;

বিধি মানেই হ'চ্ছে—
যে বিহিতরূপে ধারণ করে,
আর, আচরণ মানে
সম্যক্‌ভাবে চলন,
ঐ বিধি-বিনায়িত সম্যক্ চলন
ঐতিহ্যের আহুতি নিয়ে
জীবনীয় প্রথার
প্রদীপ্ত সংবেদনায়
সবাইকে
সাত্বত শ্রীমান ক'রে তুলুক । ৯৭৫৫ ।
১৮।৬।১৯৬১, রাত ৭-৪৫

সত্তার প্রকৃতি
স্বভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ স্বভাবই
নিজেকে হইয়ে করিয়ে তোলে,
এই হইয়ে তোলার ব্যাপার হ'তেই
যা'-কিছু হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু তা'র অন্তরে নিহিত থাকে—
ঐ সাত্ত্বিক সম্বেগ,
ঐ ধারণপালনী সম্বেগ ;
এই সত্তাকে
নিবিষ্ট নিয়মনায়
আরোতে উদ্দীপ্ত হ'তে হ'লেই
ঐ নিজ প্রকৃতিতেই
আরব্ধ হ'তে হবে,
আরব্ধ হ'য়ে
আরোতে পর্য্যবসিত হ'তে হবে,
এমনি ক'রেই
হওয়ায় হ'য়ে চলেছে—
ভর দুনিয়াটা ;

যদি সত্তায়
প্রকৃতি না থাকত—
তবে স্বভাবেরও
কোন প্রয়োজন ছিল না,
আর স্ব-এর ভাবই
স্ব-কে
নানারকমে
পর্য্যবসিত ক'রে তুলেছে ;

স্ব-এর ভাব যেখানে
সাত্বত নন্দনা-মণ্ডিত,—
সেখানে তা'
সার্থক শীলসম্পদের
সৃষ্টি ক'রে থাকে ;

তা' যেখানে নয়—
তদনুগ যেমনতর
সৃষ্টি হওয়া উচিত,
তাইই হ'য়ে থাকে ;

আর, ঐ হওয়াই
সেই সত্তাকে
নানারকমে পরিপ্লাবিত ক'রে
এক হ'তে বহুতে
পর্য্যবসিত হয়েছে ;

সত্তা—
চিরদিনই স্থাস্নু,
প্রকৃতি—
চিরদিনই চরিষ্ণু ;
কিন্তু সত্তারই প্রকৃতি,
তিনি স্থির থেকেও
তাঁর প্রকৃতির উৎসারণী তাৎপর্য্যে
বহুতে পর্য্যবসিত হ'য়ে
বহু রকমারি রকমে

নিজেকে বিনায়িত ক'রে
উধাও উদ্দীপনায়
অনন্তের দিকে চলৎশীল ;
এই চলৎশীলতা—
ঐ চর যিনি
ঐ প্রকৃতি যিনি—
তাঁকেই কিন্তু আশ্রয় ক'রে ;
আর, প্রকৃতিতেই
থাকেন তিনি নিবিষ্ট ;
এই নিবিষ্ট প্রকৃতিই
উপযুক্ততা-অনুসারে
যেখানে যেমন বিহিত—
তেমনিভাবেই
হ'য়ে থাকেন
ও বর্দ্ধিত হ'তে থাকেন ;
এই হওয়াই
বর্দ্ধনায় বিভূষিত হ'য়ে
বিরাট বিভবের সৃষ্টি ক'রে
চ'লে থাকে ;
তুমি তাঁতে নিবিষ্ট হও,
ঐ তাঁ'রই প্রকৃতি
তোমাকে সাহায্য করবে—
তাঁতে সংহত হ'তে ;
তুমি স্বচ্ছ হ'য়ে উঠবে,
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
অমৃত-প্রসারিণী হ'য়ে ;
প্রসাধন হবে তোমার—
বিধিবিনায়িত জীবনীয় তাৎপর্য্যে
তাঁকে
বিহিত সম্বর্দ্ধনায়

উদ্দীপ্ত ক'রে
সম্বন্ধ ক'রে
শম্ভুত্বে
সন্দীপিত হ'য়ে ওঠা,
এই শম্ভুকেই তো আমরা
শিব ব'লে থাকি,
আর, শিব তো স্বয়ম্ভূ—
এই ব'লেই জানি ;
আর, স্বয়ম্ভূ তিনি—
যিনি স্বতঃ-সন্দীপনায়
শুভ তৎপরতায়
নিজে নিজেই গজিয়ে ওঠেন—
তাঁ'রই অন্তঃস্থ
প্রকৃতির পরিচর্য্যায় ;
আর, তা'ই তো আমাদের কাছে
শিব-দুর্গা—
পিতামাতা,
শিব—
বিশ্বপিতা,
দুর্গা—
জগজ্জননী । ৯৭৫৬ ।
১৮।৬।১৯৬১, রাত ৮-৩

দূরদৃষ্টের
দুরপনেয় বিকার
সৃষ্টি করেছি আমরা—
আমাদের
স্বার্থলোলুপ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
স্বার্থলোলুপ মানে—
নিজেরই তৃপ্তি চাই,
অন্যের কিছু চাই না,—

তা'দের তৃপ্তি হোক
বা না হোক ;
তা'র মানেই কী হ'ল ?—
আমি যতই যা' করি না কেন—
আমি আমাকেই
বঞ্চিত করলাম,
পরিবেশের
পরিচ্ছন্ন
প্রদীপ্ত রাগদীপনী যেগুলি—
তা' আমি বা আমরাই
বন্ধ ক'রে দিলাম,
তমসার সন্তপ্ত সম্বেগ
আমাকে ঘিরে ধরল ;
আর কী ক'রল ?—
পরিবেশকেও
বিষাক্ত ক'রে তুলতে লাগল—
আত্মপ্রবণ বিনায়নের
ব্যর্থ পরিক্রমায় ;
আমি বা আমরা
সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠতে পারলাম না,
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারলাম না,
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠতে পারলাম না,
সংহারের
সাবলীল তৃষ্ণা
আমাদের জেগে ব'সল—
যাদুমন্ত্রের মতন,
আমরা বিহ্বল হ'য়ে উঠলাম,
সেইদিকেই চলতে লাগলাম,
ভাবি—
ঐ বুঝি পথ,

ইষ্টার্থ-পরিবেদনা যা'
তা' ভুলে গেলাম,
ধরতে লাগলাম—
পরপদলেহিতা,
যা'র ফলে—
নিজেদের উদ্বর্দ্ধনী সম্বেগ
ব্যাহত হ'য়ে উঠল—
বিষম ব্যতিক্রমের ভিতর-দিয়ে ;
নিজের তো ভাল হ'লই না,
অন্যেরও হ'ল না,
অন্যের রোষবুদ্ধি
আমাদিগকে
ধ্বান্ত-ক্লান্ত ক'রে
অবসন্ন ক'রে তুলতে লাগল,
সংহৃতির
কোটরাগত কূট-চক্ষু
আমাদের দিকে তাকাতে লাগল—
একটা লোলিহান আবেগ নিয়ে ;
ভীত হ'লাম,
কেঁপে উঠলাম,
তামস-দীপ্তি
আমাদের চক্ষুকে
আবৃত ক'রে তুলল,
চলতে পারলাম না,
প'ড়ে
হাবুডুবু খেতে লাগলাম ;
তখন বললাম—
'ধ'রে তোল,
কে আছ কোথায় ?'
ওষ্ঠাগত অন্তরে
আগ্রহশীল অপেক্ষায়

অন্তরের আর্ত্তনাদের সাথে
ব'লতে লাগলাম—
'ধ'রে তোল,
কে আছ কোথায় ?'

সত্তার
আত্মসন্দীপনা
বিস্ফোরণ-উদ্যমে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠল ;
'আয় আয়' ধ্বনি
আমাদিগকে
আশানন্দনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলল ;
তখন ক্রন্দন-শ্রুতিতে
বিহ্বল অন্তঃকরণে
আর্ত্ত হ'য়ে বললাম—
'তুমি এস,
তুমি ধর,
এবার বাঁচাও,
আমি আর ঐ পথে যাব না' ;
হয়তো বেঁচেও গেলাম,
কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত
ইষ্টনিষ্ঠায় নিবিষ্ট হ'য়ে
তাঁরই আরতি নিয়ে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
বিধিবিনায়নী তাৎপর্য্যে
উদাত্ত স্বরে
কর্ম্মের ভিতর দিয়ে
প্রাণের ভিতর দিয়ে
দৃষ্টির ভিতর দিয়ে
'তুমি তুমি' ব'লে
অজচ্ছল উদ্দীপনায়

উন্দীপ্ত হ'য়ে না উঠলাম,—
রেহাই তখনও পেলাম না ;
মান-অপমান-ভৎ'সনা-তাড়ন-পীড়ন—
যা' কিছু আসুক—
সমস্ত স'য়ে
তাঁ'রই অনুগ্রহ-সন্দীপনায় যখন
সজাগদীপ্ত কৃতিমুখর
উর্জ্জনা নিয়ে
চলতে লাগলাম—
হঠাৎ তাকিয়ে দেখি,
সেই তামস সন্দীপনা
কোথায় চ'লে গেছে,
উষার মত
আলোক
আমাকে নন্দিত ক'রে চলেছে ;
পোড়া বুকে
ক্রমশঃ তৃপ্তি ফিরে এল,
ভাবতে পারলাম—
আমি মানুষ,
আমি তোমারই । ৯৭৫৭ ।
১৮।৬।১৯৬১, রাত ৮-১৮

আমরা পারি না—
তা' কেন ?
যখন দেখছ—
ভাল কিছু পার না,
মন্দটাই পার,
মন্দ কিছুতে
তোমাকে
উদ্বুদ্ধ করতে হ'চ্ছে না,
কিন্তু লোভের ছিটেফোঁটাতেই

মন্দ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছে,—
তুমি বুঝে নিও—
তুমি মন্দেরই অভিযাত্রী ;

আবার, যখন দেখছ—
ক্যোন ভালতে প্রবৃত্তি হয়,
কোন মন্দতেও প্রবৃত্তি হয়,
কিন্তু আয়ত্তীকরণের শক্তি
তোমার নেই,
তখনই বুঝে নিও—
তোমার সাম্য-বিভূতি
ভঙ্গুর হ'য়ে গেছে,
প্রবৃত্তিই তোমার নায়ক ;

আর, প্রবৃত্তি যখন
নায়ক হ'য়ে উঠেছে
তোমার ভিতরে,
তখনই তা'র
তাৎপর্য্যগুলিও নিয়ে এসেছে—
মান-অপমান-অহঙ্কার-অশ্রদ্ধা
ইত্যাদি যা'ই বল,
কুপ্রবৃত্তি-কুৎসিত অনুচলন—
যা'ই বল না কেন ;

আর, যখন তোমার
ভালতেও মন আছে,
মন্দতেও মন আছে,—
সব ভালই তোমার ভাল লাগে না,
সব মন্দও তোমার মন্দ লাগে না,
কিন্তু তোমার খানিকটা
আয়ত্তীকরণ শক্তি আছে,
প্রবৃত্তি তোমাকে
একচেটিয়া ক'রে ফেলে নি,
তখনই বুঝো—

তোমার অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ
তুমি কিছুটা সাম্যে আছ ;
আর, যখন ভাল ছাড়া
আর কিছু ভাল লাগে না,—
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের অধিকারী হ'য়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার
কৃতিধ্বজী হ'য়ে উঠছ ;
ব্যতিক্রম কী—
তা' যদি বুঝে থাক,—
তোমাকে
আর কেউ ঠেকাতে পারবে না,
উঠবেই—
মানই বল,
অপমানই বল,
ভৎ'সনাই বল,
অশ্রদ্ধাই বল,—
যা' তোমাকে ব্যাহত ক'রে তোলে—
তা' অতিক্রম ক'রে ;
দেখবে,
তোমার নিষ্ঠানিবিষ্টতা
প্রতি মুহূর্ত্তেই
কেমনতর উদ্দীপনা নিয়ে
সেই দিকেই ঢ'লে পড়বে ;
তুমি জান বা না-জান
ব'লে উঠবে—
'দুনিয়ার ধারণপালনী সম্বেগ !
তুমি কোথায় আছ ?
দেখা দাও,
আমার কাছে এস,
আমাকে সন্দীপ্ত ক'রে তোল,

আমার কৃতিকে
জাগ্রত ক'রে তোল,
আমি যেন তোমাকে
বিস্ফারিত ক'রে দেখতে পারি' ;
দুর্দ্দশার
ভয়বিহ্বল চক্ষু
আর তোমার থাকবে না,
ক্রমে ক্রমেই
সব দশাকেই
সুদশাতে
পর্য্যবসিত ক'রে তুলতে পারবে ;
অদূরেই দেখ,
আশাদেবী
স্মিত সন্দীপনায়
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে—
বরাভয় নিয়ে । ৯৭৫৮ ।
১৮।৬।১৯৬১, রাত ৮-৩৮

পিতামাতা তো
বাস্তব মূর্ত্তি,
এমন-কি—
পিতামাতার স্মৃতিকেও
যদি কেউ
অবজ্ঞা বা অপমান করে—
তা'কে কি কেউ
সহ্য করতে পারে ?
যা'র যেমন শক্তি
তেমনতরভাবেই
তা'কে প্রতিবাদ ক'রে থাকে,
আর, তা' যতখানি
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয়—

তা'ই করাই ভাল;
কিন্তু তা'কে যা'রা প্রশ্রয় দেয়,
ঐ অবজ্ঞাকে সমর্থন করে হয়তো—
তা'দের মর্ম্মগহ্বর
ঊর্জ্জনাবিহীন,
কেমনতর অপসৌষ্ঠব-সংহতিতে
তা' বিনায়িত—
তা' ভাবতেও পারা যায় না,
বলতেও
কথা তিক্ত হ'য়ে ওঠে;
পিতামাতা
বহু হ'তে পারে,
কিন্তু পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব
সবারই এক,
তা'তে যা'রা উদাসীন থাকে—
ঐ অপদস্থীকরণ
অসূয়া নিয়ে
অসূয়াতেই
নিজত্বকেই কি অপমানিত করে না?
বিকৃত ব্যাহত ব্যক্তিত্ব
তা'তে কি
কলঙ্কলিপ্ত হ'য়ে ওঠে না?
আর, যাঁ'রা তোমার উৎসের
প্রত্যক্ষ দেবদেবী—
রাগদীপ্ত শ্রদ্ধায়
যদি তাঁ'দিগেতে
নিবন্ধ না থাক—
সেটা কি তোমার পক্ষে
জাতির পক্ষে
ব্যতিক্রমের
বিশাল

বিষপ্রয়োগ নয় ?

আর, ঐ হ'চ্ছে—
তোমার পরিবার, সমাজ, দেশ ইত্যাদির
ক্রমদীপ্ত শ্রদ্ধাসূত্র ;
যে বিশাল উর্জ্জনা
অন্তঃস্থ হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
খাড়া ক'রে রেখেছে—
তা'কে অবহেলিত ক'রে
সে-অবদলন সহ্য ক'রে
তুমি যদি
তা'র তর্পণ করতে যাও,—
সে তর্পণ কিন্তু ব্যর্থ,
তাতে সোহাগ নাই,
সন্দীপনা নাই,
সন্তৃপ্তি নাই ;
পিতামাতার স্মৃতি
যা'র কাছে অবদলিত,—
ঈশ্বরের ঐশী দীপনা
তা'র কাছে তমসাবৃত । ৯৭৫৯ ।
১৯।৬।১৯৬১, বিকাল ৫টা

ভাবের উন্মাদনাই
মানুষের অন্তরকে
ভাব-উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
ভাব মানেই হ'চ্ছে —
হওয়ার আবেগ ;
তুমি যে ভাবকে
যেমনতর ভাবে
তোমার অন্তরে
সংস্থ ক'রে রাখবে—

অন্তঃস্থ সেই ভাবই
তোমার প্রবৃত্তিকে
তেমনতর উস্‌কে দিয়ে
তা'ই করাবে ;
করতে হ'লে চাই—
ভাব-উন্মাদনা,
সেই ভাব-উন্মাদনাই হ'চ্ছে
করার আবেগ ;
এই ভাবকে রাখতে হ'লে
ভাবেতে যদি
শিষ্ট নিষ্ঠা না থাকে,
দক্ষ উদ্দীপনা না থাকে,
আবেগভরা অনুবেদনা না থাকে,—
সে ভাব
কৃতিকে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
করার আবেগকে
সংবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে না ;
করার ভিতর দিয়েই
মানুষ হয়,
তুমি যেমনতর যা' হ'তে চাও
তেমনতর তা'তে
ভাবী হ'য়ে চল,
করার যে ফল—
সেই ফলই
সুরভিত হ'য়ে উঠে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
কৃতি-অনুপাতিক তাৎপর্য্যে ;
ভালই চাও যদি,—
শিষ্ট সুষ্ঠু ভাবমুখী হ'য়ে চল,
আর, করও তেমনি

অনুশীলনী উৎসর্জ্জনায়। ৯৭৬০।
১৯।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-১৫

ধ্যান মানে কিন্তু
ভাব-অনুগত চিন্তন,
ভাল চিন্তায়ও
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
চিন্তা করতে হয়,
মন্দতেও কিন্তু তা'ই ;
চিন্তায়
ভাব যেমনতর
পরিপুষ্ট হ'য়ে ওঠে—
সুদীপ্ত আগ্রহ-অনুকম্পায়
করার আবেগ তেমনি
উদ্দীপ্ত উৎসর্জ্জনায়
জেগে ওঠে,
ঐ জেগে ওঠাটাই
কর্ম্মকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে—
কারো অর্দ্ধেক,
কারো বা তিনপোয়া ক'রে—
ক্রমনিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে ;
তা'র অন্তঃস্থ ভাবদীপনাও
অমনতরই,
তাই, নিষ্পাদনও
তেমনতরই হ'য়ে ওঠে ;
ভাবের অভিদীপক যিনি,
তাঁতে নিষ্ঠা রাখ,—
অনুরাগ-অনুগতি
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
সঙ্গে সঙ্গে

শ্রমপ্রিয়তাকেও
যেন তাচ্ছিল্য ক'রো না ;
এমনতর রকমে
ভাল কর তো
ভালই হবে,
আবার, মন্দ করলে—
তা'ও তেমনি
তামসদ্যুতি নিয়ে
অমনতরভাবে
উৎক্ষিপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
হওয়ার আবেগে
করা আসে,
আর, করার নিষ্পাদনই হয়—
পাওয়াতে ;
তাই, সুনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে
কর—
নিষ্ঠানন্দিত অনুপ্রাণনা নিয়ে
অনুশীলন-তাৎপর্য্যে,
নিষ্পাদন ক'রে
তুমি কৃতী হ'য়ে ওঠ । ৯৭৬১ ।
১১।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-২০

সুস্থ অনুচলন
সুস্থ থাকাকেই
সাহায্য করে,
শিষ্ট অনুনয়নী
সুষ্ঠু চলন
বিধিবিনায়িত আচরণে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে—
কি অন্তর

কি বাহিরকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে ;
এই সৌষ্ঠব-নন্দনা যার অভঙ্গুর—
অস্খলিত নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
তা'র ভিতর
শ্রমসুখস্রোতা হ'য়েই
চলতে থাকে ;
বিভূতি তখন থেকেই
আসতে থাকে—
সঙ্গে সঙ্গে বিভবকে নিয়ে ;
বিভূতিই বল,
আর বিভবই বল—
নিষ্ঠানন্দিত অনুনয়নে
হওয়ার আবেগই তা'র
মৌলিক তত্ত্ব,
আর, এই হওয়ার আবেগ আসে—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সাথে
শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে ;
যদি সার্থকতা লাভ করতে চাও—
ইষ্টনিষ্ঠ হও,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগকে নিয়ে—
শ্রমসুখ তাৎপর্য্যের
স্রোতল চলনে ;
শুভ সন্দীপনা
অনেক আপদকে অতিক্রম ক'রে
তোমার সত্তাকে
শুভদেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলবে—
বিভববিনন্দিত
যশোদীপ্ত

সমীচীন আবর্ত্তনায়—
সুক্রিয় তাৎপর্য্যে। ৯৭৬২।
১৯।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৫৫

মস্তিষ্ক ও মনের বিকার—
যা' সত্তাকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,—
তা' করতেই পারে না কেউ,
যা' পারে না
তা' সে করে—
বিক্ষোভবিদগ্ধ হ'য়ে
ভাববিকৃতির বিভ্রান্ত আচারে;
তা'র মানেই—
তা'র জীবনদাঁড়া
অক্ষুব্ধ হ'য়ে নেইকো,
সে নিষ্ঠানন্দিত নয়কো,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
তা'র নিষ্ঠাকে
পরিচর্য্যা করতে চায় না,
শ্রমসুখপ্রিয়তার আনন্দ
তা'তে নেই;
তামসগতি
তা'কে
সংক্ষুব্ধ করবেই কি ক'রবে। ৯৭৬৩।
১৯।৬।১৯৬১, রাত ৭টা

অস্তিত্বের দাঁড়াই হ'চ্ছে—
স্বস্তি,
স্বস্তির দাঁড়াই হ'চ্ছে—
অস্খলিত নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,

যা' শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে থাকে—
জীবনের
শুভ সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে ;
আচার-ব্যবহার, চালচলন—
যা'-কিছু সবের ভিতর
একটা সামঞ্জস্য আছে,
স্খলনক্ষিপ্ত নয়কো কেউ,
এই সামঞ্জস্য যা'র আছে—
অন্তঃস্থ স্বস্তিও তা'র
হাস্যময়ী হ'য়ে চলে । ৯৭৬৪ ।
১৯।৬।১৯৬১, রাত ৭-৫

যা'তে
যেমন তোমার প্রীতি—
ভাবসন্দীপনাও
তা'তে তোমার
তেমনি হ'য়ে ওঠে,
সেই সন্দীপনা
কোথাও ভালতে,
কোথাও বা মন্দতে ;
তাই, চলতি কথায়
মানুষ ব'লে থাকে—
যেমন ভাব
তেমনি লাভ ;
নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে
শিষ্ট অনুবেদনায়
সবার অসমতাকে নিরোধ ক'রে
সাম্যে সমঞ্জস হও,—
প্রতিটি বস্তুর
অন্তর-বাহিরে যা'-কিছু আছে

দেখে-শুনে-বুঝে
বিজ্ঞ ধী নিয়ে ;
সেগুলির সার্থক নিয়ন্ত্রণ
তোমার জীবন-দ্যোতনাকে
উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলবে ;
ঐ উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনী
সুক্রিয় তৎপরতায়
সবাইকে
সংবুদ্ধ ক'রে তোল ;
যেমন সুখী হবে তুমি,
তেমনি সুখী হবে অন্যে। ৯৭৬৫।
১৯।৬।১৯৬১, রাত ৭-১০

'জন' মানেই—
জন্মগ্রহণ করা,
আর, জন্মগ্রহণ করতে হ'লেই—
জন্মদাতার প্রয়োজন,
এবং ধাত্রীর প্রয়োজন ;
এই দাতা ও ধাত্রী—
প্রত্যেকেই মা-বাপ,
তা'দের ভিতর-দিয়েই
শরীর সংগঠিত হ'য়ে থাকে—
সাত্বত বিধান নিয়ে ;
এই দাতা ও ধাত্রীর ভিতর
নিষ্ঠানিবেশ,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,
আর শ্রমদীপ্ত ঊর্জ্জনী সুর—
যেখানে যত
শুভসন্দীপনায় চলৎশীল,
যা'র জন্ম হয়েছে—
তা'র প্রকৃতিও

তেমনতরই হ'য়ে থাকে,
তাই, সেই পরাৎপর হ'তে
প্রতিটি কীটের পর্য্যন্ত—
এদের আশ্রয় ক'রেই
উদ্ভব হয় ;
আবার, এই আশ্রয়
যত বিক্ষেপদুষ্ট হ'য়ে ওঠে—
ভয়ও তেমনতরই
আক্রমণ ক'রে থাকে ;
অক্ষর যা'
তাকে সুসংহত ক'রে রাখ,
ক্ষর যা'—
অক্ষরের সেবানুচর্য্যায়
যেমন তা' লাগে—
তা'ই লাগাও,
নয়তো ফেলে দাও,
অস্তিত্ব
স্বাস্তিসম্বৃদ্ধ হ'য়ে
স্বতঃদ্যোতনায়
উচ্ছল হ'য়ে চলবে
অনেকখানি—
করা মোতাবেক । ৯৭৬৬ ।
১৯।৬।১৯৬১, রাত ৭-১৩

অস্তিত্বের স্বভাব আছে,
তাই, স্বভাবেরই আছে প্রকৃতি,
তা'র মানে—
অস্তিত্বের স্বভাবই প্রকৃতি ;
প্রকৃতিকে তুমি
হওয়ার আগ্রহ নিয়ে
যেমনতর বিন্যাস ক'রে তুলবে—

তোমার চলন-চরিত্র
বোধবিবেচনাও
তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
যে উৎসর্জ্জনায়
তুমি সহ ভরদুনিয়াটার
সৃষ্টি হয়েছে—
তা'ও তা'র প্রকৃতি,
আর, প্রকৃতির যা' স্বভাব—
সেই স্বভাবেই তুমি অধিষ্ঠিত ;
আমি বলি,
প্রতিটি সত্তাই বিভু—
যিনি বিহিত স্থলে
বিহিতভাবে
যেমন হ'য়ে থাকেন ;
আর, বিধাতা হ'চ্ছেন তিনি—
যেমন ক'রে
যে সংবেদনায়
তিনি সবাইকে
ধারণ ক'রে আছেন ;
আর, বিধি হ'চ্ছে তাই—
যে বিধিরই
ঐ অস্তিত্বকে
যিনি যেমন ক'রে
ধারণ-পালন ক'রে থাকেন ;
তাই, বিধি মানে, বি-ধা,
বিহিতভাবে ধারণ করা ;
এই বিধি যিনি—
তিনি সত্তায় বিভু ;
সাত্বত বিধিবিনায়িত হও—
উৎক্রমণশীল তাৎপর্য্যে,
তুমি হয়তো

অমরত্ব পেতে পার ;

আর, ঐ বিধিকে যদি

ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোল—

তা' যতটুকু হোক না কেন—

অস্তিত্ব হ'তে

তুমি ব্যর্থও হবে ততটুকু ;

বোঝ,

আর, বুঝে যা' ভাল হয়—

তা'ই কর । ৯৭৬৭ ।

১৯।৬।১৯৬১, রাত ৭-২৮

ঠকতে কিন্তু

আসে নাই কেউ,

সবাই এসেছে—

থাকতে,

বাঁচতে,

সম্বৃদ্ধ হ'তে ;

তাই, ঠকাতে শুভ নেই কো,

আছে—

শুভ-সন্দীপনী তৎপরতায়,

জ্ঞানদীপ্ত কৃতিসম্বেগে ;

সবাই বাঁচতেই চায়,

থাকতেই চায়,

অজ্ঞতাবশতঃ

ব্যতিক্রমবিধ্বস্ত হ'লে

থাকাটা

না-থাকার দিকে

নিয়ে চ'লে যায় প্রায়ই,

তাই, তা'কে বলে—

শাতন ;

শাতনের উৎপত্তি
শদ্‌-ধাতু থেকে,
আর, শদ্‌-ধাতু মানে
বিশীর্ণতা, ছেদন, পতন, পাতন ;
তাই, নিজে বিনায়িত হও,
ভালমন্দকে
শুভ-সন্দীপনায় সংহত ক'রে
থাকার সার্থকতাকে
পরিপালন ক'রে চল ;
আর, এমনি ক'রেই
অমৃত আহরণ কর,
অমরত্বে চিরস্থায়ী হ'য়ে
বেঁচে থাক। ৯৭৬৮।
১৯।৬।১৯৬১, রাত ৭-৩০

অহোরাত্র মানে—
দিনরাত্রি,
যখন সূর্য্য
কিরণছটা বিকীর্ণ ক'রে
সব যা'-কিছুকে
সুদৃষ্ট ক'রে তোলে,—
তখনই আমরা তা'কে ব'লে থাকি—
দিন ;
সূর্য্য যখন অস্ত যায়,
ক্রমশঃ রাত্র বাড়ে,
দৃষ্টিকে স্তব্ধ ক'রে—
সচল চলনে চলতে থাকে—
তখন তা'কে বলি—
রাত্রি ;
ঊষা একটা সন্ধিক্ষণ,
সন্ধ্যা একটা সন্ধিক্ষণ,

তা' ছাড়া
মধ্যপ্রান্ত থেকে
ধীরে ধীরে
অন্ধকারকে অভিভূত ক'রে
দিনকে
উদ্‌ভাসিত ক'রে তোলার দিকে
নিয়ে যায়,
সেও এক সন্ধিক্ষণ ;
আবার, সূর্য্যের কিরণছটা
যখন দিগন্তকে দীপ্ত ক'রে
সুসন্দীপনায়
ক্রমশঃ সন্ধ্যার দিকে
এগিয়ে নিয়ে যায়—
সেও এক সন্ধিক্ষণ ;
এই সন্ধিক্ষণ হ'তেই
অস্তিত্বের
ঐ ব্যতিক্রম আরম্ভ হয় ;
আমরা ত্রিসন্ধ্যা করি,
আমি বলি—
আমাদের সন্ধ্যার
শিষ্ট সময় হ'চ্ছে—
চারটা ;
এই সময়ে
আত্মস্থ হ'য়ে
নিজেকে
ইষ্টচিন্তায় বিভোর রেখে
কৃতি-সন্দীপনাকে
মননে ভাবসন্দীপ্ত ক'রে
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
প্রস্তুত হ'য়ে যদি চলি,—
ঐ চলন কী করে ?—

এই যে ব্যতিক্রম—
উষা, সন্ধ্যা,
মধ্যদিন ও মধ্যরাত্রি—
সেদিক দিয়ে
খানিকটা সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে
চলতে পারি আমরা ;
যদি ঐরকম নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগে
ঐ ভাবে বিভোর হ'য়ে
শিষ্ট তালিমে
সুষ্ঠু হ'য়ে চলি,—
বৃদ্ধি-বিধির বিরুদ্ধে
যদি কোন হস্তক্ষেপ না করি,—
বিকৃতির অনুসেবনা না করি,—
আমাদের জীবনের পরিধিও
একটু একটু ক'রে
তেমনি বাড়তে থাকে ;
কালসন্ধ্যাই হ'চ্ছে
সন্ধিক্ষণ,
তাই, আমি বলি—
কালসন্ধ্যাতেই
অর্থাৎ সন্ধ্যাতেই
সন্ধ্যা কর—
ভাববিভোর
তর্পিত অনুধায়না নিয়ে ;
স্বস্তি-সঙ্গীতকে
সুসংহত ক'রে
তোমার সত্তা
তা' উপভোগ ক'রবেই কি ক'রবে—
কিছু-না-কিছু । ৯৭৬৯ ।
১৯।৬।১৯৬১, রাত ৮টা

শুদ্ধ

ভাবের ঘুঘ্নু হতে যেও না,
ভাবকে
সৎসন্দীপ্ত ক'রে
যে-কাজে লাগিয়ে
তোমার কৃতিকে
উপ্ত ক'রে তুলবে—
করার ভিতর দিয়ে,—
বিজ্ঞতাও তোমার
তেমনি আসবে—
বোধ ও বিবেচনার দক্ষতা নিয়ে ;
আর, তা' আবার
কোথায় কেমনতর ক'রে লাগে—
কি ক'রে কী করতে হয়—
তা'র একটা
অর্থ নিয়ে আসবে ;
এই অন্বিত অর্থগুলি
বোধ ও বিবেচনার ভিতর দিয়ে
জ্ঞান নিয়ে আসে,
এই জ্ঞানের
সার্থক সঙ্গতিশীল যা'-কিছুকে
শিষ্ট বিনায়নে
সুশৃঙ্খলিত ক'রে
ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের খতিয়ানে
ব্যবহার করলে
ক্রমশঃ তুমি
প্রাজ্ঞত্বে উপনীত হবে ;
ভাবকে
শিষ্টসুন্দর
কৃতিমুখর ক'রে নাও—
নিষ্ঠানন্দিত রাগ-উন্মাদনায়—

আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
শ্রমসুখপ্রিয়তার
সুশৃঙ্খল শৌর্য্যদীপনা নিয়ে,—
সন্ধিৎসাকে সজাগ রেখে
তীক্ষ্ন চক্ষু দিয়ে
তীক্ষ্ন বোধবিবেকে :
আর, এই সন্ধিৎসাই
তোমাকে দেখিয়ে দেয়
বুঝিয়ে দেয়—
করার কৌশল ;
এই শিষ্টসম্বুদ্ধ অনুচলন
তোমাকে
স্মিত জ্ঞানপ্রভ ক'রে তুলবে ;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হ'য়ে উঠবে
তোমার পরিবেশ—
প্রবুদ্ধ প্রযোজনা নিয়ে ;
ধৃতিপালী দেবতা—
বিহিত পরিচর্য্যার
সম্বর্দ্ধিত ঊর্জ্জনায়
তোমাকে
সুষ্ঠুত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন—
আশীর্ব্বাদের
স্বস্তি-অর্ঘ্য নিয়ে । ৯৭৭০ ।
১১।৬।১৯৬১, রাত ৮-২৫

উদ্বুদ্ধ হও,
কাজে লেগে যাও,
আস, দেখ,
আয়ত্ত কর,

শিষ্ট আয়ত্তের ভিতরেই আছে—
সার্থকতা;
আর, সার্থক সন্দীপনায়
সে আয়ত্তের তুক্‌গুলি ছিটিয়ে দাও,
যা'তে আরো হ'তে আরোতে
উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে চলতে পার;
তবে তো তৃপ্তি। ৯৭৭১।
১১।৬।১৯৬১, রাত ৮-৪০

সুরগ্রামের
অন্তঃস্থ অনুকম্পন
যা'র প্রাণন-স্পন্দনের সাথে
সমীচীন,
সঙ্গীতিশীল,
পরিপোষক,—
সে সেখানে থেকে
অস্তিত্বকে
সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোলে;
আর, উল্টো হ'লে—
ক্রমক্ষয়িষ্ণু ক'রে
অস্তিত্বের
বিলয়ই ক'রে তোলে;
এই সুরে যা'র সাত্বত—
স্বর্গও হয় সন্দীপ্ত সেখানে। ৯৭৭২।
১১।৬।১৯৬১, রাত ৯টা

বাগ্‌বিদ্বেষী হ'য়ো না,
বাক্‌কে
ব্যতিক্রমদুষ্টও করতে যেও না,
বাক্-এর উদ্‌ভাবয়িতাই হ'চ্ছেন—
বাগ্‌দেবী,

আর, বাগ্‌দেবীর আশীর্ব্বাদেই
আমরা বাক্যবিদ্‌,
আমরা কেন ?
পশুপক্ষী ইত্যাদি সব সমেত,—
যা'র যেমনতর আবহাওয়া,
যা'র যেমনতর প্রকৃতি—
তদনুপাতিক বিন্যাস-বিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে চলছে,
চলবে এখনও ;
মূক হ'য়ে যাওয়া
কিংবা বাগ্‌বিরোধী হওয়া—
সেই বাগ্‌দেবীর আশীর্ব্বাদ হ'তেই
বঞ্চিত হওয়া,
বিড়ম্বিত হওয়া,
বিদীপ্ত না হ'য়ে চলা ;
বাগ্‌দেবী আমাদের
অন্তরদীপনায় স্বরসম্বেগ,—
যে স্বরসম্বেগ
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে
সুরদীপনায় ;
আবার, এই সুরদীপনাই নিয়ে আসে—
সন্দীপনী উর্জ্জনা,
কিংবা তামসদীপনী তমসা ;
তাই বলি—
বাক্‌-এর পূজারী হও,—
তা'র আবির্ভাব
তোমার কাছে
যেমনতর ক'রেই
হ'য়ে থাক্‌ না কেন,
আর, এই বাক্‌-এর ভিতর-দিয়ে
তোমাদের বোধ

আশিস্-দীপনায়
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—
সবার কাছে,
সবের অন্তঃস্থ
সম্বর্দ্ধনী স্বভাব নিয়ে
এই বাক্‌কে
বিভূতি-উৎসর্জ্জনায়
সুসজ্জিত করতে
একটুও ত্রুটি করবে না ;
যেখানে ভাষাবিরোধ—
বাগ্‌বিরোধও সেখানে,
আর, সেখানেই বাগ্‌দেবী
তাচ্ছিল্য-তমসায়
আরতিহীন
মুহ্যমান হ'য়ে
বোধবিকাশকে
কুৎসিত বিজৃম্ভণায় বিলোল ক'রে
ব্যক্তিত্বকে
স্থবির ক'রে তোলে ;
এই বাক্‌ই
ঈশ্বরের স্বভাব-ঐশ্বর্য্য,
ঈশ্বর তিনি—
যাঁ'র ধারণপালন-সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
আমরা সংস্থ হ'য়ে আছি,
বেঁচে আছি ;
তাহ'লেই হ'চ্ছে—
আমাদের বাঁচাবাড়াকে
আমরাই তাচ্ছিল্য করছি,
ঘৃণা ক'রে
লজ্জাকর দম্ভে

আমরা আমাদিগকে
নারকীয় সন্দীপনায়
সুদৃঢ় ক'রে তুলছি ;
কেন ?
সত্তা তো তোমাদের শত্রু নয় !
সত্তা বেঁচে থাকুক,
বেড়ে চলুক,
সত্তা—
সঙ্গতি লাভ ক'রে
বিরাট হ'য়ে উঠুক,
বিপুল উর্জ্জনায়
তোমার পরিবার,
পরিবেশ, জাতি—
এমন-কি, দূরদূরান্তর পর্য্যন্ত
উদ্‌ভাসিত ক'রে
তোমাদের আরতিমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক ;
অমনতর ভ্রম-কলঙ্ক
কেন তোমাদের ধরবে ?
তোমরা কি মানুষ নও ?
দেবদ্যুতি কি
তোমাদের ভিতর জাগ্রত নেই ?
একদম নিভে গেল ?
তা' কিছুতেই নয়,
তা' হ'তে পারে না ;
প্রাণ খুলে বল—
'সরস্বত্যৈ নমোনিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥'
আর বল—
বীণাপাণি !
স্বরসন্দীপ্ত
আমাদের প্রাণন-বীণায়

তুমি অধিষ্ঠিত থাক,
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সন্দীপ্ত হ'য়ে চল,
প্রতিপ্রত্যেককে
মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তোল ;

তুমিই তো
বর্দ্ধনার জননী,
সন্দীপনী মন্ত্র,
উৎসর্জ্জনী আবেগ,
জীবনের
সম্বর্দ্ধনার আরোহণী উদ্যম,
উৎসাহের নন্দন-বিভা ;

কলনিনাদিত স্বরস্রোত
তোমার ঐ বীণা-ঝঙ্কারের
নর্ত্তন-বিভবে
নেচে-নেচে
ঢেউ খেলে
হংসনিনাদ-তাৎপর্য্যে
তোমাকে
বহন ক'রে নিয়ে চলেছে ;

মাঃ!
এমন সৌভাগ্য দাও,
দাও মা !
এমন শিষ্ট আগ্রহ দাও,—
ধৃতিকৃতির সম্যক্ বিধায়না—
যা' আমাদের ভিতরে
উৎসবান্বিত হ'য়ে
উৎসর্জ্জনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকে ;

তুমি এস—
আমার ভরদুনিয়ার

দোদুল নর্ত্তনে—
যা'তে ভরদুনিয়ার আবেগ-উচ্ছ্বাস
উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে,
উদ্দীপ্ত অভিসারে
সামগানের স্বর্গকে
সুসজ্জিত ক'রে তোলে—
আমাদের প্রতিপ্রত্যেকের
অন্তঃস্থ হৃদয়কে নাচিয়ে,
উল্লোল আশিস্-উচ্ছলায়
সবার অন্তরে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে
সঙ্গীতির শুভ বন্ধনে
সবাইকে
জীবনের
কৃতিদীপালী ব্যক্তিত্বে—
জীবিত ক'রে তোল ;
তাই তুমি মা !—
বীণাপাণি ;
বীণা-বিদীপ্ত ঝঙ্কারে
বিস্ফারিণী জ্ঞান-স্ফোটনায়
বিজ্ঞ দর্শন-দীপনী তাৎপর্য্যে
সবগুলি
ফুলে উঠুক,
ফুলে উঠুক,
ফুলে উঠুক,—
দোদুল নর্ত্তনে
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে—
সাম-অধিষ্ঠিতিতে ;
বল প্রাণ খুলে—
'যা কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা ।

যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু ভগবতী সরস্বতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥
উদাত্তকণ্ঠে আবার বল—
'সরস্বতি! মহাভাগে! বিদ্যে! কমললোচনে!
বিশ্বরূপে! বিশালাক্ষি! বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥' ৯৭৭৩।
২০।৬।১৯৬১, রাত ৭-৪৫

তুমি যদি
কা'রো দরদে দরদী না হও,
মানুষের অসময়ে
পরিচর্য্যা না কর,—
আর, পরিচর্য্যা করতে গিয়েও
বিক্ষোভের দুষ্ট ব্যতিক্রমে
আমর্দ্দিত ক'রে তোল সবাইকে,—
তুমি কি বুঝতে পার না—
তোমার পরিচর্য্যায়
মানুষদিগকে
ব্যাহত ক'রে তুলছ?
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তুলছ?
বিক্ষোভদুষ্ট ক'রে তুলে
সবাইকে
তোমা হ'তে
বিরূপ ক'রে তুলছ?
লোকের নিন্দা যতই কর না—
যতই ব্যাঘাত সৃষ্টি কর না—
স্বস্থ যা'রা
তা'দিগকেও যদি
বিক্ষোভ-ব্যতিক্রমদুষ্ট
বাগ্‌বিনায়নে
কিংবা ব্যবহারে
অতিষ্ঠ ক'রে তোল,—

তা'র কি
ইচ্ছা হবে কখনও
তোমার কাছে
একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে দাঁড়ায় ?
তোমার অভাব-অনটনকে যদি
স্মিত হস্তে
বিনয়ী পরিচর্য্যায়
শুধ্‌রে না নাও,—
সে কি
তোমার অবস্থাকে
আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে
শুধ্‌রাতে চাইবে ?—
না, তা'তে তা'র
প্রীতি থাকবে একটুও ?—
তাই বলি,
যদি মানুষকে চাও,—
আর এই যদি বুঝে থাক—
মানুষ না হ'লে
মানুষের চলে না,
তাহ'লে, যা' না হ'লে চলে না—
তা' তেমনিভাবেই
আচার-ব্যবহারে
অনুনয়নী তাৎপর্য্যে
শিষ্ট ও সুষ্ঠু সমাদরে
পরিচর্য্যাপরায়ণ তৎপরতায়
যা'তে তোমাতে
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অনুকম্পাশীল হ'য়ে ওঠে,
অনুরাগ-উৎসর্জ্জনায়
তোমাকে নন্দিত করতে
অভিলাষিত হ'য়ে ওঠে,

এমনতর চলনে যদি না চল—
তবে শুধুমাত্র
তা'দের দোষারোপ করলেই
কি চলবে ?
দোষগুণ
তোমারও আছে,
অনেকেরই আছে—
অনেক জায়গায়,
তা'র সবগুলিকে
ব্যবস্থ ক'রে নিয়ে
হজম ক'রে নিয়ে
তা'দের
পরিচর্য্যায় পরিবর্দ্ধিত ক'রে
শুভ সন্দীপনায়
যত সংস্থ ক'রে তুলতে পারবে,—
তা'রাও
তোমার হ'য়ে উঠবে তেমনতর—
নানা রকমের ভিতর-দিয়ে—
কেউ বেশী
কেউ কম—
প্রবৃত্তি-অনুপাতিক ;
তাই আবার বলি—
প্রথমে
মানুষের অর্থ
মানুষই,
অর্থ দিয়ে
মানুষকে
পরিপোষণ করা যায়,
তাই অর্থের
দ্বিতীয় উদ্ভাসনা হ'চ্ছে—
মুদ্রা ;

মানুষের
শুভ অনুকম্পী যদি হও—
আপ্রাণ অনুরাগের সহিত
তা'দের সেবা-সন্দীপনায়
শিষ্ট ক'রে তুলতে থাক,
সুন্দর ক'রে তুলতে থাক,
সার্থক ক'রে তুলতে থাক,
তোমার সার্থকতাও
সলীল হ'য়ে উঠবে ,
নয়তো কেবল
বৃথা চীৎকারই
সম্বল হ'য়ে চলবে ;
তাই বলি,
এখনও মোড় ফেরাও,
মানুষের কর,
মানুষকে ধর—
তা'র পরিবেশ-সহ,
পরিচর্য্যার পরিবেশনে
তা'দের
শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
তোমার শিষ্ট সন্দীপনা
ঐ অদূরেই অপেক্ষা ক'রছে। ৯৭৭৪।
২১।৬।১৯৬১, সকাল ৮-৪৩

স্থির ও চরের
আকর্ষণ-বিকর্ষণ
ও বিরমণী উৎসর্জ্জনা
উচ্ছ্বাস-উদ্বেলনে
সন্দীপ্ত হ'য়ে চলতে লাগল,
রমণ ও বিরমণের
উৎসর্জ্জনী আবেগ দিয়ে

ক্রম-উদ্‌ভাবনায়
উদ্‌ভাবিত হ'তে লাগল—
স্পন্দনের দোল-নিক্কণ ;
চুম্বক-চুম্বনের ভিতর-দিয়ে
আকর্ষণী তাৎপর্য্য
যখন
বিকর্ষণকে ব্যাহত ক'রে
উদ্‌ভাবিত হ'তে লাগল,
উদ্‌ভাসিত হ'তে লাগল,—
বিরমণ তখন
ক্রমনিথরে
রমণ-দীপনায়
উল্লাস-উদ্বেলনে
আলিঙ্গন-উদ্বেলনী অনুদীপনায়
অনুকম্পনে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে
ক্রমবিক্ষেপে
আবার ঐ
আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও বিরমণকে
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুবেদনায়
উৎক্ষিপ্ত ক'রে
সংক্ষুব্ধ তাৎপর্য্যে
সঙ্কোচ-প্রসারণায়
সঙ্গীতশীল তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল,
নন্দনার স্পন্দন-সম্বেগও
তেমনতর উচ্ছ্বাস-উচ্ছলায়
উৎসর্জ্জিত হ'তে লাগল ;
প্রকম্পনী স্পন্দন
নর্ত্তন-দীপনায়
যতই উদ্দীপ্ত হ'য়ে

আলিঙ্গন-প্রসারণের ভিতর-দিয়ে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল,—
ঐ স্পন্দনের প্রতিধ্বনি
বিক্ষেপ-উদ্বেলনায়
ততই উচ্ছল হ'য়ে উঠতে লাগল ;
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
অভ্যুত্থান হ'ল—
স্বরের,
বোধ হয়,
এই স্বরই
বৈদিক যুগের সরস্বতী,
স্পন্দনার
সামুদ্রিক সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
তরঙ্গায়িত উল্লোল উদ্বর্ত্তনায়
বীচিমালার সৃষ্টি করতে করতে
সুরের ঝঙ্কারে
স্বর-সন্দীপনায়
সে
সন্দীপিত ক'রে তুলতে লাগল
সবকে,
আর, সন্দীপিত হ'য়ে উঠল
নিজেই,—
এমনতর ঐ
ক্রমবিধায়নী তাৎপর্য্যে,
স্পন্দন হ'য়ে উঠল—
স্বরদীপ্ত,
এই স্বরই—
সরস্বতী,
বাগ্‌দেবী ;
ঈশ-ঐশ্বর্য্যের
সন্দীপনী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে

ঐ স্বর
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠল—
ঐশী-দীপনী তাৎপর্য্যের
তরল নর্ত্তনে,

উদ্‌ভাসিত অনুকম্পায়
উদ্বেলিত হ'য়ে
উদ্দাম ঝঙ্কারে
সে
স্বরবিহ্বল সন্দীপনায়
অভিষিক্ত হ'য়ে
যতই উঠতে লাগল,—

তা' হ'তেই
স্ফোটন-দীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল—
প্রদীপ্ত প্রকম্পনে—
আত্মিক অভিনন্দনা ;

এই আত্মিক অভিনন্দনাই
ব্যালোল বৃত্তাভাস সৃষ্টি ক'রে
বিকম্পিত অনুনয়নে
বৃত্তাভাস-বিজৃম্ভণে
হিরণ্যগর্ভের
অর্থাৎ রেতঃদীপ্ত গতিগর্ভের
শুভ-সন্দীপনী সিংহাসনে
উৎসব-নন্দনায় উঠে
স্থির ও চরের
ক্ষোভবিনায়নী তাৎপর্য্যে
বিক্ষোভধুক্ষিত
দুন্দুভি-নিনাদে
বিকশিত ক'রে তুলল—
ছায়াপথ ;

আর, ছায়াপথ মানেই—

যা'র মধ্যে
ঐ অবস্থারই
ছায়ার বিম্ব নিয়ে
যতগুলি
বিক্ষোভবিদগ্ধ
উৎসর্জ্জনার উদ্ভব হ'য়ে
চলতে লাগল,—
তত ছায়াপথের
বিশাল ব্যাবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
সংস্থ হ'য়ে
সামুদ্রিক তাৎপর্য্যে
অর্ণব-অভিযানে
বিঘূর্ণন-তৎপরতায়
উৎসৃষ্ট হ'তে লাগল—
গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি—
ব্যোমবিদীপ্ত বিধায়নায়,—
পর্জন্য-পরিস্রবা
অনুক্রমী তৎপরতায় ;
বহু ছায়াপথের
প্রত্যেকটি হ'তে
এমনতর হ'তে লাগল,
সে আলোড়ন-অগ্নি
ব্যাবর্ত্তন—
ছিটকে প'ড়ে প'ড়ে
গ্রহনক্ষত্রাদির
সৃষ্টি করতে লাগল—
ভূমায়িত বৃত্তাভাসের
পরিভৃত উন্মাদনায় ;
আবার, তা'রই
স্থির ও চরের
উচ্ছল উন্মাদনা হ'তে

বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল—
স্থিরের
স্থিরজাতীয় বিচ্ছুরণ,
চরের
চরজাতীয় বিচ্ছুরণ,
মাঝখানে রইল—
নিরপেক্ষতার
বিচ্ছুরণী
অনুকম্পায়িত ধৃতিসম্বেগ ;
এমনি ক'রেই আসল—
ক্রম-অভিযানের ভিতরেই
পরাৎপর অণু-সন্দীপনার
উৎসৃজনা—
সংঘাত-সংক্ষুব্ধ বিকম্পনে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
এই পরাৎপর অণুর সঙ্গে থাকল—
দ্যোতন-অণিকা-নির্ঝর,—
সাথে নিয়ে তা'র
আক্ষেপবিক্ষেপী
পরাবিদ্যুৎকণা
ও অপরাবিদ্যুৎকণা,
তা'দের কেউ
দানা বেঁধে উঠতে লাগল,
কেউ বা
ভেঙ্গে-চুরে
খান-খান হ'য়ে—
যা'র প্রতি যা'র
যেমন আকর্ষণ—
এই আকর্ষণে
সংহত হ'য়ে
দানার সৃষ্টি ক'রে

ক্রমে পরমাণু, অণু ইত্যাদিতে
পর্য্যবসিত হ'য়ে
কণায় আবির্ভূত হ'য়ে
বিদীপ্ত
বেদন-উল্লোল তাৎপর্য্যে
বিন্যাস লাভ ক'রে
সুসংস্থ কণায়
বিসৃষ্ট হ'য়ে
কণার শিষ্ট সঙ্গতিতে
বিনায়িত হ'য়ে উঠতে লাগল ;
প্রত্যেকটি অনুগতি
কিন্তু আবার
তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রেই চলেছে,
আবার, তা'র মধ্যে
যা'দের সাথে যা'দের
মিলন-সম্বেগ আছে—
তা'রা মিলিত হ'ল সেখানেই,
অসম্মিলন
যা'দের সাথে যা'দের আছে—
তা'রা রইল সেইভাবেই ;
এমনি ক'রেই
আস্তে আস্তে
ক্রমপদক্ষেপে
হ'য়ে উঠতে লাগল—
প্রাগ্-বস্তু উপাদান ;
এই প্রাগ্-বস্তু উপাদানের
বিভিন্ন মিশ্রণের ভিতর-দিয়ে
সে আবার
নানাজাতীয়
প্রাগ্-বস্তু পদার্থের
সৃষ্টি করতে লাগল,

এমনি ক'রেই
সৃষ্ট হ'য়ে উঠল
জগৎ,—
সন্দীপনার
স্রোতল মুখর উদ্দীপনার
আবর্ত্তন-তাৎপর্য্যে
বিনায়িত হ'য়ে ;
ঐ আকর্ষণ, বিকর্ষণ
ও বিরমণের সঙ্গতিকে
উচ্ছল রেখে
অজচ্ছল উন্মত্ত অভিসারে
আন্দোলিত হ'য়ে
যা'-কিছুর সৃষ্টি হ'য়ে উঠল,
বস্তুর
প্রাগ্‌-আবির্ভাব হ'য়ে উঠল—
রকমারি তাৎপর্য্যে ;
স্পন্দনার
ঐ সন্দোলিত লীলাই হ'চ্ছে—
দোল,
আর, ঐ লীলায়িত
শব্দসন্দীপনাই হ'ল—
রাস ;
এমনি ক'রেই হ'ল বায়ু,
এমনি ক'রেই জল,
এমনি ক'রেই হ'ল অগ্নি,
আবার, জলের ভিতর-দিয়েই
স্থলের আবির্ভাব হ'য়ে উঠল,
জল হ'তেই জীব আসল,
যা'রা আগে ছিল জলচর—
তা'রা ক্রমে ক্রমে
স্থলচর হ'য়ে উঠতে লাগল,

পরে আবির্ভাব হ'ল—
মানুষের ;
ঐ স্পন্দন হ'তে শব্দ,
শব্দ হ'তেই সুর,
সুর হ'তেই সন্দীপনা,
আর, সন্দীপনা হ'তেই তাপ,—
যা' যেখানে যেমনতর যোগ্য,
সঙ্গীতিশীল,
তেমনি ক'রেই
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল—
সব ;
এই শব্দকে
উদ্বেজিত ক'রে
উদ্দীপ্ত ক'রে
যখনই তা'কে
উচ্ছলতায় নিবিষ্ট ক'রে তোলা যায়,
তা' হ'তেই হয়—
অগ্নির আবির্ভাব ;
জল, বায়ু ও অগ্নি
যেখানে যেমনতর চায়,
আকর্ষণ ও বিকর্ষণ
যেখানে যেমনতর,—
উদ্বেজনাও
সেই রকমের ভিতর-দিয়ে
এক হ'তে অন্যে,
অন্য হ'তে আরো অন্যে,
এমনি ক'রেই সৃষ্টি হ'য়ে চলল—
নানাজীবনের
নানাপ্রকার উচ্ছলতা নিয়ে ;
ঐ স্পন্দনী তাৎপর্য্য
যা' আগে

স্পন্দনাবিভোর তৎপরতায়
নর্ত্তন-দীপনায়
চ'লে যাচ্ছিল—
সেই সম্বেগই
আত্মিক সম্বেগ ;

এই আত্মিক সম্বেগের
অভিদীপনা দিয়েই হ'ল—
এক এক জাতির সৃষ্টি,
অর্থাৎ এক এক রকমের সৃষ্টি,
সম-জাতীয় এক এক গুচ্ছ—
সংকর্ষণী সংঘর্ষণায়,
এর ভিতর দিয়ে আসল—
জাতি-বর্ণ যা'-কিছু ;

এই জাতি-বর্ণের
বিহিত তাৎপর্য্য-অনুপাতিক
তা'দের আত্মসংরক্ষণী
বৈধী বিনায়নে
উদ্ভূত হ'তে লাগল—
যা' নাকি
যা'দের পক্ষে জীবনীয়
তা'দের পক্ষে তা'ই ;

আমার ভাষায়
পাড়ি পা'ক বা না পা'ক,
আমার বোধ-অনুপাতিক
যেখানে যেমন হয়—
তা'ই বললাম ;

শিবসুন্দর যিনি—
তিনি বিনায়ন ক'রে
যথাস্থানে যেমনতর
তা' বিনিয়োগ করবেন,—

এই আমার প্রার্থনা । ৯৭৭৬ ।
২১।৬।১৯৬১, বিকাল ৪-২০

সাত্বত-বিধিব্যাতিক্রমী
অনুচলন নিয়ে
যারা নিজেরাই
সত্তাকে ভেঙ্গে ফেলে—
সম্বৃদ্ধির লালসায়
সঙ্কোচনী তাৎপর্য্য নিয়ে
ব্যাতিক্রমদুষ্ট অনুচলনে,—
তা'রা
সর্ব্বনাশের দিকেই এগিয়ে চলে ;
নিজের ঐতিহ্য, প্রথা, কুলাচার
ও ধৃতি-আচরণকে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
অস্খলিত রেখে—
চলতে থাক ;
ব্যাতিক্রমদুষ্ট হ'লে
তা' তোমাকে
বীভৎস ক'রে তুলবে কিন্তু,
ক্রমহারা সন্দীপনায়
বিলোল হ'য়ে
দুর্ব্বার বিচ্ছিন্নতায়
যদি পদক্ষেপ কর—
তা' তোমার
অস্তিত্বকেই
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে ;
ইষ্ট-অনুশাসনে
শাসিত হ'য়ে
সত্তাকে
পরিমার্জ্জিত ক'রে তোল,

সংস্কৃতিকে
উর্জ্জী ক'রে তোল,
ব্যবহারকে
সম্মান-সন্দীপনী ক'রে তোল,
বোধকে
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ক'রে রাখ,
আর, সব যা'-কিছুর কেন্দ্র হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টনিষ্ঠা,
রাগদীপ্ত আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ—
শ্রমসুখপ্রিয়তার তাৎপর্য্য নিয়ে ;
সুখী হও,
সুখী কর,
আবার বলি—
সুখী কর
ও সুখী হও,
আর, করাই হওয়ার জননী । ৯৭৭৭ ।
২১।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-৪০

প্রাণন-স্পন্দন
যেখানে যেমনতর
স্মিতোচ্ছল হ'য়ে ওঠে
তৃপণস্রোতা হ'য়ে ওঠে—
সাম্য-অধিগমনে,
মানুষ তখনই তা'কে
সুখী ব'লে মনে করে ;
আর, যখনই তা'র উল্টো হয়—
বিক্ষুব্ধ ব্যতিক্রমে
অধ্যুষিত হ'য়ে ওঠে,—
তা' ছোটরকমেই হোক
আর, বড় রকমেই হোক,

তখন বোধ করে—
সে দুঃখিত,
দুঃখের পারাবারই তা'র বসতি ;
সুখে যেমন সত্বরই
সময় অতিবাহিত হ'য়ে যায়,
দুঃখে সে সময়টুকু
অত্যধিক দীর্ঘ
ও বেদনাক্লিষ্ট ব'লে মনে হয় ;
আবার, সুখদুঃখের সঙ্গতি যেখানে
সমান্তরাল চলছে,—
তখন মনে হয়—
আশা-নিরাশার সঙ্গমে
সে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে । ৯৭৭৮ ।
২২।৬।১৯৬১, সকাল ৫-৫৩

শরীর, মন ও কৃতিসম্বেগকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'তে দিও না,
স্বভাবশিষ্ট অনুচলনে
যেমন চলতে হয়—
তেমনি চলতে চেষ্টা কর,
এই চেষ্টা
যতই সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
পরিবেশের প্রতিধ্বনিও
তোমাকে
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে
সুস্থ ও শিষ্ট
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে তুলবে,
তুমি স্বস্থ হবে,
স্বভাবসুন্দর হবে,
ব্যতিক্রমী বিধ্বস্তিতে প'ড়ে
হাবুডুবু খাওয়ার রকম

অনেক ক'মে যাবে,
সুস্থ হবে ক্রমশঃ
সব দিক দিয়ে। ৯৭৭৯।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৪-৫৮

প্রার্থনা মানেই হ'চ্ছে—
প্রকৃষ্টভাবে
সার্থক অনুচলনে চলা,
প্রার্থনা-পদ্ধতি মানেও হ'চ্ছে—
সার্থক অনুনয়নে
অনুনীত হওয়া—
আবেগ-উচ্ছল আহুতিতে ;
তাই, সার্থক হও,
সাম্য-অনুচলনে চল,—
শরীর, মন ও কর্ম্মের
সমান্তরাল অনুগতি নিয়ে। ৯৭৮০।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৫টা

একটা কথা হ'চ্ছে—
নিষ্ঠানিপুণ দ্যোতন-দীপনায়
নিজেকে শিষ্ট ক'রে রাখ—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উচ্ছল উপভোগের ভিতর-দিয়ে ;
পর-পরিচর্য্যা,
পরসেবী তৎপরতা,
পরদুঃখের নিরসন,—
এগুলিকে
তোমার অস্তিত্বের
নক্ষত্রের মত ক'রে রাখ,

স্তিমিত হ'তে দিও না কখনও,
ঘৃণা-লজ্জা-ভয়
মান-অপমান-তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
ইত্যাদিকে
সহনদীপ্ত উর্জ্জনায়
সমঞ্জসা রেখে ;
আর, এইগুলিই তোমার
সমঞ্জস অনুচলনকে
সম্ভব ক'রে তুলবে,—
ধৃতিসুন্দর আচার, কুলাচার, প্রথা, ঐতিহ্য
সবগুলির
নিবিষ্ট সমন্বয়ী সার্থকতায় ;
নিবিষ্ট অনুনয়ী হ'য়ে
চলতে থাক,
দেখবে—
ব্যক্তিত্বের জেল্লা
কেমন বেড়ে যাচ্ছে । ৯৭৮১ ।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-১০

চলতে থাক—
নিজের ব্যক্তিত্বকেই কেন্দ্র ক'রে,
আর, কেন্দ্রপুরুষকে ক'রে নাও—
তোমার পরমারাধ্য ইষ্ট,
তাঁ'র অনুসেবনাই
তোমার জীবনের যা'-কিছু দিয়ে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল—
উর্জ্জী পরাক্রমে ;
আর, যতই তা' হ'য়ে উঠবে বাস্তবে—
তোমার ব্যক্তিত্বও
বাস্তব উচ্ছল হ'য়ে চলতে থাকবে—
স্মিতসুন্দর অভিতর্পণায় ;

নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে
নিষ্ঠাসুন্দর রাগানুনয়নে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার উল্লোল উর্জ্জনায়
চলতে থাক,
পরাক্রমী তাৎপর্য্য নিয়ে
দীপ্ত স্ফীত
আপ্যায়নী অনুবেদনায়
মান-অপমান-তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
যা'-কিছু আছে—
তা' ঐ ইষ্টপুরুষের
আশীর্ব্বাদ মনে ক'রে নিয়ে
তদনুগ নিয়মনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ফেল,
ঐ নিয়মনেই চলতে থাক,
আর, এই চলা তোমার
অঢেল হ'য়ে চলতে থাকুক—
স্বস্তিপ্রসাদ বিলিয়ে দিতে দিতে ;
সব থেকেও তুমি রিক্ত থাক,—
ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তাৎপর্য্যে,
আর, তা'ই তোমার
জীবনীয় গতি হ'য়ে উঠুক ;
ঐ প্রসাদই তোমার
লোকরতি সৃষ্টি করুক,
রাগরতি, অনুরতি-তৎপরতা
প্রতিপ্রত্যেককে
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলুক,
আর, সেই প্রসাদের
আশিস্ হ'য়ে ওঠ তুমি,
স্বস্তি
শুভ সন্দীপনার—

আরতি করুক—
তুমি-সহ সবকে । ৯৭৮২ ।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-১৩

নিষ্ঠাসুন্দর ইষ্ট-অনুনয়নে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
সমীচীন সাম্য-চলনে,
এতে সত্তা ও ব্যক্তিত্ব দুইই
স্বস্থ, ধীসুন্দর হ'য়ে চ'লবে । ৯৭৮৩ ।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-১৫

ইষ্টার্থে
তুমি প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
ধী ও কৃতিসম্বেগে
শুদ্ধ হয়ে চল,
বোধিবিবেচনী তাৎপর্য্য—
অনুধায়নী উদ্দীপনায়
সাম্য-সন্দীপনায়
তোমাকে যেন
পরিচালিত ক'রে চলে,
আর, এই পরিচালনা
তোমার চলনকেও যেন
প্রদীপ্ত ক'রে তোলে,
মানুষ যেন
এমনতরই ভেবে ওঠে—
তুমি তা'র জীয়ন্ত অতিথি,
জীয়ন্ত স্বর্গ,
তুমি তা'দের
জীবনীয় পরম প্রবাহিকা,

শিষ্ট উন্মাদনায়
তৃপ্তির পরম দ্যোতনা । ৯৭৮৪ ।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-২০

প্রীতিপ্রসন্ন বিভূতি নিয়ে
তুমি চলতে থাক—
শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে,
তোমার ব্যবহার,
তোমার পরিচর্য্যা,
তোমার দরদী পরিবেদনা,
তোমার কৃতি-আরাধনা—
সবাইকে যেন
মুগ্ধ ক'রে তোলে,
আর, সবার ভিতর দিয়ে
সেগুলি সঞ্চারিত হ'য়ে
তোমাকে যেন
অভ্যর্থনামণ্ডিত ক'রে তোলে,
এই তো সার্থক জীবনের
পরম আশীর্ব্বাদ,
আর, আশীর্ব্বাদ মানেই—
অনুশাসনবাদ । ৯৭৮৫ ।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-২৮

তোমার জীবন,
তোমার ব্যক্তিত্ব,
তোমার সংস্থিতি
নিষ্ঠাসুন্দর অনুনয়নে
রাগদীপ্ত অনুবেদনায়
কৃতিসুন্দর তর্পণ-বিনায়নে
তাথৈ তালে নাচতে থাকুক,
আর, এই চরিত্রই তোমার

শিবসুন্দরের আসন
প্রস্তুত করুক,
তুমি
মঙ্গলে অধিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠ—
লোকবেদন-পরিচর্য্যায়
বিক্রমবুদ্ধ উন্মাদনায়। ৯৭৮৬।
২১।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-৩০

তোমার অন্তঃস্থ ভাবকে
এমনতরভাবে বিনায়িত কর—
কৃতিদীপনী শৌর্য্য-বিনায়নে,
তোমার অনুচলন
এমনতরই হ'য়ে উঠুক—
যা'তে তা'
স্বচ্ছল সুন্দরে
শুভ সৌন্দর্য্যে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, এই পরিদীপনা
প্রত্যেক অন্তরে
এমন দ্যোতনা সৃষ্টি করুক—
যে দ্যুতিবিভব
কৃতিসুন্দর তৎপরতায়
পরাক্রমী উর্জ্জনা নিয়ে
তা'দিগকে
সুস্থ, স্বস্থ, সবল,
দরদী প্রীতিবন্ধনযুক্ত ক'রে তুলুক,
এই মৈত্রীই হোক—
তোমার জীবনের অভিযান। ৯৭৮৭।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-৩৩

ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহ-জন-তপঃ-সত্য—
এই ব্যাহৃতি সমুদয়
নিবিষ্ট সঙ্গতি নিয়ে
তোমাতে
সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠুক—
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
অনুনয়নী ঊষার
সুন্দর বিভব-বিভূতি নিয়ে
রাগদীপ্ত
উচ্ছল সৌন্দর্য্যের
বিভব-নন্দনায় ;
আর, তা'তে তুমি
তোমার সত্তাতে
নিবিষ্ট হ'য়ে থাক—
বিশেষ ও নির্ব্বিশেষের
সৎসমন্বয়ী তাৎপর্য্যে—
সঙ্গতিশীল ক'রে যা' সবকে ;
আর, তুমি হও
আরতির দীপ-দীপালী—
ব্যাহৃতির বহুল নন্দনায়
উজ্জ্বল শিখা বিস্তার ক'রে
সার্থক সুন্দর তাৎপর্য্যে । ৯৭৮৮ ।
২২।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-৩৭

জন্মে মানুষ জীবন নিয়ে,
যা'র জীবন নাই—
তা'র চলনও নাই ;
প্রবৃত্তিগুলি
নিবিষ্ট বিনায়নে
সুন্দর বিভব বিস্তার ক'রে
দরদপ্রসন্ন প্রতাপনায়

নন্দন-উৎসারণী
পারগ-পারিজাতবিভব নিয়ে
যদি না চলে,—
তোমার জীবনের
সমস্ত পদক্ষেপগুলি
ব্যর্থ অর্থে
সমাধিস্থ হ'য়ে উঠবে,
সমস্ত উত্থান
পতনে মলিন হ'য়ে
মিলিত হ'য়ে উঠবে—
ঐ প্রবৃত্তিরই কবরে ;
তা'ই কি তুমি চাও ?
তা'তে তৃপ্তিই বা কোথায় ?
সুখই বা কোথায় ?
সম্বৃদ্ধিই বা কোথায় ?
বিভব-বিভূতির অট্টহাসি
তোমাকে ঠাট্টা ছাড়া
আর কী ক'রবে ? ৯৭৮৯ ।
২২।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৫-৪০

তোমার জীবনস্রোত
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী তালে
নর্ত্তনবিভোর হ'য়ে চলুক,
সেই বিভোর সন্দীপনা
পরিশ্রান্ত জীবনকে
স্বস্থ ক'রে তুলুক—
সন্দীপনার উদগ্র অনুবেদনায়
দৃপ্ত সমর্থ ক'রে ;
এই ঔষধও
তোমারই অস্তিত্ব । ৯৭৯০ ।
২২।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৫-৪২

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ইষ্টার্থ
কৃতিতে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠুক,
বিভূতি-প্রত্যাশী হ'য়ো না,
দরদী অনুকম্পা নিয়ে চল,
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
তোমারই ঐ বিভূতিকে
নিবিষ্ট ক'রে দাও,
বিভূতি-বিভবের প্রত্যাশা ক'রো না,
চর্য্যা কর,
স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে তোল,
স্বস্তি-পরিবেদনায়
শিষ্ট ক'রে তোল ;
প্রতিটি লোকই তোমার
স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে উঠুক,
সুফলপ্রসূ বৃক্ষের মতন
তুমি তা'র
সেবাপরিচর্য্যার মালী হ'য়ে ওঠ—
মলিনত্বগুলিকে
দূর ক'রে দিয়ে—
সুদীপ্ত ক'রে তোল ;
অর্থ হ'য়ে
ঐ ঊর্জ্জনাই
তোমার স্বার্থকে
সম্বর্দ্ধিত করে তুলবেই কি তুলবে। ৯৭৯১।
২২।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৫-৪৬

এটা কি বোঝ না ?—
অক্লেদ্য ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,

শ্রমসুখপ্রিয়তার
পরিস্রোতা প্রবাহে
সন্তরণী তাৎপর্য্য নিয়ে
যে জীবন
খেলাধুলা করছে—
স্বস্তিসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে—
সেই যে তোমার
জীবন-নর্ত্তন,
জীবনের বিভব-উচ্ছ্বাস—
যা' বিভূতির আশিস্-অনুকম্পায়
উদ্দাম অনুবেদনা নিয়ে
তোমার আরতি হ'য়ে
তোমার সম্মুখে উপস্থিত;
তাই বলি—
দাঁড়াও,
ধর,
এখনই চল,
এখনই কর,—
তৃপ্তির অবগাহনে
সবকে পরিতৃপ্ত ক'রে,
দ্যুতি-ঐশ্বর্য্যে
সবাইকে ঐশ্বর্য্যবান ক'রে,
আশিস্-বিভোর অন্তঃকরণে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
ক্রম-প্রতিষ্ঠিত ক'রে ;
প্রতিষ্ঠা
প্রদীপ্ত হ'য়ে
দীপক রাগে
সবাইকে
সন্দীপিত ক'রে তুলবে । ৯৭৯২ ।
২২।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৫-৫০

স্পন্দনের ব্যতিক্রম যেমন—
রঙের অনুক্রমও তেমনি,
বৈশিষ্ট্যের বিশাসনও
সেইরকম,—
যা' তৎসঙ্গতিশীল অস্তিত্বকে
বিশাসিত ক'রে
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
দৃষ্টি ও বোধে । ৯৭৯৩ ।
২২।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৪৮

জন্মনিরোধ ভাল নয়কো,
বরং জন্মনিয়ন্ত্রণ অনেক ভাল,
তা'তে সংযম থাকে,
শক্তি থাকে,
বিবেচনী বিচার থাকে—
স্বস্তিসঙ্গতিশীল
অনুবেদনা নিয়ে
সুক্রিয় তাৎপর্য্যে ;
বৈধী বিনায়নে
যেমনতর ক'রে তা'কে
নিয়ন্ত্রণ করতে হয়—
তা'ই কর—
শিষ্ট-সম্বেদনী তৎপরতায়,
সুক্রিয় উর্জ্জনার
উর্জ্জী আহবে
নিজেকে সংস্থাপিত ক'রে,
মানস-বিনায়নাকে
সন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে ন্যস্ত রেখে ;
সার্থকতা তো আসে
ঐ পথেই । ৯৭৯৪ ।
২২।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৫২

রিপু মানেই হ'চ্ছে—
যা' অস্তিত্বের শত্রু,
অস্তিত্বকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে ফেলে যা',
এই বিক্ষুব্ধ ব্যতিক্রমই
শরীর ও মনের ব্যাধিকে
আমন্ত্রণ করে,
পরিবেশকেও তা'
ব্যতিক্রান্ত ক'রে তোলে;
শুভ-পরিচর্য্যী
সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
মনকে স্বস্থ ক'রে
সুধায়িত ক'রে
সত্তাকে সুন্দর ক'রে তোল,
তা'ই তো তা'র অমিয় পন্থা। ৯৭৯৫।
২২।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৫৫

মনের লাগামই হ'চ্ছে—
ইষ্টনিষ্ঠা,
তাঁ'র প্রতি আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ,
শ্রমসুখপ্রিয়তার উচ্ছল নর্ত্তন,—
যা' সাফল্যকে আবাহন ক'রে
শুদ্ধ বুদ্ধ তৎপরতায়
শিষ্ট, সুষ্ঠু
ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে;
তোমার ঐ লাগাম
যেমন ঠিক থাকে,—
মনকেও তুমি তেমনতর
আয়ত্ত করতে পারবে;
অভ্যাসে অটুট হ'য়ে চল,

যদি ব্যর্থকামও হও—
ছেড়ো না,
ঐ করতে করতেই,
আয়ত্তী শক্তি যতই বাড়বে—
সিদ্ধিও আসবে তেমনি । ৯৭৯৬ ।
২২।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৫৮

দ্বৈধ—
বিবশ হ'য়ো না,
কী করণীয়
তা' ঠিক ক'রে নাও,
নিস্পাদন কর,
এমনি ক'রেই চলতে থাক ;
যা' পার তা'তে
অন্যের সাহায্য যদি নাও—
তোমার পারগতাই দুর্ব্বল হ'য়ে যাবে,
সম্বর্দ্ধনার শিষ্ট রাগ হ'তে
বঞ্চিত হবে তুমি ;
তাই বলি—
আরোকে ত্যাগ ক'রো না,
নিবিষ্ট অনুধায়নায়
আরোকে নিস্পাদন কর,
তুমি আরোর চলনে
আরো হ'তে থাক । ৯৭৯৭
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-২

তোমার চলার নিরীখই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ,
ইষ্টার্থকে ব্যাহত ক'রে
তুমি যদি তোমার চলনাকে
পরিচালিত কর—

ভ্রান্তি তোমাকে
বিবশ ক'রে তুলবে,
সার্থকতা হ'তে
নিরাশ হ'য়ে উঠবে প্রায়ই,
নিবিষ্ট অনুবেদনা
তোমাকে
তোমার চারদিক
সৌষ্ঠবমণ্ডিত
সুচারু দর্শনে দেখতে দেবে না,
ফলে, ব্যতিক্রম
অকাট্য হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে । ৯৭৯৮ ।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-৫

মানুষের ক্ষমতা আসে কিন্তু
করার ভিতর-দিয়েই,
সক্ষম হ'য়ে ওঠে সে,
শুভসন্দীপনায়
শৌর্য্যবিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ পথেই
জয়ী হ'য়ে ওঠে ;
ঐ করার আবেগ হ'তেই আসে—
পরাক্রম,
ঊর্জ্জী উদ্দীপনা,
এই গুণবিশিষ্ট কৃতি
যতই হ'য়ে ওঠে,—
সার্থকও হ'য়ে ওঠে সে তেমনি—
নিবিষ্ট তাৎপর্য্যে
যে যত চলতে পারে—
তেমনি ক'রে ;
চল,
তোমার লক্ষ্য হ'তে

একটুও ভ্রষ্ট হ'য়ো না,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে
সার্থকতাকে
তুমিই ছলনা ক'রে চলবে ;
ভগবান
নিরাবিল ভজনেই
বসবাস করেন,
আর, ব্যতিক্রমদুষ্ট
যতই হ'য়ে উঠি আমরা—
আমাদের কাছে
তিনিও ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে ওঠেন ;
তিনি স্থির ও অচল,
আমরা ব্যতিক্রমশীল,
তুমি স্থির ও অচল হও,
ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিও না,
কর,
সার্থকতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ । ৯৭৯৯ ।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-৮

তুমি ক'রবে না—
অথচ ক্ষমতাপ্রিয়তা আছে,
তা'র মানেই—
হতমূর্খ,
করার ভিতর-দিয়েই
ক্ষমতার উদ্ভব হ'য়ে ওঠে ;
করা যত
সার্থক সমন্বিত হ'য়ে ওঠে—
ক্ষমতাও তেমনি
সার্থক সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
কৃতি-উর্জ্জনাও তেমনতর
বোধ-বিধায়িত বিভব নিয়ে

অঢেল উচ্ছলতায়
চলৎশীল হ'য়ে থাকে,
তুমি
কর, চল, হও—
সার্থকতার সৌষ্ঠব-আরতি নিয়ে। ৯৮০০।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-১০

কৃতি যেখানে নাই—
ক্ষমতাও সেখানে নাই,
ক্ষমদীপ্ত হ'য়ে ওঠে নি সে,
বৃত্তি প্রবৃত্তির পরিবেদনা নিয়েই
তা'রা চলতে থাকে,
তা'রা ক্ষমতাবান নয়—
অত্যাচারী,
ব্যতিক্রমদৃষ্টির পরম বান্ধব;
তুমি কৃতী হও,
ক্ষমতা অর্জন কর,
আর, সার্থকতায়
সবাইকে
ভরপুর ক'রে তোল। ৯৮০১।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-১২

আদর্শ যা'র অটুট,
কৃতিসম্বেগ যা'র অভ্রান্ত—
ক্ষমতাও সেখানে সাবলীল,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী
অনুবেদনা নিয়ে
সে চলতে থাকে,
সে মানুষের
বিরক্তিকে আবাহন করে না,

লোকের অন্তঃস্থ অনুরাগই
তা'র পূজা ক'রে চলে ;
আদর্শবান হও,
আদর্শপূজার মাধ্যমে
কৃতিসম্বর্দ্ধনার ভিতর দিয়ে
তুমি আদর্শবান হ'য়ে ওঠ,
অটুট হ'য়ে থাকুন আদর্শ
তোমার ভিতরে ;
আদর্শই তো ইষ্ট,
আদর্শবান মানুষের কাছে
কিছু নাই,
আছে আত্মনিবেদন,
কৃতির উন্মাদনী রশ্মি,
যা'র ফলে সে—
উদ্দাম হ'য়ে ওঠে,
বিভুর তর্পণায় বিপুল হ'য়ে
সে পরিব্যাপ্ত হয়
সবার অন্তরে অন্তরে—
আদর্শনিষ্ঠ ভাবরাগের
উন্মাদনী কৃতি-উদ্যমে,
সার্থকতা সেখানে
হাসির হিল্লোল তুলে
মলয়-আলিঙ্গনে
তা'কে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে থাকে । ৯৮০২।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-১৮

ভক্তিহীন যা'রা—
ব্যর্থ
শক্তিশালী হ'তে পারে,
কিন্তু তা'দের ভিতরে

ভক্তি থাকে না,
থাকে—
প্রবৃত্তির মোহন-দীপনা,
যদি ভক্তি থাকেও—
তা'ও ব্যতিক্রমদুষ্ট ;
ভজনদীপ্ত অনুরাগ যেখানে
শক্তির ঊর্জ্জনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
ভক্তির পরম আমন্ত্রণে
শক্তিসিদ্ধ রাগদীপনায়
সে উৎসবান্বিত হ'য়ে ওঠে,
উৎসর্জ্জনাই তা'র

আরাম-কেদারা । ৯৮০৩ ।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-২০

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ভজনদীপ্ত রাগদীপনায়
তাঁ'রই আরতি কর ;
তাঁ'রই মাঙ্গলিক অভিনিবেশ নিয়ে
ছত্রিশ কোটি দেবতার
পূজা কর—
তা'তে ক্ষতি নেই ;
তোমার ভক্তি যদি
বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে—
ছত্রিশ কোটি দেবতায় যদি
বিভক্ত হ'য়ে ওঠে,—
তোমার থাকবে না কিছুই ;
শুনেছি—
কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীরা নাকি
কালীপূজা ক'রেছিলেন—
শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলপ্রার্থনা ক'রে,

তাঁদের নাকি সে কালীপূজা
সার্থকও হ'য়েছিল ;
আর, তাঁরা নাকি
ঐ ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
রাগবিভোল উৎসর্জ্জনা নিয়ে
বহু বহু দেবতার পূজা করতেন,
প্রার্থনা করতেন—
'আমার কৃষ্ণ—
সুস্থ, সবল, সম্বৃদ্ধ হ'য়ে থাকুক,
চিরায়ু হ'য়ে থাকুক' । ৯৮০৪ ।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-২৭

ফুল ও কৃষ্টিতে
আচারনিষ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে
তৎপরতার সহিত
সিদ্ধসাম-তাৎপর্য্যে
ভরজীবনের আরতি ক'রে চল—
আহুতি দিয়ে ইষ্টার্থে,
যিনি পুরুষোত্তম—
তাঁতে,
যিনি মহামানব—
সেই নিবেশে
সন্নিবিষ্ট হ'য়ে ;
কুলাচারকে
ব্যাহত ক'রো না,
তুমি যে হও,
যা'ই হও—
তোমার কুলীনত্বকে
অতদূর রেখো—
তা' হৃদয়ে, কৃতিতে,
আচরণশীল সদ্ব্যবহারে,

স্বস্তিপ্রসন্ন তর্পণায়,
প্রতিপ্রত্যেককে পরিচর্য্যা ক'রে—
একটা কথায়,
একটা করায়,
একটা শিষ্ট রকমের সংবেদনায়,
প্রয়োজন-পূরণী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
যা' সাধ্য তোমার
তেমনতর ক'রে ;
প্রতিপদক্ষেপে
তোমার কুলদেবদেবী স্বরূপ—
পূর্ব্বতন পিতৃমাতৃগণ যাঁরা—
হুলুধ্বনি দিয়ে যেন
তোমাকে অভ্যর্থনা করেন—
বাৎসল্য-পরিবেশনে
আশিস্-অনুকম্পায় ;
তুমি সার্থক হও,
তোমার অন্তঃস্থ দেবতা যিনি—
ঐ সম্বর্দ্ধনায়
ধৃতিদীপ্ত অনুকম্পায়
সার্থকতার সম্বর্দ্ধনায়
যেন আহুতি-বিভোর হ'য়ে ওঠেন । ৯৮০৫ ।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-৩৬

জীবনের রোল
তোমাকে নাচিয়ে তুলুক—
ইষ্টার্থ-অনুদীপনী অনুকম্পায়
তাথৈ তালে
দীপ্ত শুভ ঈক্ষণায়,—
সব যা'-কিছু
সুন্দরে পর্য্যবসিত ক'রে

তৃপ্তিদেবতার
পরম প্রসন্নতায়
শিষ্ট ব্যক্তিত্বের
শুভ আশীর্ব্বাদে
অনুশাসিত হ'য়ে
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,—
স্মিত উজ্জ্বল উদ্দীপনায়
সবকে
আলোক-বিভবে
বিভাবিত ক'রে ;
অন্তর থেকে গেয়ে উঠুক—
স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি । ৯৮০৬ ।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৭-৪০

মানুষকে সাহায্য কর,
তোমার সাধ্যে যেমন কুলায়—
সমীচীনমত তা'কে দিও ;
কিন্তু সজাগ থেকো—
অনুনয়ী তাৎপর্য্যে
তা'র জন্য করতে,
ভবিষ্যতে যদি তুমি
কাউকে কোনপ্রকার সাহায্য দিতে
না পার—
বিশেষতঃ কোন লোকবিশেষকে,—
সে যেন দুঃখিত না হয় ;
তা'র ব্যর্থ কামনা বা ব্যর্থ আশা
তোমা হ'তে না-পাওয়ার জন্য
কুণ্ঠিত ও ভ্রষ্ট না হ'য়ে ওঠে ;
তাই বলি—
দাও—
সমীচীন সতর্কতা নিয়ে,

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখো.
না দিতে পারলে
সে যেন
ভগ্নহৃদয় না হ'য়ে ওঠে—
এমনতর অনুনয়ী কথা ব'লে
প্রীতি-তাৎপর্য্যে,
যেন সে
বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে,
যেমন তোমার প্রত্যাশা ব্যাহত হ'লে
তুমি বিক্ষুব্ধ হও,—
যদি না বোঝ;—
তেমনতর সে না হয়—
বুঝে সুঝে তেমনি ক'রে
যা' ক'রবার তা' ক'রো,—
তাই ব'লে—
তোমার কৃতিপ্রসাদ হ'তে
কেউ যেন বঞ্চিত না হয়—
তাও নজর রেখো । ৯৮০৭ ।
২২।৬।১৯৬১, রাত ৮টা

মোক্‌থা কথায়
মানুষের তিনটি সমাজ আছে—
একটি বর্ণানুগ সমাজ,
একটি পারিবেশিক সমাজ,
আর একটি লোকসমাজ ;
প্রত্যেকটি সমাজে
তা'র পরিচর্য্যা
স্বতঃসন্দীপী তাৎপর্য্যে সংশ্লিষ্ট—
মানুষের ক্রম-অনুপাতিক ;
সে যে-কোন সমাজকেই
অবজ্ঞা করুক না কেন,

অবহেলার চক্ষে দেখুক না কেন—
যা' সাত্বত বিধিকে
ক্ষুণ্ণ ক'রেই করতে হয়—
তা' ব্যতিক্রমদুষ্ট,
ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'
তা'কে সে যদি
অনুক্রমসিদ্ধ না ক'রে তুলতে পারে—
সে ব্যতিক্রম ক্রমশঃ
বিস্তীর্ণ হ'তে হ'তে
সবগুলিকে সংক্রামিত ক'রে
লোকসমাজকে
বিধ্বস্ত করতে পারে কিন্তু ;

লোকসমাজের
সব সময় দৃষ্টি রাখা উচিত—
বৈশিষ্ট্যানিবিষ্ট
যে-কোন সমাজই হোক না কেন—
সে সমাজকে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
অন্য সমাজের আশ্রয় নিয়ে
তা'কে সংঘাতধর্ষিত ক'রে তুলে
তা'কে দুর্ব্বল ক'রে তোলা—
একটা গর্হিত কর্ম্ম,
সমাজের দৃষ্টি থাকা উচিত—
কেউ যেন তা' না করতে পারে ;

সমাজের বেষ্টনীকে নষ্ট ক'রে
অন্য সমাজের পরিধি বাড়ালেই—
সে সমাজ শিষ্ট হ'ল,—
তা' নয়কো,

তা'র মানে,
তা'র স্বার্থবৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—
সমাজকে
ভঙ্গুর ক'রে তোলা ;

এক সমাজকে
যে ভঙ্গুর ক'রে তোলে—
অন্য সমাজকেও সে
সেই তালিমে নিয়ে চলে,
এমন-কি—
লোকসমাজকেও
সেই তালিম দিয়ে চলে ;
বিশিষ্ট বিধায়নায়
সমাজকে
বিধৃত ক'রে
যা'তে রাখতে পার—
তা'ই করাই ভাল ;
আর, ভঙ্গুর শিষ্টাচার
যা'র অব্যাহত—
তা'কে এমনতর পরিক্রমায়
নিবন্ধ রেখে
যদি সৎসন্দীপিত ক'রে তুলতে পার,—
তা' ঢেরই ভাল,
নয়তো তা'
সহজভাবেই ত্যাজ্য,
'ত্যাজ্য'-র কারণই হ'চ্ছে—
তা'র অন্যকে সংক্রামিত ক'রে
সংহতির গণ্ডীকে
বিধ্বস্ত ক'রে
ভেঙ্গে-চুরে
চুরমার ক'রে দেওয়ার সম্ভাবনা
সেখানে অধিক ;
তাই সাবধান হও !
বিশেষ সামাজিক বন্ধনের ভিতর-দিয়ে
তা'কে শুধরে নিয়ে
লোকসমাজ-পরিধিকে

উপযুক্ত ক'রে তোল ;
শিষ্ট চরিত্র নিয়ে
পারিবেশিক লোকসমাজে
সংস্কৃতি, আচার ও অগ্রগতিকে
বাড়িয়ে তোল—
বীর্য্যবান পরাক্রমী তাৎপর্য্যে
সাধু সন্দীপনায়
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম উর্জ্জনা নিয়ে ;
অস্তিত্বের অবঘাত কিন্তু
সর্ব্বনাশা ;
মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্য যা'র ভঙ্গুর,
অভিযান তা'র
ভঙ্গপ্রবণই হ'য়ে থাকে। ৯৮০৮।
২৩।৬।১৯৬১, সকাল ৭-২০

স্বাস্থ্য যেমন ক্ষুণ্ণ হ'তে থাকে—
অস্বস্তির উপদাহও
তেমনি বর্দ্ধিত হ'য়ে পড়ে,
নজর রেখো—
স্বাস্থ্যকে
সমীচীন ব্যবস্থা ও ব্যবহারে
সুন্দর ক'রে তুলতে,
উপদাহও
ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান লাভ ক'রবে। ৯৮০৯।
২৩।৬।১৯৬১, সকাল ৭-৩৫

নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতা,
কৃতি, আচার-ব্যবহার,
সৎপরিচর্য্যায় যদি
হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে

তোমার স্বভাব
সবার কাছে—
দক্ষনিপুণ তৎপরতায়,—
তাহ'লে আর
ভাতের কাঙ্গাল হ'তে হবে না। ৯৮১০।
২৩।৬।১৯৬১, বেলা ১১-৩০

ব্যতিক্রমদুষ্ট নিষ্ঠা
কোন সার্থকতাতে উপনীত হ'তে পারে না,
প্রবৃত্তির ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে
তা'রা ওতে
নিবিষ্ট হ'য়েই চলতে থাকে,
আর, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—
'আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক,—
তুমি আমাদের
এই আশীর্ব্বাদ কর',
সে বলতে পারে না—
ভাবতেও পারে না—
'আমার জীবনে
তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক',
ঐ পরম সার্থকতায় দাঁড়িয়ে
সে
সঙ্গতিশীল শুভ-সম্বর্দ্ধনার পথে
এগোতেই পারে না,
করা তো দূরের কথা,
সব যা' কিছু নিয়ে
তা'দের একনিষ্ঠতা থাকে না,
ফসকানোর
একটা বেমিছিল নিয়ে
সে চলতে থাকে—

নিজের মান-অভিমান-আত্মম্ভরিতার
সম্বেদনী অনুবেদনা নিয়ে ;
তাই, তা'দের মান-অভিমান তো থাকেই,
তা' ছাড়া—
তাড়ন-পীড়ন-ভৎ'সনাতেও
বিষাক্ত সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
ব্যতিক্রমব্যালোল হ'য়ে
তেমনি চলনেই চলতে থাকে,
ব্যর্থতার সম্পদ্ হ'য়ে পড়ে সে,
সার্থক সঙ্গতিশীল জীবন
ও ধী-উর্জ্জনা
তা'র কাছে দুশ্চিন্তনীয় ;
ব্যতিক্রমকে
দুর্ব্বার ক'রে তুলো না,
নিষ্ঠাকে নিবিষ্ট ক'রে তোল,
সম্বর্দ্ধনাকে সুশোভিত ক'রে তোল,
সত্তার ব্যাপৃতি, ব্যবহার, পরিচর্য্যা
ও পরিবেদনার ভিতর-দিয়ে
দরদী অনুকম্পা নিয়ে
ঘটে ঘটে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ,
স্বস্তির পথ তো—
তা'ই । ৯৮১১ ।
২৩।৬।১৯৬১, বিকাল ৪-১৬

ভক্তের
প্রথম ও প্রধান লক্ষণই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া—
সেবামুখর উদ্দীপনা নিয়ে,
সে কখনও
ইষ্টসেবায়
ব্যতিক্রমদুষ্ট হয় না,

নিজের স্বার্থসমীক্ষায়
ইষ্ট বা ভগবানকে
দেখতে চায় না,
তা'র উচ্ছল আবেগই হ'য়ে পড়ে—
যথাসর্ব্বস্ব তাঁকে দিয়ে
শিষ্ট অনুবেদনা নিয়ে
জীবনচলনায়
চলৎশীল হ'য়ে চলা ;
যত বড়ই যে হোক না কেন—
ওর ব্যতিক্রমদুষ্ট অনুদীপনা নিয়ে
যে চলে—
তা'কে ভক্ত ব'লে সঞ্চারিত করা
মানেই হ'ল—
ভক্তিহীনকে
ভক্ত ব'লে সঞ্চারিত করা ;
নিজে তো ব্যতিক্রমদুষ্ট
হয়ই তা'রা,—
মানুষকেও
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে,
তা'রা কখনও
অসম্মান সহ্য করতে পারে না,
আত্মম্ভরিতাকে
ছাড়তে পারে না,
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা ইত্যাদিতে
বিক্ষুব্ধই হ'য়ে ওঠে,
স্বার্থের ব্যর্থতা এলেই
বিপর্য্যয়দুষ্ট হ'য়ে
পড়েই কি পড়ে,—
এই হ'ল আদত লক্ষণ ;
এরকম দেখলে পরে
সাবধান হ'য়ে চ'লো,

ব্যর্থ বিন্যাসে
জীবনকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলা
কি সমীচীন ? ৯৮১২ ।
২৩।৬।১৯৬১, বিকাল ৫-১৫

যেখানে
সম্মানের উদাত্ত অভিমান আছে,
অপমানের কোন ভয় নেই,—
যেখানে
প্রাপ্তির লোলজিহ্বার সার্থকতা আছে,
না-পাওয়ার কোন কথাই নেইকো,
যেখানে নিষ্ঠা
নিবিষ্ট নয়কো,
রাগদীপ্ত নয়কো,—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ যেখানে
ধৃতিশীল ঊর্জ্জনায়
চলৎশীল নয়কো,—
যেখানে ভর্ৎসনার কোন
বালাই নেইকো,—
আহাম্মক অভিমান যেখানে
ঊর্জ্জনাশীল তৎপরতায়
নিজের খামখেয়ালী অনুচলন নিয়ে
চলতে থাকে,—
যেখানে খাওয়াদাওয়ার ভাবনা নেইকো,—
চরিত্রবিন্যাসের কোন
তোয়াক্কা নেইকো,—
ইষ্টনিষ্ঠ অনুনয়নী তৎপরতার
ধারই ধারতে হয় না,—
ভক্তি ও নিষ্ঠার কচ্‌কচি নিয়ে
হামবড়াইয়ের
অভিযান-তৎপর হ'য়ে

যেখানে অনায়াসে চলা যায়—
কিন্তু ইষ্টার্থ স্বার্থ নয়কো,—
ভজনশীল রাগদীপ্তিও
যেখানে নেইকো,—
আনুগত্য যেখানে
শিষ্ট নয়কো,—
কৃতিসম্বেগ যেখানে
বীর্য্যবান নয়কো,—
শ্রমসুখপ্রিয়তা যেখানে
ক্লান্তিতে অবশায়িত,—
নিষ্ঠা ও ভক্তি
দুর্ব্বার ব্যত্যয়ে সেখানে
আপদ্‌গ্রস্তই হ'য়ে চলে,
অতিষ্ঠ অনুক্রমে
তা'র ক্রমচলনগুলি
স্থবিরই হ'য়ে চলতে থাকে ;
নিষ্ঠা-ভক্তি কি সেখানে
থাকতে পারে ?
উপদেশবহুল তর্জ্জনা নিয়ে
তা' চলতে পারে ;
উদাহরণ কি সেখানে
চরিত্রে নিবিষ্ট হ'য়ে
উর্জ্জনা-অভিদীপ্ত অনুচলনে
চ'লে থাকে ?
যেখানে এগুলি নাই—
সেখানে নিষ্ঠাই বা কোথায় ?
ভক্তিই বা কোথায় ?
আছে—
ফাঁকিবাজির তর্জ্জন-অভিসার,
বিনয়
বিধ্বস্তই হ'য়ে থাকে সেখানে,

আচার-ব্যবহার, লোকচর্য্যা
সঙ্কোচশীল পদবিক্ষেপে
পলায়নতৎপর হ'য়ে থাকে । ৯৮১৩ ।
২৩।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-১২

শ্রেয়ঘরের মেয়ে
অশ্রেয় ঘরে যখন
বিবাহিতা হ'য়ে থাকে,—
তা'র অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্বই সেখানে
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
তাই, তা'র পক্ষে
কোন শ্রেয়কর্ম্ম করাই—
অশুদ্ধিরই আবাহন;
সেমনি যদি
সমীচীন ঘরে
অশ্রেয়দের মেয়েও পড়ে—
অর্থাৎ বিবাহিতা হয়,—
সেও সমীচীনভাবে
সার্থকতার দিকেই এগিয়ে যায়—
যদি স্বামিনিবিষ্টা হয়,
কারণ, শ্রেয়ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে তা'র
রাগ-উর্জ্জনা
ও আত্মবিনায়নার
দীপদীপ্ত আশীর্ব্বাদ । ৯৮১৪ ।
২৩।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-১৭

ষড়রিপু মানে—
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য,
আবার, মাৎসর্য্য মানেই
আত্মম্ভরী অহঙ্কার,
রিপুগুলি

ঐ মাৎসর্য্যকে
লোপাট ক'রে দিয়ে
বহু অহঙ্কারের
সৃষ্টি ক'রে ফেলে,
কেউ কা'রো
নিয়ন্ত্রণে থাকে না,
নিষ্ঠানিবিষ্ট অন্তঃকরণে
এই সবগুলিকে আয়ত্ত ক'রে
সন্দীপ্ত সুঠামে
কোনকিছুকে বিবেচনা করাই
কঠিন হ'য়ে ওঠে—
প্রত্যেক প্রবৃত্তির
প্রত্যেক চাহিদাগুলিতে
লোলুপ হ'য়ে
নিজেকে
তজ্জাতীয় উৎসর্জ্জনায়
আত্মনিয়োগ ক'রে ;
সাত্বত পরিচর্য্যা
তা'দের হ'তে
সুদূরেই চ'লে যায়,
নিবিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
সুসন্দীপনী তপ-আগ্রহ
বিক্ষুব্ধভাবে
বিশ্লেষিত হ'য়ে
আত্মহারা পাগলের মত
যেমন-তেমন ক'রে বেড়ায় ;
ফলে, ব্যক্তিত্ব হয়
দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত—
তা' আচার-ব্যবহার, চালচলন

যা'-কিছুতে,
এসবগুলির ভিতর
কোন সামঞ্জস্য বজায় থাকে না,
একটা প্রবৃত্তি
অন্য প্রবৃত্তিকে সাহায্য করে না,
অনেক সময়েই দেখা যায়—
এই সাহায্যে তা'রা
গররাজি বুঝি !
তাই, যদি ব্যক্তিত্বকে
সুঠামই করতে চাও—
নিষ্ঠানিপুণ নিবিষ্টতায়
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগকে
সজাগ রেখে
শ্রমসুখপ্রিয়তার
লালসা-উদ্দীপনী তর্পণায়
প্রত্যেককে ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে
তাঁকেই
জীবনকেন্দ্র ক'রে নাও ;
আর, ঐ জীবনকেন্দ্র করা মানেই—
সত্তার কেন্দ্র ক'রে নেওয়া ;
বিধিবিনায়নী আচারনিষ্ঠা,
কুলাচারের শুভ মর্য্যাদা—
কৃতিসম্বেদনী অনুনয়নে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
দরদী পরিচর্য্যী পরিবেশনে
লোকস্বস্তির কেন্দ্র হ'য়ে ওঠ,—
যে স্বস্তি
ইষ্টার্থকে
আপূরিত ক'রে তোলে,
তা'তে বোধবিবেকের দূরদৃষ্টিও
ক্রমশঃ ফুটতে থাকবে ;

এমনি ক'রেই
ব্যক্তিত্বকে
সুসংযত ক'রে ফেল-
সুসঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিবিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ অনুবেদনায়,
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ুক
তোমার ব্যক্তিত্ব
সবারই অন্তঃকরণে—
আচার-ব্যবহার,
দরদী পরিচর্য্যা নিয়ে,
সব রকমে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়—
প্রত্যেকের অন্তঃকরণে,
মানুষের
মূর্ত্ত মঙ্গল হ'য়ে ওঠ—
সাত্বত কেন্দ্রকে
নিবিষ্ট সন্দীপনায়
সুদক্ষ রেখে,
আর, তা'ই হোক—
ইষ্টপূজার
পরম উপকরণ তোমার,
সার্থকতা
ভরপুর হ'য়ে চলুক । ৯৮১৫ ।
২৩।৬।১৯৬১, রাত ৭-২২

আমি বলি—
প্রত্যেকটি মানুষই
বৈধী বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সুঠাম ব্যক্তিত্বের
অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
আর, এই হ'য়ে উঠতে
যা' যা' প্রয়োজন—

তা'ই করুক,
যদি তা' না করে—
ব্যক্তিত্ব তা'র
সুঠাম হ'য়ে উঠবে না,
কোথাও কোথাও
পঙ্কদ্যোতনা
তা'কে
করকরে ক'রে তুলবে ;
একনিবিষ্ট অন্তঃকরণের সাথে
প্রবৃত্তিগুলির সুবিনায়ন,
আচার-ব্যবহার, চালচলন
ও কৃতিসম্বেগের মধ্য দিয়ে
ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা
উৎসাহনন্দিত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব যেন
সব যা'-কিছুর
সমীচীন তাৎপর্য্যে
নিজেকে
সর্ব্বাঙ্গীণ স্বচ্ছ ক'রে চলে—
অমৃতাভ
উৎসর্জ্জনী অনুচলনে। ৯৮১৬।
২৩।৬।১৯৬১, রাত ৭-২৮

আসল কথাই হ'চ্ছে—
আন্তরিক নিষ্ঠানন্দিত অনুধ্যেদনা—
যা' অস্খলিত নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
উজ্জ্বনী তাৎপর্য্যে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
সংগঠিত ও বিনায়িত ক'রে

বিহিত মানুষে
বিন্যস্ত ক'রে তোলে,
মানুষের
এই অন্তঃস্থ প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
ব্যক্তিত্ব;
ব্যক্তিত্ব যত ভঙ্গুর হয়—
বহুধা হ'য়ে চলতে থাকে,—
ব্যক্তিত্বের সংস্থত্বও
তত মন্থর হ'য়ে ওঠে,
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
ফলে—
সে বিকৃত সন্দীপনায়
নিজেকে অব্যবস্থ ক'রে
ব্যবস্থিতির পরিচর্য্যা করতে চায়,
যা' নাকি হয় না;
তাই বলি—
অস্খলিত ইষ্টনিবিষ্ট
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমতৎপরতায়
দরদী অনুকম্পাশীল
পরিচর্য্যার প্রস্রবণে
সবগুলিকে বিনায়িত ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্ব
আরো হ'তে আরোতে
সুঠাম নন্দিত হ'য়ে উঠুক,
তুমি লোকের ভরসার
পরম ভৃতি হ'য়ে ওঠ। ৯৮১৭।
২৩।৬।১৯৬১, রাত ৭-৩৩

ভাল হওয়ার জন্য
প্রবৃত্তিগুলি উঁকি মারে,—

এ কথা ভালই ;
নিবিষ্ট বিনায়নে
তা'কে যদি
সঙ্গতিশীল ব্যবস্থিতি দিয়ে
বিনায়িত ক'রে তোলা যায়—
সমীচীন তাৎপর্য্যের সহিত
দরদী অনুকম্পা নিয়ে
পরিচর্য্যার প্রীতি-নন্দনায়
কৃতিবিভব উদ্দীপনায়—
যা' ঐ অস্খলিত
নিবিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠায়
নিহিত থাকে,—
ক্রমে ক্রমে
তা' মানুষকে
দেবমানবই ক'রে তোলে—
দ্যুতিমান ব্যক্তিত্বের
অধিকারী ক'রে—
বিজ্ঞতার
বিনায়িত সুঠাম বিভবে । ৯৮১৮ ।
২৩৷৬৷১৯৬১, রাত ৭-৩৫

সৃষ্টির স্রষ্টা
পিতা,
আর, পরম স্রষ্টা যিনি—
তিনি পরমপিতা ;
স্রষ্টা নিজেই
বহুধা বিভক্ত হ'য়ে
বহুতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছেন ;
বহুর প্রত্যেকটি
যদি তা'র
বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে

সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
অস্খলিত নিষ্ঠানন্দনার ভিতর-দিয়ে,—
সে আপনা-আপনি
সংহতির
পরম পোষক হ'য়ে ওঠে,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনি
উৰ্জ্জনাসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
বোধ ও দূরদৃষ্টির
ক্ষিপ্র তাৎপর্য্য
বিনায়নী তৎপরতায়
তা'কে
দ্যুতিমান ক'রে তোলে,
এমনি ক'রেই সে
মহানের আশ্রয়ে
অনুসেবনী তাৎপর্য্যে
মহত্তরই হ'য়ে উঠতে থাকে । ৯৮১৯ ।
২৩।৬।১৯৬১, রাত ৭-৩৯

তুমি ভেবো না,
পরম পুরুষ যিনি—
নিজেই দয়ী,
দয়াই তাঁ'র উৎসর্জ্জনা,
দয়া তাঁ'র ভিতর নিহিত আছেই ;
আমরা দয়াকে যখন
পঙ্কিল ক'রে তুলি,
বিকৃত ক'রে তুলি,
বিধ্বস্ত ক'রে তুলি—
দয়ার আশা
আমাদের অন্তঃস্তলে
খিন্ন হ'য়ে ওঠে,

দয়া
স্বতঃসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
জীর্ণ জাগরণে
দিন কাটিয়ে থাকি,
অনবদ্য উর্জ্জনার উচ্ছ্বাস হ'তে
বঞ্চিত হই ;
আমাদের বিধান
বহুল ক্রিয়াশীল হ'লেও—
একায়িত উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনা নিয়েই
মানুষ
হ'য়ে উঠেছে,
এই মনুষ্যত্বের বিকৃতি
যতই তিরোহিত হ'তে থাকবে,—
সুকৃতিতে
মানুষও ততই
স্বস্থ হ'য়ে উঠবে ;
আমি মনে করি—
তা'তে দয়ার প্লাবনও
অঢেল হ'য়ে উঠবে। ৯৮২০।
২৩।৬।১৯৬১, রাত ৭-৪২

'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা—
লোকে বলে, করি আমি',
মা'তে যদি আমি
নিবিষ্ট-নিষ্ঠ না হই,—
মা যদি আমার
গায়ত্রী দেবী না হ'য়ে ওঠেন,
সমীচীন নিয়ন্ত্রণে
তাঁ'র নিদেশ বিনায়িত ক'রে
তাঁকে যদি পরিপালন না করি,—
আমাদের জীবনটা

যাতে সার্থক হ'য়ে ওঠে
এমনতর চলনে না চলি,

শিষ্ট কৃতি-সম্বেদনা যদি
উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত অনুনয়নে
আমাদের প্রকৃতিতে
সঞ্চরণশীল না হয়,—
মায়ের তৃপ্তিপ্রদ চলন
যদি আমাদের না হয়,—
তখন
'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা
লোকে বলে, করি আমি',
এই কথার কি কোন সার্থকতা থাকে ?
তা'কি আমাদের অন্তঃকরণ
স্পর্শ করে ?

মা যদি আমাদের
অন্তরের দ্যোতন
কৃতিমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠেন—

তখনই ঐ কথা
আমাদের ব্যক্তিত্বে
সার্থক হ'য়ে ওঠে
তখন বুঝি—
ভাবি—
এ তো তুমিই করেছ মা !

আমি তোমার কৃতিশোভার
সার্থকতা লাভ করেছি মাত্র,
এই সার্থক সন্দীপনাই তো
তোমার আশীর্ব্বাদ—
মাতৃসেবার

অমৃত উৎসারণা । ৯৮২১ ।
২৩।৬।১৯৬১, রাত ৭-৫০

স্ত্রীর স্বস্তি
তখন থেকেই
সন্দীপিত হ'তে থাকে—
স্বামীর প্রতি
নিবিষ্ট নিষ্ঠা ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
সেবামুখর অনুধায়নায়
যখন সে তা'কে
পরিচর্য্যা ক'রে
তৃপ্তি লাভ করে,
ক্রমেই স্বামীর যা' কিছু সবই
তা'রই হ'য়ে ওঠে—
স্বামীর বাস্তব পূজারিণীর মত ;
আর, তা'তে
তৃপ্তিও পায় সে অঢেল,
ব্যতিক্রমদুষ্টও হয় না প্রায়ই ;
আর, যখন স্বামী
স্ত্রীকে অনুসরণ করে,
তা'র মোহে মুগ্ধ হ'য়ে
নিজের পরিবারের আর সবাইকে
ব্যঙ্গদীর্ণ-ঘৃণ্য চক্ষুতে দেখতে থাকে,
স্বস্তি তখন থেকেই
শীর্ণতা নিয়ে
ভঙ্গুর তাৎপর্য্যে
সমস্ত সংসারটাকে
ছারখার ক'রে দেয়,
নষ্টও তখন
ক্রমশঃই স্পষ্টতর হ'তে থাকে,
পরে লাখো আপ্‌শোষ হোক—
তা'কে আর
স্মিতসুন্দর ক'রে তুলতে পারে না ;
সমস্ত প্রবৃত্তির

সঙ্গীতশীল তৎপরতায়
নিবিষ্ট অন্তঃকরণে
স্বামীসেবাই তো
স্ত্রীর পরম সতীত্ব,
নয়তো—
নারীত্ব তো সেখানে ব্যর্থ,
বিভ্রান্ত, বিনষ্ট হ'য়েই
চলতে থাকে ;
তাই বলি—
নষ্টকে আমন্ত্রণ ক'রো না,
ইষ্ট-উদ্দীপনায়
একনিষ্ঠ হ'য়ে
স্বামীর যা' কিছুকে
আপন ক'রে নিয়ে
স্বামীর সেবাশুশ্রূষায়
তৎপর হ'য়ে থাক,
গৃহস্থালীর
যা'-কিছু সমস্ত
নর্ত্তন-ছন্দে
তোমার উপাসনা করতে থাকবে,
মাতৃত্ব
তোমার ভিতর
দ্যুতিবিস্তার করবে,
স্নেহ-নন্দনায়
সব যা'-কিছুকে
আলিঙ্গন ক'রে
সন্তৃপ্ত করতে থাকবে ।৯৮২২।
২৩।৬।১৯৬১, রাত ৮টা

যে অনুরাগ
প্রীতি-তর্পিত,

অস্খলিত একনিষ্ঠ নয়কো,—
তা' বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে
শিষ্ট থাকতে পারে না,
ব্যক্তিত্বকে
সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে তা' কমই। ৯৮২৩।
২৪।৬।১৯৬১, সকাল ৬-৪০

অস্খলিত নিষ্ঠার দাঁড়ায়
তোমার স্বভাব
বিনায়িত হ'য়ে উঠুক—
শিষ্ট ঊর্জ্জনায়
কৃতিসম্বেগসিদ্ধ অনুনয়নে
রাগদীপ্ত হ'য়ে;
ঐ অতটুকুই
ব্যক্তিত্বকে
সুষ্ঠু-সুন্দর ক'রে তোলে,
ঐ হৃদয়
অনেক হৃদয়ের
আধান-উদ্দীপনা হ'য়ে ওঠে,
তা'র বিস্তার
বিভূতি-বিভব নিয়ে
প্রতি ঘটে-ঘটে
বিস্তারিত হ'য়ে ওঠে—
অস্খলিত রাগদীপ্ত ঊর্জ্জনায়
মাঙ্গলিক অভিসারে। ৯৮২৪।
২৪।৬।১৯৬১, সকাল ৬-৪২

শিষ্ট ও সৎ-এর নিষ্ঠা
ব্যক্তিত্বকে
শুভ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,

অব্যবস্থ স্খলিত নিষ্ঠায়
এমনতর হয় না,—
তাই সার্থকতাও সেখানে
কমই আসে । ৯৮২৫ ।
২৪।৬।১৯৬১, সকাল ৬-৪৫

শ্রেয়বংশের মেয়ে
কখনই অশ্রেয়র ঘরে দিতে নেই,—
তা'র ফলে—
শ্রেয় যা'রা
ভঙ্গুর ব্যতিক্রমে
অশ্রেয় তাৎপর্য্যই লাভ ক'রে থাকে ;
আবার, অশ্রেয় ঘরের
এমনতর ভঙ্গুর ব্যতিক্রমে
তা'র সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর
অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে থাকে ;
ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'রা—
তা'দের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বিক্ষোভে
অশিষ্টই হ'য়ে থাকে,
সংশোধন হওয়া তো দুষ্করই ;
তা' ছাড়া
বংশ ও সন্তান-সন্ততিও
ব্যতিক্রমদুষ্ট হবেই কি হবে,
কারণ, ব্যতিক্রমী অনুদীপনা
তা'র অন্তরে অন্তঃশায়িত,
জাতিকে ধ্বংস ক'রে
নষ্টে নিবিষ্ট করার
এইই অব্যর্থ অভিদীপনা ;

তাই, হজরত রসুল
সমঘরে বান্ধবতা করার
উপদেশই দিয়ে গিয়েছেন,
আর, প্রত্যেক প্রেরিতেরই অন্তঃস্তলে
এই সংক্রমিক লেখা ;
ব্যতিক্রম যেখানে—
তা' প্রেরিত-পুরুষের ঈপ্সিত নয় । ৯৮২৬ ।
২৪।৬।১৯৬১, সকাল ৭-৪০

তুমি যেমন চাও—
তোমার সুবিধামত
তুমি কোথাও ওঠ, বস,
তোমার খেয়ালমত করণীয় যা'
সেগুলি কর,
যেখানে উঠছ, বসছ বা করছ কিছু—
তা'র জন্য
তোমার কোন বাধ্যবাধকতা নাই,
নিজের খেয়ালী চলনকে
ত্যাগ ক'রে
অন্য কিছু তুমি
করতে পার না,
আর, সে তোমার
শ্রেয় বা প্রেয় হওয়া সত্ত্বেও
তা' যদি তোমার ব্যবহারে
পরিস্ফুট না হয়,—
বুঝে নিও—
তোমার ব্যক্তিত্বে
আবিল স্বার্থজড়ত্ব
আছেই কি আছে । ৯৮২৭ ।
২৫।৬।১৯৬১, বিকাল ৩-১৫

যাঁর বোধ
ব্যষ্টিগত তাৎপর্য্যে
সমষ্টিকে নিয়ে
সুযুক্ত, সম্বুদ্ধ ও বাস্তব,—
যিনি পদবিলোভে
আতুর হ'য়ে নেই,—
আদর্শনিষ্ঠ তাৎপর্য্য
যা' লোকমঙ্গলকে আবাহন করে—
তা'ই যাঁ'র সাত্বত ব্যক্তিত্ব,—
অথচ খামখেয়ালী অহঙ্কার নেইকো,—
তিনি উপযুক্ত ধৃতি ও কৃতিমান,
তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রো না,
করলে—
প্রায়ই ঠকবে । ৯৮২৮ ।
২৬।৬।১৯৬১, সকাল ৮-৭-

বান্ধবতা
যতই অকাট্য হ'য়ে ওঠে
আমাদের কাছে—
বৈধী চলন নিয়ে,
ততই ভাল ;
সত্তাবাদের চেয়ে
বড় কোন বাদ নেই,
বাঁচবার চাহিদা ও চলনই হ'চ্ছে—
তা'র আসন,
পরিবেশের ভিতর থেকে
ঐ বান্ধবতার ভিতর-দিয়েই আমরা
বাঁচবার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে থাকি ;
তাই, সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠ,
হৃদয়কে বিস্তার ক'রে ফেল,

প্রতিপ্রত্যেককে
ঐ হৃদয় দিয়ে অনুভব কর,
অনুকম্পী অনুচর্য্যায় চলতে থাক,
বিভবের পথ তো ঐই । ৯৮২৯ ।
২৬।৬।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-২১

শোন রাজনৈতিক !
তুমি প্রতিটি ব্যষ্টিসহ
অর্থাৎ প্রত্যেকের উপযোগিতা-অনুপাতিক
সমষ্টির পালন-পোষণ ও
বর্দ্ধন-পরিচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োগ ক'রে
বৈধী বিনায়নে
প্রতিটি সত্তা
অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে
সংরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে
তা'র সাত্বত উপযোগিতাকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—
সঙ্গতির শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
ব্যাপ্তির বিহিত পরিচর্য্যায় ;
এমনি ক'রেই
সমষ্টিকে
তা'র অনুপাতিক
পালন-পোষণ-বর্দ্ধনার
সুসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল—
মানসিক ও শারীরিক ব্যক্তিত্বের
শুভসন্দীপ্ত বিনায়নে ;
এমনি ক'রে
প্রত্যেকের

অন্তর্দেবতা হ'য়ে ওঠ,
কোনপ্রকার বৈধী ক্রমে
হস্তক্ষেপ ক'রো না,
অর্থাৎ কেউ
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে উঠতে পারে,
প্রতিটি বিশেষকে
স্বাস্থ্য-সন্দীপনায়
সুসন্দীপ্ত ক'রে রাখ—
সুদীপ্ত নিষ্ঠা-আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমসুখপ্রিয়
স্রোতল সন্দীপনায় ;
তা'রা প্রত্যেকেই
বেঁচে থাক,
বেড়ে উঠুক,
তোমারও রঞ্জনানীতি
সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্',
সত্তাই সত্যের আধান,
তা'ই 'সত্তা এব জয়তে নানৃতম্' ;
এই সত্যকে
সার্থকতার শুভ-নন্দনায়
ব্যক্তিত্ব-সঞ্চারণী তাৎপর্য্যে
পরিচর্য্যার পরম আহুতিতে
কৃতিযাগতর্পণায়—
উচ্ছল ক'রে তোল ;
যত:বেশী
এমনি ক'রে চলতে পারবে—
সার্থকতাও
স্মিত তাৎপর্য্যে
ক্রম পদক্ষেপে
আবির্ভূত হবে—

ঐ তোমাকে
ইষ্টানুগ শুভ-নন্দনায়
নন্দিত ক'রে তুলে। ৯৮৩০।
২৭।৬।১৯৬১, সকাল ৭টা

সূচীপত্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক ঃ
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
এস্-পি (বিহার)

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা কার্ত্তিক, ১৩৮১

প্রুফরীডার ঃ
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ
সৎসঙ্গ প্রেস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
এস্-পি (বিহার)

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডে পরম-প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-কথিত বাণীরাজির ১০৩৬ নম্বর থেকে ১৫৫৬ নম্বর পর্য্যন্ত বাণী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪০১ নম্বর বাণীর পরে ১৪০১ (ক) নম্বরে একটি পৃথক বাণী আছে। এই ৫২২টি বাণী প্রদানের কাল হ'ল ইং ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৪৯ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত। ১০৩৬ নম্বর বাণীটি প্রদত্ত হয় ইং ২৯।১১।১৯৪৮ (বাং ১৩ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫৫) সকাল ৮-৩৫ মিনিটের সময় এবং ১৫৫৬ নম্বর বাণীটি প্রদানের কাল ইং ১৬।৭।১৯৪৯ (বাং ৩২শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৬), সকাল ১০-৫০ মিনিট।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থের মত এই খণ্ডেও জীবনের বহু সমস্যার দিব্য সমাধানবাণী দেওয়া আছে। তা'র মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত কয়েকটি বিশেষ বাণী, যেমন "আর্য্যপঞ্চক", "আর্য্যত্রয়ী", "শ্রমণচর্য্যা", "গার্হস্থ্যপঞ্চক", 'যতি-জীবনে প্রযোজ্য", "জাগরণী", "সায়ন্তনী," "পবিত্র বাইবেলের কিছু অংশের অনুবাদ" এবং "সমাজতন্ত্র" এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। বিশেষ বক্তব্য এই যে, আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব্বে-প্রকাশিত শাশ্বতী ৩ খণ্ড ও সম্বিতী ৩ খণ্ডের সমস্ত বাণীই প্রকাশ করা হ'য়ে গেল।

সেই পরমকারণের বক্ষ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত সৃষ্টিধারার ন্যায় পরম-দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখকমল থেকে নিঃসৃত লোকপাবী বাণীরাশি আর্য্য-

প্রাতিমোক্ষের খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এই সুবিপুল গ্রন্থমালা সম্পর্কে যা'-কিছু বক্তব্য, তা' প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই ব্যক্ত হয়েছে। ভক্তি-আপ্লুত নিষ্ঠানন্দিত হৃদয়ে এই গ্রন্থের পঠন, পাঠন ও অনুশীলন মানুষকে বাক্যে, চিন্তায় ও কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে ইষ্টপরায়ণক'রে তুলুক—সেই পরাৎপর পরমপিতার রাতুল চরণে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৪শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৮১
ইং ১১।১০।১৯৭৪

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
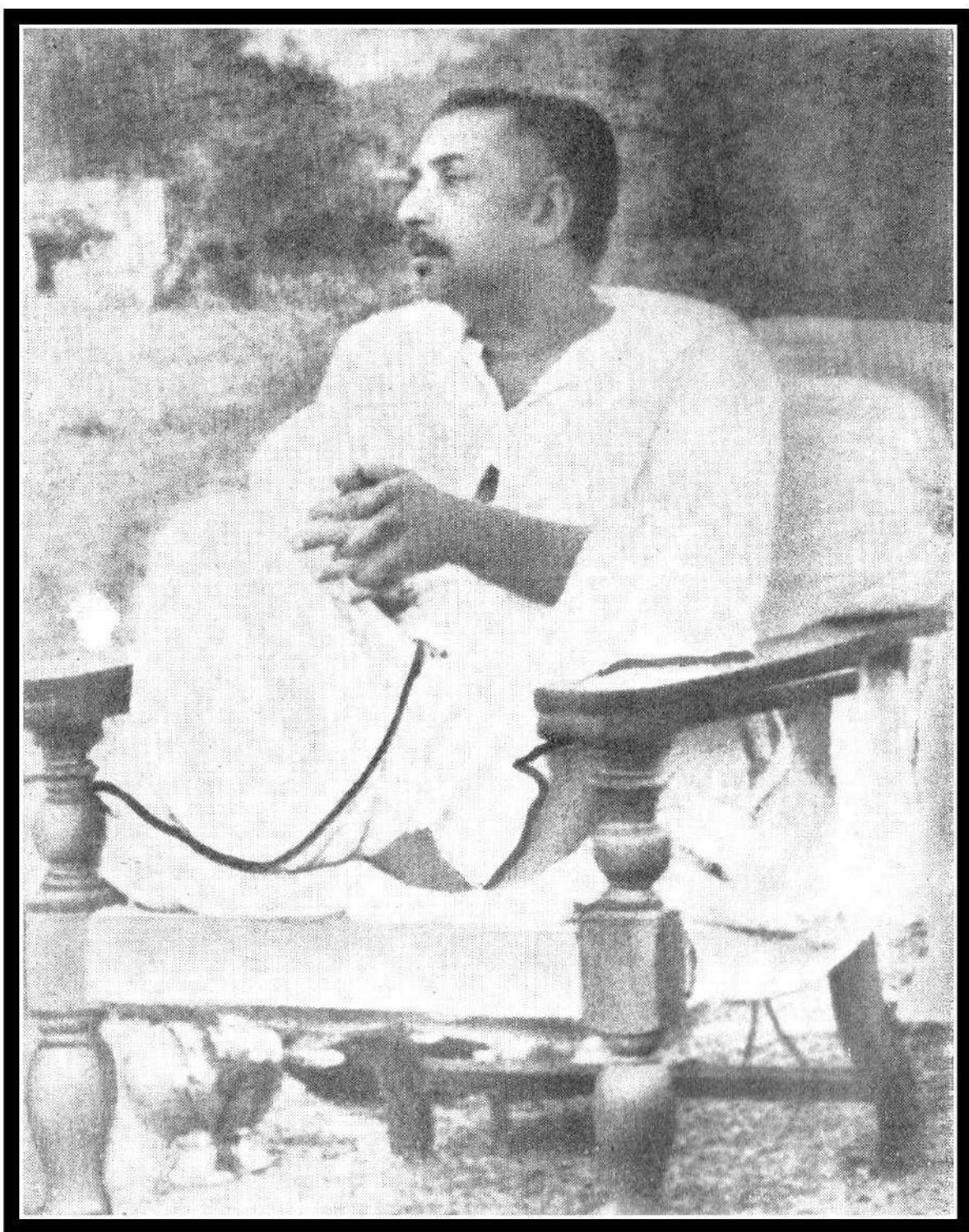
পূর্ব্বতনদিগের প্রতিভূ
পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যিনি—
তাঁ'কে অবজ্ঞা ক'রে স্বার্থ-সংক্ষুধ হ'য়ে
ভেদদৃষ্টিসম্ভূত বিনীত অনুরাগে
পূর্ব্বতনদিগকে গ্রহণ ক'রে
যা'রা
বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবতারণা ক'রতে লাগল—
তা'রাই তখন থেকে
ঐক্য ও কৃষ্টির সমাধি-রচনার
সূত্রপাত নিয়ে এল;
আর, ভাঙ্গতে আরম্ভ হ'ল তখন থেকেই—
সেই দৈবী একানুবর্ত্তিতা,
কৃষ্টি-সম্বর্দ্ধনা,
ও দৃঢ়-সমন্বয়ী পারস্পরিক বন্ধন—
যা' ছিল ভারতের সংহতি-মুকুট,
তা'র ফলে, জাতটা হ'য়ে উঠল—
ভবিষ্যতের তমসার ভিতর-দিয়ে
ধীরে-ধীরে—
স্বার্থান্ধ, পরপদলেহী,
ঐক্যহারা, পরশ্রীকাতর,—আজ যেমন। ১০৩৬।

২৯।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

ধ'রে দাঁড়াও,—
ছেড়ে দাঁড়ালে
প'ড়েও যেতে পার। ১০৩৭।
২৯।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

লাখো গোষ্ঠী থাকলেও কিছু হয় না—
যদি গোষ্ঠীপতি একজনই হয়,
পারম্পর্য্যে, পূর্য্যমাণতায়
খোঁটা ঠিক থাকে ;
বিচ্ছিন্ন না হওয়ার একমাত্র প্রতিবিধানই ঐ। ১০৩৮।
২৯।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

যা' শ্রেয় এমনতর কাউকে
বা কিছুকে অবলম্বন কর,
আর, তা'রই পুষ্টি ও পরিবর্দ্ধনায়
সমন্বিত হও,
আহরণ কর—দক্ষপটুত্বে,
অচ্যুত আগ্রহে,
বিচ্ছিন্ন-প্রচেষ্ট হ'য়ো না,
বিক্ষিপ্ত-অবলম্বন হ'য়ো না,
সম্বর্দ্ধিত হ'বে পুষ্টিতে—ক্রমশঃই। ১০৩৯।
২৯।১১।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৫

এক লাফেই গাছের মাথায়
উঠতে যেও না—
বিনা ব্যাহতি-নিরোধী আয়োজনে,—
প'ড়ে সাবাড় হ'তে পার। ১০৪০।
২৯।১১।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৯

নিজে শ্রেয়কে পরিপালন কর,
আর, সেই পরিপালনী উন্মাদনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে মানুষকে বল,—
তবেই তো তা' কার্য্যকরী হবে। ১০৪১।
২৯।১১।১৯৪৮, দুপুর ১২-১০

তোমার চালচলন, ব্যবহারে
ব্যক্তিত্বটা যখন রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে—সমন্বয়ে,
তুমি তখনই হবে দীপ্ত মানুষ—
মানুষের শ্রদ্ধার উদ্দীপক,
আর, মানুষ তোমাতে যতখানি সশ্রদ্ধ হবে—
অনুবর্ত্তীও হবে তেমনতর। ১০৪২।
২৯।১১।১৯৪৮, দুপুর ১২-৩৫

কা'রও মর্য্যাদাকে বিক্রয় ক'রে
স্বার্থসিদ্ধি ক'রতে যেও না—
বরং মর্য্যাদাকে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে
পার তো সুবিধা ক'রে নিও—
সামঞ্জস্যে, সমন্বয়ে—
ব্যাহত বা বিপর্য্যস্ত না ক'রে কা'কেও
তা'তে তুমিও উপচয়ের পথ পাবে,
মর্য্যাদাও তোমার বাড়বে,—
যা'র মর্য্যাদায় তুমি চলন্ত
তা'রও প্রতিষ্ঠা হবে;
নয়তো, লোকসান কিন্তু তোমারই বেশী—
বঞ্চিত ক'রবে তুমিই তোমাকে। ১০৪৩।
২৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-২০

আগ্রহ যেমন, উদ্যমও তেমন,
সক্রিয়তাও তদনুপাতিক,
আর, প্রাপ্তিও সেই ফলনে। ১০৪৪।
২৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

যা'কে মনোনয়ন ক'রছ যে-কাজে—
যদি তা'কে উদ্বুদ্ধ ক'রে
উদ্গ্রীব আগ্রহান্বিত ক'রে তুলতে না পার—
সক্রিয়ভাবে,
ধ'রে রেখো, তোমার মনোনয়ন
ব্যর্থই হ'য়ে উঠবে বেশীর ভাগ ;
আরও বলি,
কোন কাজে—
যা' নিজের করণীয় তা'তে
অন্যের উপর যত নির্ভর না করা যায়
ততই ভাল। ১০৪৫।
২৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা,

দায়িত্বে ঢিল দিয়ে,
কোন কাজে অন্যতে নির্ভর ক'রো না—
যত পার ;
তাই ব'লে,
লোককে ব্যবহার করার বুদ্ধিকেও
খতম ক'রে দিও না ;—
নির্ভর না ক'রতে চেষ্টা কর,
কিন্তু ব্যবহার ক'রতে পটু হও,

কারণ, লোক না হ'লে
লোকের চলাই দুষ্কর ;—
সার্থক হবে প্রায়শঃই। ১০৪৬।
২৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৪০

যিনি পূর্ব্বপূর্য্যমাণ গণদেবতা—
গণ-প্রতিভূ যিনি—
অর্থাৎ, রাষ্ট্রপাল, রাষ্ট্রনেতা যিনি—
তাঁকে বাস্তব-সক্রিয়তায় সম্বর্দ্ধিত ক'রো,
আর, এই সম্বর্দ্ধনাই তাঁর পূজা ;
তিনি বহুকল্যাণ-বিধায়ক—
তাঁ'র সম্বর্দ্ধনায় যদি দৃঢ়-সঙ্কল্প না হও—
তাঁ'র অন্তরস্থ বহুমঙ্গলও
তোমাদিগেতে সার্থক হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,—
মনে রেখো,
এটা তোমাদের নিত্য করণীয়—
বাস্তব সক্রিয়তায় ;
আর, দিক্‌পাল যাঁ'রা—
সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁ'দিগকে
অমনি ক'রেই পরিবর্দ্ধন ক'রো—
যদি ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্বের সহিত
সমষ্টি-মঙ্গলের উদ্বর্দ্ধন ক'রতে চাও ;
আমাদের অষ্টবসু, দিক্‌পাল
এবং গণদেবতা পূজারও তাৎপর্য্য ঐখানে ;
মনে রেখো, এ নিত্যকরণীয় আর্য্যবিধি,
আর, এ সবই সার্থক ক'রে তুলো।

সমন্বয়ী সার্থকতায়—
তোমার ইষ্টে। ১০৪৭।
৩০।১১।১৯৪৮, সকাল ৮টা

তুমি যদি কা'রও জন্য ব্যস্ত না হও,
উদ্‌গ্রীব না থাক,
পরিচর্য্যা-প্রবণ না হও—
চরিত্রে সক্রিয়তায় যদি তা' না ফুটে ওঠে—
লোকে যদি উপভোগ না ক'রতে পারে তা',—
তবে ঠিক জেনো—
তোমার প্রতি ও-রূপ ক'রবার আকাঙ্ক্ষা
কা'রও অন্তরে থাকলেও
কাজে সক্রিয় হ'য়ে উঠবে তা' কমই ;
তোমার করণ বা চলন, ব্যবহার
মানুষকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে—
তোমার প্রতি তেমনি ক'রতে সাধারণতঃ—
কেবল স্বার্থলোলুপ বঞ্চকবুদ্ধি যা'দের
তা'দের ছাড়া ;
তাই, প্রত্যাশা ক'রতে হ'লেই
তোমার পরিবেশে তেমনি ক'রো,
তুষ্ট ক'রো—পাবেও তা'। ১০৪৮।
৩০।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪৫...

দুনিয়ায় ছোট-বড় কেউ নয়কো—
প্রত্যেকেই তা'র মত,
যে যেমন পূরণপ্রবণ—
মান বা ওজনও তা'র তেমনি। ১০৪৯।
১।১২।১৯৪৮, সকাল ৮টা

সেবায় পূর্য্যমাণতা নেই—
অথচ শ্রেষ্ঠত্বের তর্জ্জন
অন্তরস্থ ইতর আপসোসেরই কলরব—
পরশ্রীকাতরতা তা'র অন্তর্নিহিত ঝঙ্কার। ১০৫০।
১।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৫

অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই
প্রণিধানের অন্তরায়—প্রায়শঃ ;
যা' বুঝতে যা'চ্ছ
নির্দ্বন্দ্ব হ'য়ে প্রণিধান কর ;
বোঝ, বিবেচনা ক'রে
প্রত্যয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হও। ১০৫১।
১।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

যদি কাউকে অস্পৃশ্যই ব'লে মনে কর—
তবে তা'রাই তা'
যা'দের আচার ও চরিত্র অননুবর্ত্তনীয়,—
যা'দের সংসর্গ বা সংস্পর্শ
সত্তাকে দুর্গত ক'রে তোলে। ১০৫২।
১।১২।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

যা'দের চরিত্র
দুষ্টসংসর্গে অভিভূতি-প্রবণ,
অন্তরে প্রতিষেধী নিরোধ কম,—
লোক-সংস্রবে বুঝে-সুঝে চলা উচিত
তা'দেরই বিশেষতঃ। ১০৫৩।
১।১২।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৫

তোমার প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম
যা' মিলিয়ে দেয়—
তা'ই হ'ল অর্থ,
তা' যা'তে সার্থক হয়
তা'ই তোমার সার্থকতা বা স্বার্থ—
তা' যেমনই হোক। ১০৫৪।
২।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-৩০

মানুষ বড় হয় বড়র সেবায়,
তদনুবর্ত্তিতায়,
তন্মনোরঞ্জনে,
সমন্বয়ী সার্থকতায় ;
আর, এই হ'চ্ছে বড়-হওয়ার বাস্তব রাজপথ—
শুধু লেখাপড়া নয়কো। ১০৫৫।
২।১২।১৯৪৮; বেলা ৯-১০

কী সময়ে কী চাও—
আর, কেমন ক'রে তা' হ'তে পারে—
মনে তা' বেশ ক'রে এঁকে নাও,
যেমনতর চলনে
যা' সময়মত সমাধা করা যায়
তা'র চেয়েও বেশী ক্ষিপ্রতায় লেগে যাও—
তা'র বাস্তবীকরণে—বিহিতভাবে ;
আর, এমনি চলনে যদি অভ্যস্ত হ'তে পার—
সব লওয়াজিমা নিয়ে,—
তা'বেই সার্থক হওয়া সম্ভব,
নয়তো, সাফল্য সুদূরপরাহত। ১০৫৬।
২।১২।১৯৪৮, বেলা ১০-১৫

অভ্যাস, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা
যা'র সমন্বিত, ইষ্টানুগ, সেবা-বিনীত,
সক্রিয়, পরিপূরণী-মাধুর্য্য-যুক্ত
দক্ষ ও নিপুণ যেমন—
দুনিয়ায় বড়ও সে তেমন। ১০৫৭।
২।১২।১৯৪৮, বিকাল ৪-৫

যে-কোন ব্যাপারেই হোক না কেন—
আগে তলিয়ে বোঝ,
সব দিক দিয়ে বিবেচনা কর,
তা'কে বাস্তবে পরিণত ক'রতে
যা' ক'রতে হয় কর—
ক্ষিপ্রতার সহিত—যথাসময়ে। ১০৫৮।
২।১২।১৯৪৮, বিকাল ৪-৫৮

নিষ্ঠুর চাহিদাবাজ হ'তে যেও না,
তোমার প্রয়োজন যিনি পূরণ ক'রছেন—
যাঁ'র পরিপূরণে তুমি দাঁড়িয়ে চ'লছ—
ঠিক যেন মনে থাকে—
তাঁ'র প্রত্যেকটি প্রয়োজনই
সামর্থ্যানুপাতিক
উপচয়ে পূরণ করার দায়িত্ব তোমার,
আর, তা' যদি না কর—
অধঃপাতের দরজা তোমার কাছে উন্মুক্ত,

আর, ঐ দায়িত্বশীল হ'য়ে পূরণ করাকেই
কৃতজ্ঞতা বলে—বাস্তবে। ১০৫৯।
৩।১২।১৯৪৮, সকাল ৯-১০

আর্য্য-গোষ্ঠী বা সমাজকে
যদি বাঁচাতে চাও—
আর, বৃদ্ধিতে অটেল হ'তে চাও—
তবে এক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হও,
কৃষ্টিতে অচ্যুত হও,
পণ-প্রথাকে নিরোধ কর,
অনুলোম-বিবাহকে উৎসাহিত কর,
আর, ছোটকে বড় কর—বড়কে আরো কর। ১০৬০।
৩।১২।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৪০

নীতিকে সদনুবর্ত্তী ক'রে
সময়ে যা' উপযুক্ত, যোগ্য—
বিহিতভাবে বিবেচনার সহিত তা'ই করাই
শাস্ত্রের অনুশাসন—
সম্বর্দ্ধনী তুক্। ১০৬১।
৪।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫টা

প্রয়োজনের পরিচর্য্যা ফুরিয়ে গেলেই
সম্বন্ধ যেখানে শিথিল,
প্রীতি সেখানে আবিল তো বটেই—
কৃতঘ্নও হ'তে পারে। ১০৬২।
৬।১২।১৯৪৮, বিকাল ৪-৪০

বিভিন্নে একত্বের অনুভব—
একত্বে সবৈশিষ্ট্যে বিভিন্নের অনুভূতি—
সংশ্লেষী ও বিশ্লেষী সার্থকতায়—
যথাযথ বাস্তবে,—
ব্রহ্মানুভূতির মেরুদণ্ডই ওখানে। ১০৬৩।
৭।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫-২০

তা'ই বলা, তা'ই করা
আর তেমনি চলা—
যা' নাকি সত্তাকে ধারণ করে
সার্থকতার সহিত,
নিজের মত ক'রে অন্যেরও—সবৈশিষ্ট্যে—
তা'ই ধর্ম্ম ;
আর, সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে যা' ক্ষয় করে
তা'ই অধর্ম্ম। ১০৬৪।
৮।১২।১৯৪৮, বেলা ১২টা

আদর্শ, কৃষ্টি, সংহতি ও সম্বর্দ্ধনায়
সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রতে
যে যা'ই কিছু করুক না কেন—
তা-ই পুণ্যের। ১০৬৫।
৮।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫০

যা' ভাবছ—যা' ব'লছ—যা' ক'রছ—
যেমন চ'লছ—
এর প্রত্যেকটি যা'তে
আদর্শ-উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—

তেমনতর পেয়ে-বসা ফন্দী নিয়ে
যখনই চ'লতে থাকবে—সার্থক-সমন্বয়ে,
তখনই তোমার যা'-কিছু
দানা বেঁধে উঠবে তোমার সত্তাতে,
ব্যক্তিত্বও ক্রমশঃই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে—
প্রজ্ঞায়—আরোতে। ১০৬৬।
৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

যা'দের কথায়-কাজে ঠিক নেই—
সেবাপ্রবণ নয়কো যা'রা—
তা'দের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়,
পার তো তা'দের ব্যবহার কর—
যেখানে যেমন প্রয়োজন। ১০৬৭।
৯।১২।১৯৪৮, বেলা ১১টা

যা'রা বিশেষ বা বিশিষ্টকে
অবজ্ঞা ক'রতে জানে—
তা'রা হাম্‌বড়াই-পুষ্ট অহংএর মালিক,
আত্মশ্লাঘী—
দেখতে পাওয়া যায় এটা প্রায়ই। ১০৬৮।
৯।১২।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-৪৫

উন্নতি যেখানে প্রকৃষ্ট, চরিত্রগত,
বিনয় সেখানে স্বতঃ—স্বাভাবিক। ১০৬৯।
৯।১২।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-৪৭

সতীত্ব যেখানে সুষ্ঠু—
কায়মনোবাক্যে অন্বিত,—

বৈধানিক ক্ষরণও সেখানে পুষ্টির—
সন্তানও সেখানে সুষ্ঠু ও
বিহিতভাবেই পুস্ট। ১০৭০।
৯।১২।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

তুমি যা'তে যেমন আত্মোৎসর্গ ক'রেছ
পেয়েছও তা'কে তেমনি,
ঈশ্বরে বা ইষ্টে আত্মোৎসর্গ কর,
পাবে তাঁ'কে ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে—
সর্ব্বতোভাবে। ১০৭১।
১১।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-১০

পাওয়ার মতন হও—ব্যবহারে,
পাবে। ১০৭২।
১১।১২।১৯৪৮, বিকাল ৪-৩৫

কর না তেমন,
পাচ্ছ বহুত—
তা'র মানেই, পাওয়ার মর্য্যাদা হ'তে
বিচ্যুত হ'য়েই চ'লেছ
ঠগবাজীর শরণাপন্ন হ'য়ে,
আর, পেতে হ'লে
যে শ্রম ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন
বঞ্চিত হ'চ্ছ তা' হ'তে আখ্‌ছার,
সামর্থ্য হারিয়ে ব্যর্থতাই
শেষ পুরস্কার দাঁড়াবে কিন্তু
আপসোস-অবলুণ্ঠিত হ'তে হবে। ১০৭৩।
১১।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১৫

পেয়ে-বসা ভাল ধারণা
মানুষকে ভালতে উদ্বুদ্ধ করে—
সাধারণতঃ। ১০৭৪।
১২।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-৩৫

যে ঝোঁক্ বা ঝুঁকি
ইষ্টনিবেশী ও ইষ্টানুগ নয়—
তা' প্রায়শঃই বিচ্ছিন্ন ও উদ্‌ভ্রান্ত—
বিপদসঙ্কুল হামবড়াইরই নামান্তর। ১০৭৫।
১২।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

বেঁচে থাক আর বাঁচিয়ে রাখ—
সুখে থাক আর সুখী কর—
এর তাৎপর্য্য—
এক কথায়, ধার্ম্মিক হও,
যেমন ক'রে তা' হ'তে পারা যায়
বা ক'রতে পারা যায়—
তা'ই কর। ১০৭৬।
১৭।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-২৪

বড়কে ছোট ক'রতে যেও না,
বরং নিরোধ কর—সে চেষ্টাকে,
যত পার
ছোটকে বড় ক'রতে চেষ্টা কর বিহিতভাবে—
যা'তে বড় হ'তে পারে তা'রা বাস্তবে—
সত্তায়। ১০৭৭।
১৭।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫-২২

যা' ক'রতে যা'-যা' লাগে
বা যা'-যা' দিয়ে যে-কাজ ক'রতে হয়,
ক'রবার পূর্ব্বাহ্নেই
যথাবিহিত পরীক্ষা ক'রে দেখে নিও—
সেগুলি যথাযথ কার্য্যক্ষম আছে কি না,
এমনি ক'রে কাজে নেমো—
অনেক ঝঞ্ঝাটের দায় থেকে এড়াবে,
নাকাল হবে কম,
কৃতকার্য্যও হবে—
যদি তেমনি ক'রে কর তা';
সঙ্কল্প মানেই এতখানি। ১০৭৮।
১৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৮টা

আনুষ্ঠানিক পবিত্রতার সহিত
কোন-কিছু করা মানেই হ'চ্ছে—
কিছু করা—প্রয়োজিত,
পবিত্র আন্তরিকতার সহিত। ১০৭৯।
১৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

ত্যাগ ক'রলেই ধর্ম্ম হয় না—
ধর্ম্মের অনুপূরক ত্যাগই হ'চ্ছে
ধর্ম্মের উত্তরসাধক। ১০৮০।
১৯।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫০

ভক্তির বাড়া ব্রত নেইকো
যদি সে ব্যভিচারিণী না হয়—
আর, অচ্যুতভাবে সদ্‌গুরু-সংন্যস্ত থাকে। ১০৮১।
১৯।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫৫

সৎ-সহৃদয়ী, সক্রিয় সহানুভূতি
লোকের কাছে যেমন পাও—
তুমিও তেমনি ক'রো তোমার পরিবেশে ;—
পরম্পরায় অমনি চারিয়ে গেলে
তুমিও লাভবান হবে তেমনি,
আর, এর উল্টো ক'রলে
আসবে ওরই সঙ্কোচন। ১০৮২।
২০।১২।১৯৪৮, বেলা ১১-৩৮

দেখ, শোন,—আমি বারবার ব'লছি,—
ঘরের মেয়েদিগকে
উপচয়ী ধাঁজে উপযুক্ত ব্যয়-সাধনে
শরীর ও গৃহ-দ্রব্যাদির
রক্ষণে ও শুদ্ধি-বিধানে,
অন্নপাক-করণে,
গৃহোপকরণের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণে,
আর, প্রয়োজন হ'লে অর্থসংগ্রহে
প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত করার সাথে
আরও শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তুলতে পার তো কর ;
সংসার যদি লক্ষ্মী চাও
দক্ষ ক'রে তোল মেয়েদিগকে—
হাতেকলমে,
সব দিক দিয়ে,—সৎ-এ ;
নয়তো, সমাজ মূঢ়ত্বে অবশায়িত
হ'য়ে উঠবে দিন-দিন ;
ভগবান মন্বাদিও তা'ই ব'লেছেন। ১০৮৩।
২০।১২।১৯৪৮, দুপুর ১২-১৫

চলন-দুরস্ত হওয়া ভাল—
বেচালের পরিণতি
বিপর্য্যস্ত হওয়া ছাড়া
আর কী হ'তে পারে? ১০৮৪।
২২।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৯

জন্ম-তাৎপর্য্যে যে তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ—
এমনতর কেউ যদি
অপকৃষ্টি-অর্জ্জীও হ'য়ে থাকে,
তা'র মেয়েকেও
বিবাহে মনোনয়ন ক'রো না;
ঠ'ক্‌বে কিন্তু তা'হলে—
একটা চিরন্তন অববেলায়িত,
কুটিল, হীনপ্রভ দৈন্যে—
যা' চারিয়ে যাবে
সন্তানসন্ততির ভিতর-দিয়ে—
বংশপরম্পরায়। ১০৮৫।
২২।১২।১৯৪৮, দুপুর ১-৫

যা'র সেবা-সম্বর্দ্ধনা
স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে তোমার—
সক্রিয়ভাবে,—অন্তরের সহিত,
তা' হ'তে বিনিঃসৃত যে ঐশ্বর্য্য—
তা' যা'ই হোক—

তোমাকে দীপ্ত ক'রে তুলবে তা'
তেমনিভাবে—
স্বতঃই। ১০৮৬।
২৩।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

চ'লছ বা ভাবছ ভালবাস ব'লে যা'কে—
তা'র তিরস্কার বা ত্রুটিতে যখনই দেখবে
তোমার অভিমান এসে দাঁড়িয়েছে—
দাম্ভিক প্রকৃতি নিয়ে,—
বুঝো,
তা'কে ভালবাস না তুমি অন্তরে,
তা'র তোয়াজের খাতির কর মাত্র,
অচ্যুত থাকতে পারবে না তা'তে তুমি—
যতদিন অমনতর আছ। ১০৮৭।
২৩।১২।১৯৪৮, রাত্রি ১০-১৫

মানুষের সুখের ছাপগুলি
কমই মনে থাকে,
আর, ধ্যেয়ায়ও তা' কম,
মজুত থাকে—অনাদর, অবহেলা
ও বিধ্বস্তি—এই সব ;
আর, মন তাওয়াতেও থাকে তা'ই,
ফলে, বিক্ষুব্ধিতে
অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে আরও ;
এই ধাঁজটাই হ'চ্ছে সেই অভিনিবেশ—
যা' মৃত্যুবাহী। ১০৮৮
২৫।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

যে যে-কোন দ্বিজাধিকরণেরই হোক না কেন,
তা'র যদি
পঞ্চবর্হিঃ স্বীকার বা আত্মীকৃত থাকে,—
সে আর্য্য বা আর্য্যীকৃত নিশ্চয়,
তবে সামাজিক চালচলন
বিহিত পর্য্যায়ে—অনুগম্য ও পরিপাল্য। ১০৮৯।

২৬।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

যে-কোন দ্বিজাধিকরণের আওতায় থেকেও—
পঞ্চবর্হিঃকে না মেনে যা'র পাতিত্য ঘটেছে,
অঘমর্ষী মন্ত্রে হোম ক'রে সে যদি
পঞ্চবর্হিঃকে আত্মীকৃত ক'রে নেয়,
আর, চলেও তেমনতর,—
তবে সে স্খলিত-দোষ হ'য়ে
পাতিত্যবর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে,
সামাজিকতাও যথাবিহিত পর্য্যায়ে
তা'র সাথে অবাধে চ'লতে পারে। ১০৯০।

২৬।১২।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০

ইষ্টে সার্থক ধ্যান,
ধ্যানে সার্থক জ্ঞান,
জ্ঞানে সার্থক কর্ম্ম,
কর্ম্মে সার্থক প্রেম,
আর, সবই সার্থক ঈশ্বরে। ১০৯১।

২৬।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫০

যেমনই হও, আর যা'ই হও—
যে সৎ-বৈশিষ্ট্যে দানা বেঁধে আছ

তা'র অন্তর্নিহিত বিশেষত্বকে ভেঙ্গে ফেলো না,
এমন গুঁড়ো হ'য়ে যাবে যে
আর দানা-বাঁধা
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে। ১০৯২।
২৮।১২।১৯৪৮, বেলা ১০টা

স্বার্থপ্রত্যাশারহিত,
ইষ্টার্থপূরণী জনমঙ্গল-প্রচেষ্টদিগকে
যা'রা শাস্তিতে অভিহত করে—
বর্ব্বর তা'রা,
সংশোধক নয়—লোকদূষক। ১০৯৩।
২৮।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৬-১৫

সাধ্য যা'—
তা'র সাধনা যা'রা করে—
তা'রাই তো সাধু। ১০৯৪।
২৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-১০

পঞ্চবর্হিঃ যা'রা স্বীকার করে
আর সপ্তার্চ্চিঃ অনুসরণ করে—
তা'রা যেই হোক আর যা'ই হোক—
আর্য্য বা আর্য্যীকৃত। ১০৯৫।
২৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

পূর্ব্বপূর্য্যমাণ,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ, প্রাজ্ঞ গণসেবী,
ইষ্টানুগ লোককল্যাণবুদ্ধি-সম্পন্ন,
নিরহঙ্কার, বৃত্তিনির্লিপ্ত যিনি—

তিনি যদি সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার প্রতিষ্ঠায়
পরিশুদ্ধি-প্রয়াসপর হ'য়েও
বিশেষ স্থলে, লোকরক্ষার্থে—
নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেও
গণঘাতী যা'রা
এমনতর লোকদের হন্তা হন,—
তা-ও তিনি হন্তা নন,—শুভেরই স্রষ্টা,
পুণ্য তিনি,—পবিত্র তিনি ;
শাস্ত্রনীতি যদিও এমনতর,—
তথাপি সংশোধনই সর্ব্বোত্তম—
সংহার না এনে। ১০৯৬।
২৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৯-৫০

সত্তাসম্বর্দ্ধনী সনাতন যা'
তা'কে ভেঙ্গো না,
মাজ, ঘষ, গ্লানি দূর কর,
নূতন ক'রে তোল আরোতে,
সার্থক হবে সম্বর্দ্ধনা,
নয়তো, পয়মাল অবশ্যম্ভাবী। ১০৯৭।
২৯।১২।১৯৪৮, দুপুর ১২-৪৫

ভাঙ্গতে যদি হয় তা'ই ভেঙ্গো—
যা' আদর্শ-পরিপন্থী,
সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতিকূল, গ্লানিদুষ্ট,
আর, গ'ড়বে তা'ই, মাজবে তা'ই,
অপসারিত ক'রবে তা'র গ্লানি—
যা' সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতিপোষক,

ইষ্টানুগ, আদর্শপ্রতিষ্ঠ,
বৈশিষ্ট্যের পরিবর্দ্ধক,
শুভ-সংক্রমণে বিধ্বস্তি এড়িয়ে
বর্দ্ধিত হবে—নিঃসন্দেহে। ১০৯৮।
২৯।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪৫

যেমনই হও না,
আর, যা'ই কিছু কর না,—
তা' যদি উপচয়ী ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়—
বিহিত পটুতায়, দক্ষ ঈক্ষণায়,
স্বাস্থ্য-সম্পদশালী হ'য়ে,—
তোমার সম্বর্দ্ধনা অপ্রতিহত,
ঝঞ্কাট তোমাকে কাবু ক'রতে পারবে কমই। ১০৯৯।
২৯।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

যা'র উপর নেশা—
দিশাও হয় তেমনি। ১১০০।
৩০।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫৫

ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যের ভাব,
বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—
যা'র ভিতর যত ইষ্টানুগ-অন্বিত,
ফুটন্ত বা প্রদীপ্ত,—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তা'র মধ্যে তত মূর্ত্ত,
ভগবত্তাও সেখানে তেমনি। ১১০১।
২।১।১৯৪৯, রাত্রি ১০-১৫

আত্মম্ভরী, আত্মপ্রতিষ্ঠ, বুজরুকবাজ,
লহমায় ভগবান বা দেব-দেবী দেখায়
বা ভেল্কীতে রোগ সারায়,
বড়লোক করার বাহানা করে,
অনাচারী, ইষ্টপ্রতিষ্ঠ নয়,
ধাপকী-ভড়ংওয়ালা—
এমনতর পোষাকী সাধু
সমাজের দুষমণ,
মানুষকে বিভ্রান্ত করার আড়কাঠি,
অজ্ঞতার পরম পরিবেষক। ১১০২ ।

৩৷১৷১৯৪৯, সকাল ৮টা

আদর্শানুগ অর্থাৎ ইষ্টানুগ অন্বিত আচার—
যা' অধিগমনের ভিতর-দিয়ে
বিধানের তেমনতর সংস্থিতি জন্মায়—
বাঁচতে, বাড়তে—
অর্থাৎ ইষ্ট, আচার এবং তা'র ভিতর-দিয়ে
বৈধানিক সংস্থিতির উপজনন—
তা'ই হ'চ্ছে কৃষ্টির তাৎপর্য্য,—
যা' দ্বিজীকরণের ভিতর-দিয়ে
জৈব-সংস্থিতিতে সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ১১০৩।

৫৷১৷১৯৪৯, সকাল ৯টা

বর্ণে বিদ্বেষ নাই,
বরং আছে বৈশিষ্ট্যবান ব্যক্তিগুচ্ছ,
সহজ সংস্কারানুযায়ী কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রণ,
আর আছে কৃষ্টি-সংবর্দ্ধনী সুপ্রজনন,

যা' সবর্ণ এবং অনুলোম-পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
বর্ণ-বিজ্ঞানে জাতিভেদ নাই, ঘৃণা নাই,
বরং আছে পারস্পরিক সহযোগিতা—
সত্তা ও স্বার্থের উপকরণ-বৈশিষ্ট্যে। ১১০৪।

৫।১।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৫-৪৫

যে-কোন আদান-প্রদানই হোক—
বিহিত করণীয় যেখানে ব্যতিক্রমী,—
সক্রিয় নয়—সময়মাফিক,—
তা' কিন্তু বিশ্বাসের নয়—
বরং সন্দেহের। ১১০৫।

৬।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪০

ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণী যা' নয়—
এমন চলা, বলা, করাকেই
পাতিত্য বলে। ১১০৬।

৭।১।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

মানুষের মেজাজ
যখন তা'কে ঠাট্টা করে—
তখনই অবিহিত আচরণ
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে সে। ১১০৭।

৭।১।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

অযাচিত বা অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তার
আতিশয্য

যা' বিবেচনাকে
প্রলুব্ধ ও হতভম্ব ক'রে তোলে—
তা' সন্দেহেরই প্রায়শঃ। ১১০৮।
৯।১।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪৪

প্রেম, ভক্তি বা ভালবাসা
যেখানে যেমনতর,
সক্রিয় কর্ত্তব্যপ্রবণ বুদ্ধিও সেখানে
তেমনতর। ১১০৯।
১১।১।১৯৪৯, সকাল ৭-৪০

শ্রদ্ধা যা'তে যেমন—
পরিণতিও তা'তে তেমনি। ১১১০।
১৫।১।১৯৪৯, বেলা ১২টা

যে যা'তে যেমন শ্রদ্ধাবান—
জ্ঞানীও তা'তে তেমনি,
তৎপরও তেমনতরই,
আর, সংযতেন্দ্রিয়ও হয় তেমন। ১১১১।
১৫।১।১৯৪৯, বেলা ১২-৩০

ইস্ট বা আদর্শে, অচ্যুতভাবে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে যতই তুমি—
কর্ম্ম ও প্রবৃত্তির সার্থক অন্বয়ে,—
ততই জ্ঞানপ্রভানুরঞ্জিতালোকে
সাকার তোমার বৈশিষ্ট্য-স্বার্থে
নিরাকারে সার্থক হ'য়ে উঠতে থাকবে,

দেখবে তখন, এই সাকারই
দেদীপ্যমান র'য়েছে ওতপ্রোত—নিরাকারে ;
পন্থা ওই-ই—
ইষ্টস্বার্থী, ভক্তি-আপ্লুত সেবাসংহতি। ১১১২।
১৬।১।১৯৪৯, বেলা ১১-৩০

জাতি বা বর্ণের অবান্তর দাম্ভিকতা
বা অহঙ্কার নিয়ে থাকলে
তা' শিষ্ট-সৃজী হবে না কিন্তু,
চাই ইষ্টানুগ ঔদার্য্যালিঙ্গনে
চরিত্রকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা—
ঐ চলনে, ঐ পরিবেষণে,
ঐক্য-সঙ্গতিতে, সেবায়,
পারস্পরিক সহযোগিতায় ;
তবেই হবে সব বর্ণ, সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে
একটা নিবিড় সংহতি—
যা'তে শক্তি হবে স্বতঃ,
সম্বর্দ্ধনা হবে সলীলগতিসম্পন্ন। ১১১৩।
১৬।১।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৫-৪৫

যিনি ব্রহ্মবিৎ—
তিনি ব্রহ্মের বিশিষ্ট সাকার মূর্ত্তি,
আর, তিনিই ব্রহ্মলাভের বিশিষ্ট পথ। ১১১৪।
১৬।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪৫

বিলোম বা প্রতিলোম-জনয়িতারা
শুধু যে নিজেরই ক্ষতি করে তা' নয়কো—
বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধ সংযোগে

নিজ বংশ-বৈশিষ্ট্যেরও সর্ব্বনাশ সাধন করে,
তা'-ছাড়া, জন ও জাতির ভিতরও
সে-বিষ চারিয়ে দিয়ে
একটা সংঘাত সৃষ্টি করে,—
যা'র ফলে, পরিধ্বংসের সৃষ্টি সুনিশ্চিত। ১১১৫।
১৯।১।১৯৪৯, সকাল ৮টা।

যখনই দেখছ,
উপচয়ী ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'য়ে
অন্য-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত তুমি—
তা' তোমার নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক—
বুঝবে,—
তোমার ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা অন্ধ তখনও,
গোড়ায় গলদ—
বেমিছিল হবেই সবটাতে তোমার। ১১১৬।
২১।১।১৯৪৯, সকালে বেড়াতে-বেড়াতে

পরশ্রীকাতরতাবিহীন,
প্রবৃত্তি-প্রলোভনমুক্ত,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণ যে সর্ব্বতোভাবে,—
ভগবানের প্রকট হওয়া
তা'র কাছেই সুগম। ১১১৭।
২১।১।১৯৪৯, বেলা ৯-১০।

ঘৃণা, হিংসা ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা
ত্যাগ ক'রে
বৈশিষ্ট্যপূরণী সক্রিয় ইষ্টানুগ
চলনে

সহযোগিতায়
বাস্তবে নিবিড় ঐক্য-সংবদ্ধ হ'য়ে চলাই হচ্ছে—
জন ও জাতির
শ্রী ও সম্বর্দ্ধনার উদার বর্ত্ম,
তা' সব দেশেরই, সব দ্বিজাধিকরণেরই,
সব বৈশিষ্ট্যেরই—পারস্পরিকতায়। ১১১৮।
২১।১।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০।

ভগবানের জন্য মরা বরং সহজ,
কিন্তু ভগবানের জন্য যে বাঁচতে পারে—
সে-ই সাবাস। ১১১৯।
২১।১।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪৫

ঔদার্য্য, সহানুভূতি বা সহযোগিতা
যখনই ইষ্টস্বার্থ বা ইষ্টকৃষ্টিকে
অবহেলা ক'রল,—
তখনই নিখুঁতভাবে বুঝে রেখো
তুমি তোমার অদৃষ্টকে
দুরদৃষ্টের পায়ে নিবেদন ক'রলে,
হ'লে শয়তানের পূজারী। ১১২০।
২৩।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা।

যেমন যোগ্য যে
বাঁচেও তেমনি সে। ১১২১।
২৩।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪০

ধর্ম্মহীনতা কথার মানেই হ'চ্ছে—
সত্তাচর্য্যাহীনতা। ১১২২।
২৩।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪৮

এক-কথায়, কৃষ্টি মানেই হ'চ্ছে
তা'রই চাষ করা
যা'তে মানুষ বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে—
একটা পরিপোষণী সামঞ্জস্যে। ১১২৩।
২৩।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৫০

অন্তরের শ্রদ্ধা বা প্রীতি-উৎসারণ
যেখানে নেই—
আনুষ্ঠানিকতা
সেখানে বন্ধন ব'লে মনে হয়,
উপেক্ষা, ভ্রান্তি ও এড়ানর মতলবই
সেখানে স্বয়ং-শাসক। ১১২৪।
২৪।১।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

মনে রেখো, পূর্ব্বপূর্য্যমাণ দ্বিজাধিকরণের
যে-কোন বার্ত্তিক, প্রেরিত বা তথাগত—
যিনিই হউন না কেন,
তাত্ত্বিকতায় এঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের
যুগোপযোগী পরিপূরণী প্রতীক,
এঁদের কা'রো প্রতি অবহেলায়
প্রত্যেককেই উপেক্ষা করা হয়,
এক-এ অনুরক্ত হ'য়ে
অন্যের প্রতি অমর্য্যাদা দেখানতে
প্রত্যেকের প্রতিই

অমর্য্যাদা পরিবেষণ করা হয় ;
তাই পার তো, গ্লানির নিরাকরণ কর,
তাঁ'দের মহাপরিবেষণকে
তাৎপর্য্যে সুবিন্যস্ত ক'রে
সামঞ্জস্যে উজ্জ্বল ক'রে তোল,
পারস্পরিক সহযোগিতায় সমন্বে অধিষ্ঠিত হও,
ঐক্য-নিবদ্ধ হ'য়ে একেই সার্থক হ'য়ে ওঠ। ১১২৫।
২৭।১।১৯৪৯, রাত্রি ৮-২০

গ্লানি সেখানেই—
যেখানে এক বা একতা অবদলিত,
সত্তাচর্য্যা দাম্ভিকতায় অবমানিত,
প্রবৃত্তি-তৃষ্ণাপ্রসূত স্বার্থপরতা
যেখানে উদগ্র,
শ্রদ্ধা, প্রীতি বা আত্মনিয়োগ
বৃত্তি-তাড়নায়
বিড়ম্বনা, বিধ্বস্তি ও ভীতিসঙ্কুল,
বৈশিষ্ট্য অশিষ্ট চলনে বিপর্য্যস্ত ;
কিন্তু প্রীতি যেখানে স্বার্থভরণী নয়,
প্রিয়স্বার্থী, স্বতঃ-সেবাপ্রাণ, সহযোগী,—
গ্লানিও সেখানে বিধৌত—নির্ম্মল। ১১২৬।
২৮।১।১৯৪৯, সকাল ৮টা

শ্রদ্ধা বা প্রীতির সেবা
কিংবা অবদান যা' পাও—
তা'তে কৃতজ্ঞ থেকো,
বিনীত সানুকম্পী থেকে তা' গ্রহণ ক'রো,

আর, সময়, সুযোগ ও সামর্থ্য তোমার যেমনতর,
সুবিধা পেলে সানন্দে, সক্রিয়তায়
তা'র প্রতিপূরণে বিরত থেকো না,
আন্তরিক সমবেদক উৎসারণায়
অভিনন্দন ক'রো তাকে—বাস্তবে,—
সুখী হবে তা'তে। ১১২৭

২৮।১।১৯৪৯, দুপুর ১২-৩০

অহিংসার বাড়া ধর্ম্ম নেই—
যদি সত্যের তা' পরিপন্থী না হয়,
সত্য অর্থাৎ সতের ভাব বা থাকার ভাব। ১১২৮।

৩১।১।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

অসতের উপাসক যেমন তুমি—বাস্তবে,
অস্তিত্বও হবে বিধ্বস্ত তেমনি—
তোমাতে। ১১২৯।

৩১।১।১৯৪৯, সকাল ৭-৩৫

সৎ,—সত্য বা থাকাকে
যা' বিধ্বস্ত করে, ধ্বংস করে, অসম্বর্দ্ধিত করে,
তা'র সহিত যা' অসহযোগ করে—
তা'ই কিন্তু হিংসা,
তা'ই অধর্ম্ম, মিথ্যাও সেখানে। ১১৩০।

৩১।১।১৯৪৯, সকাল ৭-৪০

যে-রাজনীতিতে সত্তাচর্য্যা নাই,
বৈশিষ্ট্য-পরিপালন নাই,
আদর্শপ্রাণতা নাই,

অসৎ-নিরোধ নাই,—
সেখানে ধর্ম্মও নাই,
আর, যা'তে ধর্ম্ম নাই—
সে রাজনীতি তো নয়ই,—
অন্য কিছু হ'তে পারে ;
আর, এটাও ঠিক—
ধর্ম্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই ;
ধর্ম্ম যেখানে প্রকৃত প্রবুদ্ধিপরায়ণ, অকপট,—
সেখানে সম্প্রদায় থাকতে পারে—সমন্বয়ে,—
সাম্প্রদায়িকতা নাই,
অসহযোগিতা, বৈষম্যও নাই,
আছে সহযোগিতা, আছে ঐক্য, সদাচার,
আর, আছে
ছোটকে বৃদ্ধিপর ক'রে তোলা,
বড়কে স্বস্থ করা—আরো করা। ১১৩১।

৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১০টা

জীবিত মহাপুরুষের চাইতে
বিগত মহাপুরুষে শ্রদ্ধাবান হওয়া সহজ,
কারণ, তা'তে প্রবৃত্তির আওতায় চলার
অন্তরায় ঘটে কমই,
সে-আদর্শ সংঘাত সৃষ্টি করে না অন্তরে। ১১৩২।

৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

গুণ মানেই হ'চ্ছে বস্তুধর্ম্ম,
প্রকৃতিধর্ম্ম, প্রকৃতিগত অভ্যাস,—
যে-অভ্যাস একটা বৈধানিক সংস্থিতিতে

আমন্ত্রিত হ'য়ে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে গুণিত হ'তে থাকে,
পুরিত হ'তে থাকে—ক্রমান্বয়ে ;
আর, তা'র জলুসই হ'চ্ছে—
আনুপাতিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি,
প্রকৃতিগত চলন ও চাহিদা। ১১৩৩।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

মতবাদ যা'ই হোক না,
আর, যে-কোন সম্প্রদায়ই হোক—
যা' মুখ্যতঃ 'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'কে
স্বীকার করেনিকো—
কোন-না-কোন রকমে,—
তা' কখনও অনুসরণ ক'রতে যেও না,
তা' কিন্তু জঘন্য—অসম্পূর্ণ,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী তা' ;
আর, ঐ 'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'ই হ'চ্ছে
সেই রাজপথ—
যা'কে স্বীকার ও গ্রহণ ক'রে চ'ললে
ক্রমশঃই তুমি সার্থকতায় সমুন্নত হ'তে পার। ১১৩৪।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১১-৫৫

যা'রা জীবিত সৎ-এর সাহচর্য্য পায়নি
তা'রা দুর্ভাগ্য তো বটেই,
যা'রা জীবিত সৎএর সংসর্গ না পেয়ে
বিগত সৎ-এর অনুসরণ ক'রে থাকে—

প্রবুদ্ধিপরায়ণ হ'য়ে অকপটভাবে,
তা'রা সুন্দর হ'লেও দুরদৃষ্ট,
কিন্তু যা'রা জীবিত সৎ থাকতেও
বিগত সৎ-এর বিগত আলোতে
প্রব্রজ্যানিরত—
আপন প্রবৃত্তির খদ্যোতালোকে,
তা'রই মতন দৃষ্টিভঙ্গীতে
নিজ-আওতার বেষ্টনীতে ঘুরপাক খাচ্ছে,—
তা'রা দুর্ভাগ্যও নয়, দুরদৃষ্টও নয়—
একদম সরাসরি হতভাগ্য ;
নিস্তার সঙ্কীর্ণ তা'দের কাছে,
জ্ঞানহীন বা জানাহীন বোধ
একমাত্র আশ্রয়স্থল তা'দের। ১১৩৫।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১২-১৫

বিগত-সৎএর জীবিতকালের
প্রবুদ্ধিপরায়ণ, অনুচর্য্যানিরত,
নৈষ্ঠিক সহচারীরা ঢের ভালো,—
ঢের প্রাঞ্জল—
মানুষের উৎক্রমণে,—
বিগত-সৎএর বিগত-আলোতে
প্রব্রজ্যানিরত যা'রা তা'দের চাইতে। ১১৩৬।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১২-৩৫

মতবাদী প্রজ্ঞা যা'ই কেন হোক না—
তা' যদি মৌলিকতায় পরস্পর পরস্পরের

সহযোগী, পূরণীয়
বা পোষণীয় না হয়—
তা' সন্দেহের। ১১৩৭।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১২-৫০

এক তথ্যের বর্ণন বহু হ'তে পারে
কিন্তু প্রতিপাদ্য সব সময়ই এক—
বৈশিষ্ট্য-সহযোগী শৃঙ্খলায়। ১১৩৮।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১২-৫৫

বৈশিষ্ট্যকে উৎক্রমণশীল ক'রে তোল
শিষ্ট চলনে—
নষ্ট ক'রো না তা'কে
বিরুদ্ধাচারে, অনাচরণে, অপরিপোষণে। ১১৩৯।
৩১।১।১৯৪৯, বিকাল ৪-৩০

যেখানে জীবন্ত আদর্শ বা ইষ্ট অবজ্ঞাত,—
পণপ্রথা অশাসিত,
বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত,
বর্ণ যেখানে বৃত্তি-কর্ণক নয়কো,
শিক্ষা অনন্বিত,
প্রতিলোম-পরিণয় উৎসাহান্বিত,
সুষ্ঠু প্রজনন-বিধি অবদলিত যেখানে,
কৃষি যেখানে অপকর্ষী, অসম্মানের,
ধনিক যেখানে শ্রমিক নয়কো,
আবার, শ্রমিকও ধনিক নয়,
যন্ত্রশিল্প মহাযন্ত্র-প্রস্তুতি-পরিক্রম-গৌরবী,—
ধী সেখানে মূঢ়পন্থী,

উঁচু সেখানে নীচু হবেই,
অবনতিই সেখানে ঐশ্বর্য্য,
বিভ্রান্তি, বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহী শাসনেরই
সেখানে রাজগৌরবে অধিষ্ঠিত থাকা ছাড়া
আর পথ কোথায় ? ১১৪০ ।
৪।২।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

সহজাত বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণ
এবং বর্ণানুপাতী ক্রমবিন্যাস
গণোন্নতির একমাত্র অনুপ্রেরক। ১১৪১ ।
৪।২।১৯৪৯, দুপুর ১২-১৫

শান্তি যদি আত্মনিবেদনে
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে না ওঠে—
সে-শান্তি মূঢ়ত্বেরই নামান্তর। ১১৪২ ।
৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪০

ঠিক জেনে রেখো—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে,
নির্ম্মম ও প্রত্যাশারহিত আবেগে
তৎকর্ম্মা না হ'য়ে উঠছ
উপচয়ী পদক্ষেপে,—
কিছুতেই পারবে না তুমি
উপচয়ে তাঁকে নন্দিত ক'রে তুলতে,
আর, তোমাকেও তুমি ফাঁকি দেবে—
তেমনি ক'রেই,

কারণ, তোমাকেও
উপচয়ে চালাতে পারবে না—বাস্তবে,
ভার হ'বেই তাঁ'র তুমি—
তাঁ'র ভার বহন ক'রতে পারবে না নিজে ;
কপট, ব্যর্থ, অনুকম্পী
অজুহাত দেখানই হবে সম্বল—
নিজেকে সমর্থন ক'রতে
এবং অন্যের সমর্থন আকর্ষণ ক'রতে। ১১৪৩।
৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮-২৫

আত্মস্বার্থ-চিন্তাকে বিদায় দাও,
উদ্যমের সহিত
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-চিন্তাকে গৃধ্নুর মত
উদ্‌গ্রীব ক'রে তোল,
কেমন ক'রে, কতক্ষণে তাঁ'র ইচ্ছাকে
উপচয়ে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার
তা'ই ভাব,
আর, করও তা' সক্রিয়ভাবে—
যথাসময়ে, প্রয়োজন-পরিপূরণে,
আর, এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
অপ্রতিহততায় ;
এর কৃতকার্য্যতায়—ক্রমোন্নতিতে
পাবে তৃপ্তি, আসবে আত্মপ্রসাদ,
শান্তি নন্দিত হ'য়ে উঠবে,
তা'তে স্বর্গ তোমাকেও উপচয়ী অভিনন্দনে

ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে—
সার্থকতায় উপচয়-মুখর ক'রে তুলবে। ১১৪৪।
৪|২|১৯৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

আত্মঘাতী ঔদার্য্যের চেয়ে
গণ-সম্বর্দ্ধনী এক-আধটু গোঁড়ামীও
ঢের ভাল। ১১৪৫।
৪|২|১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩০

পুরুষের প্রতি স্ত্রীর সম্ভ্রম ও সম্বেগ
যেখানেই হারা,—
উৎসন্ন-বেঘোরে জীবন যে তা'র
সাবাড়ের দিকে—
এ বাস্তবতাকে অবহেলা করা সুকঠিন। ১১৪৬।
৫|২|১৯৪৯, সকাল ৮টা

যা'তে ভাল থাক তা'ই ধর্ম্ম—
সত্তায়, শরীরে, মনে, পারিপার্শ্বিকে। ১১৪৭।
৫|২|১৯৪৯, সকাল ৮-১০

স্ত্রী-বীজাণু যদি পুং-বীজাণু-বৈশিষ্ট্যের
অনুপূরক, সমঞ্জস ও সমধর্ম্মী না হয়—
বীজকোষের উদ্গময়নী হ'লেও
তা' বীজবৈশিষ্ট্যকে অনেকখানি
ভঙ্গুর ক'রে অপকর্ষ এনে দেয়,
অন্তর্নিহিত স্থিতিস্থাপক সংহতি
নষ্ট ক'রে দেয়,
ফলে, কৃতঘ্নী প্রবণতাগুলি

ঐ বৈধানিক অসঙ্গতির দরুন
সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
তা'র মানেই, আদিম বৈশিষ্ট্য যা'
তা'কে নষ্ট ক'রে দেয় ;
প্রতিলোমে
এমনতর সর্ব্বনাশই ঘ'টে থাকে। ১১৪৮।

৬।২।১৯৪৯, সকাল ৭-১৫

প্রয়োজন-বিপন্নের অনুরোধ
সাধ্যমত সেবানুকম্পায় যখনই বহন ক'রলে না—
বুঝে রেখো,
নিজেকেই প্রবঞ্চনা ক'রলে,
তোমার প্রয়োজনের বেলায়
প্রত্যুত্তরে পাবেও তাই-ই—সাধারণতঃ। ১১৪৯।

৭।২।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫৫

যা'রা কথায়-কথায় বিপন্ন হয়,
কিন্তু বিপন্নের জন্য করে না—
সাধ্যানুপাতিক,
সহানুভূতি ও সেবার অবদান
তা'দের প্রতি
কৃপণই হ'য়ে ওঠে স্বভাবতঃ। ১১৫০।

৮।২।১৯৪৯, দুপুর ১২-৩০

প্রতিলোমজ সন্তান দুর্ব্বলমনা,
খামখেয়ালী, বিকৃত, রোগপ্রবণ,
বৃত্তিপরায়ণ, কৃষ্টিবিমুখ, ঐক্যধ্বংসী হয়,—
প্রবৃত্তিস্বার্থী, অসৎপ্রকৃতি, স্বল্প-বিচারবুদ্ধি,

পরিধ্বংসী-সংহতিসম্পন্ন—
এক কথায়, মাতৃধাতুবিকারী,
পিতৃবৈশিষ্ট্য-পরিধ্বংসী—স্বভাবতঃ। ১১৫১।
৮।২।১৯৪৯, বিকাল ৫-৩০

নিরোধ কর,—
অন্যায় রইবে না। ১১৫২।
৯।২।১৯৪৯, সকাল ৮-২

আর্য্যপঞ্চক

১। কঞ্চুষের মত ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হও—
অচ্যুতভাবে—বিপত্তি ভেঙ্গে,
সব রকমে, সব ব্যাপারে,
তথাগতদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না ক'রে,
উদার হও উপচয়ীতে—সত্তাবর্দ্ধনীতে ;

২। ঘৃণা ক'রে কাউকে ত্যাগ ক'রো না,
কিন্তু ঘৃণ্য যা' তা' হ'তে রিক্ত থেকো,
আর, অপরকেও ক'রো—নির্ব্বিরোধে ;

৩। মানুষের অসময়ে
যথাসাধ্য সাহায্য ক'রো তা'কে—
যথাসম্ভব পরপ্রত্যাশী না হ'য়ে—
স্বোপার্জ্জনী সক্রিয়তায় ;

৪। প্রীতি-অবদান বিহিত যা'—
তা'কে অবজ্ঞাও ক'রো না,
দাবীও ক'রো না,—
অচ্যুত ইষ্টানুগ থেকে,
মানুষের ভারও হ'তে যেও না ;

৫। সর্ব্বতোভাবে

শ্রদ্ধার্হ, সেবাপ্রাণ হ'য়ে চ'লো—

তা' যেই হোক না—প্রত্যেকের কাছে,

আদর্শে অটুট থেকে—

প্রত্যেক চলনায়

তপঃতৎপর ও সদাচারী হ'য়ে,

ঈর্ষ্যা, অনৈক্য, অভিমান ও স্বার্থপ্রত্যাশাকে

পরিবর্জ্জন ক'রে,—

সময়কে অবজ্ঞা না ক'রে—

ইষ্টানুগ ধর্ম্মসৌকর্য্যে। ১১৫৩।

১০।২।১৯৪৯, বেলা ১০টা

আর্য্যত্রয়ী

১। তথাগতে অচ্যুত হও—

আত্মস্থ হ'য়ে নিজেকে বিশ্লেষণ কর—

পর্য্যালোচনায় ;

২। দুঃখপ্রসূ যা' তা'র নিরাকরণ কর,

শীলকে সংস্থাপন কর—

সক্রিয় চলনে—চিন্তায়,

সত্তাপোষণী চলনই শীল ;

৩। সত্তাসম্বর্দ্ধনী সদাচারসম্পন্ন হও—

সার্থক অন্বয়ে—ধর্ম্মে—তথাগতে। ১১৫৪।

১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

পূর্ব্ব-পূরয়মাণ, পরম বার্ত্তিক,

অন্বিতপ্রজ্ঞ, গ্লানি-সম্মার্জ্জী,

সত্যপ্রতিষ্ঠ, ঐক্যসংস্থাপক,
পূরণ-পরিবর্দ্ধনী যাঁ'রা
তাঁ'রাই তথাগত। ১১৫৫।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫০

অকৃতজ্ঞ যা'রা—
যা'রা বিশ্বাসঘাতী, সত্ত্ব-প্রবঞ্চক—
তা'রা যদি পুরস্কৃত হয়,
দুষ্কৃতি অঢেল চলনে
যে সংক্রামিত ক'রে তুলবে সবাইকে—
কত রকমে—
তা'র ইয়ত্তাই নেইকো;
দেখো—ঔদার্য্য তোমার
অনিষ্টকে অবাধ ক'রে না তোলে,
স্বার্থকে ব্যর্থ ক'রে না তোলে। ১১৫৬।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০-১০

ইষ্টে অচ্যুতমনন হও,
বৃত্তিগুলি অন্বিত ক'রে তোল—
তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-সার্থকতায়,
প্রণিধান-তৎপর থাক—তদর্থভাবনায়,
শ্রদ্ধার্হ সেবা-সার্থকতায় সত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হও,
সিদ্ধান্ত
সক্রিয়তায় বাস্তবায়িত ক'রে তোল,
আর, এ-ই হ'চ্ছে সার্থক ধ্যান। ১১৫৭।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৪৫

জপ্য যা'—
তা' পুনঃ-পুনঃ মননে আবৃত্তি ক'রে,
প্রাণন-উদ্দীপনে তা'র অর্থকে
আরোতে পরিস্ফুট করাই
জপের তাৎপর্য্য। ১১৫৮।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৫০

আত্মাতেই সত্তা থাকে,
তাই, সত্তার সত্ত্বই হ'চ্ছে আত্মা;
তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ,
আর, তদ্বেত্তাতেই তিনি সাকার,
আর, তিনিই তাঁ'র বার্ত্তিক,
এবং তিনিই ইষ্ট—রূপায়িত মঙ্গল;
অচ্যুত তন্নিষ্ঠ, সার্থক অন্বিতবৃত্তি হ'য়ে
সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ চেষ্টা
সম্যক্ বোধি, সম্যক্ স্মৃতি
সম্যক্ প্রাণন স্বভাবসিদ্ধ ক'রে
মহাচেতন-সমুত্থানে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ। ১১৫৯।
১২।২।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

যিনি যেমন প্রবীণ মানুষই হউন না কেন—
তিনি যদি পূর্ব্বপূর্য্যমাণ সদ্‌গুরু
অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠ না হন—সর্ব্বতোভাবে,
এবং তাঁ'র বৃত্তিগুলি যদি অন্বিত না হয়—
ইষ্টে, ইষ্টানুগ চলনে,
অনীত, সঙ্গতিহারা—এমনতর যিনি,—

কল্যাণের যেমনতর দর্শনই
তিনি আবিষ্কার করুন না কেন,—
অদৃষ্টের তিরস্কার যে তা'তে
নিভৃতে নিহিত থাকবে—
তা'তে কোন সন্দেহই নেই,
কারণ, বোধি তাঁ'র প্রত্যয়বিহীন,
অনীত, অসার্থক, সঙ্গতিহারা
অর্থাৎ ছন্নছাড়া, একার্থী নয়—
চরিত্রে—চলনে—দর্শনে। ১১৬০।

১২।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫

আচার্য্যে অনীত হ'য়ে
শিক্ষায় তাৎপর্য্যবান্ হওয়া—
ভাবতঃ সম্ভব হ'তে পারে,
কিন্তু মনোজগতে মনোবানের পক্ষে
বাস্তবভাবে অবাস্তব ব'লে মনে হয় ;—
তাই, গীতায় আছে—
"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।"। ১১৬১।

১২।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

তুমি যত বড় প্রবীণই হও না কেন—
সাধুই হও আর মহানই হও,—
যতক্ষণ তোমার পরিবেশ নিয়ে
স্ববৈশিষ্ট্যমাফিক
তুমি তোমার ইষ্টে সার্থক সামঞ্জস্যে
অন্বিত হ'য়ে না উঠছ—

পুর্য্যমাণ পুর্ব্ববতন এবং মহাপুরুষগণের
পারস্পরিক সার্থক সমন্বয়ে
বাক্, চরিত্র এবং চলনে—সক্রিয়ভাবে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার দর্শন
যত বড়ই জলুসওয়ালা হোক না কেন,—
তা' ধোঁয়াটে বা ঘোলাটে,
অন্বিত-প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত নয়কো,
ত্রিকালদর্শী নয়কো,
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি সমন্বয়ে—একত্বে,
বিচ্ছিন্ন, ভ্রান্তিবিঘূর্ণিত, সাম্যহারা,
তা'র অঙ্কে কিন্তু নিহিত থাকতে পারে
দুরদৃষ্টের দুর্দ্দৈব—
যা' একদিন হয়তো জন ও জাতিকে
জাহান্নমের পথিক ক'রে তুলতে পারে—
পথহারা অসঙ্গতি ও অনৈক্যে ;
তাই বলি,—সাধু সাবধান। ১১৬২।

১৩।২।১৯৪৯, সকাল ৮টা

যা'রা প্রীতিহীন, সক্রিয়-সেবাবিমুখ, দরদহারা,
শুধু প্রয়োজন-দরদী আত্মপুষ্টির—
তা'রা প্রায়শঃই সমীহসঙ্কুল, সন্দিগ্ধ,
অকৃতজ্ঞ-যুক্তিবাদী, পরশ্রীকাতর, দুঃখী ;
প্রকৃতিরই এ অবদান তা'দের প্রতি। ১১৬৩।

১৩।২।১৯৪৯, বেলা ১১টা

সেবা যদি যোগ্যতাকে
জ্যান্ত ক'রে তুলতে না পারে—

যে দিচ্ছে এবং যে নিচ্ছে উভয়েরই,
ধর্ম্মকে দীপ্ত ক'রে তুলতে না পারে—
সার্থক সামঞ্জস্যে, উপচয়ে, আদর্শে,—
সে-সেবা কিন্তু বন্ধ্যা,
তা' ব্যর্থতারই পূজারী,
ধর্ম্ম বা ধৃতির কিছু নয়কো,
স্বার্থপ্রতিষ্ঠ ভাঁওতা ও অকর্ম্মণ্যতারই
অভিনন্দন। ১১৬৪।

১৩।২।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

ইতর অহং সাধারণতঃই অকৃতজ্ঞ,
আর, এই অকৃতজ্ঞ প্রবণতা থেকেই
সে মানুষের কাছে প্রমাণ ক'রতে চায় যে,
মানুষ তা'র দ্বারা উপকৃত
বা তা'তে লোলুপ,
আর তাই, তা'রা তা'কে
পোষণ দেয় ও দিতে বাধ্য,
বুক ফুলিয়ে কৃতজ্ঞতাকে সহস্রমুখে
অভিনন্দন ক'রতে পারে না,
তাই, নিজেকে সমর্থন ক'রতে
নানান ভাঁওতার অবতারণা করাই
তা'র সহজ ধাঁজ,
আর, তা'র অর্জ্জনও যা'-কিছু
ঐ ইতর-অহংএর দুরাত্ম-বাধ্যতায়। ১১৬৫।

১৩।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮-১৫

স্বাস্থ্য, মন ও প্রাণ
পরিশ্রান্ত হ'য়েও

সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে
স্বষ্ঠু ও পুষ্টিপ্রদ পর্য্যায়ে
ইষ্ট-সার্থকতায় চ'লেছে কতখানি—
যা'ই কেন কর না—
তা' স্বস্তিধর্ম্মী কিনা—
তা'র মাপকাঠিই হ'চ্ছে ওখানে। ১১৬৬।

১৩।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

যে ইষ্টার্থে আত্মোৎসর্গ করে
সে অনন্ত জীবন পায়,
আর, যে অবজ্ঞা করে তাঁ'কে—
সে তা' হারায়। ১১৬৭।

১৪।২।১৯৪৯, সকাল ৮টা

ইষ্টার্থে যা'রা সব হারায়
যা'-কিছু উৎসর্গ ক'রে,—
হাজার গুণে তা'রা পায়ই তা'—
ইহজীবনেই,
পরে হয় অনন্ত জীবনের অধিকারী ;
আর, তা' যা'রা করেনি বাস্তবে—
তা'রা অনুসরণও করেনি, পায়ওনি। ১১৬৮।

১৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫০

যে-নিষ্ঠা সক্রিয়তায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না—
কাজে, উপচয়ে,—
তা'কে নিষ্ঠা ব'লে ধ'রো না—
বঞ্চিত হবে। ১১৬৯।

১৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

স্বার্থপ্রয়োজন মানুষকে যখন
প্রলুব্ধ করে,—
প্রাপ্তি তখন তা'কে অবজ্ঞা করে। ১১৭০।
১৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

মানুষের কাছে শুধু পেয়েই
খুশি হ'তে নেই,
সময় ও সুবিধামত যথাসাধ্য
বিহিত-প্রীতি-অবদানে
তা'কে যতক্ষণ না নন্দিত ক'রতে পারছ,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তোমার
ঐ খুশির পরিপূর্ত্তি না হয়;
তা'তে তুমি অকৃতজ্ঞ হবে না,
আর, ক্রমে দরিদ্রতা এসে
হাতের ক্রীড়নক ক'রে
তুলতে পারবে না তোমাকে। ১১৭১।
১৭।২।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

যেখানে স্ত্রী স্বামীতে প্রীতিবিহীন,
সেবাবিমুখ, দায়িত্বশূন্য, অবজ্ঞাতৎপর,
স্বেচ্ছাচারিণী হ'য়েও
স্বামীকে ভোগ-ইন্ধন করতঃ
তা'র দয়া বা স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বের
অবদানের অপেক্ষা না ক'রে
তা'কে বাধ্য ক'রে
তা'র কাছ থেকে
স্বচ্ছন্দ খোরপোষ-সংগ্রহে সমর্থ,—
এ অনুশাসন বিপর্য্যয়েরই আমন্ত্রক;

সেখানে বিবাহে বা পরিণয়ে
সংস্কৃতি ব'লে কিছু থাকে না,
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের
অচ্ছেদ্য একত্ব-তাৎপর্য্য রুদ্ধ ক'রে
থাকে একটা যথেচ্ছ চুক্তি মাত্র। ১১৭২।
১৭।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫

পঞ্চবর্হিঃ এবং সপ্তার্চ্চিঃ—
আশ্রম-নির্ব্বিশেষে
সকলেরই স্বীকার্য্য ও পালনীয় ;
তবে যা'রা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—
তা'রা একাশ্রমী থাকার দরুন,
একে বিধৃত,
একে সার্থক-সমন্বিত হওয়ার জন্য
তা'দের পক্ষে ঐগুলি স্বীকার্য্য,
কিন্তু ওদের সবগুলিই পালনীয় নয়। ১১৭৩।
১৮।২।১৯৪৯, সকাল ৯টা

পরিবারে শ্রেয় যিনি—
তাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ-সহযোগী,
সরবরাহী সেবা যদি না থাকে,—
সে-পরিবার দানা বেঁধে ওঠে না প্রায়শঃ,
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
সক্রিয় সানুকম্পী হয় কমই—
সহযোগিতায় ও সাহায্যে,
আর, তা'তে পারিবারিক সামর্থ্য,

শক্তি বা ঐক্য-চলন
ছিন্নভিন্নই হ'য়ে থাকে,
কেউ বাস্তবে বোধ ক'রতে পারে না—
বাস্তবে তা'র এমন কেউ আছে—
সাধারণতঃই যে নাকি
তা'র সত্তাকে আঁকড়ে ধ'রে,
উন্নততর চলনে, সক্রিয়ভাবে
যোগান দেবেই কি দেবে,
দরদী ব'লে তা'র কেউ আছে—
ঠাওর ক'রতে পারে কম ;
কিন্তু পরিবারের শ্রেয়
যেখানে ইষ্টীপূত নয়কো,—
তা'র পরিবারও ইষ্টপ্লুত নয়,
সেখানে দানা বেঁধে উঠলেও
তা'র স্থৈর্য্য সহজ-ভঙ্গুর ;
ভবিষ্যৎও তা'র তমঃ-সঙ্কুল, ছন্নছাড়া। ১১৭৪।
২২।২।১৯৪৯, বেলা ১০টা

যে-স্ত্রী প্রীতিপ্রসন্না, স্বতঃ-সেবাযুতা,
স্বামী-স্বার্থী, অপ্রমাদী, সাধ্বী,
সদাচারী, ধর্ম্মনিষ্ঠ—
তা'কে অবজ্ঞা করে যে-পুরুষ
ক্রূর হৃদয়ে, বৃত্তিনিষ্ঠায়,—
আবর্জ্জনাসেবী হ'য়ে থাকে সে,
দুরদৃষ্ট
দুর্ব্বহ হ'য়ে তা'কে
অভিনন্দন করবে না তো আর কী?

বস্তুতঃ অমার্জ্জিত পৌরুষ তা'র
যদি পুরস্কৃত হয়,
কদাচার কুটিল ভঙ্গিতে
জনগণে সংক্রামিত হ'য়ে চলাই স্বাভাবিক। ১১৭৫।
২২।২।১৯৪৯, বেলা ১০-৩৫

শ্রেয় যিনি—
তোমার সম্বন্ধ তাঁ'র সাথে যেমনতর—
বাস্তবে—ব্যবহারে,
তাঁ'তে অনুরাগী যা'রা—
তা'রাও তোমাতে অনুরক্ত তদনুপাতিক। ১১৭৬।
২৩।২।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

যদি ব্যর্থ ক'রেই থাক কাউকে—
বিপন্ন বিপদ-সঙ্কুল ক'রে,
কা'রও নির্ভরতাকে বিশ্বাসঘাতকতায়
বিদীর্ণ ক'রে থাক
স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতার মোহে,
নিজেকে বিচার ক'রো,—
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
নিজেকে সমর্থন ক'রতে যেয়ে
লোকের চোখে কথার ধোঁয়া দিয়ে
নিজেকে ঢেকে রেখে—
নিজ প্রবৃত্তির যদি এখনও প্রশ্রয়প্রয়াসী হও,
তোমার শুদ্ধি ও উন্নতি
ভবিষ্যতের অন্ধ প্রকোষ্ঠে
কারারুদ্ধ ক'রে রাখছ কিন্তু;

তাই, আদর্শের দিকে তাকাও,
যা' মন্দ ক'রেছ
এখন থেকেই সাবধান হও,
পূরণ ক'রতে চেষ্টা কর ;
আর, তা' না ক'রে
ভালই যদি কিছু ক'রে থাক,
কৃতকার্য্যতাই যদি অর্জ্জন ক'রে থাক,—
অমনি ক'রে তা'ও খতিয়ে দেখ
কিসে আরও ভাল ক'রতে পার,
চ'লতেও থাক তেমনি ক'রেই—
সত্তাকে বাঁচিয়ে,
রেহাই পাবে, পুরস্কৃত হবে। ১১৭৭।
২৩।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০টা

সত্তার মূলই হ'ল আত্মা,
আর, এই আত্ম-সমীক্ষুই আত্মবিৎ,
আর, তিনিই আচার্য্য ;
তদন্বিতবৃত্তি ও তৎসমাহিতচিত্ত যিনি—
তিনিই বোধ করেন তাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—
আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক। ১১৭৮।
২৪।২।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

লোকসত্তার পরিপো ী
আচার-ব্যবহারই সততা। ১১৭৯।
২৪।২।১৯৪৯, দ্বিপ্রহরে

দাঁত খিঁচোলেই ভাঙ্গল প্রীতি—
নয়কো ওটা প্রেম-প্রকৃতি। ১১৮০।
২৪।২।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

অনুরাগ যেমনতর—
অবস্থানও তেমনতর। ১১৮১।
২৫।২।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

অনুরাগ যেখানে অচ্যুত নয়—
আবেগও সেখানে ছন্নছাড়া,
আর, অনুপ্রাণনাও সেখানে বিচ্ছিন্ন ;
বোধ, সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সার্থকতা
সেখানে অবিন্যস্ত, ঐক্যহারা, ইতস্ততঃ। ১১৮২।
২৫।২।১৯৪৯, বেলা ১১-৫

চলস্রোতা, একমুখীন অনুরাগ
প্রজ্ঞা-পরাগেই পরিশোভিত হ'য়ে থাকে—
প্রায়শঃ। ১১৮৩।
২৫।২।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

বৃত্তিমুগ্ধ নেশাকেই মোহ বলা যায়,
ভক্তি কিন্তু চেতন, চিরচক্ষুষ্মান্। ১১৮৪।
২৫।২।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৮

তুমি তোমার শ্রেয়ে
শ্রদ্ধান্বিত যেমন—আচারে—ব্যবহারে,

তোমার প্রতিও লোকে
শ্রদ্ধানুকম্পী হ'য়ে থাকে তেমনি—
সাধারণতঃ। ১১৮৫।
২৫।২।১৯৪৯

শ্রেয়ের প্রতি প্রীতি, আত্মনিয়োগ
ও সেবা-সংরক্ষণী চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে আগ্রহ-উন্মাদনা আসে—
প্রাণের ক্ষুধার তৃপ্তিই ওখানে। ১১৮৬।
২৫।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮টা

নিজের কোন কামনাকে কেন্দ্র ক'রে
যদি কাউকে ভালবাস,
ভালবাসার কেন্দ্র সেই কামনা—
যা'কে ভালবাস ব'লছ সে নয় কিন্তু;
কাম্য তোমার যে বা যা'
কর্ম্মও হবে তেমনতর—
ফলও পাবে তেমনি। ১১৮৭।
২৫।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রম ক'রে
সত্তা-পরিপোষণী উৎকর্ষ অর্জ্জনই—
বর্ণ ও আশ্রমের তাৎপর্য্য। ১১৮৮।
২৫।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-২৫

ভুলই যদি ক'রে থাক—
তবে তা' শোধরাও—যত শীঘ্র সম্ভব,
আর, তোমার ভুল যদি কা'রও

ক্ষতি ক'রে থাকে—
তা'কেও শোধরাতে হবে,
স্বস্থ ক'রে তুলতে হবে,
নয়তো, ও শোধরানো সর্পিল গতিতে
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে কিন্তু
একদিন। ১১৮৯।
২৫।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৬

তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি—
তিনি যা' বলেন—
হয় তা' পরিপালন কর সর্ব্বতোভাবে—
আত্মপ্রসাদে—
ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, আপসোসকে
জলাঞ্জলি দিয়ে—তৃপ্তির সহিত,
নয় তা'র পূরণে, বিচার ক'রে
যেমনতর সঙ্গত বিবেচনা কর—
ন্যায্যতঃ সম্ভব যা' তোমার পক্ষে
বুঝে-সুঝে জীবন দিয়ে তা'কে
উদ্‌যাপন ক'রতে চেষ্টা কর ;
মাঝামাঝি যে-কোন দিকই
সমীচীন হবে না কিন্তু ;
জীবনে প্রেয়-প্রতিষ্ঠার দুটিই পথ—
হয় আম্‌মোক্তার-নামা দাও,
নয় তপশ্চরণ কর ;
তোমার পক্ষে যেটা শোভনীয় তা-ই কর,
প্রতিষ্ঠা পাবে প্রেয়—তোমাতে। ১১৯০।
২৬।২।১৯৪৯, সকাল ৬-৩০

সত্তা সচ্চিদানন্দময়—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তা-ই ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে—
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা,
আর, ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি—
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন-সমুত্থান! ১১৯১।

২৮।২।১৯৪৯, সকাল ৬-৫০

ভক্তির উদাত্ত আগ্রহে
বৃত্তিগুলি সামঞ্জস্যের সহিত
সংযত ও সার্থক হ'য়ে ওঠে। ১১৯২।

২৮।২।১৯৪৯, দুপুর ১২-৪৫

কর্ত্তব্য-পালন যেখানে যেমন সুচারু—
অনুরাগেরও উদ্ভব সেখানে তেমনি,
আবার, অনুরতিও যেখানে যেমন—
কর্ত্তব্যও সেখানে তেমন সহজ ও সুন্দর। ১১৯৩।

১।৩।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

দাও-থোও, যা'ই কর—
আর, যত ভালবাসার কথাই কও না কেন—
একানুবর্ত্তিতার সহিত শ্রদ্ধার্হ চলনে
মানুষের সাহচর্য্যের সহিত
যতদিন পর্য্যন্ত
ওগুলি না ক'রছ—বাস্তবে,
কেউ তোমার ভাবে
ভাবান্বিত হ'য়ে উঠছে না কিন্তু,
আর, তোমাতে দানাও বেঁধে উঠবে কম,—
মানুষের ধী এমনই দুর্ব্বল
সাধারণতঃ। ১১৯৪।
২।৩।১৯৪৯, সকাল ৯-২৫

যে-ধৃতি পরভৃত হ'য়েও অটুট থাকে—
তা' প্রত্যয়েরই সহধর্ম্মী। ১১৯৫।
২।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪০

যে-ধারণা অন্য সংসর্গেও অটুট থাকে—
তা' প্রত্যয়েরই সহধর্ম্মী। ১১৯৬।
২।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪২

বেকার-সমস্যাকে যদি তাড়াতেই চাও—
শ্রমিককে ধনিক ক'রে তোল,
মহাযন্ত্রের পরিবর্ত্তে গার্হস্থ্য-যন্ত্রের
প্রতিষ্ঠা ক'রে তোল,
উৎপাদন—বিহিত যা' তা'কে প্রাচুর্য্যে
অবশ্যম্ভাবী ক'রে তোল,

অজ্ঞকে হাতে-কলমে বিজ্ঞতায় উন্নীত কর,
গবেষণাকে গরীয়সী ক'রে তোল
গণকল্যাণে,
ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যকে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে পরিপূরণী ক'রে
সহযোগিতায় উদ্বর্দ্ধনী ক'রে তোল,
নিষ্ঠা, সেবা, সহানুভূতিতে
সক্রিয় ক'রে তোল,—
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে—
আদর্শ-পরিপূরণে ও পরিবেষণে,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'—
নিরোধ কর তা'কে—অমোঘভাবে,
সুস্থ প্রত্যেকেই যা'তে স্বতঃ
শ্রমনিয়োজিত হ'য়ে উঠতে পারে—
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত কর তেমনি,
বৈশিষ্ট্যমাফিক সুষ্ঠু শ্রম
সবারই শ্রেয় ও জীবনীয় ;
স্বর্গ সার্থক হ'য়ে উঠবে
প্রতি-জীবনে তখনই—
আত্মপ্রসাদে, সুখে, জ্ঞানে। ১১৯৭ ।
২।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

তুমি বোঝ আর নাই বোঝ—
জ্ঞানের আওতায় ধরা-ছোঁয়া পাও
আর নাই পাও আপাততঃ,—
ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে
ঈশ্বরের প্রতি তোমার উদ্‌গ্রীব আগ্রহ

যথাবিহিত উন্নত-চলনশীল ক'রে
তোমাকে আরোতে নিতেই থাকবে ক্রমশঃ—
এটা ঠিক জেনো—
তা' সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
সর্ব্বতোভাবে,—এই হ'চ্ছে
জানায় দাঁড়িয়ে অজানাকে পেতে যাওয়া ;
যা'তে যেমন আগ্রহ,—
মানুষকে এগিয়েও নিয়ে যায় তা'তে তেমনি ;
মানুষের জীবনে অনায়ত্তকে অধিগত করার
অদম্য আকূতিই হ'ল বিবর্ত্তনের গোড়ার কথা,
আর, ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাও ওতেই—
বিশেষতঃ। ১১৮৯।
৩।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

বৈশিষ্ট্যপোষণী অনুলোম-বিবাহ শ্রেয়,
প্রতিলোম স্বতঃই বৈশিষ্ট্য-বিপর্য্যয়ী—
তাই, তা' অশ্রেয়, বর্জ্জনীয়,
বংশবৈশিষ্ট্য তা'তে নষ্টই পায়। ১১৯৯।
৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১১টা

প্রবৃত্তি-অভিভূত ব'লেই
মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উৎকর্ষ ক'রতে পেরেও
নিজের উৎকর্ষ করতে পারেনি—
সুপ্রজনন-ব্যাপারে ;
আর, প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'লেই
মানুষ বৃত্তি-ঔদার্য্যের হাত থেকে
বোধ, চিন্তা ও চলনে

রেহাই পেয়ে উঠতে পারে না—সাধারণতঃ,
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে চলাও
দুষ্কর তাদের পক্ষে। ১২০০ ।
৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

যা'দের গুণের আবরণে দোষ থাকে—
তা'দের দ্বারা লোকের ক্ষতি হয় বেশী,
কারণ, তা'দের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় বেশী ;
কিন্তু যা'দের দোষের আবরণে গুণ—
তা'দের দিয়ে লোক সংক্রামিত হয় কম,
কারণ, তা'দের প্রতি লোক আকৃষ্ট হয় কম ;
আর, দোষ মানে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'—তৎপ্রীতি ;
তাই, চ'লতে সাবধান,
চলন দেখে বুঝতে শিখো। ১২০১ ।
৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

শয়তানী যা'র অন্তরে—
অবান্তর তা'র সৎকথা ;
বৈশিষ্ট্য-বিচ্ছিন্ন ক'রে
যা' সত্তার অপলাপ ঘটায়—
তা'ই শয়তানী। ১২০২ ।
৬।৩।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

বর্ণ ভেঙ্গো না—
তা'তে বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা পড়ে,
বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা সর্ব্বনাশা ;

বরং বিরোধ ভাঙ্গ—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপোষণী ক'রে,—
বৈশিষ্ট্যে উৎক্রমণী ক'রে। ১২০৩।
৬।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪-২৬

বৃত্তি আছেই,
বৃত্তিপূরণী আকাঙ্ক্ষাও আছে,
তা' কিন্তু সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে নয়—
পূরণ ক'রতে হবে তা'
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার পরিপোষণী ক'রে—
তা' নিজের পক্ষেও যেমন,
অন্যের পক্ষেও তেমনি,
আর, সেখানেই ধর্ম্ম। ১২০৪।
৬।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪-৩০

বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় বংশ-পরম্পরায়
পারিপার্শ্বিক পরিচর্য্যায়—
বিধানকে সমাবেশ ক'রে
তপের অনুকূলে,—
নিয়ন্ত্রিত ক'রে পোষণীয়-গ্রহণে,
প্রতিকূল-বর্জ্জনে :
শুকিয়ে গেলেও
এই বৈশিষ্ট্যকে উপযুক্ত সেচনে
তাজা ক'রতে পারা যায়—
পরিচর্য্যা ক'রতে-ক'রতে
ক্রমাগত অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে;
আর, বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—

অস্তিত্বের স্বতঃ-সাথিয়া,—
চরিত্রে-চলনে—অভ্যাসে-ব্যবহারে—
প্রবণতার পথপ্রদর্শক ;
তাই, বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর ক'রে তোল—
তপে, সুষ্ঠু পরিপোষণে। ১২০৫ ।
৬।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫টা

বিষম পরিণয়ে
বীজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-সমাবেশী সংযোগ
বিকৃত ক'রে দেয়,
ফলে, বংশপ্রবাহ চিরদিনের মত
দূষিত হ'য়ে চলে। ১২০৬।
৭।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-২০

মানুষের অন্তর্নিহিত বৈধানিক সংস্থিতি যেমনতর—
তা'র পরিবেশ থেকে
সত্তাপোষণী লওয়াজিমাও
যোগাড় করে তেমনতর,
আর, তা'র অভাব যেখানে যেমনতর—
তা'র বৈশিষ্ট্যও ব্যাহত হয় তেমনি। ১২০৭ ।
৭।৩।১৯৪৯, বিকাল ৩-৩২

তোমার আচার-ব্যবহার,
চলন, চরিত্র, কথাবার্ত্তা,
যোগ্যতা ও সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
যদি কাউকে সুখী ক'রে তুলতে না পার,—
আর, তা'তে প্রীত হয় এমনতর প্রিয়

যদি কেউ না থাকে তোমার—
তুমি সুখী হ'তে পারবে না;
তোমার সুখের ব্যাপার লাখই থাক না—
তোমার প্রিয় যদি প্রীত না হয়
তবে সবই বৃথা,
ভোগ ক'রতে পারবে না তা'। ১২০৮।

৮।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৫৫

ইষ্টার্থ ছাড়া অর্থের উন্মাদনায়
সেবার উদ্বোধন ক'রতে যেও না—
ক'রবে প্রীতি-উদ্দামতায়,
নয়তো, ব্যর্থ হবে
বৃত্তিবুভুক্ষু নখরে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
সেবাবিমুখ হ'য়ে থাকবে তোমাতে। ১২০৯।

৮।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-৪৫

যা'রা ভাবে,
অর্থের মানদণ্ডের উপর বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত—
তা'রা ভ্রান্ত,
বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রম করার উপরই
বর্ণাশ্রমের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত;
এতে ধনিক-শ্রমিক সমস্যা ছিল না,
সমস্ত শ্রমিকই ধনিক, সমস্ত ধনিকই শ্রমিক,
প্রকাশই ছিল তা'র ব্যবহারে
এবং সমঞ্জসা ব্যবস্থিতিতে

বিভিন্ন গুচ্ছ বা বর্ণের
পারস্পরিক ঐক্যমুখর সহযোগিতায়,
রাষ্ট্র ছিল তা'র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী—
সমাজতান্ত্রিক পরিচর্য্যায়,
অনুলোম-পরিণয় ছিল তা'র উৎক্রমণ-প্রসূ,
সংশ্লেষী উপকরণ—
গুচ্ছ-বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে,
শিক্ষা ছিল তা'র
সর্ব্বতোমুখী, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপূরণী,
বৃত্তি ছিল তা'র বর্ণবৈশিষ্ট্যানুপাতিক,
বৃত্তি-অপহরণ ছিল তখন মহাপাপ,
পারস্পরিক সহযোগে ইষ্টমুখীন উচ্চাধিগমন
প্রত্যেকেরই ছিল
স্বতন্ত্র জীবনের পরম সার্থকতা,
পরস্পরেরই স্বার্থরক্ষা নিজেরই স্বার্থ
বা সম্পদ ব'লে মনে ক'রত,
কা'রো কেউ নেই—
এমনতর হ'তে পারত না—সাধারণতঃ,
অজলে অস্থলে প'ড়তে পারত না কেউ তখন,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'-কিছু
পরিবেশের অনুকম্পী শাসনে
তা' সংযত হ'য়ে উঠত আপনিই,
আর, সত্তার উদ্বর্দ্ধনী যা'—
তা' পরিপুষ্টও হ'ত তেমনি ক'রে;
এই ছিল মোটামুটি জীবন—
গণ্ডগ্রামেও যা'র অভিব্যক্তি ছিল। ১২১০।

৮।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১০

যা'রা পরিস্থিতি থেকে
সন্তাপোষণী যেমন সংগ্রহ ক'রতে পারে—
কুশল কৃতিত্বে,—
তা'রা তেমনি বাড়ে ;
যা'রা পরিবেশে বিকিয়ে যায়—
তা'রা হারায়। '১২১১।
৯।৩।১৯৪৯, সকাল ৬-১৫

যা'দের পেছটানের কৈফিয়ৎ
এগিয়ে যাওয়াকে অবজ্ঞা করে—
তা'রা স্বভাবতঃ অকৃতী
ও অলস-স্বার্থী। ১২১২।
৯।৩।১৯৪৯, সকাল ৭-৪০

প্রকৃতি অনেক কিছুই পারে,
পারে না শুধু একের মত অবিকল
আর একটা সৃষ্টি ক'রতে,
কিন্তু যা' হয়—রাখতে পারে তা'কে—
ক্রমবিবর্দ্ধনের ভিতর-দিয়ে—
যতদিন সে থাকে। ১২১৩।
১০।৩।১৯৪৯, সকাল ৭টা

প্রত্যয় তোর নেই—
যা'র কাছে যা' দেখিস্-শুনিস্
হারিয়ে ফেলিস্ খেই। ১২১৪।
১০।৩।১৯৪৯, বেলা ৮-৫০

তুমি জ্ঞানযোগীই হও
আর ভক্তিযোগীই হও,
বেদান্তবাদীই হও
আর সাংখ্যবাদীই হও—
যা'ই হও না কেন—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে
গুরু বা ইষ্টবাদী না হ'য়ে উঠছ,—
তোমার বোধ অন্বিত হ'য়ে
সামঞ্জস্য-সমাধানে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না—
এটা নিছকই ধ'রে নিতে পার ;
তাই, শঙ্কর ব'লেছেন—
"অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু—নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।" ১২১৫।
১০।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-২৫

সার্থকতার দাঁড়া ঠিক ক'রে
কথাবার্ত্তা, চালচলন যা' করার তা' ক'রো—
বিড়ম্বনায় হুঁশিয়ার থেকে,
মানুষের অন্তঃকরণকে
নিজের সাথে মিলিয়ে,
ভাললাগা-মন্দলাগার বোধে সজাগ থেকে,—
সার্থকই হবে প্রায়শঃ। ১২১৬।
১০।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-১৫

অপকর্ম্ম ক'রলেই
নিজের সাফাই গেয়ে
অন্যকে দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে,

পরনিন্দুক হ'তে হয় কার্য্য-কারণে,
ফলে, ক্রমশঃ নিজের অগ্রগতি
নিজেই নিরুদ্ধ ক'রতে থাকে ;
তাই, নিজেকে শুদ্ধ কর,
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
অযথা পরনিন্দুক হ'তে না হয়—
সাবধান। ১২১৭।
১০।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪-২৭

ইচ্ছার অনুপ্রাণনায়
আয়োজন যখন
বিন্যস্ত হ'য়ে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে—
তা'কে বলে ভাব—যা' বাস্তবায়িত। ১২১৮।
১০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১০

সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে অপনোদন কর,
বিধিসিদ্ধ, বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী,
সবর্ণ এবং অনুলোমক্রমিক
আন্তঃ-প্রাদেশিক পরিণয় উদ্ঘাটন কর,
উৎকর্ষী-প্রজনন অকাট্য ক'রে তোল,
সমাজও গঠন কর তদনুপাতিক,
বৃত্তিও নিয়ন্ত্রণ কর তেমনতর,
পারিবারিক শ্রম ও কৃষ্টিকে
উচ্ছল ক'রে তোল—উপচয়ে—
পারস্পরিক বৈষম্য তিরোহিত ক'রে,—
যা'তে পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
বিধানকে বিধায়িত কর তেমন ক'রে,

উৎক্রমণী ঐক্যসম্বুদ্ধ বিরাট সমষ্টিকে
এমন ক'রে সাজিয়ে তোল—
যা'তে প্রত্যেক ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্য
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যেরই
সক্রিয় বাস্তব প্রতীক হ'য়ে ওঠে—
ইষ্টানুগ উৎকর্ষে ;
দেশ তোমার স্বর্গ হ'য়ে উঠুক,
একটা সমবায়ী বিশ্বরাষ্ট্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
প্রত্যেকটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য,
প্রত্যেক অন্তরে নারায়ণ জাগ্রত হ'য়ে উঠুন,
তিনি সবার হউন,
সবাই প্রত্যক্ষভাবে তাঁ'রই হ'য়ে উঠুক—
অচ্ছেদ্য—অভিন্নভাবে, অচ্যুত-সম্বেগে। ১২১৯।
১১।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ পাওয়ার বুদ্ধি
যেখানে যেমন উদগ্র,
ইষ্টানতিও সেখানে তেমনতরই অনৃত। ১২২০।
১২।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

আনতিই যদি থাকে—
বুঝের বালাই বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায় না,
আর, বুঝ আপনি আসে—
স্বতঃ-প্রবর্ত্তনায়—নিজ গরজে—
সুঝের আওতায়। ১২২১।
১২।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-৩৫

ব্যর্থতায় দোষারোপ বা বিস্ফোরণ যেখানে—
ভেবে দেখো,
উপাসনা ছিল কোন্ প্রবৃত্তির,
কেমন ক'রে
স্বার্থসংশ্লিষ্ট সে কোথায়,
আর, তা' কী ও কেমন,
নির্ণয় ক'রে যা' সমীচীন তা-ই ক'রো। ১২২২।
১২।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-৪০

বৃত্তির খাতিরে যা'রা ভালবাসে—
তোয়াজের একটু খাঁকতিতেই
অসন্তুষ্ট হয় বা বিগড়ে যায় তা'রা। ১২২৩।
১২।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৫০

ভক্তি থাকলেই সে মিন্‌মিনে হয় নাকো,
তা'র প্রত্যেকটি চলনে, কথাবার্ত্তায়
থাকে একটা বিনীত, প্রত্যয়ী সংশ্লেষ—
যা' স্বতঃই যুক্তিপ্রভবী। ১২২৪।
১২।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-২০

যেখানে হীনম্মন্যতা বেশী—
সৌজন্য সেখানে কম,
কুশল ব্যবহারও সেখানে দৈন্যগ্রস্ত। ১২২৫।
১৩।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

মানুষ চলে ফোঁসে—
জীবন কাবু দোষে। ১২২৬।
১৪।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-৩০

জীবন-মনের তৃপ্তিপ্রদ যা'র যা'—
তা'ই তা'র কাছে সুন্দর। ১২২৭।
১৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১০টা

শোন অনেক—
কর না কিছু কাজে উপচয়ীভাবে,
শোনার তাৎপর্য্য তোমাতে নেই,
তুমি তা'তে সাক্ষাৎভাবে
সম্বুদ্ধ নও কিন্তু,
বাজে বায়নাক্কার ভাঁওতায়
একটা মোড়লী নিয়ে
দিন কাটাচ্ছ শুধু,
এক কথায়—
আদিম অন্তরে তুমি ভণ্ড,
যখনই তোমার প্রবৃত্তিপূরণের
খাঁকতি প'ড়বে—
অচিরেই কৃতঘ্ন হ'য়ে উঠবে—
এই আশঙ্কাই বেশী। ১২২৮।
১৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

কর্ম্মোদ্ভাবন-প্রবৃত্তি যা'দের
যেমন অবশ বা মন্থর—
সেবা-সাহচর্য্যে, শ্রেষ্ঠ উপচয়ে,
প্রীতি তা'দের তেমনতর ক্লীব—
প্রায়শঃই গোড়ায় গলদওয়ালা,
আবেগ তা'দের প্রবৃত্তিস্বার্থী—সাধারণতঃ। ১২২৯।
১৪।৩।১৯৪৯, বিকাল ৩-৪৫

বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রমকে নিয়ন্ত্রিত কর,
শিক্ষাকে সর্ব্বতোমুখী ক'রে তোল—বাস্তবে,
যেন তা' বৈশিষ্ট্যকেই
সত্তায় সার্থক ক'রে তোলে,
এমনতর ক'রে—যা'তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
তা'র যোগ্যতা দিয়ে
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত ক'রে তুলতে পারে—
তা'র সর্ব্বতোমুখী কৃষ্টি নিয়ে,
স্বতঃ-সার্থক উন্মাদনায়,
প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবণতা ও পারগতা
প্রত্যেকেরই স্বার্থ-সম্পদ হ'য়ে ওঠে—
বিভিন্নে উদ্ভিন্ন হ'য়ে নিজেরই আকূতিতে
জীবন ও আদর্শের সেবায়—
স্বতঃ-সহজ ঐক্য-সংহতিতে,
বাস্তব চলন এমনতর যতই
বিভিন্নের ভূতিমুখর,—
যোগ্যতায় সংহতিও হ'য়ে উঠবে
তেমনতর দৃঢ়। ১২৩০।

১৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ১১-১৫

ব্যভিচার বিকৃতিরই জন্মদাতা। ১২৩১।

১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-১৫

মানুষের কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'র অন্তর্নিহিত গুণের স্বতঃ-অভিব্যক্তি
স্বাতন্ত্র্যে পরিস্ফুট হ'য়ে, অন্বিত হ'য়ে
সামঞ্জস্যে সার্থক সংহতি লাভ

যদি না ক'রতে পারে,—
সে-মানুষ যান্ত্রিক মানুষ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
বোধ ও উপভোগের ভিতর-দিয়ে
তা'র গুণব্যঞ্জনা অর্থাৎ তা'র প্রকাশ
গতি, রূপ, মিশ্রণ, সহন-শক্তি
অনৌচিত্যের পরিহার-ক্ষমতা ইত্যাদি
ক্রমশঃ অবলুপ্তই হ'তে থাকে,
সে পায় একটা নিরর্থক, নিনড়,
যন্ত্রবৎ কর্ম্মজীবন। ১২৩২।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-৪০

মনে রেখো, তুমি তোমার
শুভাশুভের জন্য যেমন দায়ী,
তোমার পরিবেশের জন্য
তেমনতরই তুমি ;
তোমার বাঁচা, তোমার বাড়া,
তোমার কাছে যেমন সার্থক,—
যা'দের সাহচর্য্যে, পরিপোষণে
তুমি বাঁচবে, বাড়বে,
তা'দের বাঁচাবাড়ার জন্যও
তেমনতরই তুমি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট—
সব দিকেরই দায়িত্ব নিয়ে ;
তুমি দরিদ্রতায় নিষ্পেষিত
হ'তে চাও না,
বিপাক-বিধ্বস্ত হ'তে চাও না,
এই না-চাওয়াকে

সার্থক করার মূলে আছে তা'রাই
যা'দের সাহচর্য্যে তুমি তোমাকে
স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে রাখতে পারবে ;
তাই, উৎকণ্ঠ-আগ্রহ কর্ম্মতৎপরতায়
তোমাকে নিজেকে এমনভাবেই
নিয়োজিত ক'রতে হবে—
যা'তে তা'রা কিছুতেই দরিদ্র না হ'য়ে ওঠে,
বিপাক-বিধ্বস্ত না হ'য়ে ওঠে ;
পারস্পরিক সানুকম্পী সহযোগিতায়
প্রতি-নিজেরই অর্জ্জনী তৎপরতায়
প্রতি-প্রত্যেককেই অমন ক'রে তুলতে হবে—
মন্দ যা'-কিছু তা' নিরাকরণ ক'রে ;
আর, ঐটিই হ'চ্ছে—
ইষ্টীপূত উৎকর্ষী ধর্ম্মের ভিত্তি ;
এটা যদি না কর—
পাপ ও পাতিত্য তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না,—
তা' যেমন নৈতিকতায়,
তেমনি সামাজিকতায়,
তেমনি রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থায়। ১২৩৩।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-২০

আমার মনে হয়,
জমিদারদের জমিদারিগুলি
যদি স্বত্বস্বামিত্বওয়ালা
আধা-সরকারী লোকায়ত্ত সম্পত্তি হয়,—
জমিদারেরা সরকারের সহযোগিতায়

তা'দের সম্পত্তির জনগণকে
সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা ও কর্ম্মে সমুন্নত ক'রে
বাস্তবে প্রত্যেককে
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক উৎকর্ষে
উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে—
রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—
সব রকমে,
স্বত্বস্বামিত্বে অচ্যুত থেকে,
বাস্তব লোকসেবায়,—
আর, সে-নিয়ন্ত্রণ
যদি প্রজা-প্রতিনিধির ভিতর-দিয়ে নিষ্পন্ন হয়
—বিহিতভাবে,—তা-ই ভাল,
এতে স্বাতন্ত্র্য ও সমষ্টি দুই-ই—
বজায় থেকে, হাত ধরাধরি ক'রে
বৃদ্ধিপর হ'য়ে উঠবে,
শান্তি ও স্বস্তি-প্রসাদে সার্থক হ'য়ে উঠবে। ১২৩৪।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ১১টা

স্বাতন্ত্র্য মানে—
স্ব-এর বিস্তার বা ব্যাপ্তি,
আর, তা'র মরকোচই হ'চ্ছে—
সহযোগ-সমর্থ শ্রদ্ধান্বিত চলন,—
যা' পারস্পরিক ভাবানুকম্পার ভিতর-দিয়ে
পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে
উপনীত হয় সার্থকতায়—
সিদ্ধান্তে ও কর্ম্মে, বাস্তব পরিণয়নে,

পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকৃতির
একমুখীন সহানুধ্যায়িতায়—বিস্তারে ;
তাই, স্বাতন্ত্র্য শুধু একপেশে স্ব-প্রধান নয়কো,
যেমনতর, স্ত্রী-পুরুষ,
তা'দের পারস্পরিক সানুকম্পী,
সহযোগী উপভোগের ভিতর-দিয়ে
উপনীত হয় সন্তান,
তা'তে থাকে উভয়েরই বিস্তার—প্রবৃদ্ধি,
আর, স্বাতন্ত্র্যের তাৎপর্য্যও ওই ওখানে,
নয়তো, তা' সাধারণতঃ বিকৃতই বা ব্যর্থ ;
এই স্বাতন্ত্র্য যা'র যে-পথে—
বিস্তারও তা'র তেমনি। ১২৩৫ ।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

অনুকম্পী সহযোগী যা'র নেই,—
যে কাউকেও তা' ক'রে তুলতে পারে না—
সক্রিয়, সহচারী অনুধ্যায়িতায়,
সে কিন্তু বড় কিছু ক'রতে পারে না—
বাস্তব পরিণয়নে। ১২৩৬ ।
১৫।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-৯

স্ব বিধৃত হ'য়ে আছে
তা'র বৈশিষ্ট্যে—
যে-বৈশিষ্ট্য দিয়ে তা'র
বিশেষত্বকে বোধ করা যায়—
সবরকমে, সব দিক দিয়ে ;
আর, তা'ই তা'র ধর্ম্ম। ১২৩৭ ।
১৫।৩।১৯৪৯, দুপুর ১টা

সংযম, সহ্য আর সমীক্ষা
যা'দের নাই—
তা'রা সেবাপটু হয় কম। ১২৩৮।
১৫।৩।১৯৪৯, রাত্রি ১১-২০

অযোগ্যতা যেখানে পরিপোষিত
অসন্তোষও সেখানে উদ্ধত,
কিন্তু অসুস্থ বা অসমর্থকে পরিপোষণে
যোগ্য ক'রে তোলা ধর্ম্মদই। ১২৩৯।
১৬।৩।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫০

ভৌতিক বিভিন্নতা আধ্যাত্মিক একত্বেরই
বিশিষ্ট, বিভিন্ন পরিণতি,
আর, এই বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে বিশেষের **স্বধর্ম্ম**;
তাই, একত্বানুগমনে বৈশিষ্ট্যকে
অবজ্ঞা ক'রে যদি চ'লতে চাও—
ঠ'কবেই কিন্তু হামেহাল। ১২৪০।
১৬।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫০

একত্ব যেখানে ভূমায়
সেখানে ভেদ নাই,
একত্ব যেখানে বৈশিষ্ট্যে
সেখানে বিভেদ,
আর, বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়েই
ভূমাকে উপলব্ধি ক'রতে হবে,
তাই, বৈশিষ্ট্যকে তাচ্ছিল্য ক'রে

যা'রা ভূমাকে উপলব্ধি ক'রতে যায়—
তা'রা বিভ্রান্তির পথেই চলে। ১২৪১ ।
১৭।৩।১৯৪৯, সকাল ৮-৫

অনাচারী, অভক্ষ্যভোজী,
অগম্যাগামী, বিশ্বাসঘাতক,
চৌর্য্যবৃত্তিরত, দুষ্টকর্ম্মা,
ইষ্টকৃষ্টি-বিমুখ,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার বিরুদ্ধাচারী—
শাস্ত্রে সাধারণতঃ এদেরই অন্ন ও পানীয়
দূষ্য ব'লে বর্ণিত হ'য়েছে—
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
ও শুদ্ধি-অনুষ্ঠান দ্বারা
সদাচারী না হওয়া পর্য্যন্ত ;
এদের দ্বারা জনগণ সহজেই
সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে,
স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবন পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনাও দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
তাই, স্বতন্ত্রীকরণ ও শুদ্ধির উদ্দেশ্যে
শাস্ত্রের এই শাসন। ১২৪২ ।
১৯।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২৫

মানুষ যে বুদ্ধি বা ধারণায়
অভিভূত হ'য়ে চলে,—
যুক্তি, চিন্তা, সন্ধান ও সমর্থন
এসব তদনুকূলে বিন্যাসপ্রয়াসী হয় ;
আর, বিরুদ্ধ যা' তা'তে আসে অবজ্ঞা—

তা' যত ভালই হোক বা মন্দই হোক ;
তাই, বোধ বা ধারণাকে
শুদ্ধ, সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল—
যদি ভালই চাও। ১২৪৩ ।
১৯।৩।১৯৪৯, রাত্রি ১০টা

ধর্ম্ম উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
সর্ব্বাঙ্গীণ সম্বর্দ্ধনায়
মানুষকে বিশিষ্ট একত্ব-বিবর্ত্তনে
উন্মুখ ক'রে তোলে। ১২৪৪ ।
২০।৩।১৯৪৯, সকাল ৭-৫

কথা বা কাজ গড়িয়ে গিয়ে
কখন কোথায় কী রূপ ধ'রতে পারে—
তা'ই বুঝে যে চ'লতে পারে—
সুনিয়ন্ত্রণে,—
সেই-ই হ'চ্ছে ধুরন্ধর—আসলে। ১২৪৫ ।
২০।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-২৫

প্রবৃত্তি-প্ররোচিত নীচাশয় অহং
সাধারণতঃ অলীক অভিমানী হয়,
বিকৃত বোধই
আত্মশ্লাঘার সহিত সমর্থন করে,
কাজেকাজেই, অকৃতজ্ঞ হ'তে বাধ্য হয়,
হামবড়াই-চলনা দিয়ে
প্রকৃত যা' তা'কে দাবিয়ে রাখতে চায়,
ফলে, অন্যকে ঠকিয়ে
নিজে ঠ'কবার আয়োজন

তার পক্ষে দুর্নিবার হ'য়ে ওঠে,
মানুষকে ঠকিয়ে
নিজের বড়লোকী চাল বজায় রাখা
হীনতা বিবেচনা করে না,
মানুষের কাছে চেয়ে জীবনধারণ
তা'র পক্ষে অতীব দুষ্কর—
কথাবার্ত্তা-চালচলনে তা'ই প্রকাশ করে ;
ফল কথা, তা'র ক্ষমতাই কম—
মানুষকে সুখী ক'রে
চেয়ে জীবনধারণ করার ;
তোমাতে এইসব লক্ষণ থাকলে
এখনই সামাল হও—
যদি বাঁচতে চাও। ১২৪৬।
২০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২০

তুমি ছোট হও তা'তে ক্ষতি নাই—
কিন্তু পূত থাক,
ছোটর বড়তে শ্রদ্ধা
তা'কে বড় ক'রে দিতে পারে,
কিন্তু অপবিত্র যে র'য়েই যায়—
তা'র বড় হওয়া দুষ্কর। ১২৪৭।
২০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৮-২০

গোড়ায় সর্ব্বান্তঃকরণে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে—
অর্থাৎ বুদ্ধে শরণ রেখে
ধর্ম্মে শরণ রেখে

সঙ্ঘে শরণ রেখে
সক্রিয় দায়িত্বপূর্ণ পারস্পরিক স্বতঃ-সমবেদক
সহানুভূতির সঙ্গে—
কেমনভাবে দেখতে হবে কী নজরে,
কেমনভাবে কথা ব'লতে হবে,
কেমনভাবে ব্যবহার ক'রতে হবে,
কেমনভাবে চ'লতে হবে
ও জীবিকা অর্জ্জন ক'রতে হবে,
কখন কেমনভাবে কর্ম্ম নিষ্পাদন ক'রতে হবে—
কেমন চেষ্টায়—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে,
এর সাথে-সাথে
কেমন ক'রে অন্তর-পরিচর্য্যা ক'রতে হবে—
সম্যক্ স্মৃতি ও সম্বোধি নিয়ে—
বিদ্যুৎকর্ম্মা হ'য়েও দুঃখ স্পর্শ ক'রতে না পারে
এমনতর চলনকে সম্ভব ক'রে ;
এই-ই সেই অষ্টাঙ্গ মার্গ—
ভগবান তথাগত যেমন ব'লেছেন। ১২৪৮।
২১।৩।১৯৪৯, বেলা ১০টা।

মানুষের ভাবানুকম্পিতার বিচ্যুতি ঘটিয়ে
কিছু ক'রতে যাওয়াই হ'চ্ছে—
বিচ্ছিন্নতাকে আমন্ত্রণ করা ;
তাই, যদি কাউকে দিয়ে কিছু ক'রতে চাও—
তা'র ভাবানুকম্পিতাকে সুষ্ঠু
এবং দৃঢ়-কেন্দ্রায়িত ক'রেই তা' ক'রো—
অনুপূরণে, তদনুকুল নিয়ন্ত্রণে,
নিজে অমনতর হ'য়ে—

চিন্তায়, কথায়, চলনে, চরিত্রে—
সক্রিয়ভাবে,
তবেই তা' হবে সহজসাধ্য, সঙ্গতিপূর্ণ,
সুশৃঙ্খল। ১২৪৯।
২১।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

যে যা'ই করুক আর যা'ই বলুক—
তা'র সত্তানুপূরক ভঙ্গী নিয়ে
যদি ইষ্ট-পরিবেষণ কর—
তা' তিরস্কারের ভিতর-দিয়েই হোক—
বা পুরস্কারের ভিতর-দিয়েই হোক—
প্রায়শঃ সার্থক হ'য়ে ওঠে তা',
ফলে, আসে মন্দে বিরতি
আর ইষ্টে বা মঙ্গলে অনুরতি। ১২৫০।
২২।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-৪৫

অন্তরে যদি খুঁতই থাকে,
অন্যায়ই যদি হ'য়ে থাকে,
বিপর্য্যয়ই যদি কিছু ক'রে থাক—
আত্ম-পর্য্যালোচনা ক'রে তা'কে ধ'রে ফেল,
সমাধানে সুবিন্যস্ত ক'রে তোল তাকে,
আত্মসমর্থন ক'রতে গিয়ে
নীতি বা ন্যায়কে বিপর্য্যস্ত ক'রতে যেও না,
লোকসান তা'তে তোমারই বেশী—
অন্যেরও কম নয়। ১২৫১।
২২।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

ভুল করা অন্যায় বটে—
তাই ব'লে, তা' অসংশোধনীয়,
নারকীয় নয়কো,—
যদি ভুলের প্রতি আসক্তি না থাকে। ১২৫২।
২২।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

কোন অসদভিপ্রায়ে,
নীচ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে,
কায়দায়—ছলে, কলে,
সেবা-বান্ধবতায়
কারও বিশ্বাসার্হ হ'য়ে উঠছ—
বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে,
আত্মশ্লাঘা ক'রছ ওরই—
মানুষকে হক্‌চকিয়ে দিতে,
কিংবা তোমার দুরভিসন্ধির কথা
কাউকে জানতে দিচ্ছ না,—
এটা ব'লে দিচ্ছে—
তুমি নিজে এবং ঐ হক্‌চকানতে যা'রা
অনুগত হ'য়ে উঠছে তোমাতে—তা'রাও
নিজের, পরিবারের এবং জনগণের
কতবড় সর্ব্বনাশা শয়তানের দূত—
জাহান্নমের আজগবী জানোয়ার—
নরখাদক পিশাচ,
তোমাকে এবং এদের দেখে
তুমিও সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠবে ;
এখনই সাবধান,

নয়তো, তোমাদের পরিণতি এত নারকীয়—
যে, তা' ইয়ত্তার বাইরে। ১২৫৩।
২২।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

প্রীতির রং-এ যদি অন্তর তোমার
রঙ্গিল হ'য়ে না ওঠে,
শুধু স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে যদি চল,
ঢং-এ কিন্তু রং ধ'রবে না কিছুতেই। ১২৫৪।
২২।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫

মনকে বেশী চাপাচাপি ক'রতে যেও না,
তা'তে ঠাণ্ডা হবে না,
তাই ব'লে, চ'লোও না তা'র প্ররোচনায়—
ইষ্টানুবর্ত্তন ছাড়া,
বরং ইষ্টে অনুরাগ বাড়াও—সক্রিয়ভাবে,
ছাপিয়ে তোল সে-অনুরাগকে
সমস্ত বৃত্তি অতিক্রম ক'রে—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে তা'তে বরং
অনেকখানি। ১২৫৫।
২৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

যা'রা দরিদ্রতার আওতায় দাঁড়িয়ে—
স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও
সেবাহীন কর্ম্মবিমুখতাকে প্রতিপালন ক'রে
অদৃষ্ট ও ধর্ম্মকে ধিক্কার দেয়,
মানুষের অন্তর্নিহিত কোমলপ্রাণতাকে
প্রবঞ্চিত ক'রে
সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে অভ্যস্ত,—

যতদিন এমনতর তা'রা—
ততদিন ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হওয়াই
তা'দের সম্পদ ;
বাস্তবতায় তা'রা তা'-ছাড়া
আর কিছু কি চায় ?
যদি এমনতর কেউ থাক,
বাঁচতেই যদি চাও—
এখনই পরিহার কর
তোমার এ প্রকৃতিকে,
দু'দিন কষ্ট হ'লেও পরিণামে
স্বচ্ছল চলনে চ'লতে পারবে—
একনিষ্ঠ, সেবাপ্রাণ, কর্ম্মপটুতার
আশীর্ব্বাদে। ১২৫৬।
২৪।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫-৫০

নিয়ত এমনভাবেই লক্ষ্য রেখে চ'লো
যা'তে তোমার কথা বা চালচলন
সব সময়ই মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে
সমর্থন করে সবদিক দিয়ে,
নয়তো, ঠ'কবে,—
বিচ্ছিন্নতায় বিক্ষিপ্ত হ'তে হবেই
তোমাকে। ১২৫৭।
২৪।৩।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪০

প্রবৃত্তিপরতন্ত্র যতক্ষণ তুমি,—
ইষ্ট বা আদর্শ-নিদেশ
পরিপালন ক'রতে পারবে না,

ব্যত্যয়ী পথে পরিচালিত হবেই তা'
তোমার ভিতর-দিয়ে,
চরিত্র রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে না তাঁ'তে,
ঢং থাকলেও রং ধ'রবে না কিন্তু,
ফলে, সার্থকতা হারাবে। ১২৫৮।
২৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা

শাসনতন্ত্র সহজ তখনই—
আদর্শতন্ত্র যখন একনিষ্ঠ, নিরাবিল,
শ্রমই সেখানে স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি,
অন্তরই কৈফিয়ৎ-কর্ত্তা,
কৃতী-সমাধানই উত্তর। ১২৫৯।
২৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১০

লঙ্ঘন যেখানে আদর্শ-ব্যত্যয়ী—
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হীনম্মন্য অহং সেখানে প্রভু,
সংক্রামক স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ-প্রবৃত্তি
সেখানে বিচারক,
পাপ ও পাতিত্যই সেখানে বান্ধব,
জাহান্নমই তা'র আবাস বা কয়েদখানা। ১২৬০।
২৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২০

প্রকৃতি সদৃশই প্রসব ক'রে থাকেন
দেখতে পাওয়া যায়,
সম কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না,—
তাই, বৈশিষ্ট্যপোষণী ব্যবস্থাই
পুষ্টিদ ও প্রাণদ। ১২৬১।
২৫।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

চিন্তা-চলন যেমন—
চরিত্রও তেমন। ১২৬২।
২৫।৩।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৪০

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়,
উন্নতির আনন্দে,
কিন্তু অন্তরকে আঘাত ক'রতে নেই—
সত্তাসংরক্ষণী জরুরী অবস্থা ছাড়া। ১২৬৩।
২৬।৩।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

ঐক্য দাঁড়ায়—পূর্ব্বপূরয়মাণ আদর্শগ্রহণে,
তিনি যদি সার্থক-সমন্বয়ী, জীবন্ত হন—
তাই-ই শ্রেয়;
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দাঁড়ায়—
সমাজে আদর্শনিষ্ঠ সহযোগিতায়;
আর, বিভবের পরিবেষণ হয়—
ঐ একনিষ্ঠ পারস্পরিক স্বার্থ-সংবর্দ্ধনী সেবায়—
যা'তে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—বাস্তবে;
আবার, এ সবগুলির অনুপ্রেরক হ'চ্ছে—
পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান মহানে
প্রতি-বৈশিষ্ট্যেরই
সংগঠনী-সেবা-সম্বুদ্ধ অনুচলন;
যেমন সত্তা ও শরীর,
শরীরের প্রতি-বিশেষ অংশই
তা'র নিজের মতন
পারস্পরিক সহযোগিতায়

সত্তানুপূরণী কর্ম্মে নিয়োজিত—
নিজ আত্মপুষ্টির সহিত যেমনতর,
জীবনপ্রবাহও
তেমনি প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে
তেমনি ক'রেই জীবনীয় ক'রে তুলছে ;
আবার, ঐ সমবায়ই হ'চ্ছে শক্তি,
আর, এর ব্যতিক্রমই ব্যাধি বা গ্লানি। ১২৬৪।
২৬।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৮টা

খাদ্য হওয়া উচিত সহজপাচ্য,
পুষ্টিকর, তৃপ্তিপ্রদ—
শরীরের ন্যায্য পোষক—
সদাচার-সংসিদ্ধ
অর্থাৎ জীবনীয়—
সাত্ত্বিক, স্বাদু। ১২৬৫।
২৬।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৮-১৫

বেকুবীর মত ধন থাকলে
ব্যর্থতার অভাব কী? ১২৬৬।
২৬।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

তোমার ইষ্ট যিনি
একমাত্র তাঁ'কেই ধারণ কর সর্ব্বতোভাবে—
চলনে, চরিত্রে—কায়মনোবাক্যে,
তা-ই তোমার ধর্ম্ম ;
যা'-কিছু কর, তা' কর একমাত্র
তাঁ'রই জন্য—
তাঁ'রই পরিপোষণে, পরিবর্দ্ধনে, সেবায়—

তা-ই তোমার কর্ম্ম ;
একমাত্র তাঁ'তেই থাক—
তা' সবরকমে—সম্বোধি নিয়ে,
তা-ই তোমার সত্তা—পরমপুরুষার্থ। ১২৬৭।
২৭।৩।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

বস্তুর অণুকণার সূক্ষ্মতম
সংযোগ বা বিয়োগেও
তা'র গঠন, গুণ ও ক্রিয়ার
পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে ;—
এই গঠন, গুণ ও ক্রিয়াই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য ;—
যে বা যা'
এই গুণ, গঠন ও ক্রিয়ার অনুপূরক—
তাই-ই তা'র পোষক ও সংরক্ষক ;
পরিণয়-ক্ষেত্রেও যে-নারীর বংশ,
ব্যক্তিগত গুণ, গঠন ও প্রকৃতি
যে-পুরুষের অনুপূরক—
সেই নারী তা'র উপযুক্ত পোষয়িত্রী
ও রক্ষয়িত্রী ;
আর, এর অন্যথায়—বিপর্য্যয়ী। ১২৬৮।
২৭।৩।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

অচ্যুত আদর্শানুপ্রাণতা,
আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ,
শম, দম, সহযোগিতা,
অভ্যাস, যত্ন ও চেষ্টা,

শ্রম ও শ্রদ্ধার্হ সেবা,
সাত্ত্বিক পোষণ ও প্রাণন,
উপচয়ী প্রস্তুতি, দান, গ্রহণ,
সাধনা ও সম্বোধি, আত্মনিবেদন—
এগুলির সুষ্ঠু পরিপালনেই আসে
তপঃ-সার্থকতা। ১২৬৯।

২৮।৩।১৯৪৯, বেলা ৮-৩০

সেবাবিমুখ, দাবীওয়ালা,
অলীক-ধারণাপোষী,
দোষদর্শী যা'রা—
তা'রা মানুষকে আপন ক'রতে পারে না,
অসহিষ্ণু-প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে,
ফলে, দুঃখকে অনিবার্য্য ক'রে তোলে—
তা' পাওয়ায় এবং দেওয়ায়। ১২৭০।

২৮।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-২০

ইষ্টনিষ্ঠা সেখানেই—
অনুরাগ যেখানে উদ্ভাবনী বুদ্ধি নিয়ে
উপচয়ী ইষ্টকর্ম্মে ব্যাপৃত ক'রে তোলে—
সেবায়, স্মরণে, মননে, কর্ম্মে, কৌশলে—
বাস্তব রূপায়ণে। ১২৭১।

২৮।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

শ্রমেও থাকে সুখ—
প্রেষ্ঠরাগী উদ্যমেতে
ফোলা যখন বুক। ১২৭২।

২৮।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৩০

ভগবান, ইষ্ট বা ধর্ম্মের
মৌখিক স্তুতির ভিতর-দিয়ে
যা'রা ধর্ম্মবিরোধী কাজ করে
তা'রা হ'ল সব চাইতে বড়
শয়তানের দূত—
প্রকৃষ্ট লোক-দূষক। ১২৭৩।
২৮।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা

একটা বিরাট গহ্বর কামিনী,
আর, তা'র পাশেই
আর-একটা বিরাট গহ্বর কাঞ্চন;
ও দুটো গহ্বরের ভিতর বাস করে
দুটি বিরাট পৈশাচিক দৈত্য—
একজন মান আর একটি হ'চ্ছে বড়াই;
এই দুই বিরাট গহ্বরের মাঝখানকার
সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে
ভবসমুদ্র পার হ'তে হয়—
ইষ্টানুরাগকে অবলম্বন ক'রে;
তা'র একটু বিচ্যুতি হ'লেই
সত্তাবিলোপী পতন অনিবার্য্য,—
যদি অনুরাগরজ্জু শক্ত হ'য়ে না থাকে হাতে—
অচ্যুতির সহিত;
এই দুই গহ্বর পার হ'য়ে গেলেও
ঐ দৈত্য দুটো আবার
কিছু দূর পর্য্যন্ত পিছু নিতে থাকে—
শিকারের আশায়। ১২৭৪।
২৮।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১০

তুমি উদার হও উন্নতিতে,
তুমি যদি উদার হও সর্ব্বনাশে—
সর্ব্বনাশ তোমাকে ছাড়বে কেন? ১২৭৫ ।
২৯।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-১৫

যেখানেই যাও—
যে-কোন ব্যাপার বা ঘটনারই
সম্মুখীন হও না কেন—
হুঁসিয়ার থেকে খবর নিও তা'র—
বিশদভাবে, সপর্য্যায়ে, স্বল্পে,
বাস্তবের সাথে সংযোগ রেখে,
নিজে রঙ্গিল না হ'য়ে
অর্থাৎ, নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে ;
তোমার কী ক'রতে হবে তা'তে
বা কিছু করা উচিত কিনা—
তোমার আদর্শপোষণী মাপকাঠিতে
তা' হিসেব ক'রে নিয়ে,
পথ খুঁজে নিও তা'র ভিতর-দিয়ে—
নিয়ন্ত্রণে,
চেষ্টা ক'রো নির্ভুল হ'তে—
যথাসম্ভব,
পথও হবে নির্ভুল যথাসম্ভব। ১২৭৬ ।
২৯।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৫৫

কোথাও গেলে—
তোমার কী কী প্রয়োজন,—
কী কাজে কী কী লাগবে,

নিজ অন্তরে তা' অনুধাবন ক'রে
খবর নিও সবটারই—
যথাবিহিত যোগসূত্রসমেত ;
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
তোমার পক্ষে বিহিত যা' যা'—
যথাযথ যেমন ব্যবস্থা ক'রতে পার—
তা'র ত্রুটি ক'রো না ;
বিবেচক হ'য়ে চ'লো,
বেকুবও হ'তে যেও না, ব্যর্থও হ'তে যেও না ;
সব সময়ই চেষ্টা ক'রো
সব ব্যাপারের উপরে থেকে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে তা'কে,
নজর রেখো, অবস্থা তোমাকে
বেফাঁস ক'রে না তোলে। ১২৭৭।
২৯।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

কোনও উদ্দেশ্য পরিপূরণ মানসে
যদি কোথাও যাও,
আগেই হিসাব ক'রে নিও—
কোথায় গেলে তা'র পরিপূরণ হ'তে পারে
বা পরিপূরণী সূত্র মিলতে পারে ;
অন্তরে অনুধাবন ক'রে
তোমার প্রয়োজনগুলির এমনতর
বিহিত বিন্যাস ক'রে তুলো—
যা'তে সবাইকে অনুপ্রাণিত ক'রে
তুলতে পার তা'তে,
সিদ্ধির সাথিয়া ক'রে নিতে পার তা'দিগকে ;

আর, এমনভাবেই চ'লবে বা ব'লবে
যা'তে তা'র প্রতিক্রিয়া
ব্যর্থতাকে কিছুতেই ডেকে আনতে না পারে ;
চলনে-বলনে এমনতর মিতালী নিয়ে
যতই মানুষের শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে চ'লতে পারবে,—
লোকায়ত্ত কৃতিত্বও হবে তেমনতর। ১২৭৮ ।

২৯।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

লোককে বাজে ব্যবহার ক'রো না,
বাজে ব্যবহৃত হ'তেও দিও না,
লক্ষ্য রেখো, যা'তে তোমা হ'তে
মানুষ প্রেরণা পায়—
উপচয়ে, সম্বর্দ্ধনে,—সক্রিয় হ'তে,
নিজের বেলায়ও তেমনি ;
মনে রেখো, পরিবেশ তোমার পরম স্বার্থ,
তোমার সত্তাপোষণী সংগ্রহ
তা'দের দিয়েই। ১২৭৯ ।

২৯।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫০

পরিবেশের প্রত্যেকটি মানুষ—
সত্তানুপূরক যা'-কিছু—
সবই কিন্তু তোমার পরম সম্পদ,
এর একটিরও ব্যতিক্রম
তোমাকে অতখানি বঞ্চিত ক'রে
তুলেই থাকে—নিঃসন্দেহে,
তোমার প্রতি তোমার যেমন দায়িত্ব আছে—
সেই দায়িত্বের অনুপূরক তোমার পরিবেশেও

ততখানি তা',
বিপথ-বিধ্বস্ত পরিবেশ
তোমারই বিধ্বস্তির আগমনী ;
হুঁশিয়ার থেকো,
যত পার দেখো, বঞ্চিত হ'তে না হয় ;
তাই, ধর্ম্মের প্রথম পদক্ষেপই হ'চ্ছে—
নিজে হওয়া আর পরিবেশকেও
সেই এক অদ্বিতীয় ইষ্ট ও কৃষ্টির
পূজারী ক'রে তোলা—
জীবনে, চিন্তায়, কর্ম্মে, বাস্তবীকরণে,
পারস্পরিক সম্বর্দ্ধনী সৌজন্যে। ১২৮০ ।
২৯।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

চিন্তা, শ্রম ও চরিত্র
বাস্তব সামঞ্জস্যে
ইষ্টানুগ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
সার্থকতার সোপান। ১২৮১ ।
৩০।৩।১৯৪৯ বেলা ৯টা

স্বার্থপর প্যাঁচোয়া প্রবৃত্তি নিয়ে
চ'লবে যত,—
প্যাঁচেও প'ড়বে তত,
বঞ্চিতও হবে তেমনি—
প্যাঁচোয়াভাবে। ১২৮২ ।
৩০।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-১৫

যা'ই কর না—
হিসাব রেখো বিহিতভাবে,

ঐ হিসাবেই থাকে নিকাশের পথ,
আর, ওতে স্মৃতিও চ'লতে থাকবে উৎকর্ষে,
পশ্চাদপসারণী চিন্তায়,
আবৃত্তি-মননে—
স্মৃতিবাহী চেতনার দিকে। ১২৮৩।
৩০|৩|১৯৪৯, বেলা ১১-২০

যা'র জন্য যা'কে ত্যাগ ক'রতে পার যেমনতর,—
তোমার ভালবাসা বা আসক্তিও
তা'তে তেমনতর। ১২৮৪।
৩০|৩|১৯৪৯, বিকাল ৩-৩০

ইষ্টকৃষ্টিহারা যা'রা,—
ব্যক্তিত্বও তা'দের শ্লথ,
যে-কোন চাকচিক্যেই
তা'রা অভিভূত হ'য়ে পড়ে—
অন্তর্নিহিত ঐক্যবন্ধনীকে ছিন্ন ক'রে,
বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতাই হয় তা'দের
প্রভাবান্বিত বিবেকী প্ররোচনা—
তা'তে সত্তা থাক আর যাক। ১২৮৫।
৩০|৩|১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

যা'রা প্রবৃত্তি-প্ররোচিত,
বৃত্তি-ক্ষুধায় অভিভূত,
বৃত্তিকেই যা'রা স্বার্থ ব'লে মনে করে,—
তা'রা সাধারণতঃ শোধরাতেই গররাজি,
হীনম্মন্যতাই তা'দের প্রভু হ'য়ে দাঁড়ায়,
সত্তাকে বিপাক-বিধ্বস্ত ক'রেও

ঐ পথে চায় তা'র পরিপোষণ জোগাতে
ফলে, চলে পিচ্ছিল গতিতে
জাহান্নমের দিকেই ;
তাই, যদি সৎই ক'রতে চাও তা'দিগকে—
অর্থাৎ, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রতে চাও—
অনুধাবন ক'রতে হবে তা'দের,—
বিরক্তি-বিহীন উদ্যম নিয়ে,
হাতেকলমে দেখিয়ে দিতে হবে
যাজন-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রীতি ও সৌজন্য নিয়ে
তা'রা সর্ব্বনাশ ক'রছে নিজেদেরই ;
সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্যের তালে
সম্বর্দ্ধনার পথে নিয়ে যেতে হবে তা'দের,
অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে—
ঐ পথে চ'লতে ;
বাঘে-ধরা মানুষকে ছাড়াতে হ'লে
বীর্য্যও চাই, কৌশলও চাই—
হুঁশিয়ার রেখে নিজেকে ;
মানুষকে সাবধান করা সহজ,
বাঁচান কিন্তু কঠিন,
চাই অপ্রমেয় ধৈর্য্য, উদ্যম,
কৌশলী অনুধাবন—
নিজেকে অচ্যুত রেখে আদর্শে। ১২৮৬।
৩০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

যা'রা প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় স্বার্থক্ষুধাতুর হ'য়ে
মানুষের ক্ষতি ক'রেই খায়,—

অন্তরে থাকে তারা দুর্ব্বল,
তাই, সব সময় খোঁজে—
নানান ধাঁজে,
কথাবার্ত্তা চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
সমর্থন,
গা-ঢাকা দিয়ে চ'লতে চায় লোকচক্ষুসমক্ষে—
মানুষের বুঝকে বিপর্য্যস্ত ক'রে
একটা সন্দিগ্ধ, দোদুল্যমান
ভীতিত্রস্ততার সাথে,
তাই, বীর্য্যবান্ সতের সামনে
তা'রা দাঁড়াতে পারে না—
স'রে প'ড়তে আকুলি-বিকুলি করে ;
নিজে সামাল ও সবল থেকে
তা'দের স্বস্থ ক'রে তুলতে
যদি পার, বিহিত যা'—তা' ক'রো,
আত্মপ্রসাদ তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে। ১২৮৭।
৩০|৩|১৯৪৯ রাত্রি ৮-৩০

যত বিদ্বানই হও—
যতই থাকুক তোমার পাণ্ডিত্য,—
দুনিয়া ধন্য-ধন্য যতই করুক তোমাকে,—
চরিত্রবত্তার সজ্জায় যতই সাজ না কেন,—
মোলায়েম বা ঝাঁঝাঁল জলুসী-হামবড়াইয়ের
ঘোড়সওয়ার হ'য়ে
যতই ঘোরাফেরা কর না কেন,—
যতক্ষণ তুমি অচ্যুত অনুরতির সহিত

পূর্ব্ব-পূর্য্যমাণ, সার্থক-সমন্বয়ী
গুরুতে বা ইষ্টে
নিয়োজিত না হ'চ্ছ—সর্ব্বতোভাবে,—
তোমার যা'-কিছু সব বাস্তবে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না উঠছে—
সেগুলি অন্বিতও হবে না,
সার্থক সামঞ্জস্যে সঙ্গতিলাভও ক'রবে না,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সক্রিয়তায়
দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশও
ক'রে তুলতে পারবে না,
সম্বর্দ্ধনী সমতা
প্রজ্ঞাকে আমন্ত্রণ ক'রে
সত্তায় বিন্যস্তও হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
ক্ষতির বোঝা নিয়ে, লোককে হকচকিয়ে,
ক্ষতিতে সমাধিস্থ ক'রে
সর্ব্বনাশের জয়জয়কার আনতেই হবে তোমাকে—
নিজের ও তোমাতে প্রলুব্ধ পরিবেশের ;
তাই বলি, ভাল না ক'রতে পার—
ক্ষতি ক'রো না,
সাবুদ হও,
নিজে বাঁচ,
অন্যকেও বাঁচাও। ১২৮৮।
৩০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১০

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
তপঃপ্রাণ হও,
সংবুদ্ধ হও,

বীর্য্যবান হও,
অক্লান্ত তেজীয়ান পরিশ্রমী হও,
দায়িত্ব নিতে শেখ
সৎসম্বর্দ্ধনী যা'—তা'র,
আর, তা'র অনুপূরণও ক'রো
বিহিতভাবে—বিহিত সময়ে,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা ক'রো না—
তা'তে নিরাশী হও,
নির্ম্মম হ'য়ে ওঠ তা'তে,
নিরখ-পরখ কর নিজকে—

আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
অন্তরকে সব সময় ঝক্ঝকে ক'রে রাখ,
কৌশলী ও তীক্ষ্ণ-ধী হও,
সদাচারে শরীর ও সত্তাচর্য্যী হও,
সৎ ও সুভাষী হও,
প্রীতি, সৌজন্য, সেবা, সহযোগিতায়
সবারই সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল নিজেকে,
কলঙ্ক, দ্বন্দ্ব ও দুর্ব্বলতাকে তিরোহিত ক'রে
অন্যায় বা অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
আলোকে উল্লসিত থাক
এবং ক'রে তোল সকলকে,

তপশ্চেতা হ'য়ে
ধর্ম্মানুগ সর্ব্ব সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থেকে—
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে
জীবনপ্রবৃদ্ধি
ও স্মৃতিবাহী চেতনার পথকে অনুসন্ধান কর,

এবং তা' বাস্তবীকরণে
বিহিত ব্যবস্থাবান হও,
আর, সব-কিছু নিয়ে
প্রিয়পরমে সার্থক হ'য়ে ওঠ;
এই হ'চ্ছে—
যা'-কিছু সবেরই পরম সার্থকতা। ১২৮৯।
৩০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

যা'রা অন্যের চাকচিক্যে অভিভূত হ'য়ে
আত্মসমর্পণ করে,—
আর, তা' থে'কে সংগ্রহ করতে পারে না
নিজের বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী উপকরণ,
তা'দের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত দুর্ব্বল—
প্রায়শঃ ইষ্টকৃষ্টিহারা,
অন্তর্নিহিত যৌগিক বাঁধন ক্ষীণ। ১২৯০।
৩১।৩।১৯৪৯, সকাল ৬-৫০

দায়িত্ব নিতে শেখ—
সৎ-সম্বর্দ্ধনী যা' তা'র,
আর, তা'র অনুপূরণও ক'রো
বিহিতভাবে—বিহিত সময়ে,
তবেই তোমার দায়িত্বও বহন ক'রবে প্রকৃতি—
ভৃতি-অনুপ্রাণনায়। ১২৯১।
৩১।৩।১৯৪৯, বেলা ৮-৩০

যে যা' জানে—
সেই জানার অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে

তা'র অনুসরণ
ও যথাবিহিত আবৃত্তিতে
জানাকে আয়ত্ত ক'রতে পারা যায়,
আর, আয়ত্ত করার এই-ই সহজ পন্থা। ১২৯২।
৩১।৩।১৯৪৯, বিকাল ৩-৪৫

যেখানে তোয়াজে তৃপ্তি,
ত্রুটিতে নারাজ, বিরক্তি বা বিরতি—
সেখানে প্রীতি নাই,
আছে হীনম্মন্যতার
খোসামোদী সেবা-চাহিদা। ১২৯৩।
৩১।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

কৃষ্টি ও ঐক্যের ভিত্তিই হ'চ্ছে—
ভাবানুকম্পা ;
এই ভাবানুকম্পাকে
বৈশিষ্ট্যে যত দৃঢ় ক'রে তোলা যায়—
ঐক্য তত অচ্ছেদ্য হ'য়ে পড়ে,
আর, মানুষের প্রেরণাও তা' থেকে
প্রস্রবণে চ'লতে থাকে,
ফলে, শ্রম, সংহতি, সহানুকম্পা
সার্থকবুদ্ধি হ'য়ে ওঠে,
স্থৈর্য্যশীল চলনে জন ও জাতি
বীর্য্যবত্তায় উৎকর্ষের দিকে চ'লতে থাকে
সার্থক সম্বর্দ্ধনে ;
তাই, ভাবানুকম্পী বৈশিষ্ট্যকে
নিকেশ ক'রতে যেও না,
তা'কে দৃঢ় ক'রে তোল,

প্রেরণাপুষ্ট ক'রে তোল সবাইকে,
প্রতি-বৈশিষ্ট্যই
উন্নতিতে অব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
শাসন-স্বার্থে
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে। ১২৯৪।
৩১।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪৫

যা'তে অভ্যস্ত হবে যত বেশী—
তোমার প্রকৃতিও তেমনতর
রূপ নেবে,
তাই, অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠাই সিদ্ধ হওয়া। ১২৯৫।
১।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

জৈবসংস্থিতির দৈন্য,
শ্রমবিমুখতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা,
অনৈষ্ঠিকতা—
এগুলির যে-কোনটাই
মানুষকে উৎকর্ষ-বিমুখ ক'রে তোলে। ১২৯৬।
১।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে বিবাহ-পরিণয়ন
দম্পতিকে ভাবানুকম্পিতায়
এক আদর্শে কেন্দ্রায়িত ক'রে
পরস্পরের সত্তায়
গ্রথিত ক'রে তোলে সাধারণতঃ,
তা'র ফলে, দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা' স্বস্তি-সম্বুদ্ধ চলৎশীলই থাকে—প্রায়শঃ,
তা' না হ'লে বিচ্ছিন্ন, বিভেদ, বিরাগ, দ্বন্দ্ব—

এগুলিই প্রাধান্য পায় বেশী,
কেউ কা'রো সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে ওঠে না;
এদেশে বিবাহিত পুরুষ তা'র স্ত্রীর
স্বামী ব'লে অভিহিত হয়,
আর, স্বামী মানেই হ'চ্ছে—
'আমার সত্তা'। ১২৯৭।
১।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪০

আমরা বোধ বা উপভোগ
যা'-কিছু করি,
তা' তুলনার ভিতর-দিয়ে,
তা' যদি না হ'ত তা'হ'লে
আমাদের বুঝ বা উপভোগ—
যা'-কিছুই বল—
তা'র উৎকর্ষণের কিছুই থাকত না। ১২৮৯।
১।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫৫

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মানে
ইন্দ্রিয়নিপীড়ন নয়কো,—
ইন্দ্রিয়-প্ররোচনায় অভিভূত না হওয়া,
গ্রহণ না করা। ১২৯৯।
১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২৫

মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগঠনকে
উৎকর্ষ-প্রকৃতিতে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
গ'ড়ে তুলতে হ'লেই চাই—
অপ্রমেয়, নিরবচ্ছিন্ন, নিবিষ্ট তপঃসম্বেগ-অভ্যস্ত
স্বাভাবিকতা—

যা' স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
বোধে, ব্যবহারে চলনে ;
তাই, ভাঙ্গার চাইতে গড়া মুশকিল। ১৩০০।
১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

একটা অলীক ভিত্তির উপর
খাড়া ক'রে
ধারণাকে অভিভূত ক'রে রেখো না,
ব্যাপারটা বোঝ, কর, দেখ,
প্রত্যয়ে তা'কে দীপ্ত ক'রে তোল—
তবেই তো তা' অকাট্য হবে,
ভাল-মন্দ বেছে নিতে পারবে
তা' থেকে,
চ'লতে পারবে কল্যাণের পথে—
মন্দ যা' তা'কে এড়িয়ে। ১৩০১।
১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩০

ধর্ম্ম বা দর্শনের যা'-কিছু কথা—
তা' সত্তাকে ভিত্তি ক'রেই,
আর, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব বা আত্মাত্ব—
ওরই ভূমায়িত পূর্ণতা যেখানে
—সেখানে। ১৩০২।
১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০টা

গুণ, গঠন ও রকম দেখে
আমরা কোন-কিছুর আভ্যন্তরীণ সমাবেশকে
অনুমান ক'রতে পারি,

তেমনি বহুবিধ গুণ, গঠন ও রকমারি দেখে
আমরা বহুরকমের অন্তর্নিহিত একজাতীয়
বৈশিষ্ট্যকেও নিরূপণ ক'রতে পারি,
কে কা'র অনুপূরক
তা'ও ধারণা ক'রতে পারি ;
আর, এই গুণ, গঠন ও রকমের
এক-এক জাতীয় রকমের সমাবেশকেই
বর্ণ ব'লে থাকেন আর্য্যেরা। ১৩০৩।
২।৪।১৯৪৯, বেলা ৭-৪০

যা'রা নিজের অন্তর্নিহিত
প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে
অন্য প্রবৃত্তিগুলিকে অন্বিত ক'রতে চায়
তা'তেই,—
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
তা'রা তো আসেই না,
বরং বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তিগুচ্ছের ভারই
ক্রমশঃ বাড়াতে থাকে,
এতে বৃত্তি-বিকলন হ'তে পারে,
কিন্তু বিন্যাস হওয়া মুশকিল ;
তাই, ওগুলিকে অন্বিত ক'রতে হ'লেই চাই
তোমার বাইরে এমনতর একজন প্রিয়পরম—
যাঁ'র প্রতি অনুরাগ-আবেগে
তুমি স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'তে পার—
সামঞ্জস্য-সার্থক সমন্বয়ে। ১৩০৪।
২।৪।১৯৪৯, দুপুর ১২-৩০

জীবের মধ্যে
যা'রা স্তন্যপায়ী হ'য়ে উঠল—
ভগবৎ-প্রকৃতি-অঙ্কে
সত্তাস্বার্থে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে,—
তা'দের মধ্য থেকেই
অনেক উৎকর্ষ-সম্ভাবনা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল
তখন থেকেই—
ক্রমপর্য্যায়ে। ১৩০৫ ।
২।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪-৩৫

ধর্ম্মানুরাগ মানুষের জীবনে
একটা দুরিত-দমনী উপকরণ—
যা'র সাহায্যে
মানুষ অন্যায্যকে নিরোধ ক'রে
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনে চলে। ১৩০৬ ।
২।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬টা

ধর্ম্ম ও কৃষ্টি হ'চ্ছে মানুষের
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনের একমাত্র দাঁড়া,
ওতে অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য
সে-দাঁড়াটাকে দুর্ব্বল ক'রে তোলে,
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনও শ্লথ হ'য়ে ওঠে
ক্রমশঃ ;
যখনই দেখা যায়—
কেউ লেখাপড়া জানে বেশ,
মোটামুটি বুদ্ধিমত্তাও কম নয়—

অথচ ধর্ম্ম বা কৃষ্টির কোন ধার ধারে না,
উপায়ও করে, দান-ধ্যানও করে,
কথাও বলে রুচিকর অনেকখানি,—
বুঝতে হবে, তা'র উৎকর্ষী বিবর্ত্তন
খতমের দিকেই চ'লছে ;—
প্রবৃত্তির আওতায়
একটা ভোগজীবনকেই উপভোগ ক'রছে—
ওরই আবর্ত্তনে,
শেষে সংঘাতই হ'য়ে ওঠে
তা'র একমাত্র চেতনী-সূত্র। ১৩০৭।
২।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২০

ইচ্ছা আবেগে উৎসারিত হ'য়ে—
উপকরণে, সার্থক-অন্বয়ে
কেন্দ্রায়িত হয় যখন বীজাকারে,—
বিবর্ত্তন সম্ভব হ'য়ে ওঠে তখনই—
আরোতে—
তা'র পরিপোষণী আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে ;
অন্তর্নিহিত গঠন-বৈশিষ্ট্য যা'র যেমনতর—
উদ্ভবও তা'র তেমনতর,
আর, এটা কিন্তু সব রকমে,
সব ব্যাপারে,—
তা' অন্তর্জগতেই হোক বা বহির্জগতেই হোক। ১৩০৮।
২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

যেখানে কদর্য্যকে সুরূপ দেওয়া হ'চ্ছে—
চিত্তাকর্ষক জাঁকজমকে,—

সেখানে বোঝা যায় যে
কুৎসিত বৃত্তি-অভিভূতির হীনম্মন্য আত্মশ্লাঘা
তা'কে জম্‌কালো ধরণে রূপায়িত ক'রে
লোকের অন্তরে পরিবেষণ ক'রছে
সাফাই সমর্থনে,
ফলে, লোকও অনুরক্ত হ'য়ে উঠছে
ঐ জম্‌কাল-রঙ্গিল কদর্য্য যা'—তা'তেই,
আর, অবনতির পৈশাচিক তোরণও
উন্মুক্ত হ'য়ে উঠছে—
তা'দিগকে অভিনন্দন ক'রতে ;
আবার, সৎ ও আত্মশ্লাঘী, হীনম্মন্য
বৃত্তি-অভিভূতির দ্বন্দ্বে প'ড়ে
মানুষের কাছে অমনি ক'রেই
কদর্য্যভাবে পরিবেষিত হ'য়ে থাকে—
ঐ প্রবৃত্তি-সমর্থনে,
ধীমান যাঁ'রা—
এই পরিবেষণের মহড়া দেখেই
তাঁ'রা বুঝতে পারেন—ব্যাপারটা কী। ১৩০৯।
২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

যদি তুমি দুষ্টই হ'য়ে থাক—
কোন প্রলেপ দিয়ে তা' মুখরোচক ক'রে
মানুষের সামনে ধ'রো না—
বরং তা'কে আলগা ক'রে ধ'রো,
নিজেও মুক্ত হ'তে চেষ্টা ক'রো তা' হ'তে,—
অন্যেও তেমনতর ফাঁদে না পড়ে, নজর রেখো ;
অন্যায়টাই তুমি নও

বা তোমার সর্ব্বস্ব নয়কো,
সত্তা আর তা'র সম্বর্দ্ধনী যা'
তা-ই কিন্তু তোমার সম্পদ,
আর, অন্যায়টা তা'রই অপলাপী ;
তাই, দুষ্ট হ'তে পার,
কিন্তু দোষটাই তুমি নয়কো,
আর, তা' তোমার সম্বর্দ্ধনীও নয়কো,
রিক্ত হও তা' হ'তে,
তোমার আবহাওয়ায় থেকে
সবাই যেন রিক্ত হ'য়ে ওঠে—তা' হ'তে। ১৩১০।
৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

যা' সৎ নয়কো—
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার পরিপোষক নয়কো
বরং সৎ চলনের পরিপন্থী যা'—
তা-ই কিন্তু অন্যায়। ১৩১১।
৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-২৫

অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
তপশ্চরণে
অন্বিত চিন্তা-চলনের
বাস্তব সামঞ্জস্যে অভ্যস্ত হ'তে-হ'তে
অন্তর্নিহিত ভূমি বা লোক বা মণ্ডলের
বিবর্ত্তন হ'তে থাকে—ক্রমোৎকর্ষে,
বৈধানিক সমাবেশী উৎক্রেমণী
সংস্থিতি নিয়ে,
বৈশিষ্ট্য শিষ্ট হ'তে থাকে অমনি ক'রে,

যা'র ফলে তদনুপাতিক
অন্তঃ ও দূর দৃষ্টির
বিকাশ হ'তে থাকে ;
আবার, যা'র এমনতর
উৎকর্ষ-পরিণতি হ'য়েছে—
তাঁ'র সংস্রব, সেবা ও অনুসরণে
পরিস্থিতির ভিতরেও
তা'র সম্ভাব্যতা উপনীত হ'য়ে ওঠে
ক্রমশঃ ;
উচ্চ বা ভূমারও বিকাশ
বাস্তবে অমনি ক'রেই উপনীত হ'তে থাকে—
প্রজ্ঞা-চক্ষুর দেদীপ্যমান উন্মীলনে ;
ভগবান্ যীশুর
পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসার কথার
তাৎপর্য্যও এমনতরই। ১৩১২।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ৮-২৭

নিষ্ঠা, মনন, চলন—
যা'র বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী নয়,—
উৎকর্ষ-অভিমুখী নয়,—
অপকর্ষাচারী, কু-নিষ্ঠ
ও তেমনি আসক্তিসম্পন্ন,—
বৈশিষ্ট্যও তা'দের শীর্ণ হ'তে থাকে
ক্রম-অবনতিতে—ক্রমান্বয়ে ;
মনে রেখো, বৈশিষ্ট্যও আবার দাঁড়িয়ে থাকে
অন্তর্নিহিত বৈধানিক সমাবেশে—
যা'র ফলে

স্বতঃ-সক্রিয় হ'য়েই চলে—তা'র রকমে ;
তা'কে যদি উপযুক্ত পোষণ না দাও,
আর, উপেক্ষা বা অন্যায্য ব্যবহার কর,—
ক্রমশঃ ক্ষীণই ক'রে তুলবে তুমি তা'কে। ১৩১৩।
৪।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৫০

স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যের উপর না দাঁড়িয়ে
যা'র জন্য যতই মক্স
তুমি কর না কেন—
তা' সত্তায় সংবদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত ;
তোমাতে সংগঠিত হ'য়ে উঠবে না তা'—
বরং বিপর্য্যয়ের হাত এড়াতে পারবে না,
তোমার স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যও
মুহ্যমান হ'য়ে উঠবে তা'তে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টই হবে তোমার প্রাপ্তি ;
আর, স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে
তোমার স্বধর্ম্ম ;
তাই, ভগবান গীতায় ব'লেছেন—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। ১৩১৪।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ৯টা।

উৎকর্ষে অনুরাগ রাখ অচ্যুতভাবে,
তোমার চিন্তা,, স্নায়ু, বাক-এর ভিতর
বন্ধুত্ব স্থাপন কর সক্রিয়তায়,—
বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে—
যা' তোমার আভ্যন্তরীণ সমাবেশে স্বতঃ-সক্রিয়—

সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে আছে যা',
তোমার প্রকৃতিতে স্বধর্ম্ম যা' তোমার ;
যা' ক'রবে, এর উপর দাঁড়িয়েই ক'রো
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে,
স্বাভাবিকতায়,
আদর্শে অকাট্য নিষ্ঠায় ;
এই হ'চ্ছে সার্থকতার পথ—যদি চাও। ১৩১৫ ।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ৯-২২

বৈশিষ্ট্যে যে যেমন শক্ত
পরিস্থিতি থেকে সে তেমনি
আহরণ ক'রতে পারে
তা'র পরিপোষণী যা' ;
আর, দুর্ব্বল-বৈশিষ্ট্য যা'রা
তা'রা সাধারণতঃ ঐ আহরণের মহড়ায়
পরিশোষিতই হ'তে থাকে ক্রমশঃ—
পরিস্থিতিতে আত্মবিলয় ক'রে,
উৎক্রমণী হ'য়ে উঠতে পারে না তা'রা। ১৩১৬ ।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-পরিচর্য্যায় যা'রা দুর্ব্বল—
তা'রা যত বড় জলুস-ওয়ালাই হোক না—
অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বও তা'দের দুর্ব্বল ;
তা'দের লক্ষণই হ'চ্ছে—
তা'রা দুনিয়ার ছাঁচে নিজেদের ঢালতে চায়,
প্রবণতাও তা'দের তেমনি,
বিবেক, যুক্তি ও চালচলনও তা'দের
ঐ-ধাঁজের,

দুনিয়ার রকমারি পাল্লায় প'ড়ে
ধৰ্ম্ম, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্যে
নিষ্ঠা বা আস্থাহারা হ'য়ে ওঠে,
শ্রেয়-উজ্জীবী হ'য়ে উঠতে পারে না তা'রা—
ক্রমোৎকর্ষে,
সত্তাকে বাদ দিয়ে বৃত্তি-অভিধ্যানই হয়
তা'দের নৈতিক গবেষণা ;
সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
একমাত্র পুষ্টিপ্রদ অনুশীলন তা'দের—
অন্বিত সমর্থনী নিরন্তরতায়। ১৩১৭।
৪।৪।১৯৪৯, বেল ১০-৪৮

বৈশিষ্ট্য যা'র যেমন—
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমন। ১৩১৮।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

ব্যাপারের ক্রমান্বয়ী সমাবেশে
অবস্থার সৃষ্টি হয়—
তা' সু-ও হ'তে পারে, কু-ও হ'তে পারে ;
ওগুলিকে সু-এ সমাবেশ ক'রে
সুফলকে স্বতঃ ক'রে তোলাই
ধৃতি ও কৃতির লক্ষণ,—
চাতুর্য্যও ঐখানে। ১৩১৯।
৪।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪-২০

স্বসংবর্দ্ধনী সত্তাসম্বেগ
যত খিন্ন—
জীবন-প্রগতিও তত ক্ষুণ্ণ। ১৩২০।
৪।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-১০

যে-সমস্ত ব্যত্যয়
বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
সত্তায় সংঘাত সৃষ্টি করে—
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সুকঠিন—
যদি কেউ প্রীতিপ্রসন্ন, দরদী,
সংঘাত-শোষী স্বতঃনিয়ন্ত্রক না থাকে,—
যে তা'র কৌশলী ক্রিয়ার বিহিত ব্যবহারে
তা'কে স্বস্থ ক'রে না তুলে
সোয়াস্তিই পায় না—
কারণকে সংশোধন ক'রে। ১৩২১।
৪।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

তপঃপ্রাণ, সক্রিয় এবং সদাচারী যা'রা—
তা'দের সাহচর্য্য সাধারণতঃই
এমন অনুপ্রেরণা দেয়
যা'তে অন্তঃকরণ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
তদনুকূল সক্রিয়তায়;
আবার, অশিষ্ট, অসদাচারী,
অসৎপ্রকৃতিদের সংসর্গ
অবনতিকেই আমন্ত্রণ করে—
ক্রমবিষক্রিয়ায়;
তাই, যা' চাও তেমনি বেছে নিও। ১৩২২।
৪।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩০

যদি লোক-কল্যাণই চাও—
মানুষকে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে তোল,
তা'দের সামনে কর্ম্মভূমিকে
এমনতর বিস্ফারিত ক'রে ধর—
যা'তে তা'রা নিজ-বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
বেছে নিতে পারে
তা'দের শ্রমসার্থক অভিযান ;
দক্ষ সাফল্যে তা'রা যেন
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পারে,
উপচয়ে বেড়ে ওঠার পথে
সুখী হ'তে পারে,
নিজেকে অনুভব ক'রতে পারে
নানাপ্রকার দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে
তৃপ্তি-চলনে—জ্ঞানে,
সবাই স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
আদর্শাভিনন্দনী সার্থকতায়
উদ্যম নিয়ে যেন চ'লতে পারে—
সহজ-স্বাতন্ত্র্য-উৎকর্ষী ব্যক্তিত্বে,—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—ঐক্যে,—
পূর্ণত্বের কৃতী পরিণয়ন-তাৎপর্য্যে। ১৩২৩।

৫।৪।১৯৪৯, সকাল ৭-৫৫

গার্হস্থ্য-পঞ্চক

ইষ্টচিন্তা, সৎনাম,
উপচয়ী শ্রম ও ইষ্টকর্ম্ম, সদাচার,
শ্রদ্ধার্হ সেবা ও সুব্যবহার—

সর্ব্বকালে, সব ব্যাপারে
এই পাঁচটা সম্পদ নিয়ে
সময়ের অপব্যবহার না ক'রে
বিহিত চলনায় চ'লতে থাক,
গার্হস্থ্য-জীবনে সুখী হ'তে পারবে—
ব্যত্যয়কে অতিক্রম ক'রেও। ১৩২৪।
৫।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

বুঝের ব্যত্যয়ী প্রবৃত্তি যত প্রবল,
বুঝ-অনুপাতিক চলনও
তত দুর্ব্বল। ১৩২৫।
৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৬-৫০

মানুষ নিজেকে সহায়শূন্য
যত মনে করে—
সহনশীলতা তত খিন্নই হ'তে থাকে,
সহজেই আত্মসমর্পণ করে
বিধ্বস্তির কাছে—
যতক্ষণ না সে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। ১৩২৬।
৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৭টা

যে-স্ত্রী স্বামী ও সংসারের প্রতি
সহন, সহানুভূতি ও দায়িত্ব-সম্পন্ন না হ'য়ে—
উপচয়ী-সেবা-বিমুখ হ'য়েও
ভোগোপকরণ ও খোরপোষের দাবী করে,—
স্বেচ্ছাচারিণী, ক্ষপণী সে,
সংসারে দুরিত দুর্ভাগ্য,
প্রশ্রয় তা'র সর্ব্বনাশা। ১৩২৭।
৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

বাহ্যদৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে
যা'রা ব্যাপারকে পরিমাপ করে—
অথচ তা'র উদ্ভবের মরকোচকে
উপলব্ধি ক'রতে পারে না,
আবার, এই মরকোচের ব্যতিক্রমের
কারণও যা'র অনুমিতি-বহির্ভূত—
সে বিধিকে নির্দ্ধারিত ক'রবে কি ক'রে ?
তা' তা'র দৃষ্টিবহির্ভূত,
তাই, ব্যবস্থাও তা'র ভীতিসঙ্কুল—
বিপাক-আমন্ত্রণী প্রায়শঃ। ১৩২৮।
৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৫৫

বিদ্যা আছে,
কিন্তু তা' চরিত্রে মূর্ত্ত নয়—
সদর্থোদ্দীপনায়, সামঞ্জস্যে, ব্যবহারে,—
তা'র পরিবেষণ কিন্তু সর্ব্বনাশা। ১৩২৯।
৬।৪।১৯৪৯, বেলা ৯-৫০

যখনই আমরা স্বাদু
অথচ দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস
খেতে অভ্যস্ত হই,
এঁচে নিতে পারি খানিকটা—
প্রবৃত্তি-স্নায়ু ও সমবেদক স্নায়ুর মধ্যে
সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছি। ১৩৩০।
৬।৪।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

অচ্ছেদ্য অনুরতি যতদিন না থাকে—
যাঁ' হ'তে পাও তাঁ'তে,—

ভগবানের লক্ষ কৃপাও
ব্যাহত ক'রবে তুমি—পেতে,
পেলেও পাবে না তা'। ১৩৩১।
৬।৪।১৯৪৯, দুপুর ১২-১৫

নারী যদি শ্রেয়-পাত্রস্থ হ'য়েও
তা'র শ্বশুর-কুলের গৌরবে
গৌরবান্বিতা হ'তে না জানে—
পিতৃকুলের বড়াই নিয়ে চ'লতে থাকে,—
সে বাধ্য করে পুরুষকে সঙ্কুচিত হ'তে—
স্ত্রীর পিতৃকুলের গৌরব-উপভোগে
অভিদীপ্ত না হ'তে,
অভিশপ্ত হীনম্মন্যতা প্রতিপদক্ষেপে
ব্যত্যয় ও বিদ্বেষ কুড়িয়ে নিয়ে
চ'লতে থাকে সেখানে। ১৩৩২।
৭।৪।১৯৪৯, দুপুর ২-৪০

সত্তাপোষণী ক্ষুধা নাই অর্থাৎ ধর্ম্মাকূতি নাই
আর তা'র পরিচর্য্যাও নাই,
অথচ ধর্ম্মবিহীন ধর্ম্মানতি—
যা' সাজ-সজ্জা বা চালচলনে
ও বাক্য-বিন্যাসে পরিসমাপ্ত,—
সে জীবনে ধর্ম্ম জীবনহীন। ১৩৩৩।
৭।৪।১৯৪৯, বিকাল ৩টা

ভিক্ষা-লোভী হ'তে যেও না,
ভিক্ষা-ব্যবসায়ীও হ'তে যেও না;
ভিক্ষাটা

নিজেকে পরীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ,
সমাবেশ ও সংশুদ্ধির জন্য—
সেবাচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুকম্পায়,
দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই
সংবুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রতে—
বাস্তব কর্ষণায়। ১৩৩৪।
৭।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩০

যতি-জীবনে প্রযোজ্য

যা'ই ভিক্ষা কর
অর্থাৎ, যা'ই আহরণ কর না কেন—
তা' অন্ততঃ নিজের ইষ্টগোষ্ঠী
অর্থাৎ, সমতপা যা'রা একসঙ্গে আছ
তা'দের যথাপ্রয়োজন আর যথাসম্ভব
পরিবেষণ ক'রেই উপভোগ ক'রো—
সদাচারে,
তা'তে আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রসার
উভয়েরই সম্ভাব্যতাকে
সূচিত ক'রবে। ১৩৩৫।
৭।৪।১৯৪৯, রাত্রি, ৮-৪৫

যা'রই যে-কোন জিনিস নাও না কেন,—
যেখান থেকে যেমন ক'রে—
তা' তোমার আপন লোকেরই হোক
আর অন্যেরই হোক,

পরিপূরণ বা প্রত্যর্পণ ক'রো—
তা' আবার সত্বর,
কিংবা যদি না পার, ব'লে রেখো তা'—
যা'তে সে সুখী হয়—এমনি ক'রে,
নয়তো, সে বিব্রত হ'য়ে উঠতে পারে
কখনো তা'তে,
আর, এ না ক'রলে তোমার প্রয়োজন-পূরণও
শুকিয়ে উঠবে দিন-দিন,
তোমার স্বভাবও ক্রমে
একপেশে, স্বার্থান্ধ, অলস-দায়িত্বশীল
হ'য়ে উঠবে ;
আর, এই পরিপূরণী বা প্রত্যর্পণী স্বভাবকে
অবজ্ঞা করার অভিসম্পাতে
দিন-দিন তোমার পাওয়াও
অবজ্ঞাত হ'য়ে উঠবে
লোকের কাছে—বিরক্তিতে। ১৩৩৬।

৮।৪।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

হয় ইষ্টনিদেশ যা' পাও তা' শোন,
করও তেমনি,
আর, করার ভিতর-দিয়ে
তোমার বুঝকে এস্তামাল ক'রে নাও—
সামঞ্জস্যে—সমন্বয়ে,—
কোন দূষ্যভাব না রেখে—
বরং এড়িয়ে তা'কে ;
না হয় তিনি যা' বলেন তা' বুঝে নাও—
যথাবিহিত রকমে—

যা'তে ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা দোষদৃষ্টি
তোমাকে ব্যাহত ক'রতে না পারে,
আর, করও তা' একনিষ্ঠ অন্বিত সামঞ্জস্যে,
উপচয়ী কৃতিত্বে,
তবেই তা' সার্থক হবে,
কৃতী হ'য়ে উঠবে বাস্তবে;
এর মাঝামাঝি কিছু ক'রতে যাও যদি,
কিংবা একদম কিছু না কর—
এদিকও হবে না, ওদিকও হবে না—
ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ ব্যর্থতার সমর্থনই
দার্শনিক তত্ত্ব হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে;
বোঝ,
তোমার পক্ষে যা' শ্রেয় বিবেচনা কর—
তা-ই কর,
তেমনি ক'রেই চল। ১৩৩৭।
৮।৪।১৯৪৯, বিকাল ৩-৫৫

জ্ঞানবুদ্ধি মতো ভালই যদি কিছু ক'রে থাক,—
আর, তা' অন্যে যদি সঞ্চারিত হয়,—
তা'তে তা'দেরও ভালই হবে
এমনতর বিবেচনা যদি থেকে থাকে তোমার,—
তবে যা'-ক'রেছ—
তা'তে সাহসও থাকা উচিত,
শক্ত হ'য়ে তা'তে দাঁড়াতেও পার,
ব্যাপারমাফিক সহজ যুক্তিরও

অভাব হওয়া উচিত নয় তা'তে তোমার ;
এর অভাব যেখানে,
বুঝতে হবে সন্দিগ্ধ তুমি তা'তে—
প্রবৃত্তি-পরিচালিত,
তাই, জোরও নাই,
যুক্তিও নাই অন্তরে তোমার,—
যদি থাকে কিছু—তা' এঁড়ে-যুক্তি ;—
সৎ যা' তা'তে সাবুদ হওয়াই ভাল। ১৩৩৮।

৮।৪।১৯৪৯, বিকাল ৬-৫

শ্রম যা'র কুশল, উপচয়ী,
উপার্জ্জনক্ষম,—
আত্মপ্রসাদ তো তা'কে
অভিনন্দিত করেই। ১৩৩৯।

৯।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

আদর্শম্মন্যতা বা উৎসম্মন্যতা
প্রবৃত্তিপ্ররোচিত হ'য়ে
উৎস-রঙ্গিল ঢংএ
তা'র প্রতিষ্ঠা ক'রতে চায় যখন থেকেই,—
পারস্পরিক সামঞ্জস্য, সমাধান
অন্তর্হিত হ'তে থাকে তখন থেকেই,
আবার, ঐ প্রবৃত্তি-রঙ্গিল ইষ্টম্মন্যতার
অনুশাসনে
ধর্ম্ম, দর্শন বা অন্য কিছুরও
অপব্যাখ্যা সুরু হ'তে থাকে তখন থেকেই,
অজ্ঞ ও বিকৃত দর্শনও গাল বাজিয়ে
চ'লতে সুরু করে—প্রতিষ্ঠা-প্রলুব্ধ হ'য়ে,

দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভেদের বীজও
উপ্ত হ'য়ে ওঠে ওখানেই,
কূটসাম্প্রদায়িকতাও আসে তা' থেকেই;
এমনতর সাম্প্রদায়িকতায় নাই
প্রতি-সম্প্রদায়ের ভিতর পারস্পরিক
অনুকম্পী পূরণ, পালন ও পোষণী সম্বেগ,
আছে ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব,
পরাজয়ে অভিভূত ক'রে
প্রবৃত্তি-প্রাধান্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়া;
সেখানে প্রেম নাই, ঐক্য নাই,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠাও ব্যাহত। ১৩৪০।
১০।৪।১৯৪৯, সকাল ৭-৪৫

প্রবৃত্তিমনা অহং সমর্থন না পেলেই চ'টে থাকে—
তা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হোক আর নাই হোক,
সামঞ্জস্যে দানা বেঁধে উঠতে পারে না
—সচল হ'য়ে। ১৩৪১।
১০।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

যা'রা ভোগ করে—
কিন্তু সত্তাসম্বর্দ্ধনী তপোবিরত,
তা'দের অন্তর্নিহিত যে সমাবেশ—
যা'র ফলে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল
ঐ ভোগপূরনী প্রয়োজনীয় উপকরণের
উপচয়ী আহরণে—
তা' ক্রমশঃ ক্ষয় হ'তে থাকে বৃত্তিসংঘাতে,
অবশ, অলস ও অসহায় হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,

অশক্ত, নির্ভরশীল জীবন হ'য়ে ওঠে দিন-দিন ;
তাই, ভোগলোলুপ যদি হ'য়েই থাক—
সত্তাসম্বর্দ্ধনী তপে
বিরত থেকো না কিন্তু,—
পরিণাম পঙ্কিল হ'য়ে উঠবে না। ১৩৪২।
১০।৪।১৯৪৯, বিকাল ৩-২৫

তপের মরকোচই হ'ল
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যাপারকে
নিয়ন্ত্রণী সমাবেশে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলা—
সক্রিয় উপচয়ে যা' সার্থক হ'য়ে উঠে
অধ্যাত্মজীবনকে
উৎকর্ষে উচ্ছল ক'রে তোলে। ১৩৪৩।
১০।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৫০

যা'রা সংসারী মানুষ
তা'রা যা' রোজ উপায় করে—
তা' থেকে আগেই কিছু রেখে দিয়ে
অবশিষ্ট যা' তা' দিয়েই
সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ ক'রবে,
ঐটেই হ'ল লক্ষ্মীর কৌটা ;
তবে এই ক'রতে যেন
মজুতে আবদ্ধ হ'য়ে না পড়ে ;
সঞ্চয়টা এইজন্য—যা'তে সংসারের পেছটান
অগ্রগতিকে আট্‌কে না দেয়,
ওটা তা'দের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা,

এমনি ক'রে বানপ্রস্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া ;
আবার, সন্ন্যাসীদের কিন্তু কিছু মজুত ক'রতে নেই,
মজুত ক'রলেই তা'রা তপোবিমুখ
ও লোকচর্য্যায় বিরত হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ ;
অভাবের ভিতরও যদি
একনিষ্ঠ অনুরাগ বসবাস করে,—
তবে প্রচেষ্টা ব'লে জিনিসটা জীবন্ত থাকে। ১৩৪৪।
১১।৪।১৯৪৯, সকাল ৯টা

যদি তোমাদের মধ্যে কেউ
বড় হ'তে-চায়—
সে তোমাদের সেবা করুক,
যে প্রথম হ'তে চায়
সে সবারই ক্রীতদাস হোক,
ভগবান্ যীশু এমনতরই ব'লেছেন—
শুনেছি। ১৩৪৫।
১১।৪।১৯৪৯, বেলা ১০টা

ছোট্ট-খাট্ট ব্যাপারে মানুষ যখন
অসংযত হ'য়ে চলে,
তখনকার আচার-ব্যবহার দেখেই
বুঝতে পারা যায়—
প্রকৃতিতে সে কী ;
দেখে হিসাব ক'রে চ'লো—
ঠ'কবে কম। ১৩৪৬।
১১।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

তুমি তোমার কাছে
যেমনতরভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রবে,—
সৎপ্রচেষ্টা আর নিয়ন্ত্রণে
বিন্যস্ত হওয়ার আওতায়ও
আসবে তেমনি। ১৩৪৭।
১১।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

মানুষের কুপ্রবৃত্তি তা'র নিজের কাছে
আগে নিজ সমর্থনে
গা ঢাকা দিয়ে থাকে,
পরে এৎফাঁক ক'রে
নানান ভাঁওতায়
মানুষের চোখে ধূলো দিতে থাকে ;
তাই, যদি ভালই চাও—
আগে নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র সুনিয়ন্ত্রণ ক'রতে থাক। ১৩৪৮।
১১।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

ব্যভিচার
সত্তায় যেমন বিক্ষোভ আনতে পারে—
তা'র কামকলুষ প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতার ভিতর-দিয়ে
বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত ক'রে,
অমনটি আর কমই আছে ;
এতে মানুষ
বিকেন্দ্রীয় হ'য়ে ওঠে সহজেই,
বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি-লোভানিতে অভিভূত হ'য়ে ওঠে,
সামঞ্জস্যহারা একটা মূঢ় হীনম্মন্য গোঁ নিয়ে

বিভ্রান্তির পথে চ'লতে থাকে—
সত্তাকে শোষণ ক'রতে-ক'রতে,
আর, এতে যে যত বিক্রীত—
বিকৃতও সে তেমনি—তা'র বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যে ;
তাই, যদি বাঁচায় সামাল হ'তে চাও—
ত্বরিত অপনোদন ক'রে
অনতিবিলম্বেই ব্যভিচার-প্রবৃত্তিকে
সমূলে উৎপাটন ক'রে ফেল,
নয়তো, বিকট পরিস্থিতি
অন্তরে-বাহিরে নারকীয় অভিযানে
তোমাকে খতমের দিকে টানতে ছাড়বে না—
অবসন্ন, অভিভূত ক'রে। ১৩৪৯।
১১|৪|১৯৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

আর্য্যমাত্রেই অনুলোমক্রমে
স্বল্প-দূরত্ব মধ্যে সবর্ণে,—সগোত্র বাদে,
পুরুষের অনুপূরক সদ্বংশজাত,
সম বা পোষণীয় কুল-সংস্কৃতিযুক্ত,
সশ্রদ্ধ, সদাচার ও স্বাভাবিক সেবাপরায়ণ,
বৈশিষ্ট্যপূরণী-প্রকৃতিযুতা
মেয়েকে বিয়ে ক'রতে পারে,
তা' যে-কোন সমাজ বা
সম্প্রাদায়েরই হো'ক না কেন—
কুলধর্ম্ম-দীক্ষায়
বিহিত পরিশুদ্ধির ভিতর-দিয়ে। ১৩৫০।
১২|৪|১৯৪৯, সকাল ৮-২০

ব্যভিচারকে সাধারণতঃ
তিন ভাগে ভাগ করা যায়,
তা'র মধ্যে প্রধান ধর্ম্ম-ব্যভিচার
অর্থাৎ, যা'তে সত্তা সংরক্ষিত হয়—সবৈশিষ্ট্যে,—
সেদিকে না চ'লে
তা'র বিপরীত দিকে চলা,
তারপর কৃষ্টি-ব্যভিচার
অর্থাৎ, সত্তাসংবর্দ্ধনী অনুশীলনকে ত্যাগ ক'রে
ক্ষয়শীল প্রবৃত্তিচলনে চলা,
আবার আছে
দৈহিক ও মানসিক ব্যভিচার
অর্থাৎ, প্রবৃত্তি-কামনায় অভিভূত হ'য়ে
শরীর, মন ও প্রজননের অপকর্ষী যা'
তা'কে অবলম্বন ক'রে চালিত হওয়া। ১৩৫১।
১২।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

তোমার ভুলের জন্য তুমিই দায়ী,
অন্যে নয়,
তোমার ভুল যেন অন্যকে
ক্ষতিগ্রস্ত না করে,
যদি ক'রে থাকে তা'হ'লে পরিপূরণ কর,—
নইলে, স্বভাবের অভিশাপ
তোমাকে রেহাই দেবে না নিশ্চয়ই। ১৩৫২।
১২।৪।১৯৪৯, দুপুর ১-২

নরকের অনেক দরজাই
প্রবৃত্তি-প্ররোচী সুবুদ্ধির মর্ম্মরখচিত। ১৩৫৩।
১২।৪।১৯৪৯, বিকাল ৫-৩০

আত্মোপভোগের জন্য
স্বার্থক্ষুধাতুর হ'য়ে
যতই যে-বিষয়ে কৃতকার্য্য হও না কেন,—
তৎসঞ্জাত অহঙ্কার
দক্ষম্মন্যতার কুয়াশায়
তোমাকে অন্ধ ক'রে দেবেই কি দেবে,
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে তা'র পরিণাম ;
যদি কৃতীই হ'তে চাও—
তা' আত্মোপভোগের লিপ্সায় নয়কো,
অনাসক্ত হ'য়ে,
বীর্য্যবত্তায়,
ইষ্টার্থে,
জীবন অভিনন্দিত হবে উৎকর্ষী উপঢৌকনে—
প্রকৃত উপভোগই ঐখানে। ১৩৫৪।
১২।৪।১৯৪৯, বিকাল ৬টা

যে-কোন পরস্ত্রীর প্রতি
তোমার এতটুকুও কামদৃষ্টি যদি থাকে,
তা'তে ওরই ভিতর-দিয়ে
ব্যভিচার তোমাকে স্পর্শ ক'রবেই কি ক'রবে
সর্পিল নজরে ;
সে দংশন ক'রতে না পারলেও
তা'র বিষাক্ত নিঃশ্বাস তোমায়
জ্বালায় ঝলসিয়ে দিয়ে যাবে। ১৩৫৫।
১২।৪।১৯৪৯, বিকাল ৬-১০

কসরত ক'রে চরিত্রকে সাজান যতকাল থাকে
ততদিন বোঝা যাবে যে
তা' সত্তায় গাঁথেনি,
তাই, অভ্যাস এমন ক'রে ক'রতে হয়
যা'তে তা' কসরতের পারে যেয়ে
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। ১৩৫৬।
১৩।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

শোন যতি! শোন সন্ন্যাসি!
এই ব্রতে ব্রতী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
দৃঢ়নিশ্চয় ক'রে বেঁধে রেখো অন্তরে তোমার—
তুমি তাঁ'রই সন্তান—যিনি অনামী পুরুষ;
তোমারও নাম নাই,
ছিলও না কখনও,
যে-নামেই অভিহিত হও না কেন—
তা' তোমার উপাধির,—
বিবর্ত্তনের বহু ঘূর্ণি অতিক্রম ক'রে
সংযোগ-বিয়োগের প্রস্রবণে
ভেসে-ভেসে তুমি আজ যে বা যা'তে
পরিণত হ'য়েছ—সেই পরিণামের,
আর, যে-শরীরে তুমি আজ অধিষ্ঠিত—
তা'ই তোমার অতিথি-আবাস;
তোমার কেউ নাই,
কেউ ছিল না,
দেখছ যা' আছে—
তা'ও কিন্তু নাই ব'লেই জেনে রেখো,
বিশ্বেশ্বর যিনি—তাঁ'র আশীর্ব্বাদই তুমি,

আর, তিনিই তোমার একান্ত—
তাঁ'র মূর্ত্ত প্রতীক—তিনিই—তোমার ইষ্ট ;
তোমার গৃহের ছাদ আকাশ,
শয্যা তোমার—
এই শ্যামলী মায়ের বুকে
বিছিয়ে রয়েছে যে তৃণবিতান,
প্রকৃতির দুর্য্যোগ বা স্বস্তি
তাঁ'রই শাসন ও প্রেম-চুম্বন,
মনে রেখো, ক্ষুধায় অন্ন পাবে না,
তৃষ্ণায় জল পাবে না,
পরিধানে বস্ত্র পাবে না,
অর্থ পাবে না,
রোগে শুশ্রূষা পাবে না,
ঔষধ পাবে না,
আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন
যা'রা তোমার উপরে নির্ভর ক'রে
জীবন ধারণ করে—
তা'রা হয়তো তোমার সম্মুখে
দুর্দ্দশার পরিপেষণে নিষ্পেষিত হ'য়ে যাবে,
হয়তো, প্রত্যেকে তোমাকে ঘৃণা ক'রবে,
অপমান ক'রবে, বিচারে উপস্থিত ক'রবে,
তবুও তোমাকে অটল থাকতে হবে—
অচল থাকতে হবে—অটুট একনিষ্ঠায়,
প্রবৃত্তিকে নির্ম্মম অবজ্ঞায় প্রত্যাশারহিত ক'রে—
অচ্যুত একনিষ্ঠ অধ্যাত্মানুরাগের সহিত
তাঁ'তেই নিরন্তর হ'য়ে থাকতে হবে,
চ'লতে হবে, ক'রতে হবে, কইতে হবে ;

কাম-কাঞ্চন বা যশোলিপ্সা
যেন তোমাকে স্পর্শও ক'রতে না পারে,
প্রত্যেক জীবনই
তাঁ'রই বিবর্ত্তিত বিগ্রহ ব'লে
ইষ্টানুগ সেবায় প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে হবে তাঁ'কেই—
অনুরতির অকাট্য সিংহাসনে
প্রত্যেকেরই অন্তরে,
তোমার তপঃপ্রাণতার জলুসে
দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে সবাইকে—
আলোকে অঢেল ক'রে,
আর, উপভোগও তোমার ওই-ই ;
যা' পাও—প্রীতি-উন্মাদনার উৎসৃজনী যা'—
তা'তেই খুশি থেকো, সন্তুষ্ট থেকো,
বুঝে রেখো, জীবিকাও তা'ই তোমার ;
যে বা যা'রা অধিগমনের উদাত্ত উদ্যমে
সব অবস্থায় তুষ্টিকে বজায় রাখতে পারে—
আশীর্ব্বাদও আসে তা'দের কাছে—
হাত বাড়িয়ে ;
আরও শোন ! আরও বলি,—
তোমার সম্বিৎ, তোমার সম্বোধি,
তোমার তপোবিভূতি—যা' স্বতঃ-অনুরাগে
ইষ্টানুগ অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার নিজেকে আহুতি পেয়ে
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে, ভূমায়িত ব্যাপ্তি নিয়ে
অণুকণাতেও আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে
একতানতায় বিরাটে পর্য্যবসিত হ'য়ে

সার্থক ক'রে তুলেছে—সব যা'-কিছুকে—
চেতন উদ্দীপনে
মহাচেতন-সমুত্থানে,—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেককে নন্দিত ক'রে,
অমরণ পরিবেষণে,
যে-অনুভূতি তোমার
গুরুগম্ভীর ঔজ্জ্বল্যে
চিন্তা, চরিত্র, বাক্ ও ব্যবহারে
উৎফুল্ল-মন্থনে ঘোষণা ক'রছে—
'মা ম্রিয়স্ব! মা জহি! মৃত্যুমবলোপয়'—
তা'কে প্রতি ব্যষ্টি-জীবনে, প্রতি সমাজ-জীবনে,
প্রতি রাষ্ট্র-জীবনে,
জীবন্ত পরিবেষণে, সম্বর্দ্ধনী অমৃত-বিকিরণে
উজ্জ্বল ক'রতে নিরস্ত থেকো না কখনো;
তোমার আচার, তোমার নিয়ম,
তোমার নিষ্ঠা, তোমার চিন্তা,
তোমার বাক্, তোমার কর্ম্ম—
এক কথায়, তোমার জীবন
দুন্দুভিনিনাদে,
অমৃত-বিকম্পনে,
আহ্লাদ-ঔজ্জ্বল্যে
যেন সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
জীবন্ত ক'রে তোলে,
ঐক্যে, শক্তিতে, স্থৈর্য্যে,
পারস্পারিক সহযোগিতায়—
সম্বর্দ্ধনী হোম-তাৎপর্য্যে। ১৩৫৭।

১৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

কথা কইতে শেখ—
কোথায় কী কথা কেমন ক'রে কইলে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে সে,
উদ্যমী হ'য়ে ওঠে সে,
অকপট হ'য়ে ওঠে সে—
হৃদয় খুলে দেয়,
আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে
দরদী সৎ-আশ্বাসে—
পরিপুঙ্খরূপে নজর রেখে ;
তাই, সৎ ও সুভাষী হও—
সার্থক হ'য়ে উঠুক বাক্ তোমার
প্রত্যয়ী তেজোঽভিস্পন্দনে। ১৩৫৮।
১৪।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

মানুষের যোগ্যতা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে বেশী তখনই—
যখন সে একা
দায়িত্ব নিয়ে চ'লতে থাকে—
ইষ্টানুগ হ'য়ে। ১৩৫৯।
১৪।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪-৪০

জাগরণী

ওঠো, জাগো—
বরণীয় যিনি তাঁ'তে
নিবুদ্ধ হও ;
ঊষা এলো আজ
এ জীবনে নবীন হ'য়ে

নবীন উদ্যমে—অর্ক-আলোকে,—
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল
তাঁ'রই জীবনমন্ত্রে ;—
ওঠ, আসন গ্রহণ কর,
প্রার্থনা কর,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে সকল কর্ম্মে
তাঁ'কে পরিপালন কর,—
শান্তি আসুক,
স্বধা আসুক,
স্বস্তি আসুক,
তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে। ১৩৬০।
১৫।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

সায়ন্তনী

সূর্য্য পাটে ব'সেছে—
সন্ধ্যা তা'র তামসী বিতানে
ঘাটে-বাটে ছড়িয়ে পড়েছে—
স্নিগ্ধ ক'রে
বিশ্রামে ভুবনকে আলিঙ্গন ক'রে ;
তাপস ! শান্ত হও !
বরেণ্য যিনি—
তোমার সব মন দিয়ে
তাঁ'তে ছড়িয়ে পড়,
উপাসনা কর তাঁ'র,
দিনের সব কর্ম্মের সাথে
যা'-কিছু ক'রেছ

স্মরণে এনে
নিবেদন কর তাঁ'কে—সার্থকে ;
বিশ্রামের সুষুপ্তি-অঙ্কে
এলিয়ে দিয়ে
তোমার সসত্ত্ব শরীর,
উন্মাদনার সৎমন্ত্রী সোমরস পান ক'রে
সুপ্তি পাও,—তৃপ্তি পাও—
সুস্থি পাও—
উদাত্ত জীবনে আবার জেগে উঠতে। ১৩৬১ ।
১৫।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৫

মানুষকে দোষী করার জন্য
দোষ ধরা ভাল না,—
দোষ সংশোধনের জন্য
দোষ দেখিয়ে দেওয়া ভাল—
শুদ্ধ মনে, প্রীতির সহিত ;
দোষ দেওয়ার জন্য দোষ ধরা হ'লে
মানুষের হীনম্মন্য আক্রোশ জেগে ওঠে—
তা'তে তা'র সংশোধন হয় না। ১৩৬২ ।
১৬।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩০

কামচর্য্যা যেখানে সুপ্রজননে—
পরিপোষণী বৈশিষ্ট্যে
নারী ও পুরুষের মিলনও
সেখানে প্রয়োজনীয়,
শিষ্ট বৈশিষ্ট্য যা' বীজ-সংক্রমিত—
গুণ ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

নানারকমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ধারাবাহিকভাবে চলৎশীল—
বিধান ও প্রকৃতির অনুকূলে
তৎপূরণ ও পোষণ-তাৎপর্য্যে
প্রধানতঃ নারী ও পুরুষের মিলনে
জাতি, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যের
প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে—
গুচ্ছক্রমিকতায়,
কিন্তু যত্নশীল যতি যেখানে—
কামচর্য্যা যা'দের নিজেদের কাছে
একেবারেই অবাঞ্ছিত ও বর্জ্জনীয়—
তা'দের জাতি, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য
নানান ধাঁজের হ'লেও
ক্রমানুপাতিক সদাচার-পরিপালী একধর্ম্মী
ইষ্টানুগ আরতির আহুতি
হ'য়ে চ'লেছে তা'রা। ১৩৬৩।
১৭।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-২৫

প্রবৃত্তির এতটুকু প্রশ্রয়
তোমার নিরাশ্রয় হওয়ার পথ
আল্‌গা ক'রে দেবেই কি দেবে;
তাই, সাবধান থেকো কিন্তু
—চেতন থেকো। ১৩৬৪।
১৮।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৪৫

ভাল-মন্দ যা'-কিছু
সবকেই অনুধাবন কর,
বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে দেখে নাও—
নিজেকে একটু আলগা রেখে
অথচ আগ্রহদীপ্ত সমীক্ষা নিয়ে,—
তা'র মরকোচ কী,
অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য
বা বিশেষত্বই বা কী,
আর, তা'কে সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রে
কেমন ক'রেই বা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে—
বাস্তবভাবে ;
অন্ততঃ এতটুকু বোধ যেখানে,
বুঝও সেখানে তেমনি,
আর, তা'কে বাস্তবে
মূর্ত্ত ক'রতে পারলেই
খুঁটিনাটি সমন্বয়ে
বিজ্ঞানও ফুটে উঠবে
তোমার কাছে তেমনি। ১৩৬৫।
১৯।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

তুমি বর্ত্তমানকে
তা'র খুঁটিনাটি যা'-কিছু সবটা নিয়ে
পরিণতি-শুদ্ধ
অতীতের সমন্বয়ী-সামঞ্জস্যে—
যতই দেখতে অভ্যস্ত হবে,
তা'র বিবর্ত্তনে ভবিষ্যৎ ততই ফুটে উঠবে
তোমার কাছে ও দুনিয়ার কাছে ;

তোমার এমনতর অবধান
যত গভীরভাবে তা' দেখতে অভ্যস্ত হবে—
ভবিষ্যৎকেও তুমি তত নিখুঁতভাবেই দেখতে পাবে,
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের
বেত্তা হ'য়ে উঠবে—এমনি ক'রে
সঙ্গতির সমবায়ী পরিপ্রেক্ষায়। ১৩৬৬।
১৯।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

পূর্ব্বে যা' ক'রেছ
সেগুলিকে টুকটাক ক'রে
সবই স্মরণপথে নিয়ে এস,
তা'কে বিশ্লেষণ কর সম্যক্‌ভাবে,
অন্বিত ক'রে তোল—
খ্যাপনে—নিয়ন্ত্রণে—প্রণিধানে,
প্রত্যয়ে সার্থক ক'রে তোল,
তলিয়ে যেন না যায় সেগুলি
তোমার স্মৃতির অন্তরালে,
বেশ ক'রে খতিয়ে বাজিয়ে
দেখে নিও সেগুলিকে,
আর, এখনকার অবস্থায় চ'লতে-চ'লতে
সেগুলি পরিণাম নিয়ে
বর্ত্তমানে যে-রূপে হাজির হ'য়েছে—
তা'দিগকে সাক্ষাৎকার ক'রে
সামঞ্জস্য ও সমাধানে
উৎকর্ষে বাস্তব সক্রিয়তায়
চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে,

বুঝ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা
অবস্থান্তরের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যে তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে,—
"ক্রতো স্মর কৃতং স্মর
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর"। ১৩৬৭।
১৯।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩০

যখনই তুমি শ্রেষ্ঠ-নিদেশ বা ইচ্ছাকে
যথাসময় পরিপূরণ ক'রতে পারলে না—
অথচ একটা সাধু সমর্থন-বুদ্ধি
র'য়ে গেল নিজের অপারগতায়—
কিংবা ইচ্ছা ও বুঝের সঙ্গতিহারা
একটা শ্লথ আপসোস নিয়ে
চ'লতে লাগলে—
তখনই বুঝবে যে কোন-না-কোন
প্রবৃত্তির হাতে প'ড়েছ, ফাঁদে প'ড়েছ ;
বেশ ক'রে ধীইয়ে দেখ, আত্মবিশ্লেষণ কর,
খুঁজেপেতে বের ক'রে
তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ফেল,
সক্রিয় হ'য়ে ওঠ এমনতর—
যা'তে বিহিতভাবে বিহিত সময়ে
পরিপালন ক'রতে পার তা',
তবে তো রেহাই পাবে। ১৩৬৮।
২০।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-১৫

প্রত্যয় যত সময় সক্রিয় হ'য়ে
চরিত্রে ফুটে না উঠছে—

সৌন্দর্য্য নিয়ে,—
তত সময় পর্যন্ত
সত্তা অনুরঞ্জিত হ'য়েছে
বোঝা যায় না। ১৩৬৯।
২০।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

বিশ্বাস তা'কেই বলে—
যা'তে সুস্থিতি বা বাঁচন ব্যাহত না হয়,
অর্থাৎ, তেমনি ক'রে চলা যা'তে
যে-বিষয়ে যে-রকম অবস্থায়ই
উপনীত হওয়া যা'ক না কেন—
তার খুঁটিনাটি যা'-কিছু নিয়ে
এমনতর বাস্তব সমাধানে উপস্থিত হওয়া—
বাস্তব সক্রিয়তায়,—
যা'তে তা'র কোনরকম
ব্যতিক্রম না হ'তে পারে ;
এক কথায়,—যে-কোন ভাব
কোন বিরুদ্ধভাব দ্বারা
ব্যাহত, অভিভূত না হয়
বাস্তব সক্রিয়তায়—
এমনতর দ্বিধাশূন্য হওয়াটাকেই বিশ্বাস বলে। ১৩৭০।
২১।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-১০

তোমার কোন সেবা, সাহায্য বা সুব্যবহার
যদি কাউকে তা'র শুভকারীর প্রতি
অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন বা বেদনাদায়ক ক'রে তোলে,—
তা' তোমাকেও ছাড়বে না—

যতই অনুকম্পী সহযোগী হও না কেন,
প্রস্তুত থেকো প্রতিক্রিয়ার জন্য ;
তাই, অমনতর সেবা বা সুব্যবহার
'সু'এর মুখোসপরা 'কু'-ই—
হৃদয়ের অন্তরালে,
কৃতঘ্নী ক্রূরতা ছাড়া আর কিছু না ;
তা' পাপ—
সামাল থেকো। ১৩৭১ ।
২২।৪।১৯৪৯, সকাল ৬-১০

আচার্য্যবান্ যা'রা—
তা'রাই প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে থাকে। ১৩৭২ ।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫০

মেয়ের কৌলিক সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতি
যদি পুরুষের কৌলিক সংস্কৃতি
ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির
সশ্রদ্ধ পরিপোষণী হয়—
শ্রদ্ধাশীলতায়,
তেমনি, পুরুষের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতি
যদি মেয়ের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতির
পরিপূরণী হয়—
পারস্পরিক স্ববৈশিষ্ট্যে,—
সেইটেই হ'ল পরিণয়ের মূল ভিত্তি। ১৩৭৩ ।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-২০

হওয়া-মানুষকে তৈরী করা যায় না—
বরং তা'র বৈশিষ্ট্যকে পোষণে

পুষ্ট করা যায়—
উৎক্রমী ক'রে ;
মানুষ তৈরী ক'রতে গেলেই চাই—
প্রজনন-পরিশুদ্ধি। ১৩৭৪।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

যে-কোন চিন্তা, ব্যাপার বা বিষয় থেকে
শরীর ও মনকে
সরিয়ে নেওয়াই হ'ল—
প্রত্যাহার। ১৩৭৫।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-২৮

অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত
মনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'র বিক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যের বিরাম এনে
প্রাণন বা বাঁচন-ক্রিয়ার
সুপরিবেষণই প্রাণায়াম,
ইষ্টানুগ অচ্যুত অনুরাগের সহিত
মন্ত্র-জপ
বা ঐ অনুরাগপোষণী মন্ত্র-মননের সহিত
বিহিতভাবে
পূরক, রেচক, কুম্ভকাদি দ্বারা
এই ক্রিয়া সাধারণতঃ সাধিত হ'য়ে থাকে। ১৩৭৬।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩০

ইষ্ট-কর্ম্মের ভিতর-দিয়েও
যদি ইষ্ট-সংযোগ বা সংসর্গ না থাকে

তা'তেও অধঃপতন আসতে পারে—
হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-প্ররোচনার ভিতর-দিয়ে। ১৩৭৭।
২৩৷৪৷১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

যে-কর্ম্মে যা'কেই নিয়োজিত কর না কেন,—
সংস্কৃতি-সম্বুদ্ধ ভাবানুকম্পিতা হ'তে
তাকে বিরত ক'রে তুলো না,
ইষ্ট-সংযোগ বা সংসর্গের
বিচ্যুতি আসতে পারে—
এমনতর-কিছু কইতে বা ক'রতে যেও না;
তপঃ-প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখো—
সংস্কৃতির পথে,
নইলে কিন্তু গোড়া উল্টে গিয়ে
যা'-কিছু সবটারই
খতম এনে দেবে। ১৩৭৮।
২৩৷৪৷১৯৪৯, সকাল ৮-৪০

যম মানেই নিজেকে সংযত রাখা
আর, এই সংযত রাখতে হ'লেই
নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হয়
আদর্শে বা ইষ্টে—
তাঁ'রই পরিবর্দ্ধনী সেবাসৌকর্য্য-স্বার্থে;
আর, নিয়ম মানেই হ'ল—
নিজেকে সংযত রেখে,
ঐ সংযত চলনায় এমনতরভাবে
নিয়ন্ত্রিত হওয়া—

যা'তে ব্যর্থতার বেভুল পরিখায়
পা দিতে না হয়। ১৩৭৯।
২৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩০

যিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন,
যিনি তোমার পরমার্থী বান্ধব,
যিনি তোমার রুটি, রুজি,
পরিণয় ও সম্বর্দ্ধনার পরম-সহযোগী—
যে-মুহূর্ত্তে তাঁ'কে ছেড়ে থাকা
তোমার পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠল—তোমার স্বার্থে,
এক চোটে তখনই তোমাকে চিনে নিতে পার—
তুমি কতখানি অকৃতজ্ঞ, অসাধু—
সেবা তোমার কতখানি স্বার্থপর—
প্রবঞ্চনা-প্ররোচিত ;
তুমি তাঁ'কে সততার খোলস প'রে
সমর্থনই কর, আর নিন্দাই কর
কী প্রকৃতির হাতের মুঠোয় তুমি আবদ্ধ—
এক নিঃশ্বাসেই বুঝে নিতে পার ;
পার তো এখনও সামাল হও। ১৩৮০।
২৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৪০

সত্তাকে বা সত্ত্বকে
যা'রা তাচ্ছিল্য করে,
ক্ষুব্ধ করে, ক্ষুণ্ণ করে,—

এমনতর প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ, ভোগলিপ্সু যা'রা
তা'রাই সাধারণতঃ ম্লেচ্ছ অর্থাৎ নাস্তিক-ধর্ম্মী—
তাৎপর্য্যে। ১৩৮১।
২৪।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩৬

পূর্ব্ব-পূরয়মাণ সৎ-সম্বর্দ্ধনী
যে-কোন দ্বিজাধিকরণই হোক না কেন,—
মনে রেখো
তা' তোমারও তদ্‌যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান,
সে দ্বিজাধিকরণের প্রবর্ত্তন যাঁ' হ'তে হ'য়েছে—
তিনিও তোমারই পূর্ব্বতন তথাগত,
তোমার বৈশিষ্ট্য-ধর্ম্মে অচ্যুত থেকে
তাঁ'দের সবারই অমৃতবাণী কুড়িয়ে নিয়ে
সামঞ্জস্য ও সমাধানে
তোমার অনুকূল ক'রে
নিজ সত্তাপোষণী ক'রে তুলো—
বিদ্বেষ ও বিরোধকে নিরোধ ক'রে—
বর্ত্তমান বরণীয় পূরয়মাণ যিনি
তাঁ'তে দাঁড়িয়ে,
তাৎপর্য্যকে আহরণ ক'রে
আদর্শে অটুট থেকে ;
যে-কোন দ্বিজাধিকরণের যে-কেউ হোক না কেন,
তোমার অনুপ্রাণনায় সংবুদ্ধ হ'য়ে
আপূরণ-সম্বেগে
কেউ যদি শ্রমণত্বের প্রার্থী হয়—
অচ্যুত নিষ্ঠায়,
তা'কে কিন্তু ফিরিয়ো না,—

তা'রও কিন্তু দাবী আছে
তোমার কৃষ্টি-সম্পদে। ১৩৮২।
২৪।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৫০

শ্রমণচর্য্যা

শ্রমণ !
শ্রমকে সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তোল,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে—
আহুতি দিয়ে নিজেকে—তাঁ'তে ;
যা' ক'রবে তা'কে যথাসময়ে
বিহিত উপায়ে সুসম্পন্ন ক'রে তোল—
উপচয়ে ;
তপঃ-প্রবৃত্তিকে অচ্যুত নিষ্ঠায়
ইষ্টানুশাসনে সক্রিয় সার্থক ক'রে তোল ;
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়
তোমার জীবনে যেন চিরপ্রতিষ্ঠ থাকে—
চিরায়ু হ'য়ে,
তাই ব'লে হিংসাকে প্রশ্রয় দিও না ;
সদাচার-সুপরিপালন-তৎপর হও—
শরীরে, মনে এবং আধ্যাত্মিকতায়—
বিহিত সামঞ্জস্যে,
যখন যে-কোন প্রবৃত্তিই
তোমার মনে আবির্ভূত হোক না কেন—
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে
সৎসম্বর্দ্ধনী ক'রে
তা'র মোড় ফিরিয়ে

ইষ্টার্থ-পরিপূরণী ক'রে তোল,
সৎসম্বর্দ্ধনী সুচিন্তা যা'ই
মনে আসুক না কেন—
বিহিত সময়ে,—বিহিত রকমে
প্রীতি-সৌকর্য্যে তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল—বাস্তবে ;
মনে রেখো, তোমার পরিরক্ষণ,
পরিপোষণ ও পরিপূরণ
নিহিত আছে তোমারই পরিবেশে,
আর, পরিবেশের পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণই
তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী—
মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ,
তাই, তোমার শ্রম যেন বিমুখ না হয়
তা'দের সেবায় ;
নিরখ-পরখ কর নিজেকে,—
আত্মবিশ্লেষণে ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
চরিত্রে এমনতর সমাধানী ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি কর—
যা'তে সবাইকে আলোকিত ক'রে তোলে—
প্রীতি, সৌন্দর্য্য ও সৌহার্দ্দ্যের আলিঙ্গনে—
শ্রদ্ধার্হ চলনে—প্রত্যেকটি অন্তরে ;
কাম, কাঞ্চন ও যশোলিপ্সাকে
অন্তস্তল হ'তে বিদায় ক'রে দাও—
নিরাশী হ'য়ে—নির্ম্মম হ'য়ে,
তা'রা যেন তোমাকে কিছুতেই
প্ররোচিত ক'রতে না পারে ;
প্রীতির অবদান যা' পাও—
যা' অন্যকে কিছুতেই পীড়িত না করে—
উদ্দীপনী আগ্রহ নিয়ে-

প্রাণবন্ত যে-দান তোমার কাছে—
তা' পেয়েই তৃপ্ত থেকো ;
অসৎ-প্রতিগ্রাহী হ'তে যেও না,
লোভপরবশ হ'তে যেও না—
তা' সম্মানেরই হোক,
যশ বা ঐশ্বর্য্যেরই হোক,
কৃতকৃতার্থতাই যেন তোমার আত্মপ্রসাদ হয়,
প্রবুদ্ধ যিনি—
বরণীয় যিনি—
সৎ-সংবর্দ্ধনী তদ্‌গোষ্ঠী যেখানে—
তা'দের পরিপালন ক'রে, পরিপোষণ ক'রে, পরিপূরণ ক'রে
কৃতার্থ হ'য়ো ;
ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বাড়াবাড়ি ক'রতে যেও না,
ব্যভিচারও ক'রো না,
বাস্তবতায় সক্রিয়ভাবে—
বাক্যে ও কর্ম্মে,
এক-কথায়, চরিত্রে—ধর্ম্মকে মূর্ত্ত ক'রে তুলো,
নজর রেখো, কথায় এবং কাজে
তা'র ব্যতিক্রম না হয় ;
মিতভাষী হ'য়ো,
প্রীতিকে প্রজ্জ্বলিত রেখে
ইষ্ট বা আদর্শকে দেদীপ্যমান রেখে
মন্দ যা' তা'কে নিরোধ ক'রো—
তা'তে যেন সম্প্রীতিই সংস্থাপিত হয়,
তেজ ও বীর্য্যকে এমনতর দীপ্ত ক'রে রেখো—
যাতে সব ব্যাপারে—
সব দিক দিয়ে—

সকল কর্ম্মে—সমস্ত মননে
সার্থকতার জলুস নিয়ে
অভিনন্দিত ক'রে তোলে তোমাকে—
কুশল-কৌশলে ;
যা'ই-কিছু কর, ভাব, দেখ—সবটার ভিতর
অমৃত-অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে চ'লো—
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে,
স্মৃতিবাহী চেতনা
যেন জাগরূক হ'য়ে ওঠে তোমাতে ;
তোমার সব করা, সব হওয়া,
সব পাওয়াই যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে—
প্রিয়পরমে—
মহাচেতন-সমুত্থানে। ১৩৮৩।
২৪।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩৫

ইষ্টে নিবিষ্ট হও,
তপে—চলনে—চরিত্রে
যুক্ত থাক,
চিত্তবৃত্তি নিরোধ হো'ক তোমার—
বিশ্লেষণে—নিয়ন্ত্রণে—সামঞ্জস্যে—
সুষ্ঠু সঙ্গতিতে,
তুমি সাক্ষী হ'য়ে থাক,
দেখ—তোমার মনে যা' ভেসে আসে,—
চ'লে যেতে দাও তা'কে—
ঐ বৃত্তি-তরঙ্গে জড়িয়ে ফেলো না তোমাকে ;
যা' তোমাকে আঁকড়ে ধরে,—
নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে

একটা সমাধানে দাঁড়িয়ে—
প্রজ্ঞাকে কুড়িয়ে নাও তা' হ'তে—
সত্তা-পরিপোষণী ক'রে ;
ইষ্টনিবিষ্ট না থাকলে
হয়তো তলিয়ে যাবে বৃত্তি-প্রবিষ্ট হ'য়ে,
ফের ঘোরে প'ড়তে হবে
অনেকখানি—তা'তে কিন্তু ;
যে-সংস্কার, যে-বৃত্তি বা প্রবৃত্তি
তোমার সত্তা হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে—
চলৎশীল পরিবেষ্টনে—
পরিবেশের সঙ্ঘাতে
নানা সময়ে
নানা রকমারিভাবে সক্রিয় হ'য়ে
তোমাকে তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে তুলছে,—
নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সামঞ্জস্যে—
সংবোধী সমাবেশী সমাধানে,
তা'দিগকে সার্থক ক'রে তোল—
সত্তাপোষণী ও সম্বর্দ্ধনী ক'রে,
জ্ঞানাগ্নিতে পুড়ে
তা' যেন আর তৃষ্ণার সৃষ্টি ক'রে
রকমারিতে তোমাকে মূর্ত্ত ক'রতে না পারে—
নানাভাবে ;
তোমার সত্তা
পার্থিব খোলস প'রে র'য়েছে,
পার্থিব উপাদানের ভিতর-দিয়ে
সে নিজের সংরক্ষণী যা'

তা' আহরণ ক'রছে,
অন্তর্নিহিত আবেগও
হাত বাড়িয়ে চ'লেছে তা'ই ধ'রতে—
যা' তা'র পরিপোষক ;
আর, যা' পার্থিব উপাদানের বাইরে—
তা'কে স্থূলই বল আর সূক্ষ্মই বল—
তা'কে কিন্তু ধ'রতে পারছে না সে—
অনুরাগ দিয়ে,
কারণ, তা'র এমন রূপ নেই—
যা' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ;
তাই, যদি নিজেকে মুক্তই ক'রতে চাও
তোমার এমন একটি
মূর্ত্ত জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন—
যাঁ'র অনুভূতির আওতায় এসেছে
নির্ম্মল চৈতন্য,
সমাধিগত হ'য়েছে চরিত্রে তা',
এমনতর একজন—
যাঁ'র সাড়া ও আকর্ষণে
আবেগ-সংবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'র সার্থকতায়—
তুমি তোমার নিজেকে
তোমার যা'-কিছু নিয়ে সংন্যস্ত ক'রতে পার,
তাঁ'রই পরিপোষণায়, পরিপালনায়, পরিপূরণায় ;
নয়তো, মন-গড়া একটা কিছু নিয়ে
যদি চ'লতে থাক,—
তোমার আবেগ ধ'রতে তো পারবেই না তা'—
বরং-পাগলা হ'য়ে উঠবে,

ইতস্ততঃ নানারকম
ফাঁকা আত্মপ্রসাদী জলুসের পোষাক প'রে
দার্শনিক তাত্ত্বিকতার ভাঁওতায়
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমার বাস্তব নজর, বাস্তব সমীক্ষা
হয়রাণ হ'য়ে দেখিয়ে দেবে একদিন—
সব ফক্কা ;
তোমার পার্থিব বা পিণ্ডী মনকে
কেন্দ্রনিবদ্ধ ক'রে
ভূমায়িত ক'রে তোল ব্রহ্মাণ্ডী মনে,
আবার, ঐ ব্রহ্মাণ্ডী মনকেও অমনি ক'রেই
ক্রমাধিগমনে,—আরো নির্ম্মলতায়
ঐ কেন্দ্র-পথ দিয়েই ছেঁকে—
পরিশুদ্ধ ক'রে তোল নির্ম্মল চৈতন্যে ;
যেখানে যেমনতর অবস্থা আসবে
সেখানে তেমনতর ব্যবস্থা ক'রবে—
সত্তাপোষণী ক'রে,
সাধনার এই-ই মোটামুটি রকম। ১৩৮৪।
২৫।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

তথাগত যাঁ'রা—
তাঁ'রা স্বভাবতঃই পূর্ব্ব-পূরয়মাণ,
তাঁ'রা কোন সম্প্রদায় বা
দ্বিজাধিকরণের কয়েদ নয়কো,
উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেখানে যেমন প্রয়োজন—

তাঁ'দের আগমনও সেখানে তেমনি,
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন
যে-কেউই হোক না কেন—
বা বন্য বর্ব্বর জাতিই হোক না কেন,
প্রয়োজনের আকূতি-আহ্বানে
তাঁ'রা এসে থাকেন—তেমনতরভাবেই—
সর্ব্ব-সমন্বয়ে, একত্বের আবাহনী নিয়ে—
ঐক্যের অমৃত পরিবেষণে—
বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী না হ'য়ে—
বরং পূরয়মাণ উৎকর্ষাভিনন্দনে ;
তোমরা কেউ যদি ভেবে থাকো,
তিনি তোমাদের মধ্যেই কয়েদ—
সে একটা বর্ব্বর ধারণা ছাড়া
আর কিছুই হবে না কিন্তু,—
বরং বঞ্চনার একটা
ফাঁদ পেতে রাখছ তা'তে ;
তিনি গুরু—
তা' সব সম্প্রদায়েরই,
সব ব্যষ্টিরই,
সব সমষ্টিরই,
সব তিনিই—সেই তিনি—
—একটা সৎ-সম্বর্দ্ধনী, সমন্বয়ী
সমাধানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ—
বাস্তব জীবনে—
বাস্তব কর্ম্মে—
বাস্তব প্রজ্ঞায়। ১৩৮৫ ।

২৫।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৩৫

দ্বিজাধিকরণান্তর হ'লেই
বৈশিষ্ট্য বা জাত্যন্তর হয় না,—
যদি সে দ্বিজাধিকরণ
আপূর্য্যমাণ, বৈশিষ্ট্য-পরিপোষক,
সৎসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে থাকে,
সে দ্বিজাধিকরণ বরং
বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষী পরিপোষক—
কৃষ্টির সক্রিয় আবাহন ;
যা'রা দ্বিজাধিকরণান্তর হ'লেই
ধর্ম্মান্তর হ'ল বিবেচনা করেন—ভ্রান্ত তা'রা,
বৈশিষ্ট্যহননী তা'দের উপচার ;
'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'-বিধৃত বর্ণে
প্রতিভাত বা ফলিত হ'য়ে
বিশিষ্টেরই শিষ্ট অভিযান চ'লেছে,—
যা' প্রত্যেকেরই সহজাত স্বধর্ম্ম—
গঠনে—গুণে—ক্রিয়ায়—নানান ধাঁচে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী অনুশাসনে,
দ্বিজাধিকরণান্তরে তা'র খণ্ডন তো হয়ই না
বরং উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
সবুজ পাতায় পল্লবিতই হ'য়ে ওঠে তা' ;
যদি ধী-ই থেকে থাকে তোমার—
ভেবে দেখ। ১৩৮৬।

২৫।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

তোমার তপশ্চরণ এমনভাবেও চ'লতে পারে—
তুমি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ থাক—মন্ত্রতপা হ'য়ে,
আর, প্রবৃত্তিগুলিকে রাঙ্গিয়ে তোল—

ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়,
আর, তদনুপাতিক সংস্কার, বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে
সক্রিয়ভাবে সাজিয়ে·তোল ;
এর অন্তরায়ী
বাহ্যিক বা মানসিক
যা'-কিছু আসে তা'কে উৎক্রমণী ক'রে
অনুকূল নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্যে নিয়ে এস—
দেখে, বুঝে, ভেবে,
সুকৌশলে, আবেগের টানে ;
তা'র ভিতর থেকে আবার পরিহার কর সেগুলিকে
যা' খাপ খাইয়ে তুলতে পারছ না,
আপনিই সংস্থ হ'য়ে উঠবে সেগুলি,
সেগুলিতে নজর রেখো—
অভিভূত না হ'য়ে ওঠ,
সঙ্গে-সঙ্গে তপের উপদেশ-অনুযায়ী
তপশ্চরণ ক'রতে থাক ;
এমনি ক'রে-ক'রেই সমস্ত 'তন্‌হা' অর্থাৎ তৃষ্ণা
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে ইষ্টে,
ইষ্টার্থপূরণী ঝোঁকে ভূমায়িত হ'য়ে
তাঁ'তেই কৈবল্য লাভ ক'রবে—
নিবৃত্তির মহাসার্থকতায়,
সমাধিগত হ'য়ে উঠবে
তোমার ইষ্টরঙ্গিল সত্তা,
প্রণিধানে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
প্রত্যয়ী চলনে
ভূমা-চৈতন্য অধিগত হ'য়ে উঠবে তোমার। ১৩৮৭।
২৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৪০

দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ যেখানে আছে—
যা' তোমার অন্তরে
একটা আক্ষেপ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে—
সম্ভব হ'লে, সে-ব্যাপার, বিষয় বা লোকের সহিত
একটা প্রীতি-সৌজন্যে এমনতর মেলামেশা কর—
যা'তে সে তোমাতে তৃপ্ত
ও তোমার শুভানুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠে—
উল্লসিত হৃদয়ে ;
অন্তঃস্থ আক্ষেপ বিদূরিত ক'রবার
এটা একটা সুন্দর পন্থা ;
আবার, কা'রও যদি ঐ রকম অবস্থা ঘ'টে থাকে—
অথচ তা'র উপর তা'র হাত নেই,—
তুমি ভেবে-চিন্তে পথ বের ক'রে
যদি এমনতর কিছু সংঘটন ক'রতে পার—
যা'তে সে বেদনা থেকে রেহাই পায়,—
স্বস্থ হয়,—
তা'তে তা'র কাছে তুমি
স্বস্তির আশীর্ব্বাদই ব'য়ে নিয়ে যাবে,
সে দুর্ভোগ থেকে বেঁচে উঠবে,
নিরাকৃত হবে তা'র ঐ অন্তর্নিহিত আক্ষেপ,
পাবে তৃপ্তি, পাবে স্বস্তি,
তা'র বুকভরা হাহাকার থেমে যেতে পারে ;
শান্তি-সংঘটক আশীর্ব্বাদেই অভিনন্দিত হয়। ১৩৮৮।
২৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৫

মানুষ ভাবে, কাজ করে,
আর, এই কাজের ভিতর থেকে

আসে তা'র বুঝ বা জানা,
এই জানাগুলির
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাবেশে
আসে একটা সমাধান,
তা'তে আসে দর্শন ও অভিজ্ঞতা,
আর, এই দর্শন ও অভিজ্ঞতার
সমাবেশী সমাধানে আসে প্রজ্ঞা,
আর, এই প্রজ্ঞাগুলি
সার্থক হ'য়ে ওঠে চেতন-সমুত্থানে। ১৩৮৯।
২৬।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
তোমার অন্তরের সম্রাট যিনি,
তোমার ইষ্ট যিনি—
তাঁ'তে অনুরাগ যত অচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠবে
রাষ্ট্রব্যবস্থিতির সম্ভাব্যতাও
ফুটে উঠবে ততই তোমাতে,
কারণ, তোমার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলি
সম্যক্ দর্শনের ভিতর-দিয়ে
ইষ্ট-সার্থকতায় যতই ব্যবস্থিত হ'য়ে উঠবে,
যোগ্যতাও তেমনি বাড়বে—
যা' রাষ্ট্রের ব্যবস্থিতিকে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পারবে
পরিবেশের পারস্পরিক বোধ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে—
সক্রিয় সামঞ্জস্যে,—যদি চাওই তা';
আর, ঐ ইষ্টানুরাগ অচ্ছেদ্য না হ'লে
বিদ্যাভিমানী বিচ্ছিন্নতাই

তোমার সহকর্ম্মী ও পরিবেশকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে,
সশ্রদ্ধ অনুরাগের বদলে পাবে—
বীতশ্রদ্ধ, স্বার্থলোলুপ, বিরাগী বিচ্ছিন্নতা;
সম্যক্ একনিষ্ঠা দিতে পারে—
শ্রদ্ধা ও চলনে নিরন্তরতা,
সম্যক্ নিয়ন্ত্রণ দিতে পারে—
সমঞ্জস সমাধান,
আর, সম্যক্ সমাবেশ দিতে পারে—
শক্তি বা যোগ্যতা—ভিতরে এবং বাইরে,—
যা' স্বতঃ হ'য়ে ওঠে
জীবনকে কেন্দ্র ক'রে—পরিবেশে। ১৩৯০।
২৬।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-২৫

হীনম্মন্যতা যেমনই হোক,—
অভিজ্ঞের খোলস-পরাই হোক
আর মূঢ়-পোষাকীই হোক,—
সে নিজের অন্যায়কে দেখতেও পারে না,
ধ'রতেও পারে না,
তা' চায়ই না সে,
অপরাধও স্বীকার ক'রতে পারে না,
যা'র কাছে অপরাধী
তাকে স্বস্থ ক'রে তুলতেও পারে না—
তা'তে যেন তা'র মাথা-কাটা যায়;
অন্তরে এমনতরভাবেই

তা'র পেয়ে-বসা দুর্ব্বলতা
আধিপত্য ক'রতে থাকে। ১৩৯১।
২৬।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪-২০

শিক্ষক যদি ইষ্টনিষ্ঠ না হয়
আর আচারবান না হয়,—
নিজেকে নিরখ-পরখ ক'রে
পরিশুদ্ধির বালাই হ'তে
বহুদূরে সে থাকে,
আচরণে যদি সে আচার্য্য না হয়—
তা'র চলা, বলা, করার ভিতর-দিয়ে
জানায় যদি সামঞ্জস্য না আসে—
ইষ্ট ও কৃষ্টির পরিপোষক হ'য়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে,—
সে-শিক্ষক ছাত্রদের চরিত্রের
ভক্ষক ছাড়া আর কিছুই নয়—
বিপর্য্যয়ী বিধ্বস্তির পরিবেষক মাত্র ;
শিক্ষকে শ্রদ্ধাপ্লুত হবার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়
তা'দের বীতশ্রদ্ধ, বিশৃঙ্খল, অনাচারী চালচলন—
যা' ব্যষ্টি-জীবন ও সমষ্টি-জীবনকে
ছন্নছাড়া ক'রে তোলে,—
জাতিকে সর্ব্বনাশেই এগিয়ে দেয় ;
তাই, শিক্ষাকেই যদি কুশল ক'রতে চাও তো
ইষ্টনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ, চরিত্রবান শিক্ষকের আওতায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোল তোমার সন্তানসন্ততিকে,—
গুরুপদে নিয়োগ কর তাঁ'দিগকেই ;
আর, চরিত্র মানেই কিন্তু

ইষ্ট বা আদর্শনিষ্ঠ চলন ;
শিক্ষকের নিষ্ঠা পরিবেষণ করে শ্রদ্ধা,
চলন পরিবেষণ করে চরিত্র,
বাক্য পরিবেষণ করে বুঝ,
আর, কর্ম্মপটুতা আনে শ্রমশীলতা ;
ছেলে-পিলে মূঢ় হ'য়ে থাকে তা'ও ভাল—
কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত-চরিত্র শিক্ষকের
সংসর্গে রাখা ভয়াবহ। ১৩৯২।

২৬।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৩০

তথাগতদের চরিত্রগত লক্ষণ তিনটি—
তাঁ'রা বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেন না
বরং পোষণে বর্দ্ধন-সম্বেগী,
উৎক্রমণী তাঁ'দের বার্ত্তা,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সমস্ত মতবাদের
সমাধানী পরিপূরক তাঁ'রা,
ঐক্যের একান্ত প্রতীক,
সবারই স্বাভাবিক গুরু। ১৩৯৩।

২৭।৪।১৯৪৯, সকাল ৬-৫

যা' ক'রবে ভেবেই ক'রবে,
আবার, ক'রেও ভেবো,—
বিবেচনা ক'রো, কি ক'রে
আরও ভাল করা যেতে পারে,
ভবিষ্যতে সময় এলেই
তা'কে আবার ব্যবহার ক'রো,

এতে তোমার চলন ক্রমশঃ
মার্জ্জিতই হ'তে থাকবে। ১৩৯৪।
৭।৪।১৯৪৯, সকাল ৬-২০

কোনও ব্যাপার, বিষয় বা
কথাবার্ত্তায়
নিজেকে নিযুক্ত ক'রতে গেলেই
আগেই ভেবে দেখো—
কি ভাবে, কি রকমে বা কেমন ব্যবহারে
তুমি তা'তে নিয়োজিত হবে,
তা' নিয়ন্ত্রণই বা ক'রবে কেমনতর ক'রে
স্বাভাবিক প্রীতিসংস্থাপনী
সমাধানী যুক্তি নিয়ে ;
তাহ'লে ভুল কমই হবে,
আর, কিছু করার আগে
ভেবে নিজেকে নিয়োজিত করার অভ্যাসও
এস্তামাল হবে ক্রমশঃ,
ক'রে আপসোস করার পথ,—
ভেবে আপসোস-জর্জ্জরিত হওয়ার পথ—
রইবে কম। ১৩৯৫।
২৭।৪।১৯৪৯, সকাল ৭-২০

তুমি কী ক'রতে চাও, কেন চাও?—
এ চাওয়াটার
উদ্ভব হ'ল কি ক'রে তোমাতে?
তোমার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সমাবেশগুলির
একটা বিশেষ নিয়ন্ত্রণে

এ অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে কিনা তোমাতে ?
যদি তা' হ'য়ে থাকে—
অর্থাৎ, তোমার প্রকৃতিই বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
এমনতর চাওয়ায় উপনীত হ'য়েছে—
এই-ই যদি হ'য়ে থাকে,
তবে ঐ চাওয়ায় তোমার আগ্রহ কেমনতর ?
এটা কি উদগ্র হ'য়ে
তোমাকে উদ্যমাকুল ক'রে তুলেছে ?
না,—এই আগ্রহের ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে,
তোমার প্রবৃত্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপোষণী টান
তা'র প্রয়োজন-ক্ষুধা মিটানোর পথ খুঁজছে ?
যদি তা' হ'য়ে থাকে,—
তোমার এই চাওয়াটা কিন্তু চাওয়াই নয়,
এ নিরর্থক,—
তুমি পারবে না এটা মূর্ত্ত ক'রতে,
আর, বাস্তবেও তা'কে আয়ত্ত ক'রতে,—
পেতে ;
আর, তা' যদি না হ'য়ে থাকে,
তুমি পারবে হয়তো—
যা' ক'রতে যাচ্ছ, সে-চাওয়াটা
যদি অমলিনই হ'য়ে থাকে,
তোমার ঐ উদগ্র আগ্রহ কি
ক্ষুদ্রস্বার্থী বা অন্যস্বার্থী প্রয়োজন-পূরণকে
উপেক্ষা ক'রতে
নির্ম্মম ক'রে তুলেছে তোমাকে স্বভাবতঃ ?
নিরাশীও ক'রে তুলেছে—

প্রচেষ্টায় অক্লান্ত ক'রে তুলে কুশল-কৌশলে ?
তোমার চাওয়া কি এমনতর
কল্পনাবিভোর হ'য়ে উঠেছে ?
তা' পেতে হ'লে যা' ক'রতে হয়
তা'র পথগুলিও কি ফুটে উঠেছে
তোমার কল্পনার চক্ষে—
পর্য্যায়ী রকমারি নিয়ে—
ভাল-মন্দ, খুঁটিনাটি, পক্ষ-বিপক্ষের মাঝখান দিয়ে
ব্যবস্থিতির স্বতঃ-উৎসারণায়,—সমাধানে ?
যদি তা' হ'য়ে থাকে,
অন্তরে তুমি অনেকখানি এগিয়েছ,
তোমার চাহিদা যদি অমলিন, আগ্রহ-উদ্‌গ্রীব হ'য়ে
প্রকৃতিতে আবির্ভূত হ'য়ে থাকে—
তবে এগুলি স্বতঃই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে
তোমাতে অবিলম্বে ;

আর, না হ'য়ে থাকলে
এখনও তোমার চাওয়াটা
অনাবিল হয়নিকো,
তাই, এমনতর অবান্তর কিছু সৃষ্টি ক'রছে
যা'-দিয়ে তোমার ঐ পরিকল্পনার
বাস্তব পরিণয়ন
বিলম্বিত ক'রে তুলতে পারে ;
যদি তা' ক'রে থাকে—
তখনও তুমি শুদ্ধ হ'য়ে ওঠনি,
আবিলতা তখনও আছে,—
প্রণিধান প্রাণবান হ'য়ে ওঠেনি তখনও—
যা'র দীপ্তিতে তোমার পথ পরিষ্কার

ও সহজ হ'য়ে ওঠে,
সময় ও সুযোগকে ধ'রে ত্বরান্বিত ক'রে তোলে ;
ঐ চাওয়ার ভিতর
অনেক স্বার্থ-সন্ধিক্ষু প্রবৃত্তি-পুঁটলি
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু,
তাই, দৃষ্টি তোমার
স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠেনি এখনও ;
আবার মনে কর, তেমনতর কিছু নেই—
ঐ করার আকাঙ্ক্ষা তোমাকে
এমনতর সক্রিয় উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলেছে
একটা উদগ্র উদ্যমে—
যা'তে করার ভিতর-দিয়ে
ওটাকে মূর্ত্ত করা ছাড়া
কোন উপভোগই মুগ্ধ ক'রতে পারছে না,
মজিয়ে তুলতে পারছে না তোমাকে,
তখন ভেবে দেখ,
তা' ক'রতে কী কী প্রয়োজন,—
সে-প্রয়োজনগুলি সংগ্রহ ক'রতে থাক,
আবার, ঐ সংগ্রহগুলির বিন্যাস ও ব্যবস্থা
কেমনতর ক'রে ক'রলে
তোমার উদ্দেশ্যের পরিপূরণ হ'তে পারে,
তেমনি ক'রে তা'দিগকে নিয়োজিত কর—
যা' অন্তরায় ঘটাতে পারে তা'র নিরোধ ক'রে ;
আরও মনে রেখো, তোমার চাওয়া যেন
এমনতর কিছু চেয়ে না বসে—
যা' অন্যের প্রতি একটা হৃদয়বিদারক
সংঘাত সৃষ্টি করে,

বরং তোমার আপূরণে
তা'রাও যেন পরিপূরিত হয়—
তোমার চাহিদা তা'দের কাছে
আপাত-বিক্ষোভী হ'লেও,
বিদ্বেষ বা হিংসার বিষে
কা'রও হৃদয়কে জর্জ্জরিত ক'রে না তোলে,
তোমার কৃতকার্য্যতা যেন
আশীর্ব্বাদ বিচ্ছুরণ ক'রে
অভিনন্দিত করে সবাইকে
প্রীতি-উৎসেচনী সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়—
এমন-কি, যে তোমার শত্রু তা'কেও ;
তোমার যদি এতে আরও লোকের প্রয়োজন হয়—
তোমার অনুপ্রেরণা যা'দিগকে
ঐ অমনতর ক'রে তুলেছে—
একটা স্বতঃ-সঙ্গতির যৌথ-একতায়,—
স্ববৈশিষ্ট্যে,—
তা'রাই কিন্তু তোমার বান্ধব-সহকর্ম্মী,
তা'রাই তুমি,—তুমিও তা'রাই ;
আবার, যখনই দেখলে এদের ভিতর
বিদ্বেষ, বিপাক বা স্বার্থ-চাহিদা
এসে উপস্থিত হ'য়েছে,—
বুঝবে তা'দের আগ্রহ
অমনতরভাবে উদ্দীপ্ত হয়নি,—
তা'র ভিতর আবিলতা ঢের আছে,
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হীনম্মন্যতার
হাতছানির মোহ থেকে
তখনও রেহাই পায়নি তা'রা কিন্তু,

আর, সে উদ্যম-আগ্রহ
তাই তা'দের চরিত্রেও প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে না,
তা'রা ওর ভিতর-দিয়েই
একটা অনাসৃষ্টির সৃষ্টি ক'রে
নিজেদের অতটুকু স্বার্থের জন্য
হয়তো সব জিনিসটাই পণ্ড ক'রে দিতে পারে,
তা'দের নিয়ে যদি চ'লতে হয়—
প্রীতিপূর্ণ, মিষ্টি অথচ কড়া নজর রেখে
তেমনি ব্যবহার নিয়ে,
তীক্ষ্ণ আপদ-বিচ্ছেদী ব্যবস্থায় প্রস্তুত থেকে ;
ঐ রকমের ভিতর-দিয়ে অনেক সময়ই
তা'দের উদ্যমও উদগ্র হ'য়ে উঠতে পারে ;
আর, ঐ উদগ্র উদ্যম—যা' চরিত্রে
ফুটে উঠেছে তোমার বা তোমাদের,—
ঐ চরিত্রে এমনতর একটা চুম্বকত্ব সৃষ্টি করে—
কথায়-বার্ত্তায়,—চালচলনে,
আচারে-ব্যবহারে,—রকমে-সকমে,—
পরিস্থিতিতে তা'রা যাদুদণ্ডের মত কাজ ক'রে যায়,
অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে ফেলে—লহমায় ;
যুক্তি, জেল্লা, প্রীতি
তা'দের চরিত্রে মহিমান্বিত হ'য়ে—
যেখানেই যাক না কেন—
তা'দিগকে আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
কৃতিসম্বেগও অঢেল হ'য়ে ওঠে তা'দের ভিতর,
যেখানে যে-অবস্থায় যেমনটি করণীয়—
চতুর চলনে সুকৌশলে
নির্ব্বাহ ক'রবার ধাঁজও

তা'দের ভিতর যাদুকরের মতন
মাথা তোলা দিয়েই থাকে—
বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে,
ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দক্ষ তৎপরতায়,
আর, যা'তে পাওয়াটা বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
খুঁটিনাটি-সহ প্রত্যেক যা'-কিছুর সমাবেশে—
তা' মূর্ত্ত ক'রতে
বিশ্বকর্ম্মার মতন
সিদ্ধহস্ত হ'য়ে ওঠে তা'রা,
পরিস্থিতির এমনই
স্বস্থ বিন্যাস ক'রে তোলে—
সহজ সলীল গতিতে,
যা' চাচ্ছ তা' মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
নন্দন-সুষমায় বিভোর হ'য়ে। ১৩৯৬।
২৮।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

সব সময় স্মরণ রেখো,
সজাগ থেকো সতর্কতায়—
তোমারই হোক আর অন্যেরই হোক—
কা'রও, অকৃতজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
বিশ্বাসঘাতকতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
চৌর্য্য-প্রবৃত্তিকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
দায়িত্বহীনতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;

সেবা-বিমুখতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
এবং প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না ;
এগুলি মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনের
সর্ব্বনাশা বিষাক্ত প্রবৃত্তি ;
এ যা'র থাকে সে তো নষ্ট পায়ই,—
তা' সংক্রামিত হ'য়ে অন্যেরও সর্ব্বনাশ করে ;
আর, জীবনকে যদি উন্নতই ক'রতে চাও
তা'র প্রথম পদক্ষেপেই এগুলিকে
নিরুদ্ধ ক'রে ফেল, অবলুপ্ত ক'রে ফেল—
প্রীতিসৌজন্যে—মর্ম্মস্পর্শী ক'রে ;
উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক হ'য়ে উঠবে—অন্তর-রাজত্বে। ১৩৯৭।

২৮।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩০

যা' করবে তা'
পাকাপাকি,
নিষ্ঠায়—
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে,—উপচয়ে। ১৩৯৮।

২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

সব বিষয়েই সব সময়
ওত্ পেতে থাকা লাগে—
কোন্ সময়ে, কখন, কা'কে,
কোন্ জায়গায়,
কেমন ক'রে কী রকমে নাড়া দিলে
অবস্থাকে আয়ত্তে এনে
উপচয়ী ক'রে তোলা যায়—নির্ভুলভাবে ;

বোধক্ষুধাতুর হ'য়ে,
চেতন সম্বেগে জাগ্রত থেকে
তড়িৎ-সমাধানী তীক্ষ্ণ ধী নিয়েই চ'লতে হয়,
আর, ক'রতেও হয় তেমনি,
ওর মক্‌স ক'রতে হয় ;
যা'রা এতে যত এস্তামাল
চতুরও তেমনি তা'রা। ১৩৯৯।
২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ৮টা

ত্যাগ মানেই—
সত্তাসম্বর্দ্ধনার অন্তরায়ী যা'
তা' হ'তে বিরত থাকা। ১৪০০।
২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-১৫

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-কর্ত্তৃক পবিত্র বাইবেলের কিছু অংশের অনুবাদ

শস্য অপর্য্যাপ্ত—
কিন্তু শ্রমিক অত্যল্প,
শস্যের কর্ত্তা যিনি তাঁ'র কাছে প্রার্থনা কর—
শ্রমিকদিগকে পাঠাতে
শস্য-সংগ্রহে ;
যাও, মানুষের কাছে বল—
স্বর্গরাজত্ব নিকটেই,
পীড়িত যা'রা—
নিরাময় কর তা'দের,
মৃত যা'রা—তা'দিগকে উঠাও,
কুষ্ঠী যা'রা—

তা'দিগকে পরিস্রুত কর,
অভিভূত যা'রা—
তা'দিগকে মুক্ত কর ;
দাও না-পেয়েই—
তুমি যেমন পাচ্ছ না-দিয়েই ;
কোমরবন্ধ থলিতে পয়সা-কড়ি কিছু নিও না,
রাস্তায় পুঁটলি নিও না,
দুটো জামাও নিও না,
জুতোও নিও না,
লাঠিও নিও না,
যে করে
করাই তা'র খোরাক জোগায় ;
পল্লীতেই যাও আর সহরেই যাও—
যোগ্য অধিবাসীকে খুঁজে বের কর,
আর, তা'র সাথেই থাক—
যতক্ষণ সেখানে থাক,
যদি কেউ তোমাকে গ্রহণ না করে
কিংবা কথায় কান না দেয়—
সে-বাড়ীতে থেকো না,
তোমার পায়ের ধুলি ঝেড়েই
চ'লে এসো সেখান থেকে ;
তোমাদিগকে মেষের মত পাঠাচ্ছি
নেকড়ে বাঘের ভিত'র,
তাই, সরীসৃপের মত তড়িৎ-প্রজ্ঞ হও,
ঘুঘুর মত ছলনাশূন্য হও,
সেই মানুষ থেকে সাবধান থেকো—
শাসক এবং রাজার সামনে

যা'রা আমার জন্য
তোমাদিগকে বেত মারবে,
তা'দের কাছে
এবং ভদ্র যা'রা তা'দের কাছে
তোমাদের এই-ই হবে পরিচয়,
বিচারে উপস্থিত হ'লে
বিভ্রান্ত হ'য়ো না,
কী ব'লতে হবে, কেমন ক'রে ব'লতে হবে—
তোমার কথা আপনিই বেরিয়ে আসবে
—যথোচিতভাবে,
যেমন প্রয়োজন—সেই মুহূর্ত্তে,
কারণ, তুমি কথক নও,
এটা তোমাদের অন্তরস্থ
পরমপিতারই প্রেরণা—
যা' তোমাদের ভিতর থেকে
কথায় উপ্‌চে উঠবে ;
ভাই ভাইকে বিশ্বাসঘাতকতায়
মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে,
পিতা তা'র সন্তানের প্রতি
বিশ্বাসঘাতক হবে,
সন্তানসন্ততি পিতামাতার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে,
তা'দের মৃত্যুতে অবসান করবে ;
তোমরা
সমস্ত মানুষের দ্বারা ঘৃণিত হবে
আমার বা আমার নামের জন্য,
কিন্তু সে-ই বাঁচবে—

যে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে
অটলভাবে,
যখন একটা শহরে নির্য্যাতিত হবে—
তখন অন্য নগরে পালিয়ে যেও,
কিন্তু তথাগতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে
ইস্‌রাইলের শহরগুলিও
পরিক্রমা ক'রতে পারবে না ;
ছাত্র কখনই শিক্ষকের উপরে হয় না,
সেবক তা'র প্রভুর উপরে হয় না,
ছাত্রের পক্ষে তা'ই যথেষ্ট—
যদি সে তা'র শিক্ষকের মত চ'লতে পারে,
সেবকের পক্ষে
তা'র প্রভুর মত চলাই যথেষ্ট,
মন্দমতিরা
যদি গৃহকর্ত্তাকেই মন্দ ব'লে থাকে—
সেবককে আরো কত ব'লতে পারে—
তা'দের ভয় ক'রো না ;
অবগুণ্ঠিত এমন কিছুই নেই
যা' প্রকাশিত হবে না,
লুক্কায়িত এমন কিছু থাকবে না
যা' জানা যাবে না,
যা' অন্ধকারে আমি তোমাদিগকে ব'লেছি—
তা' মুক্তস্থানে ব'লো,
ফিস্‌ফিস্ ক'রে যা' ব'লেছি—
চীৎকার ক'রে ব'লো—
বাড়ীর ছাদে গিয়ে তা' ;
যা'রা শরীরকে নিহত করে

কিন্তু আত্মাকে নিহত করে না—
তা'দিগকে ভয় নেই,
বরং তা'দিগকেই ভয় ক'রো—
যা'রা আত্মা এবং শরীর
উভয়ই নিহত ক'রতে পারে,
একটি মুদ্রায় কি দুটো চড়ুইপাখী
পাওয়া যায় না ?
তা'র একটাও মাটিতে প'ড়বে না
যদি পরমপিতার ইচ্ছা না হয়,
তোমার মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত গোণা,
তাই বলি, ভয় ক'রো না,
চড়াইদের থেকে
তোমাদের দাম অনেক বেশী ;
যা'রাই আমাকে স্বীকার ক'রবে
মানুষের সামনে—
আমি তা'দিগকে স্বীকার ক'রব
আমার স্বর্গীয় পিতার সম্মুখে,
আমাকে যা'রা অস্বীকার ক'রবে—
আমি তা'দিগকে অস্বীকার ক'রব
পিতার সামনে ;
ভেবো না—
আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি,
শান্তি আনি নাই,
এনেছি তরবারি,
আমি এসেছি
পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে লাগাতে,
মেয়েকে মা'র বিরুদ্ধে লাগাতে,

পুত্রবধুকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে লাগাতে,
হ্যাঁ, তাই বলি—
নিজের পরিবারস্থ যা'-কিছু
শত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে ;
পিতামাতাকে
যে আমার চাইতে বেশী ভালবাসে—
সে আমার উপযুক্ত নয়,
ছেলেমেয়েকে
যা'রা আমার চাইতে বেশী ভালবাসে—
তা'রাও আমার উপযুক্ত নয়,
যা'রা দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে
আমার অনুসরণ করে না—
তা'রাও আমার উপযুক্ত নয়,
যে জীবনের জন্য ব্যস্ত থাকে—
সে তা' হারায়,
যে আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করে—
সে তা' পায় ;
যা'রা তোমাদিগকে গ্রহণ করে—
তা'রা আমাকেও গ্রহণ করে,
যা'রা আমাকে গ্রহণ করে—
তা'রা তাঁ'কেই গ্রহণ করে
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন,
যা'রা প্রেরিতকে
তথাগত ব'লে গ্রহণ করে—
তা'রা তথাগতেরই পুরস্কার পায়,
তথাগতকে
যে ভাল মানুষ ব'লে ভাবে—

সে ভাল মানুষেরই পুরস্কার পাবে,
এই নগণ্যদের কাউকে
একবাটি ঠাণ্ডা জলও যে দেয়
শিষ্য ব'লে—
সে তা'র পুরস্কার হারাবে না। ১৪০১।
২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ১০টা

আলোচনায় পর্য্যবেক্ষণ বাড়ে,
আর, অভ্যাসে বাড়ে চরিত্র,
আলোচনায় ধী বাড়ে,
অভ্যাসে বাড়ে ধৃতি;
তাই, আলোচনা ও অভ্যাসে
চরিত্র বাড়ে—ধৃতি ও ধী নিয়ে;
করায় বাড়ে পারা,
পারায় থাকে যোগ্যতা। ১৪০১ (ক)।
২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৫০

নিয়ত মন্ত্র জপ কর—ভাব,—
এমনতরভাবে যা'তে তা'র অর্থ
উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে ওঠে তোমাতে ক্রমশঃ,
আর, সাথে-সাথে ইষ্ট-মনন কর—
ইষ্টবিষয়ক চিন্তার ভিতর-দিয়ে—
যা'তে তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে তোমার ইষ্টে,—
ঐ মন্ত্রের ভাবের স্ফুরণ হয় ক্রম-সার্থকতায়
আত্মসমীক্ষা ও পরীক্ষা নিয়ে;
এতে তোমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জগৎ
নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যে

একটা সমাধানী উপনিবেশ সৃষ্টি ক'রে
সত্তায় সংবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
অচ্যুতভাবে, সক্রিয় বাস্তব প্রকরণে,—
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণার ভিতর-দিয়ে—
সমাধিগত হ'য়ে। ১৪০২।
৩০।৪।১৯৪৯, সকাল ৯টা

সক্রিয় একনিষ্ঠ নয় যা'রা—
তা'রাই তাৎপর্য্যে ভজনবিহীন,
তাই, ভাগ্যহীন তা'রাই ;
এমন অধিক লোকের বেশী সংসর্গ
সংক্রামিত হ'য়ে
লোককেও দুর্ভাগ্য ক'রে তোলে,
আবার, নিজে নিষ্ঠায় শক্ত না হ'য়ে
এমনতর একজন লোকেরও বেশী সংসর্গে
মানুষ বীতশ্রদ্ধ ও দুর্ভাগ্য হ'য়ে ওঠে ;
তুমি কিন্তু এমন অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
চ'লতে সচেষ্ট থাকবে—
যা'তে তোমার চিন্তা, চলন ও হাবভাবে
অর্থাৎ চরিত্রে
তা' উদ্ভাসিত হ'য়ে—
যত তামস প্রকৃতিই তোমাকে পরিবেষ্টিত
ক'রে থাকুক না কেন—
তা' তোমার চরিত্রের আলোকে
উদ্ভাসিত না হ'য়েই পারবে না,

হামেশা ঐ অভ্যাসকে আত্মসমীক্ষা ও আত্মপরীক্ষায়
মেজে, ঘ'সে, ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখবে,—
যা'ই—যেমনই আসুক না কেন—
তোমার চরিত্রকে যেন
কিছুতেই মলিন ক'রতে না পারে। ১৪০৩।

৩০।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

সদ্‌গুণ যেখানে,
তোমার সশ্রদ্ধ উৎসারণও যেন
সেখানে তেমনি হয়,—
সম্মানে—আদরে—সৌজন্যে—সক্রিয়তায় ;
এতে তোমার ভিতরেও ঐ সদ্‌গুণগুলি
ক্রমান্বয়ী আবেগে অনুপ্রবিষ্ট হ'তে থাকবে,
তুমি কোন-না-কোন রকমে
তা'র অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারবে—
তোমার বৈশিষ্ট্য তা' যেমন ক'রে
গ্রহণ ক'রতে পারে—তেমনি ক'রে,
নয়তো, তোমার যা' আছে—
তা'ও ক'মে যেতে পারে কিন্তু ;
পূজা অন্যকে সম্বর্দ্ধিত ক'রেই
নিজের সম্বর্দ্ধনা নিয়ে আসে। ১৪০৪।

৩০।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৫৫

যেখানে আদর্শ নাই
ধর্ম্মচর্য্যাও সেখানে ব্যাহত,
আবার, যেখানে ধর্ম্মচর্য্যা ব্যাহত,
সেখানে বিচ্ছিন্নতাই প্রভাবান্বিত,

আর, যেখানে বিচ্ছিন্নতা—
অকৃতকার্য্যতাই সেখানে অধিষ্ঠিত । ১৪০৫ ।
৩০।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫

যেখানে কেউ প্রিয়ের প্রতি দোষারোপের
উত্তর দিতে পারে না,
জয়ে নিরোধ ক'রতে পারে না—
শ্রদ্ধাবনত ক'রে, স্বতঃসম্বেগে,
সেখানে বুঝতে হবে প্রায়শঃ—
প্রীতি সানুকম্পী নয়,
সমীক্ষাপূর্ণ সেবাও নাই সেখানে,
আছে স্বার্থ-সন্ধিক্ষু প্রবৃত্তি-রঞ্জনার
একটা আবেগী আগ্রহ—
যা'তে উৎকর্ষ নুলো হ'য়েই চ'লতে থাকে
ইতস্ততঃ হয়রাণিতে ;
খুঁজে-পেতে নিজেকে ঠিক কর—
যা'তে ঋজু হ'য়ে ওঠে তোমার অনুরাগ—
সমীক্ষায়—সৌজন্যে—সেবায়,
ভাগ্য তোমাকে আমন্ত্রণ ক'রবে । ১৪০৬ ।
১।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-১৫

যে-কোন ব্যাপার, বিষয় বা কাজে
দায়িত্বশীল কুশল-সঙ্গতির ব্যতিক্রম ক'রে
যা'ই কর না কেন,—
তা' তোমার সাফল্যের মাঝখানে
একটা ফাঁক সৃষ্টি ক'রে—
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ

যে-কোন ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
এমনতর অপ্রত্যাশিত অবান্তর রকম
এনে হাজির ক'রবে,—
যা'র ফলে, ব্যর্থতা, দুঃখ, দৈন্য, আপসোস
বিপাকগ্রস্ত ক'রে তুলতে পারে তোমাকে;
যে-বিষয়ে যথাবিহিত করণীয় যা'
তা'কে উপেক্ষা না ক'রে—
দায়িত্বপূর্ণ প্রীতিসঙ্গতির সহিত
ভাব ও ক্রিয়ার সহজ সৌহার্দ্দ্যে
যদি ক'রে যাও—
তবে উহা অদৃষ্টের ধিক্কার
সৃষ্টি ক'রে চ'লতে পারবে কম,
রেহাই পাবে অনেক। ১৪০৭।
২।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-৪৫

দেখছ, যখনই কেউ কাউকে দোষারোপ ক'রছে,
নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে—
কোন হেতুর ধার না ধেরে,—
তা'র বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ
বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিব হওয়ার
তোয়াক্কা না রেখে,—
যা'কে নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে—
সহজভাবে তা'র অবস্থার কথা
তা'কে জিজ্ঞাসা করারও
ফুরসুৎ হয়নি তা'র,—
অযৌক্তিক চরিত্রের খোলস প'রে
হাত নেড়ে বাক্যের সমারোহ-সজ্জা নিয়ে

কায়দায় লোক ভেড়াতে চা'চ্ছে—
তা'র নিজের পক্ষে,
ঠিক বুঝবে, সেখানে এর অন্তরালে আছে—
হয় কামিনী, নয় কাঞ্চন,
—নয় হীনম্মন্যতা,
কিংবা এ তিনেরই সংমিশ্রণ—
যা'র ফলে, সে স্বতঃই একটা
অলীক ভাঁওতা সৃষ্টি ক'রছে—
যা'কে নিন্দা ক'রছে
সে তা'র অন্তরায় ভেবে ;
ওই নিন্দাটা হ'চ্ছে নিজেকে লুকিয়ে চলার
একটা সাবধানী চালবাজী অভিব্যক্তি ;
একটু নাড়া দিলেই ঠিক পাবে। ১৪০৮।
৩।৫।১৯৪৯, সকাল ৭-২০

যে যা' বলে—
খুব সহিষ্ণুতার সহিত
মনোযোগ দিয়ে শুনো,—
বেশ ক'রে তলিয়ে,
হিসাব ক'রে, বুঝে,—
খুঁজে নিও তা'র তল কোথায় ;
যেখানে বুঝতে পারছ না—
সৌজন্যের সহিত প্রশ্ন ক'রো,
উত্তরটাও খুঁটিনাটি ক'রে শুনো—
বুঝে নিও ;
ফল কথা, বের ক'রে নিও নিশ্চয় ক'রে—
তলায় কী আছে,

সেই হিসাবে তোমার কথা-বার্ত্তা,
যুক্তি, আচার, ব্যবহার দিয়ে
এমনতর নিয়ন্ত্রণ ক'রো—
যা'তে সে হৃদয় ঢেলে দিয়ে
তোমাকে সমর্থন ক'রে তৃপ্তি পায়—
এবং অন্তরের আবেগের সহিত
স্বতঃ-প্রণোদনায় লেগে যায়—
ঐ পথে চ'লতে ;
তা'তে সে-ও নিরাকৃত হবে—
তুমিও মঙ্গল পরিবেষণ ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রবে,
নইলে, শুধু বাক্-বিতণ্ডার ভিতর-দিয়ে
মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করা সুকঠিন। ১৪০৯।
৩।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

আমার মনে হয়—
যা'রা শ্রমণ, যতি বা সন্ন্যাসী,
তা'দের শাসক হ'তে নেই—
অপরিহার্য্যের আহ্বান ব্যতিরেকে,
বিচার, নিয়ন্ত্রণ, নিরোধকে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী পরিবেষণে
আপূরণী পরিচর্য্যায় সেবানিরত রেখে,
লোককল্যাণ-নিরত হওয়াই তাদের বিশেষত্ব—
বিরোধকে ব্যাহত ক'রে—
উদীয়মান সামঞ্জস্য নিয়ে ;
আর, এই নিয়ন্ত্রণ
শাসক হ'তে প্রতিটি ব্যক্তি, ব্যাপার ও বিষয়—

জীবনকে যা' ক্ষোভযুক্ত ক'রে তোলে—
তা'কে নিরোধ ক'রে—
সম্যক্ সমীক্ষা ও বিচারে—
সম্বর্দ্ধন-মুখর হ'য়ে ওঠে যা'তে
তা'ই তা'দের জীবনের স্বতঃ-উৎসারণা
—আত্মপ্রসাদী তীর্থ হ'য়ে ওঠা উচিত। ১৪১০।
৩।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৮-১৫

প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গুণ ও কর্ম্ম দেখে
নির্ণয় ক'রতে চেষ্টা ক'রো—
কা'র কাছে কতটুকু কী পেতে পার,
আর, সময়ের সাথে মিলিয়ে
কওয়া-করার হার দেখে
মোক্থা একটা সিদ্ধান্ত ক'রে রেখো—
তোমার প্রত্যাশা কতখানি
পরিপূর্ণ হ'তে পারে,
যদিও অন্তরে ঠিক দিয়েই রাখতে হয়
এবং চ'লতেও হয় তেমনি—
যা'তে প্রত্যাশা তোমাকে ছলনা না করে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে না নিয়ে ফেলে। ১৪১১।
৪।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৩৫

দায়িত্বকে সমবায়ী ক'রে তুলো না,
যে-বিষয়ে যে-কোন দায়িত্ব নেও না কেন—
তা' সম্পূর্ণভাবেই নিও,
নয়তো, ওর ভিতর-দিয়ে, স্বার্থসন্ধিৎক্ষুতার পথে

শৈথিল্যকে অবলম্বন ক'রে
প্রতারণা ঢুকে যাওয়া খুবই সম্ভব ;
বরং তোমার দায়িত্বপ্রবণ চরিত্র
তোমার সহযোগী যা'রা আছে—
তা'দিগকেও অনুপ্রাণিত ক'রে তুলুক,
সক্রিয় কর্ম্মপ্রবণতায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক তা'রা
তোমার চরিত্রের উদ্দীপনী অনুপ্রাণনায়,
তা'তে কৃতকার্য্য হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী—
যোগ্যতার সঙ্কর্ষণে ;
ভাগের মা গঙ্গা পায় কমই । ১৪১২ ।
৪।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা

ভেবো, বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখো—
কী কাজ, কোন্ কথা বা ব্যবহার গড়িয়ে গিয়ে
ভবিষ্যতে কী রূপ নিতে পারে ;
আর, কী ক'রলে,
কেমন ক'রে কইলে বা ব্যবহার ক'রলে,
কোন্ কথা বা ব্যাপার—
কখন, কেমন ক'রে প্রকাশ ক'রলে,
বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে
তোমার ইষ্টার্থী উদ্দেশ্যসাধনের
অনুকূল হ'য়ে দাঁড়ায়,
পরিপন্থী না হ'তে পারে কিছুতেই ;
যত নিখুঁতভাবে এমনতর চ'লতে পারবে—
বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে,—
লোকের কুৎসিত বা বিকৃত সমালোচনাকে

ব্যাহত ক'রে—
সুফলে এগিয়ে যেতে পারবে ততই। ১৪১৩।
৪।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৫০

"মা ম্রিয়স্ব! মা জহি!
শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়"—
ম'রো না, মেরো না,
পার তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর। ১৪১৪।
২।৫।১৯৪৯, সকাল

যতই দাও—আর যতই কর—
কেউ নিজে-নিজে যতক্ষণ
তোমাতে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সন্তুষ্ট না হয়—স্বতঃ-নিয়ন্ত্রণে—
অনুরাগ-উদ্দীপনায়,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তা'কে
সন্তুষ্ট ক'রতে পারবে না,
আর, সন্তুষ্ট ক'রতে পারবে না ব'লে
অবসন্ন হওয়া ভাল নয়,
কারণ, তুমি তা'র তুষ্টির
পোষণ জোগাতে পার মাত্র—
আচারে—ব্যবহারে—
কথায়—বার্ত্তায়—কর্ম্মে ;
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
তোমাকে চ'লতে হবে
শ্রদ্ধার্হ চলনে,—পরিবেশে;

আর, সন্তোষ যেন
তোমার চরিত্রে জীবন্ত হ'য়ে অভিব্যক্ত হয়
কর্ম্মকুশল, সহযোগী সম্বর্দ্ধনায়—উপচয়ে। ১৪১৫।
৪।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১১-১০

সবৈশিষ্ট্য ব্যষ্টির উদ্ভব হ'তেই
সমষ্টির সৃষ্টি,
আবার, বিভিন্ন ব্যষ্টিসম্পন্ন
ঐ সমষ্টির প্রতিক্রিয়া
প্রতি-ব্যষ্টিতে
উৎক্রমণ সৃষ্টি করে—
তা'র ফলেই আসে বিবর্ত্তন;
আর, এই ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
অন্তর্নিহিত অনুরাগ যত, যেমনতর—
উদ্ভবের দিকে,—
অধিগমনও তা'র তেমনি পরিণতিতে;
এমনি ক'রেই ব্যষ্টি ও সমাজ
জানায় দাঁড়িয়ে
তা'র অজানা চাহিদাকে সন্ধিৎসু চলনে
জানায় অধিগত ক'রে তোলে—
চেষ্টা, চলন ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে—বাস্তবে;
তাই, ব্যষ্টির
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিবেষণ
যেমন সুষ্ঠু পরিপোষক,—
যথাবিহিত সার্থক,—
সমাজ বা সমষ্টির অধিগমনও তেমন পুষ্ট। ১৪১৬।
৫।৫।১৯৪৯, সকাল ১০-৮

পুং বীজ ও তা'র বৈশিষ্ট্য যেমনতর,
স্ত্রী-রজঃ বা ভূমির বৈশিষ্ট্য, ধাতু ও প্রকৃতি
যেখানে তৎপরিপোষণী, যেমন,—
উদ্‌গম বা অবগমও হয় সেখানে
তেমনতরই স্বতঃ ও স্বাভাবিক। ১৪১৭।
৫।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৩০

তুমি আত্মসমর্পণ ক'রেই আছ
বা ক'রতেই হবে তা'র কাছে—
যা' তোমার সত্ত্ব বা সৎ,
আর, তা'-ই তোমার বাঞ্ছিত বা ইষ্ট;
আবার, সশ্রদ্ধ অনুসরণ ক'রতে হবে তাঁ'রই—
যিনি তাঁ'কে জানেন, যিনি আচার্য্য,
আচরণের ভিতর-দিয়ে জেনেছেন,—
অর্থাৎ ঋষি,—বিধিকে জেনেছেন
তা'র খুঁটিনাটি যা'-কিছু নিয়ে;
আর, ঐ অনুসরণের ভিতর-দিয়েই
পাবে তুমি—পুষ্টি, সম্বর্দ্ধনা ও স্বস্তি;
তাই, এই অনুসরণ বা অনুচলন নিয়ে যে-তুমি
সেই-তুমি স্বাধীন—
বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন;
আবার, ঐ অনুসরণ—
যে-অনুসরণের ভিতর-দিয়ে তোমার তুমি
বেঁচে আছে ও সম্বর্দ্ধিত হ'চ্ছে—
প্রত্যেক-তুমির সহযোগিতায়—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক পারস্পরিক সেবার ভিতর-দিয়ে,—
তা'-ই হ'চ্ছে তোমার বা তোমাদের

দাঁড়াবার ভিত্তি, রাষ্ট্রের ভিত্তিও তা'ই ;
আর, ঐ নীতিগুলি যা' অনুসরণ ক'রে
বাঁচবে ও বাড়বে—
পারস্পরিক সহযোগিতার সেবা-সৌকর্য্যে
অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে—
সেইগুলি হ'ল নীতি, আইন বা শাসন ;
এই শাসনকে যত অবজ্ঞা ক'রবে,—
তোমার বেঁচে-থাকা বা বেড়ে-চলাও
তত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠবে,
বিচ্ছিন্নতা ও বিধ্বস্তির কবলে
তুমি আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হবে,
তা'র মানেই,—মৃত্যুতে অবসান হওয়াকেই
আবাহন ক'রবে। ১৪১৮।
৫।৫।১৯৪৯, বিকাল ৫-৩৫

প্রয়োজনের যোগাড়ে
যে হতবুদ্ধি, শ্লথ বা নিষ্ক্রিয়,
যোগান দিলেও
সে কতটুকু কৃতকার্য্য হবে—
তা' ভাববার কিন্তু। ১৪১৯।
৮।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৩৫

যোগাড়ের তাড়নায়
যে বৈশিষ্ট্য বা আদর্শচ্যুত হয়,
কৃতকার্য্য হ'লেও
সে কতখানি সার্থকতা আনতে পারবে

নিজের, জনের বা জাতির—
তা'ও চিন্তনীয় কিন্তু। ১৪২০।
৮।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৪০

নিজের বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস ক'রে
প্রতিলোমে মেয়েদের আত্মাহুতি দিয়েও যদি—
যেখানে আত্মাহুতি দেওয়া হ'ল
তা'র বংশ-বৈশিষ্ট্যের
কিঞ্চিৎও উৎকর্ষ দেখা দিত,
অন্ততঃ শতকরা কিছুভাগেরও,—
তা'তেও অন্তরকে
পরিণামে প্রবোধ দেবার কিছু থাকত;
নতুবা, যা' বিকৃতির বিজৃম্ভণে
জন, জাতি ও সমাজের ক্ষয়কেই
নিষ্ঠুর পরিহাসে আমন্ত্রণ করে—
তা'তে প্রবোধ কোথায়? ১৪২১।
৮।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

অভ্যাস মানে—
কোন একটা রকমের দিকে থাকা—
ঝুঁকে থাকা—
পৌনঃপুনিক করার ভিতর-দিয়ে এমনভাবে—
যা'তে সেই থাকাটাই সেই রকমের
আমন্ত্রক ও উদ্যোক্তা হ'য়ে ওঠে। ১৪২২।
১০।৫।১৯৪৯, সকাল ৯টা

তোমার বান্ধবই হোক
আর সহযোগীই হোক—
তোমার বন্ধুত্বে অটুট থেকেও
সে যদি তোমার কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে
অপঘাত করে,—
সে শত্রু যেমন তোমার—
শত্রু তেমন দেশ, জাতি ও জনেরও,
সাবধান থেকো—সতর্ক চলনায়। ১৪২৩।
১০।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

মানুষের অন্তরতম অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকে—
একটা সজাগ চেতন-সন্ধিৎসা—
যে-আলোকে দেখে-শুনে, বুঝে-প'ড়ে
তা'র অজানা যা' জানায় এনে
সত্তাকে সে বাড়িয়ে তুলতে চায়—
তা'র পরিপোষণী ক'রে,
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'তে—ক্রমপদক্ষেপে—
বিরুদ্ধ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
অনুকূলকে আয়ত্ত ক'রে ;
আর, যা' অজানা সামনে র'য়েছে—
শুনছে—দেখছে—চ'লছে
অথচ বুঝতেও পারছে না—
ধ'রতেও পারছে না—
ছাড়তেও পারছে না—
এমনতর কিছুতে সে আবিষ্ট হ'য়ে থাকতে সুখ পায়—
একটা আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে—
অলৌকিকতার রূপ দিয়ে ;

তাই ব'লে, তা'র চেষ্টার কিন্তু বিরাম নেই,
অজানাকে জানায় সুশৃঙ্খল ক'রে
নিজের আওতায় এনে—
সত্তাকে পরিবর্দ্ধিত ক'রবার লোলুপতার
—অন্তর্নিহিত ঐ প্রবণতারই
একটা মাধ্যমিক অবস্থা হ'চ্ছে—
ঐ অলৌকিকতায় আগ্রহ;
যা'র যেমন অন্তর-সঙ্গতি
তা'তে ঐ আগ্রহপ্রসূত ধারণার বসতিও তেমন,
তাই, অলৌকিকতায় আবিষ্ট না থেকে
লোকায়িত ক'রে তুলো তা'কে—
সম্বেগ, সন্ধিৎসা নিয়ে, কুশল দক্ষতায়,
সামঞ্জস্যে—সুবিন্যাসে ১৪২৪।

১১।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার গোঁড়ামি
যত ব্যাপারে—যত রকমে হবে,
যৌথ বিবর্দ্ধন তত ব্যাহত হবে। ১৪২৫।

১১।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

পুরুষই সৃষ্টি ক'রেছে নিজেকে—
বিশেষ ক'রে তা'র প্রকৃতির ভিতর-দিয়ে,
নানা পরিণয়নে,
আবার, সেই পুরুষ হ'তেই সৃষ্টি হ'য়েছে
বৃত্তি-অভিধ্যানের ভিতর-দিয়ে
প্রকৃতি-পরিণয়নে পরিপোষণী ক'রে—নারীত্ব,
নারী পুরুষেরই সৃষ্টি,

তাই, নারী যখন পুরুষে
অচ্ছেদ্য আনতিতে সর্ব্ব-পরিপোষণী হ'য়ে
যুক্ত হ'য়ে
তা'কে সার্থক ও স্বস্থ ক'রে তোলে—
সেই হ'চ্ছে তা'র সার্থকতা,
আর, কেন্দ্রায়িত সেই নারী
তখন থেকেই উপভোগ ক'রতে পারে
স্বস্থ স্বাধীনতা ;
নারী-পুরুষের বিচ্ছেদ
বা বিসদৃশ সংশ্রয় যেখানে—
ব্যাহতি বা বিপর্য্যয়ও সেখানে জাজ্বল্যমান ;
স্বপ্রকৃতিতে পুরুষ যেমন নারীর পরিপূরক,—
নারীও তেমনি পুরুষের পরিপোষক,
আর, এর ভিতর-দিয়েই আসে
তা'র বিভিন্ন ব্যষ্টিতে সংস্থিতি ও বিস্তার,—
সংস্কৃতিবাহী সম্বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনে চ'লে—
সন্তানসন্ততিতে
ঐ একই ভিত্তির
নানা বৈশিষ্ট্য-সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে,
এতে বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই,
ব্যাহতিও ব্যাহত হ'য়ে চলে এখানে,
সতীত্ব
সার্থক ঔজ্জ্বল্যে ভগবৎপ্রসূ হ'য়ে
আশীর্ব্বাদে উচ্ছল ক'রে দেয় দুনিয়াটাকে ;
প্রকৃতিগত বিপর্য্যয় ছাড়া—
অর্থাৎ, বিবাহ যেখানে বৈধানিক বিক্ষোভে
সামঞ্জস্যে অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি—

এমনতর বিপাক ছাড়া
পরিণয়ে বিচ্ছেদ-চিন্তাও পাপ
এবং পূয়-প্রসূ। ১৪২৬।
১১।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

বিবাহ বিহিতভাবে সিদ্ধ হয়—
এমনতর ব্যক্তি ও অবস্থা ছাড়া যে-বিবাহ
তা' ব্যত্যয়ী এবং বিপর্য্যয়ী-ফলপ্রসূ,
সে-বিবাহ সিদ্ধ তো নয়ই—
বরং অনর্থেরই আমন্ত্রক,
এমনতর বিপর্য্যয়ে
কোন নারী মলিন হ'লেও
সে প্রকৃতিতে দুস্টাও নয়,
শ্রেয়-বিবাহে
অগ্রহণীয়াও নয়। ১৪২৭।
১২।৫।১৯৪৯, সকাল ৭-৫৫

অনিচ্ছায়, ভয় দেখিয়ে, জোর ক'রে,
এমন-কি, দুরভিসন্ধি-প্ররোচনায় প্রতারিত ক'রে
যদি কোন মেয়ের মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়,—
সেটা দুরদৃষ্টের হ'লেও
প্রকৃতিতে পাতিত্য-সঞ্চারক নয়। ১৪২৮।
১২।৫।১৯৪৯, সকাল ৮টা

বিপ্রের সহজাত সংস্কার
হওয়া উচিত পূরণপ্রবণতা,
ক্ষত্রিয়ের সহজাত সংস্কার

হওয়া উচিত পালনপ্রবণতা,
বৈশ্যের সহজাত সংস্কার
হওয়া উচিত পোষণপ্রবণতা;
আর, এই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সেবা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
যা' সমাজকে সত্তায় স্বস্থ ক'রে রেখে
সম্বর্দ্ধনায়, উন্নতিতে
সঞ্চরণশীল ক'রে তোলে। ১৪২৯।
১২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা

ধারণা শুদ্ধ না হ'লে ভাব শুদ্ধ হয় না,
ভাব শুদ্ধ না হ'লে
ভাবসিদ্ধ হ'তে পারে না,
আর, ভাবসিদ্ধ না হ'লে
ভাবান্বিত ক'রে তুলতে পারে না—অপরকে। ১৪৩০।
১২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

যা'কে তুমি যেমনতর ভালবাসবে
সে তোমাতেও থাকবে তেমনতর। ১৪৩১।
১৩।৫।১৯৪৯, সকাল ৫-৩০

যা'রা সেবায় স্বার্থলোলুপ
বা সেবাবিমুখ—
আত্মস্বার্থী হীনম্মন্য অহং-এর পূজারী,
তা'রা চাওয়াতেও অসরল,
তা'দের চাওয়ার প্রকৃতিই এমনতর
যাতে হৃদয় খুলে দেয় না কা'রও,—
ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে

নিজের গরিমাকে বজায়-প্রয়াসী,
আত্মসমর্থনের একমাত্র অস্ত্রই
হ'য়ে ওঠে তাদের অকৃতজ্ঞতা,
কাউকে আপন ভাবা
তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত। ১৪৩২।
১৩।৫।১৯৪৯, সকাল ৬-১০

বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী কুৎসিত আদর্শ
সর্ব্বনাশেরই ডাইনী প্রতীক,—
মোহ-প্ররোচনাই তা'র দক্ষ মন্ত্র। ১৪৩৩।
১৩।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৫

শিক্ষিত হও—
ধীকে বাড়িয়ে তোল,
কিন্তু পেশীকে বঞ্চিত ক'রে নয়—
বরং শক্তিশালী ক'রে তা'কে—যথাবিহিত। ১৪৩৪।
১৩।৫।১৯৪৯, বিকাল ৫-৫

সত্তায় মিলিত হও,
চিত্তের দ্বারা যুক্ত হও,
আনন্দে বর্দ্ধিত হও,
তোমার কেন্দ্রায়িত অনুরাগে উচ্ছল হ'য়ে
অন্তর্নিহিত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি
স্বতঃস্ফূর্ত্ত ফুল্ল কল্লোলে
দিগন্ত ভূমায় পরিব্যাপ্ত হোক,
গুণে—গঠনে—কর্ম্মে—

সেই বাসুদেবেই
সার্থক হ'য়ে উঠুক তা'। ১৪৩৫।
১৩।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

ধর্ম্ম মানুষের জীবনে
দুরিত-ক্ষালনী দ্রাবক—
বিবর্ত্তনের ব্রাহ্মী পথ,
তোমার দৈনন্দিন জীবনে
প্রতি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর,
জীবন ও চরিত্রকে উন্নতি-ঔজ্জ্বল্যে
বিবর্ত্তিত ক'রে চল,
সার্থক হবে তোমার জন্ম। ১৪৩৬।
১৪।৫।১৯৪৯, সকাল ৬-২৫

ধর্ম্মই রাজনীতির উৎস,
আর, যে-রাজনীতি ধর্ম্মে সার্থক হ'য়ে ওঠে না—
সেটা কিন্তু রাজনীতি নয়কো,
তাই, বুঝে মিলিয়ে দেখো—
কোন্ দাঁড়ায়, কী পথে চ'লেছে
কোন্ নীতি—কেমন ক'রে,
সাব্যস্ত ক'রো তোমার চলনা
ঐ দিগ্‌দর্শনে। ১৪৩৭।
১৪।৫।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪৫

যা' বাঁচাবাড়াকে ধ'রে রাখে
কেন্দ্রায়িত উদ্বর্দ্ধনে,—সপরিবেশে—

তা'ই ধর্ম্ম,
তা'কে দৈনন্দিন জীবনে
প্রতিকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
পরিপালন করা থেকে আসে উন্নতি—
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য—তেমনতর ক'রে তা'র,
আর, এই হ'চ্ছে সেই আর্য্যসঙ্ঘবাদ
বা আর্য্যসাম্যবাদের স্বতঃ-স্ফুটমূর্ত্তি—
যা' প্রতি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
পালনে, পোষণে, পূরণে—
আদর্শভরণী জীবনচলনের ভিতর-দিয়ে
স্বতঃ-সহযোগী ঐক্যে একতাবদ্ধ ক'রে
উন্নতিমুখর চলনায় চ'লতে থাকে;
আর, যে-কোন বাদই হোক না কেন,
বাঁচাবাড়াকে তা' যদি সার্থক ক'রে না তোলে—
উৎকর্ষী-বিবর্ত্তন-প্রগতিতে,—
তা' কিন্তু জীবন-কল্যাণী ব'লে
ধ'রতে পারা যায় না;
তাই, ধর্ম্ম হ'তেই আসে এই সঙ্ঘ বা সাম্যবাদ—
বৈশিষ্ট্যপূরণী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—
যা' আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সমাজে—রাষ্ট্রে;
ধীইয়ে বেশ ক'রে বুঝে,
মিলিয়ে, সাব্যস্ত ক'রে নিও—
আর, চ'লোও তেমনি ক'রে,
অভিনন্দিত হবে আত্মপ্রসাদে;

এই হ'চ্ছে আর্য্যভারতীয়
সাম্যবাদী পারিষদিক লোকতন্ত্র। ১৪৩৮।
১৪।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬টা

তুমি ঠিক জেনো—
তোমার বৈধানিক সংস্থিতির বৈশিষ্ট্য
যেমনতর—
তোমার মানসিক সম্পদও তা'রই ভিত্তিতে,
আর, এই মানসিক সম্পদের উপরই নির্ভর ক'রছে
তোমার আধ্যাত্মিক প্রাখর্য্য—
যা' তোমাকে সব যা'-কিছুর অন্বিত প্রজ্ঞায়
ব্রাহ্মী-সম্বোধে অধিরূঢ় ক'রে তোলে;
আধিভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার
যোগারূঢ় সংহতিই হ'চ্ছে ওখানে,
যা'র উৎক্রমণে তোমাকেও
উৎক্রমণশীল ক'রে তোলে সাধারণতঃ। ১৪৩৯।
১৫।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

এক-এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যের
এক-এক ধাঁজ বা তাক আছে,
তা'দের মোটামুটি রকমারি প্রবণতা
কতকটা এক রকমের,—
তা' খারাপই হো'ক আর ভালই হো'ক—
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক;
যেমন আছে ল্যাংড়া আম,
তা' ভালই হো'ক আর খারাপই হো'ক—
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক—

টকই হো'ক আর মিষ্টিই হো'ক—
তা'র সবটার মধ্যে ন্যাংড়ার তাক আছেই ;
এই ধাঁজ বা তাককেই বলা যায় বর্ণ-বৈশিষ্ট্য। ১৪৪০।
১৫।৫।১৯৪৯, দুপুর ১টা

তোমার বেদান্ত

যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুনিয়ার সব-কিছুকে
তা'র প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে
যথাবিহিত দর্শনে পরিস্ফুট ক'রে
পূরণ, পোষণ, পালনে
দক্ষ-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তুলতে না পারছে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
ও-বেদান্ত
বাস্তব-প্রজ্ঞা-অধ্যুষিত নয়কো,
সে-চক্ষু তোমার তখনও আসেনি
যে-দর্শন-প্রতিভায়
বেদান্ত তোমার কাছে জীবন্ত হ'য়ে
ফুটে উঠবে,
তাই, ওর পরিবেষণেও তুমি
তা'কে আরো তমসাচ্ছন্ন ক'রেই তুলবে
লোকের কাছে,
হ'য়ে উঠবে একটা কথার ঘুঘু ;
তাই, ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে
তদর্থসার্থকতায় শোন, কর,
জান, হও আর পাও—
যা' প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য-জীবনকে
বেদান্তে জীবন্ত ক'রে তোলে—

বাস্তবতায় যথাবিহিত শ্রমতপাঃ করে
সার্থক দর্শনে,
তবেই তো সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি—
তোমার সব পরিবেশ নিয়ে। ১৪৪১।
১৫।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-১৫

বিজ্ঞ অজ্ঞের কাছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্খ
যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞ তা'কে
উপলব্ধি ক'রতে না পারছে,
আর, বিজ্ঞের প্রতি সশ্রদ্ধ চলনই
অজ্ঞকে উপলব্ধি-সম্পদে
উন্নীত ক'রে তুলতে পারে। ১৪৪২।
১৫।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

তোমার বেদান্ত
যদি বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে তোলে—
তা'র স্বাভাবিক উৎসারণাকে
অতিক্রম ক'রে,—
সে-বেদান্তে প্রজ্ঞা কতটুকু ?
বাস্তবের সাথে কোন সংশ্রব আছে কিনা তা'র—
চিন্তনীয় তা' কিন্তু। ১৪৪৩।
১৫।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৩২

দরিদ্র-নারায়ণ সেবাপ্রবৃত্তি ভালই—
কিন্তু সে-সেবায় যদি প্রতি-বৈশিষ্ট্যে
তোমার নারায়ণ
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হ'য়ে না ওঠেন,—
তা' কিন্তু তোমার কাছে

ধিক্কার ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
সেবা সার্থক হ'য়ে উঠছে না কিন্তু তখনও ;
জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা কর,
তা'দিগকে শিবভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল—
বাস্তবে—চরিত্রে—চলনে—কর্ম্মে
—প্রতি-বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যে,
শিবপূজা তোমার সার্থক হ'য়ে উঠুক—
শিবত্বের অভিদীপনায়। ১৪৪৪।
১৫।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২৫

জানাগুলি যেখানে অন্বিত হ'য়ে
সার্থকে সমাধিগত হ'য়ে উঠেছে
বাস্তব-প্রকৃতিতে—বৈশিষ্ট্যে,
যথাবিহিত সমন্বয়ী সম্বর্দ্ধনায়,—
ব্রাহ্মী-আলোকে—
একে—
যে-দর্শনে—
তা-ই কিন্তু বেদান্ত,
তা' একটা অনাসৃষ্টি নয়কো ;
যা' বাস্তবকে পরিপূরণ করে না সবৈশিষ্ট্যে—
সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—
অথচ কথার জলুস,
বাস্তব ব্যাপারের সংশ্রয়ী নয়কো
এমনতর আজগবী কিছু ধারণা—
বেদান্তের অমর্য্যাদা ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৪৪৫।
১৬।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

মানুষ যদি মানুষের
পরিপূরণী বৈশিষ্ট্যের কাছে
মাথা নত ক'রতে না জানে,—
ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করা
তা'র পক্ষে একটা
হাস্যোদ্দীপক কায়দা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
যদি দেখতেই জান
এবং জ্ঞানই থাকে—
আমার সেই নবীন সেনের কথা মনে হয়—
'বিধ্বস্ত মানব !
না পূজিবে কেন বল ক্ষুদ্র বালুকায় ?' ১৪৪৬ ।

১৬।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

যা'রা নতি-অভিবাদনে
বা প্রণামে অসমর্থ,
মাথা যেন কে ধ'রে রেখেছে মনে হয়—
বুঝে নিও, জলুস যতই থাকুক না কেন
অন্ততঃ তখন পর্য্যন্ত
হীনম্মন্য অহং তা'দের আবিষ্ট ক'রে রেখেছে—
যুক্তি-প্ররোচিত শাসনে ;
যেখানে বিনয় নাই—
সেখানে দর্শনও নাই,
বিদ্যাও নাই,
পূয়গন্ধী বুঝ থাকতে পারে হয়তো। ১৪৪৭ ।

১৬।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

যা'রা ব্যষ্টির ভিতর-দিয়ে
সমষ্টিকে জানে না,—
সমষ্টির জ্ঞান যা'দের
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠেনি—
সব সমাবেশ, সমাধান
ও সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
ভূমাকে স্পর্শ করেনি,—
চরিত্র চলন্ত হ'য়ে ওঠেনি—বিনীত জলুসে,—
তা'দের বিধান
ব্যত্যয় ও ব্যতিক্রমেই সঞ্চরণশীল,
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে—
পারম্পর্য্যে—
বৈশিষ্ট্যকে বিন্যাস ক'রে
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তা'দের
নীতি-সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
তাই, অনুশাসনও তা'দের
বিচ্ছিন্ন ও অপকর্ষী হওয়া ছাড়া পথ কী? ১৪৪৮।
১৬।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

তোমার ধর্ম্ম যদি জীবের,
বিশেষতঃ মানুষের মুখে
এক মুঠো অন্ন তুলে দিয়ে
বাঁচায় সমর্থ ক'রে
সেবায় যোগ্য ক'রে তুলতে না পারল—
সপারিপার্শ্বিক সে যা'তে বাঁচতে পারে—
বাড়তে পারে—
এমনতর ক'রে,—

তুমি কি মনে কর
তা' তোমার কাছে জ্যান্ত ?
—আর, তা'তে তোমার সার্থকতাই বা
কতটুকু ? ১৪৪৯ ।
১৬।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৫০

যে-অবস্থাই হোক, যে-ব্যাপারই হোক,
যে-উন্নতিই হোক, আর যে-সমৃদ্ধিই হোক—
ভালই হোক, আর মন্দই হোক—
যা' মানুষকে আদর্শ বা ইষ্টসংশ্রব হ'তে
বিচ্যুত করে বা খিন্ন ক'রে তোলে,—
লোভনীয় তা' যতই হোক না কেন—
দুর্ভাগ্যের তা' অতিনিশ্চয়,
জাহান্নমের সৌজন্যপূর্ণ স্বাগতম্
বা নিষ্পীড়নী আকর্ষণ ;
কারণ, তা'তে তোমার বৃত্তি ও বোধ
সার্থক-অন্বয়ে অন্তঃসম্পদকে বাড়িয়ে তুলবে না,
তা'তে গোছাল হ'য়ে উঠবে না
তোমার বাস্তব জীবনটাও—
বাহ্যজগতে,—বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে । ১৪৫০ ।
১৮।৫।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

ইষ্টানুরাগ যখনই তোমার
এমনতর হ'য়ে উঠল—
তাঁ'কে ছাড়া কিছুতেই আর
চলে না তোমার,
তাঁ'র সংশ্রব তোমার জীবনে

অকাট্য হ'য়ে উঠেছে,—
গত্যন্তর নাই আর তোমার কিছুতেই,—
ভালই হোক আর মন্দই হোক—
তখন থেকেই কিন্তু তোমার তপঃ-প্রবৃত্তি
সক্রিয় হ'য়ে উঠতে লাগল
বৃত্তি ও বোধগুলির কেন্দ্রায়িত অন্বয়ে,
প্রত্যেকটি চলনে
তুমি অনন্তের সচিৎযাত্রী হ'য়ে চ'ললে—
তিনি যদি দ্রষ্টা-পুরুষ হ'য়ে থাকেন
পূরয়মাণ সৎ-আচার্য্য হ'য়ে থাকেন
সৎ-বৈশিষ্ট্যে ;
কৃতার্থ হোক তোমার অনুরাগ তাঁ'তে। ১৪৫১।
১৮।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

কখনও কোন ব্যাপারে বা কা'রও সম্বন্ধে
প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং যদি নিপীড়িত হয়,
কিংবা বঞ্চিত বা ব্যর্থ হয়—
সে-বিষয় প্রত্যক্ষভাবে তা'র মনে
থাকুক বা না-ই থাকুক—
সেইরকম ব্যাপারে বা সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে
সেইরকমের ঘটনা যখন উপস্থিত হয়,—
তখনই হয়
সেই পূর্ব্ব ধারণাকে সমর্থন করার ঝোঁক
যা' বর্ত্তমান বাস্তব ঘটনার সাথে
একদম সংস্রবহীন ;
ঐ মূল কারণকে অর্থাৎ ওর ভিত্তি যেখানে
তা'কে মুক্ত না করা পর্য্যন্ত

ঐ প্রবণতা বারে-বারে উঁকি মারা সম্ভব
সাধারণতঃ। ১৪৫২।
১৮।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩৫

কোন নারীর প্রতি পুরুষ
বা কোন পুরুষের প্রতি নারী
যদি ব্যভিচারদুষ্ট নজরে তাকায়—
অন্তঃস্থল তা'র তা'-থেকেও
ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ১৪৫৩।
১৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১০-২৫

ব্যভিচারদুষ্টা পরিত্যক্তা স্ত্রীকে
শুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ না করাও
অকল্যাণকে আমন্ত্রণ করা—
যা' ব্যভিচারের পথ দিয়েই
জীবনকে স্পর্শ করে,—
তা' ব্যক্তিগত যেমন
পরিবারগত ও সমাজগতও তেমনি,
তাই, ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের
শুভাকাঙ্ক্ষী যা'রা
তা'দের করণীয়ই তা'ই
যা'তে ঐ নারী অনুতপ্তা হ'য়ে ওঠে,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে আনত হয়,
সৎজীবন-পরিপালনে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে—
নিজ স্বামীতে একটা ঐকান্তিক অনুরতি নিয়ে,
বিনীত আগ্রহ-উদ্দীপনায়,

ঐ ব্যভিচারী জীবনে ন্যক্কারজনক
সন্তপ্ত ঘৃণা ও বিরক্তিসহকারে । ১৪৫৪ ।
১৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১০-২৭

ব্যভিচারদুষ্টা, পরিত্যক্তা স্ত্রীকে
যা'রা বিবাহ করে,
তা'রাও ব্যভিচারের
জ্বালাময়ী আলিঙ্গনেই বসবাস করে,—
বিকৃতি-পর্য্যুষিত জীবনের
আমন্ত্রক হ'য়ে ওঠে তা'রা। ১৪৫৫ ।
১৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩০

স্খলিতাকে উৎকর্ষে নিয়োগ কর,
শুদ্ধিতে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে,
জীবনকে বিপাকমুক্ত ক'রে তোল তা'র,
যদি পার, তা'রই ব্যবস্থা ক'রে দাও তা'কে—
যে যেমন—বিহিতভাবে তেমনি তা'কে,
আর, যেমন ক'রে স্বাভাবিকভাবে
পরিশুদ্ধিতে সম্বুদ্ধ ক'রে—
উদ্বর্দ্ধনে নিয়ন্ত্রিত ও বিন্যস্ত ক'রে
তোলা যেতে পারে তা'কে
তা'ই কর—নিজে পবিত্র থেকে। ১৪৫৬ ।
১৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩৫

আদর্শসেবায় সম্বুদ্ধ যে যেমন,—
তা'র রকমের ভিতর-দিয়ে
যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছে বা হ'চ্ছে

যে-রকমে—
পারতপক্ষে তা'র ব্যত্যয় ঘটাতে যেও না,
বরং কথোপকথনের ভিতর-দিয়ে বিহিতভাবে
তা'কে সংশুদ্ধ ও সংবুদ্ধ ক'রে তুলো—
আগ্রহে উদ্দাম ক'রে,
নজর রেখো
ব্যত্যয় ও বুদ্ধিভেদ ঘ'টে না ওঠে,—
তাহ'লে সে কিছু ক'রে উঠতে পারবে না কিন্তু,
গুলিয়ে যাবে সব ভাল তা'র,
এমন-কি, তোমার রকমে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'লেও—
তা'র ঐ নিজস্ব রকমকে বুঝে,
উদ্যমী আনতিকে
কুশল-কৌশলী প্রেরণার ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হবে,
যা'তে সে বুঝতে পারে—
তা'রই স্বতঃউদ্গমী সিদ্ধান্ত ওটা ;
কাজ যদি পেতে চাও,
উদ্যমী উদ্যোক্তা ক'রে তুলতে চাও কাউকে,—
একটু নজর রেখো ঐ-দিকে। ১৪৫৭ ।

২১।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

মূর্খ ব্যক্তিত্ব

মূর্খনীতির জলুসে আকৃষ্ট হ'য়ে
মূর্খনীতিই সঞ্চারিত ক'রে থাকে—
আত্মম্ভরী মূঢ় নিয়ন্ত্রণে,—

যা' বাস্তব মনোজগৎ
ও বাহ্যজগতের সঙ্গে সঙ্গতিহারা। ১৪৫৮।
২১।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-২২

যদি কাজই চাও—
কৃতীই যদি হ'তে চাও—কৃতকৃতার্থে,—
সহযোগী তোমার যে যেমন
তা'র রকমকে ভিত্তি ক'রে
সম্বুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে—
উদ্যমী প্রেরণায়,—
নিজেও অমনতর থেকে—বাস্তব চরিত্রে,
আর, তা' যেন হয় তা'দের নিজেদেরই
স্বতঃ-উৎসারণী উদ্দীপনা—
আপ্রাণ আকূতির অভিদীপ্তি,
দেখবে, বিদ্যুৎ-কর্ম্মা হ'য়ে চ'লতে থাকবে ;
তাই বলি,
"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্",
অর্থাৎ, অজ্ঞান বা অল্পবোধি কর্ম্মসহযোগীদের
বুদ্ধিভেদ ক'রতে যেও না। ১৪৫৯।
২১।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

মহাপুরুষ হওয়ার লোভ
মানুষকে
মহাপুরুষ ক'রে তুলতে পারে কমই—
বাস্তবে ;
কিন্তু মহাপুরুষের প্রতি বৃত্তিভেদী

অচ্যুত, সক্রিয় অনুরাগ
মানুষকে স্বভাবতঃই মহাপুরুষ ক'রে তোলে। ১৪৬০।
২১।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২০

অন্তরকে
বিনীত তেজোদ্দীপ্ত ক'রে রেখো,
সৌজন্য, সদ্ব্যবহার, সদালাপ ও সৎসেবায়
যেন সবাই তোমাতে সার্থক-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
বৈশিষ্ট্যমাফিক প্রাজ্ঞ পরিবেষণে
ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তোমার হৃদয়কে সঞ্চারিত ক'রে দিও—
হৃদয় পাবে। ১৪৬১।
২২।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

বৈশিষ্ট্য যেমন বিচিত্র—
দর্শনও তেমনি বৈচিত্র্যবান্,
কিন্তু তা'রা সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'লে
পরস্পর পরস্পরকে সার্থক ক'রে তুলবেই
এক-পরিণয়নে ;
আর, সব দর্শন যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
প্রজ্ঞা সেখানেই। ১৪৬২।
২২।৫।১৯৪৯, বেলা ১০-১৫

যেখানে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি
একনিষ্ঠ, কেন্দ্রায়িত অনুরাগ নাই—

এবং পুরুষেরও ঠিক তেমনি
অনুরাগ নাই কোন মূর্ত্ত আদর্শে—
সব-কিছু ছাপিয়ে,
সেখানে স্ত্রী-প্রগতিই হোক
আর পুরুষ-প্রগতিই হোক
তা' যে অপগতি-সম্পন্ন,
তা' অতি নিশ্চয় ;

সেখানে স্ত্রী
পুরুষের পালনে, পোষণে তাচ্ছিল্যপরায়ণা,
আর, এই তাচ্ছিল্যপরায়ণতাই
ক'রে তোলে পুরুষকে—
পূরণ-প্রবণতায় শিথিল,
এর ভিতর-দিয়েই আসে
পারিবারিক সেবাবিমুখতা—
ব্যক্তিগত ও পারস্পরিকভাবে,
প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে সেবাপ্রাণ হয় না,
কেউ কা'রও অচ্ছেদ্য-স্বার্থ হ'য়ে ওঠে না—
শরীরে ও মনে,
থাকে একটা দায়িত্বে ভারাক্রান্ত
একঘেয়ে, অনিচ্ছুক, কষ্টসাধ্য বাধ্যবাধকতা,
যথেচ্ছাচারিণী, সেবাবিমুখ,
আত্মস্বার্থ-সন্ধিৎসু এমনতর স্ত্রীকেও
তা'র যা'-কিছু প্রয়োজনীয় লওয়াজিমা
সরবরাহ ক'রতে বাধ্য থাকা,
তা'র থেকে আপনা-আপনিই আসে
পুরুষের উপেক্ষা,—
এমন-কি, কাম-পরিচর্য্যাও হ'য়ে পড়ে

পুরুষের পক্ষে ভীতিসঙ্কুল,
সে মনে করে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম । ১৪৬৩ ।
২২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

মানুষ সাধারণতঃ
প্রবৃত্তি প্রত্যাশায় মূঢ় ও বধির হ'য়ে
অন্যের প্রতি যে কদর্য্য ব্যবহার করে—
তা'কে সে কদর্য্য ব'লেই
ধারণা ক'রতে পারে না,
যুক্তি ও বিবেচনা তদনুকূলেই
তা'র সজাগ থাকে—
তা' ন্যায্যই হোক আর অন্যায্যই হোক,
ঐ বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে চ'লতে থাকে
আর খুঁজতে থাকে তা'র পরিপোষক দল—
যা' দিয়ে ঐ ঈর্ষ্যা ও আক্রোশে
সম্বদ্ধ হ'য়ে
নিজের দাঁড়াকে বজায় রাখতে চায়,—
ক'রতেও চায় তেমনতর,
নেশা কাটলে তবে সে বুঝতে পারে—
তা'র সত্তা কী মূঢ়, ফাঁকা, তমসাচ্ছন্ন
হৃদয় নিয়ে বসবাস ক'রছে,
মরণেও যেন তা'র শান্তি নাই ;
বুঝে, ধারণাকে পরিশুদ্ধ ক'রে
তেমনতর চলন ছাড়া
এতে রেহাই কদাচিৎ মেলে । ১৪৬৪ ।
২২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৮-১৫

বিচ্ছিন্ন অঙ্গ

যা' সত্তায় সংস্থ হ'য়ে ওঠেনি—
সত্তা-সম্বৰ্দ্ধক ও পরিপোষণী হ'য়ে
পারস্পরিকতায়—অঙ্গাঙ্গীভাবে,
তা' উভয়েরই এমন মৃত্যুর আমন্ত্রক—
যা' জীবনের পক্ষে দুরত্যয়। ১৪৬৫।

২২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

প্রিয়কে ছেড়ে থাকতে না পারা,
তাঁ'র সংশ্রবশূন্য হ'তে না পারা,
নিজের স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রেও
দিয়ে বা ক'রে সুখী হওয়া,
তাঁ'র স্মৃতি সজাগ থাকা,
তাঁ'র সুখ বা সমৃদ্ধিতে তুষ্ট
ও গৌরবান্বিত হওয়া,
আপদে নিরাকরণ-উদ্যমী হওয়া
ও উদ্গ্রীব থাকা,
তাঁ'র স্বার্থান্বিত যা'—
তা'তে নিশ্চিন্ত না থাকতে পারা,—সচেষ্ট হওয়া,
তাঁ'র শুভচিন্তা,
তাঁ'র সমর্থন ও সংশুদ্ধিপ্রবণ থাকা,
সামান্যমাত্র পাওয়াতেও বিনীত কৃতজ্ঞতা—
উল্লাস, গৌরব, মহিমান্বিত বোধ,—
এই হ'চ্ছে প্রীতি বা অনুরাগের
মৌলিক লক্ষণ। ১৪৬৬।

২৩।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

পাপ, অন্যায় বা দুরিতকে
সহ্য ক'রতে পার কর,—
কিন্তু তাই ব'লে তা'দিগকে সমর্থন ক'রে
গুণিত ক'রে তুলো না—
নানা রকমারিতে,
তা'হ'লে নরক নারকীয় অভিযানে
সাবাড় ক'রতে থাকবে সবাইকে,
ঐ সমর্থন করাটা তুমি ভালই ভাব আর মন্দই ভাব—
নিঃশঙ্কচিত্তে ভালয় বেঁচে থাকা
আর চ'লবে না কিন্তু। ১৪৬৭।
২৩।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

নিজেকে পাপে খরচ ক'রে ফেলো না,
পুণ্যে প্রদীপ্ত হও—
আর প্রদীপ্ত ক'রে তোল সবাইকে—
যেখানে যেমন ক'রে
যে কায়দায় পার,
সুধী চাতুর্য্যে,
সে-দীপন তোমাকেও উদ্বর্দ্ধনে
দীপ্ত ক'রে তুলবে—জীবনে। ১৪৬৮।
২৬।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-৪৫

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী, পারস্পরিক-পরিপোষণী
সহযোগী আদান-প্রদানে
সক্রিয়ভাবে আদর্শসেবায়
কৃষ্টিকে পরিপালন ক'রে

ব্যষ্টি ও সমষ্টির যে সহজ উৎক্রমণ—
যা' বিহিত অর্থনৈতিক
ও অধ্যাত্ম-উৎকর্ষের ভিতর-দিয়ে
সহজ স্বতঃ-সুনিয়ন্ত্রিত
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উন্নতিকে
অবধারিত করে তোলে—
তা'ই হ'চ্ছে, আর্য্য সাম্য বা সঙ্ঘবাদের
মরকোচ বা বৈশিষ্ট্য। ১৪৬৯।

২৭।৫।১৯৪৯ সকাল ৮-১৫

সমাজতন্ত্র

আমার মনে হয়—
অবশ্য আমি মার্কস্‌বাদ কিছু জানি না—
আর, ভারতীয় সমাজতন্ত্রের কোন আব্‌ছা অভিব্যক্তিও
এর মধ্যে আছে কিনা তা'ও জানি না,—
তবে, আমাদের ধনিক বা শ্রমিক প্রশ্ন ছিল না,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়
ও বৃত্তিবিভাগ ছিল,
ধনিক-শ্রমিক ব'লে রকমারি ছিল না,
শ্রমিকও যে, ধনিকও সে;
একটা সম্প্রদায় ছিল বামুন অর্থাৎ বিপ্র—
যা'রা ছিল সমাজের শিক্ষক বা আচার্য্য—
যা'রা বর্ণ-বৈশিষ্ট্যানুপাতিক শিক্ষিত হ'য়ে উঠত
চিন্তা ও কর্ম্মে,
বিপ্রদের ছিল উঞ্ছবৃত্তি,
প্রীতি-অবদান ছিল পরম আদরের,

লোকজীবনই ছিল তাদের মূলধন—
যাঁ'দের অভ্যুদয়ই ছিল তাঁ'দের সম্পদ,
গবেষণা, শিক্ষা, মন্ত্রণা, বিধি-প্রণয়ন,
বিচার, উপদেশ ইত্যাদি—
ফল কথা, ইষ্ট ও পূর্ত্ত ছিল তা'দের
স্বভাবতঃ স্বতঃ-লোকচর্য্যা,—
দক্ষিণা ছিল মহিমান্বিত প্রাপ্তি ;
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ছিল তেমনতর
বিশিষ্ট গুচ্ছ,
গুচ্ছগুলি পরস্পর স্বতঃ-স্বার্থান্বিত ছিল,
তা'রা প্রত্যক্ষভাবে
ঋণী থাকত পরস্পর,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী হওয়া ছাড়া
পথ ছিল না ;
বামুনের হাতে মূলধন ছিল না—
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত চরিত্র ছাড়া,
কিন্তু প্রীতি ও সক্রিয় সেবার দ্বারা
সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে
সম্মানিত ও পূজার্হ হ'য়ে থাকত তা'রা,
এক-কথায়, সমস্ত সম্প্রদায়ের
সকল মানুষ, টাকা ও ঐশ্বর্য্যই ছিল তা'দেরই—
নিঃস্পৃহ অযাচিত পাওয়ায়
অনাসক্ত অধীশ্বর হ'য়ে ;
রাজা ও তা'র পরিষৎ বা সরকারের
কর্ত্তব্য ছিল—
বর্ণাশ্রম প্রতিপালিত হ'চ্ছে কিনা
বিহিতভাবে,—সেটা দেখা ;

তখন না ছিল দেশে চরিত্রের অভাব,
না ছিল সামর্থ্যের অভাব,
না ছিল অর্থের অভাব,
বা সম্পদ, পণ্য বা উৎপাদনের অভাব,—
যত সময় না ব্যক্তিগত বা দলগত
স্বার্থ-পরিকল্পনায় এটা বিপর্য্যস্ত হ'য়েছিল,
তা' হ'য়েও যে কঙ্কাল-কাঠামোটা
এতদিন এতটুকুও আছে—
তা' এর সুষ্ঠুত্বেরই নিদর্শন;
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সম্প্রদায়-স্বাতন্ত্র্য,
সমাজ-স্বাতন্ত্র্য, রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য সঙ্গতি লাভ ক'রে,
পারস্পরিক স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
স্বতঃই ঐক্যবদ্ধ হ'য়েছিল আদর্শে;
যা'তে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়—
কৃষ্টিতে, অন্তরে, বাহিরে,—
এমনতর পথগুলির উপর কড়া শাসন ছিল—
সাম্প্রদায়িকভাবে, সামাজিকভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে;
আর, ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য যা'তে পরিপুষ্ট হয়—
সেই-ই ছিল পোষণীয় নীতি—
তা' ঐ সামাজিক, সম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রিক—
প্রতিজীবনেরই;
প্রত্যেক বর্ণ তা'র কর্ম্মকলার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিল—
প্রজননের দিক দিয়ে তেমনি ছিল
ঐক্য-সম্বদ্ধ—অনুলোমক্রমে—
মস্তিষ্কে—শ্রমে—চরিত্রে;

প্রতিলোমকে লৌহহস্তে শাসন করা হ'ত,
প্রতিলোম
উন্নতিকে স্তব্ধ করে,
বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে,
কুপ্রজননকে ক্রমান্বয়ী ক'রে তোলে—
যা'তে মানুষের মস্তিষ্কের অভাব ঘটে,
স্নায়ু ও শরীরের অপকর্ষ হয়,
দুর্ব্বল প্রজননের উদ্ভব হয়,
সেই জন্য কোন বর্ণ-ই
এই বৈশিষ্ট্যধ্বংসী প্রতিলোমকে প্রশ্রয় দিত না,
আর, এর ব্যত্যয়ী যে
সে শুধু সাম্প্রদায়িক শাসনে প'ড়ত না,—
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনেও প'ড়ে যেত ;
যখনই রাষ্ট্রদায়িত্ব প্রতিব্যক্তিতে
সজাগ হ'য়ে উঠল—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির ধর্ম্ম, জীবন ও সম্পদ
রক্ষার ভিতর-দিয়ে—
তখন থেকেই কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরু হ'ল ;
তা'র আগে
যত বড় স্বাধীন ক'রেই দেওয়া যাক,
তোমার স্ব-এরই উদ্ভব হয়নি,
যে-স্ব তোমাতে জাগ্রত উদ্বোধনায়
তোমার সপারিপার্শ্বিক প্রতিটি নিজের
ধর্ম্ম, জীবন ও সম্বর্দ্ধনার সেবায়
প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
এই ভারতীয় সমাজতন্ত্র বা সম্প্রদায়তন্ত্র
বর্ণানুগ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণ দিয়ে

প্রগতি এবং প্রজননের উৎকর্ষী ব্যবস্থাও
যেমন ছাড়েনি,—
তেমনি আদর্শানুগ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
প্রতি-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ী সহযোগিতায়
পারিপার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক উন্নতিকেও
অবহেলা করেনি,
ভারতীয় সম্প্রদায়তন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ওটা
মস্ত বিশেষত্ব—
তা' যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে,
ব্যষ্টি-সমষ্টি নিয়ে,
তেমনি অন্তর্জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতেরও
উন্নতির দিক দিয়ে—ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ে ;
তা'রা চায় বেঁচে থেকে বাড়তে—
আদর্শে, ঐক্যে, সহযোগিতায়,
শ্রমে, অর্জ্জনে, আদানে-প্রদানে,
সুপরিবেষণে, সুব্যবস্থায় সুষ্ঠু ক'রে,
সবটাকে নিয়ে, সব দিক দিয়ে—
ব্যষ্টিকে সার্থক ক'রে সমষ্টিতে,
সবটাকে সার্থক ক'রে আদর্শ-চলনে—
কৃষ্টির পথে,
আর, যা'-কিছু সব সার্থক ক'রে সত্তায়,
ভূমায়িত ক'রে এক—অদ্বিতীয়ে ;
রাষ্ট্র ছিল এরই একটা দাঁড়া বা মঞ্চ—
যা'র বৈশিষ্ট্যই ছিল
এই নীতি বা দর্শনকে বাস্তব মূর্ত্তি দিয়ে
সুব্যবস্থা ও সুশাসনে প্রতিটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে সুসঙ্গত ক'রে,

সহজ স্বতঃ-সহযোগিতায়
তা'র অনুক্রমণী সুপরিবেষণে
প্রত্যেককে তা'র নিজ বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণী ক'রে,
বৈশিষ্ট্যমাফিক পরস্পরের পরিপোষণী হ'য়ে
কৃষ্টিচর্য্যায় অন্তর এবং বহির্জগতের সঙ্গতিসহকারে
উন্নতিতে অবাধ ক'রে তোলা—
বাঁচায়, বাড়ায়, সম্পদে,
শিক্ষায়, শ্রমে, উপচয়ী উৎপাদনে,
অর্জ্জনে, সমৃদ্ধ প্রজননে—
সর্ব্বতোমুখী ক'রে ;
রাষ্ট্রের ক্রীতদাস হ'য়ে
কা'রও থাকা লাগত না,
রাষ্ট্র ছিল গণসেবী শাসক,
আর, সমাজ ও রাষ্ট্রে তো দূরের কথা—
কোন সম্প্রদায়ের কোথাও
বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী সেবা
এতটুকু অবজ্ঞাত হ'লেও কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত,
লোকমত—সম্প্রদায়
সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন-সমৃদ্ধ হ'য়ে
শাসন ক'রত—নিয়ন্ত্রিত ক'রত—
ঐ মঞ্চাধিনায়কদিগকে—
যথাবিহিত যেখানে যেমন প্রয়োজন,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির গায়ে যা'তে একটা
আঁচড়ও না লাগে
এমনতর সতর্ক চক্ষু ও ধী নিয়ে,
ছোটকে বড় করার অভিযানে—

জন্মে, কৃষ্টিতে, অর্জ্জনে,
শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, প্রতিভায়,
শ্রম ও সেবা-সৌকর্য্যে,
উপচয়ী উৎপাদনে,
যথাপ্রয়োজন সাম্য-পরিবেষণে ;
মূর্ত্ত আদর্শে
সক্রিয় আত্মনিয়োগ ক'রেছেন যাঁ'রা—
যাঁ'দের চরিত্র-চলনে স্ফূর্ত্ত, জীবন্ত হ'য়ে থাকত
আদর্শ, কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সেবা,—
হাতেকলমে, চিন্তাচলনে, বাস্তব প্রজ্ঞায়,
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রসেবায় যাঁ'রা দক্ষ—
তাঁ'রাই তাঁ'দের গুণক্রমপর্য্যায়ে
পুরোধ্যাসীর আসনে
সব সময়েই
কার্য্যকরী চলনে আসীন থাকতেন,
যাঁ'দের চরিত্রে চরিত্রবান্ হ'য়ে উঠত গণসমূহ,
যাঁ'দের দীপন-চরিত্রে দীপ্ত হ'য়ে উঠত
প্রতিলোকচক্ষু—
আপন-আপন বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে,
কেন্দ্রীয় মঞ্চে যেখানে যখনই
কোন যোগ্যতার অভাব হ'ত—
নিষ্ঠার অভাব হ'য়ে উঠত—
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় পুরোধ্যাসীর
আসন থেকে
স্বতঃ-অনুবর্ত্তিতায় তাঁ'দেরই কেউ
সেই স্থানকে পরিপূর্ণ ক'রতেন—
আরো দক্ষতার সাথে, তড়িৎ-সক্রিয়তায়—

যা'তে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে,—
তীক্ষ্ণ-চক্ষু, সতর্ক-সন্ধিৎসা
হৃদয়ঢালা সক্রিয় সহযোগিতার সহিত
সেই আসনকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে ;
পরবর্ত্তী যিনি
সঙ্গে-সঙ্গে
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রই হোক—
তা'রই পুরোধ্যাসী পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে
অভিদীপ্তির সহিত তা'রই পরিচালনা ক'রতেন—
অসাধু উদ্যমকে তা'র পরিবেশেই
নিরুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে—
পারস্পরিক লোকসংহতির
সুবিন্যাসী পরিশাসনে,
কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থকে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণ-পরতন্ত্রী ক'রে তোলাই ছিল
সম্প্রদায়, সমাজ
ও রাষ্ট্রের কল্যাণ-উৎস্রজী স্বার্থ,
তাই, অসাধু যা'
প্রত্যক্ষভাবে তা' নিরোধ করা,
সুশাসনে বিন্যাস করা—
প্রত্যেকেরই মুখ্য স্বার্থ ব'লে বোধ ক'রত
প্রত্যেকে ;—
ফলে, না ছিল ভয়—
ছিল না বিসম্বাদ—
ছিল না বিপাক বিধ্বস্তি—
ছিল না দারিদ্র্য,

অকালমৃত্যু, কুপ্রজনন,
কুৎসিত সমৃদ্ধি—
কদাচার-প্রবঞ্চনাক্লিষ্ট আততায়ী অনুধাবন—
কি অন্তরে—কি বাহিরে। ১৪৭০।
২৮।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

চরিত্র তা'ই যা' চলনে
ফুটে ওঠে—
ও চারিয়ে যায় পরিবেশে। ১৪৭১।
২৮।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

পুরুষের মতন স্ত্রীর
কিংবা স্ত্রীর মতন পুরুষের
সমান অধিকারের পরিকল্পনা
আর্য্য-ভারতীয়দের কোনদিন
মনে উঠেছিল কিনা জানি না,
কারণ, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বিভিন্নত্ব—
তা'র জন্মগত, পরিবর্দ্ধনী বিশেষত্ব নিয়ে
মনীষিগণের প্রত্যয়ীভূত ছিল—
বাস্তব বিজ্ঞ দর্শনে;
তাই, পুরুষের বৈশিষ্ট্যে পুরুষ যেমন মহীয়ান্,
নারীর বৈশিষ্ট্যে নারীও তেমনি
মহীয়সী—লোকশ্রদ্ধার্হা,
আর, কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তি-প্রকৃতি
উভয়ের পরিপোষণী ও পরিপূরণী হ'য়ে—
যে পূত পরিণয় হ'ত—
তা'তে নারী ও পুরুষ মিলে
একটা পূর্ণাঙ্গ অবস্থিতি ব'লেই

ধারণা ক'রে নিতেন তাঁ'রা;
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উভয়ে
উভয়ের পরিপূরণী ও পরিপোষণী
স্বতঃ-উৎফুল্ল উৎসারণায়
সক্রিয় সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায়, চলনে
চরিত্রে ফুটে উঠত তা';
তাই, নারী পুরুষকে ভাবত স্বামী—
অর্থাৎ, আমার অস্তিত্ব,
আর, পুরুষ মনে ক'রত
নারীকে তা'র স্ত্রী
অর্থাৎ, প্রবৃদ্ধিপোষণী সত্তা—
তা' সব দিক দিয়ে;
এর পূর্ণ-সংস্থিতি কল্যাণ-প্রসারিণী হ'য়ে
একদিন সৎ ও সতী জলুসে
দুনিয়াকে দীপ্ত ক'রে তুলেছিল—
যা' হয়তো পরবর্ত্তী যুগে
অপপ্রসার-স্বরূপ এসে দাঁড়িয়েছিল
স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সতীদাহী পরিণামে—
মূঢ় জীবনহীন তাৎপর্য্য-অনুসরণে;
এটা হ'ল কেন?
দ্রষ্টাপুরুষ, প্রবীণ নিয়ন্তা—
যাঁ'রা সমাজকে চালিয়ে নিয়ে যেতেন—
তাঁ'দের অভাব যতই অন্ধকারের মতন
ক্রমাগতই এগিয়ে আসতে লাগল—
অবজ্ঞাত হ'য়ে—অপরিপোষিত হ'য়ে,
—অনুৎসাহিত হ'য়ে,

ততই স্বার্থ-সন্ধিক্ষু বৃত্তি-স্বার্থান্ধদের
ছলভরা চলন-কৌশল
বিস্তার লাভ ক'রতে লাগল নিয়ন্তৃমঞ্চে ;
তখনও ব্যভিচার ছিল ঘৃণ্য,
পত্যন্তর ছিল অভাবনীয়—
প্রায়শ্চিত্তার্হ দুঃস্বপ্ন,
নারী নিজে ছিল তা'র বিধায়িত্রী—
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, কলায়—
গৃহস্থালী থেকে কূটচাতুর্য্যে পর্য্যন্ত,
বহু নারী এমনতর অদ্বিতীয় ছিলেন,
বহু যুগের তপস্যাও
তা'দের অনুকল্প সংঘটন ক'রতে পারে কিনা—
বাস্তব বিদ্যায়,—
তা' সন্দেহের । ১৪৭২ ।
২৮।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩০

বিবেচনা নিয়ে অভ্যাস—
তা'তেই জ্ঞানের অধ্যাস। ১৪৭৩ ।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৬-১৫

ব্যক্তি, ব্যাপার বা বিষয়কে
এমনতর উদ্বোধনার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা—
যা'তে স্বতঃ-উৎসারণায় তা'রা
তোমার উদ্দেশ্যপূরণী না হ'য়ে
থাকতে পারে না,
আর, এমনতর কুশল-কৌশলী কথাবার্ত্তা

বা ব্যবহারের পরিবেষণ
যা'র যেমন তীক্ষ্ণ আর ত্বরিত—
ধী ও কর্ম্মে সে তেমন চতুর। ১৪৭৪।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

প্রীতির নেশায় ভ্রান্তি কমে,
বৃত্তিরাগও তেমনি দমে। ১৪৭৫।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৪০

বুঝ আছে প্রীতি নাই—
ভুল পেছু নেয় সর্ব্বদাই। ১৪৭৬।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

অনুরাগে করলে নাম
আপনিই আসে প্রাণায়াম। ১৪৭৭।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৯

জন্মে, কর্ম্মে, ধী'তে যাঁ'রা শ্রেয়—
তাঁ'দের প্রতি অচ্যুত অনুরাগে—
তা' যেমনই হোক না কেন,—
চরিত্র যদি তা'তে অনুরঞ্জিত হয়—
শ্রেয়কেই প্রসব করে। ১৪৭৮।
২৯।৫।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

যে-ব্যবস্থিতির অনুসরণে জন্ম, কর্ম্ম ও ধী
উচ্ছল সৌষ্ঠবে পুষ্টিলাভ ক'রে
বৈধানিক বৈশিষ্ট্যের অনুশীলনে
এমনতর তীক্ষ্ণতর হ'য়ে ওঠে—

যা'তে সূক্ষ্মতম সংঘটনকেও
ধারণায় এনে
তা'র সার্থক সমাবেশে
প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে,—
বেদদ্রষ্টা হ'য়ে উঠতে পারে,—
সেই ব্যবস্থিতির সঙ্কলন যা'তে
তা-ই কিন্তু সংহিতা। ১৪৭৯।
২৯।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২-১৫

আমি বলি, যদি চাও
কাম বা লোভকে উপভোগ কর,
লক্ষ্য রেখো, সেই উপভোগ যেন
সত্তা-পরিপোষক হয়—
জননে, জীবনে, মস্তিষ্কে,
স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণী ক'রে। ১৪৮০।
২৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

তোমার জীবন
জনে বিস্তার লাভ করুক,
জনস্বার্থ তোমার জীবনস্বার্থকে
উৎসারণশীল ক'রে তুলুক,
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
সমষ্টি-ব্যক্তিত্বের প্রতীক হ'য়ে
প্রতি-ব্যষ্টিকে প্রতিটির মতন ক'রে
উদ্বর্দ্ধন-মুখর ক'রে তুলুক—
পরিপোষণে, পরিবর্দ্ধনে, পরিরক্ষণে;

সার্থক হোক তোমার জীবন,
সার্থক হোক তোমার বৃদ্ধি। ১৪৮১।
২৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩৫

এমন কিছু ক'রো না যা'তে
তোমার নিজের বংশ-বৈশিষ্ট্যের
অপলাপ হয়—
আর অন্যেও নাকাঁড়া হ'য়ে
নিকেশ পায়;
তা'তে তোমারও সর্ব্বনাশ,
অন্যেরও সর্ব্বনাশ। ১৪৮২।
২৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪০

চরিত্রহীন শিক্ষক
ছাত্রের জীবনের ভক্ষক। ১৪৮৩।
৩০।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২০

গবেষণাশীলতার কতকগুলি
চরিত্রগত লক্ষণ আছে, যথা—
শ্রদ্ধাশীলতা, উন্মুখতা, অনুসন্ধিৎসা,
অনুশীলন-প্রবণতা,
প্রণিধানপরতা, নিরন্তরতা,
নিশ্চয়ী তৎপরতা,
উদ্দেশ্যানুধাবকতা, বিবেচনা-প্রবণতা,
সংযম, সুচরিত্র,
আর, শরীর ও মনের সমঞ্জস সুস্বাস্থ্য। ১৪৮৪।
৩১।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩

নিরন্তরতার সাথে
সন্ধিৎসু-দৃষ্টি না থাকলে
সন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হয় কম। ১৪৮৫।
১।৬।১৯৪৯, সকাল ৫-৪৫

যা' অর্জ্জন ক'রবে—
বৈশিষ্ট্যানুগ হ'য়ে
সত্তাকে যদি তা' স্পর্শ করে
সার্থক-সত্ত্ব হ'য়ে—
তপঃ-উৎসারণায়,—
তা' সাধারণতঃই সত্তায়
সত্ত্ব লাভ ক'রে থাকে,
আরও তা' তেমনতরই
জননে সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে সাধারণতঃ—
বৈশিষ্ট্যের
সংগঠনী দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে,
উৎকর্ষেও চলে তেমনি,
আর, এর বিরুদ্ধ চলনে
অপকর্ষ হ'য়ে ওঠে
অনিবার্য্য। ১৪৮৬।
১।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

শ্রেষ্ঠই হোক, প্রিয়ই হোক
আর বান্ধব, স্বজনই হোক না কেন—
তা'র বিষয়ে যখন
দোষ দেখার প্রবৃত্তি
উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে তোমার—

আত্মস্বার্থসন্ধিক্ষুতায়
বা কা'রও সহযোগিতায় দাঁড়িয়ে,
অথচ ওর কারণ নিরূপণ ক'রবার
প্রবৃত্তি নিতান্তই মন্দ,—
নিরাকরণ-প্রবৃত্তি তাচ্ছিল্য-তৎপর,—
ঐ প্রেষ্ঠ, প্রিয়, বান্ধব বা স্বজনের সংসর্গে
তোমার সুফল আশা কম—
তা' যত শ্রেয়ই হোক না;
সেখান হ'তে একটু দূরে থেকে
সংশ্রব রাখাই তোমার পক্ষে ভাল
যদি ভালই চাও—
যতদিন না ঐ দোষদৃষ্টি
অর্থ নিয়ে নিরাকৃত হ'চ্ছে তোমাতে,
যদিও তুমি প্রেয় যা'র—তা'র পক্ষে
এটা দুর্ব্বহও হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, তা'র সঙ্গে
তা'কে নন্দিত রাখার
সক্রিয় দায়িত্ব নিয়ে চলাও কিন্তু
তোমার পক্ষে মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক। ১৪৮৭।

১।৬।১৯৪৯, বিকাল ৫-৩০

প্রত্যেক বস্তু, ব্যাপার বা বিষয়
যে অন্তর্নিহিত মরকোচ নিয়ে
বা জীবন-প্রেরণা নিয়ে
সঞ্চালিত, প্রগতিপন্ন—
সেই মরকোচই হ'চ্ছে তা'র তত্ত্ব। ১৪৮৮।

২।৬।১৯৪৯, বেলা ১১-৩০

নিজের চরিত্র-ব্যবহারে
মানুষকে আকৃষ্ট ক'রে তুলতে হয়,
আর, যে যেমনতর আকৃষ্ট,—
তা'কে তেমনতর ক'রেই সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়—
ক্রমোৎসারী চলনে,
তা'তে সেও বুঝতে পারে,
নিজের্ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। ১৪৮৯।
৩|৬|১৯৪৯, সকাল ৭-৫০

ঈশ্বর তোমাদিগকে
ভালবাসার অভিধ্যানেই সৃষ্টি ক'রেছেন,
ভালবাসা তোমাদের অন্তরে
জন্মগতভাবেই অন্তর্নিহিত;
যে-ই হোক না কেন
আর যা'-ই হোক না কেন—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনের অন্তরায়ী যা'
তা'র নিরোধ ক'রে
ভালবাসায় অঢেল ক'রে দাও তা'কে,
আচারে, ব্যবহারে, সেবায়,
সাহচর্য্যে, চাউনিতে,
কথায়, হাসিতে,
বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক তোমার ভালবাসা,
সেই বিচ্ছুরণে
অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক সবাই—
আকৃষ্ট হ'য়ে উঠুক তোমাতে অচ্যুতভাবে,
আর, সেই আকৃষ্ট হৃদয়গুলি
তাঁ'র আকর্ষণে

উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক
তোমার ভিতর-দিয়ে,
জলুস স্মিত-জ্বলনে সবাইকে
দীপক ক'রে তুলুক,
তুমি বিভোর হ'য়ে থাক তাঁ'তে,
বিধৃত হোক সবাই—তোমাতে। ১৪৯০।

৩।৬।১৯৪৯, সকাল ৮টা

যে-কর্ম্ম বা কর্ম্মফল
নিজের অবস্থান ও পরিস্থিতির ভিতর
অসহযোগ সৃষ্টি ক'রে
ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলতাকে উপস্থাপিত করে
তা' কিন্তু বিপাক ও বিনাশের আমন্ত্রক
প্রায়শঃই.
তাই, সহযোগ ও শৃঙ্খলায় লক্ষ্য রেখে
যত পার তা'কে
সু-এ বিন্যস্ত ক'রে চ'লতে
ত্রুটি ক'রো না। ১৪৯১।

৫।৬।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

লোকলিপ্সা ঘুচলো যত
স্থবিরত্বে ঢুকলি তত। ১৪৯২।

৫।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৭-৩০

প্রবৃত্তির চাহিদা
পরিস্থিতির সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
আপূরণী প্রতীক্ষায় সঞ্চরণশীল হ'য়ে
আদানে-প্রদানে

সংঘাত ও স্বস্তির ভিতর-দিয়ে
পরিকল্পনা-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
পাওয়া না-পাওয়ার ফাঁদের ভিতর-দিয়ে,
সেগুলি যা'র সক্রিয়তার সহিত
যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থক সমাবেশে চ'লতে থাকে
একটা উদগ্র ক্ষুধা নিয়ে—
জীবন তা'র বিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
মূর্ত্তিলাভ ক'রতে থাকে তেমনতর ;
যেমনতর আবেগ নিয়ে
যে চলন্ত-হ'য়ে চলে—
তেমনি ক'রেই তা'র চাহিদার ভিতর-দিয়ে
বিবর্ত্তনও চ'লতে থাকে সক্রিয় চলনে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রতে-ক'রতে—
উপযোগী বৈধানিক সঙ্গতি নিয়ে ;
এমনি ক'রেই ব্যক্তিই হোক
আর দুনিয়াই হোক,—
উত্থানেই হোক আর পতনেই হোক,—
বিবর্ত্তনে চ'লতে থাকে ;—
আর্য্যকৃষ্টি এই বিবর্ত্তনের
একটা প্রাজ্ঞ সুপরিকল্পিত পথ—

উত্থানে—অনন্ত স্নানে। ১৪৯৩।
৬।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৪৫

তুমি আচার্য্যের কাছে দীক্ষিত হ'য়ে
নিয়ম গ্রহণ ক'রে

নিয়মিতভাবে নাম জপ কর—
তা'র সার্থক চিন্তা নিয়ে,
চিন্তা ক'রতে থাক আজ্ঞাচক্রে—
তোমার মস্তিষ্কের পাদদেশে,
সে-নাম বীজমন্ত্র হ'লে ভাল হয়,
আর, সৎনাম হ'লে আরও ভাল হয় ;
সৎনাম মানেই হ'চ্ছে—
যে-শব্দ নিয়ে সত্ত্বকে
আলোড়িত ক'রতে থাকলে
অর্থাৎ, জপ ক'রতে থাকলে—
তা'র অর্থচিন্তা-সহ
সেই শব্দের অনুপ্রসূ
এমনতর কম্পন সৃষ্টি করে—
বৈধানিক সংস্থিতির সহিত মনে,—
যা'তে অন্তর্নিহিত জীবন-কম্পনকে
ক্রমপদবিক্ষেপে
উৎফুল্ল ক'রে তোলে,
তা'র কোষগুলি একটা
উদাত্ত সক্রিয়তায় চ'লতে থাকে—
প্রভূত জীবন-সম্বেগে ;
এই নাম জপ ক'রতে থাক,
সাথে-সাথে গুরু বা ইষ্টতে
সক্রিয় সেবা-সম্বেগ নিয়ে
অনুরাগ যা'তে বাড়ে
এমনতর রকমের ভিতর-দিয়ে
চিন্তা ও চরিত্রচর্য্যা ক'রতে থাক—
উপযুক্ত জীবনবৃদ্ধিদ শরীরচর্য্যারি সাথে ;

তা'তে তোমার মানসিক ও শারীরিক সংস্থিতিও
ক্রমশঃ কেন্দ্রায়িত হ'তে থাকবে,
আর, বিন্যস্ত হ'তে থাকবে সার্থক সমন্বয়ে—
ইষ্টানুগ আত্মবিশ্লেষণ
ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে ;
মনে রেখো ঠিকভাবে—
এই অনুরাগ যেন অচ্যুতভাবে
সক্রিয়তায় জেগেই থাকে তোমাতে,
এইভাবে কেন্দ্রায়িত না হ'লে
তোমার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত বিবর্ত্তন
সুষ্ঠু সঙ্গতিতে—
চিৎকণিকার সংস্থিতি নিয়ে
বাস্তব হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
আর, অনুভূতিগুলিও বিচ্ছিন্ন
ও বিকৃত চলনে চ'লতে থাকবে ;
আবার, এই আবেগ
যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে
আকৃষ্ট অনুরাগে—
প্রাণায়াম ততই স্বতঃ হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
এমনি ক'রতে-ক'রতে তোমার মস্তিষ্কের
কোষগুলির মর্ম্মস্থল উল্লসিত ক'রে
ক্রমশঃ শব্দের আবির্ভাব হ'তে থাকবে—
তপস্যার তপঃ-প্রভাবে,
সেই শব্দে নিবিড়ভাবে
তোমার মনকে লাগিয়ে
দক্ষিণবাহিনী যে-শব্দ—
তা'কে অনুসরণ ক'রতে থাক—

তা'র ক্রম-আবির্ভাবকে,স্তরে-স্তরে ;
কিন্তু এর সাথে আরও যেন মনে থাকে,
তোমার চিন্তা ও চলনকে
এমন ক'রে অন্বিত ক'রে তুলতে হবে—
যা'তে ভাবা, বলা ও করার ভিতর
একটা ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্য থাকে,—
চরিত্রকে উৎকর্ষী চলনে চালু রেখে—
গুরু বা ইষ্টকে বাহ্যতঃ
ও আন্তরিকতায় কেন্দ্র ক'রে এমনতরভাবে—
যেন তোমার ভিতর তিনি
তাঁ'র মত ক'রে ভাবছেন, ব'লছেন,
চ'লছেন, ক'রছেন,
তোমার চিন্তা, চলন, করণ—
তাঁ'র প্রতি অনুরাগোচ্ছল
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সেবাপ্রাণতার প্রতিক্রিয়া-মাত্র ;
তুমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী ;
এর ভিতর-দিয়েই
একটা সুষ্ঠু সংশ্রয়ে
বৈধানিক সুষ্ঠু উদ্‌গম
ক্রমিকতায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
বাস্তব পরিণতি লাভ ক'রতে থাকে
অর্থাৎ, মেধার উদ্‌গম হ'তে থাকে ;
আর, এই শব্দ অনুসরণের সময় মনে ভেবো—
তোমার ইষ্টের শব্দায়িত মূর্ত্তিকেই অনুসরণ ক'রছ—
একটা অনুসন্ধানী আবেগ নিয়ে ;
এমনি ক'রতে ক'রতে তোমার অন্তর্নিহিত
মস্তিষ্ক ও তদনুপাতিক শারীরিক কোষগুলি

এমনতর সম্বন্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে—
যা'তে তুমি
সূক্ষ্মতম সাড়া ও ধৃতি
যা'-কিছু তোমার ভিতর আবির্ভূত হয়—
তা' বোধ ক'রতে পারবে,
বুঝতে পারবে এবং ধ'রতে পারবে,
আর, আবির্ভূত হবে অনেক মরকোচ
যা' হ'তে তোমার প্রত্যয় ও প্রণিধান
সুষ্ঠু ও সম্বুদ্ধ হ'য়ে ক্রমপর্য্যায়ে
উন্নত হ'তে থাকবে,
আর, এরই ভিতর-দিয়ে আসবে দর্শন,
আসবে সমাধি, আসবে প্রজ্ঞা ;
আর, তা'রই আরতির ভিতর-দিয়ে
ফুটে উঠবে তোমার চেতন-সমুত্থান,
পাবে তৃপ্তি, পাবে শান্তি,
পাবে কৈবল্যের কলস্রোতা মুক্ত অভিযান। ১৪৯৪।
৭।৬।১৯৪৯, সকাল ৮-৫০

বচন, ব্যবহার ও রকম
অন্তরেরই অনুমাপন। ১৪৯৫।
৮।৬।১৯৪৯, সকাল ৭টা

তুমি যত বড় বা ছোট'র
আওতায় থাক না কেন,—
সেই রক্ষণাবেক্ষণে যতই
পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হও না কেন,—
স্বার্থসন্ধিক্ষু আত্মশ্লাঘী, হাম্‌বড়ায়ী
হীনম্মন্যতা নিহিত থাকলে তোমাতে,—

তা' যখন যেমনরূপেই চলুক না,—
আশ্রয়দাতা যে তোমার
তা'তে সশ্রদ্ধ সেবাস্বার্থী কমই তুমি,
দোষদৃষ্টি, নিন্দক-দুর্ব্বাক্য ও অকৃতজ্ঞতা
প্রতিপদাক্ষেপেই তোমাকে অনুসরণ করে,
বিবেকের আসনে তা'রাই তোমার
পরম উপদেষ্টা,
শ্রদ্ধাবনত হওয়া তোমার পক্ষে
একটা দিগ্‌দারী মাত্র,
বিপাক ও বিধ্বস্তির উত্তেজনা
কি তোমাকে ছাড়তে পারে? ১৪৯৬।

৮।৬।১৯৪৯, সকাল ৭-২৫

অনুতাপের পথেও যদি কেউ
আত্মসমর্থনী অনুশোচনার
অভিব্যক্তি নিয়ে চলে—
বুঝতে হবে, সে-অনুতাপ
তা'র অন্তস্তল ভেদ ক'রে
বিশ্লেষণ ও সামঞ্জস্যের পরিপোষণে
উদ্‌গত হ'য়ে উঠেনি,
ওটা তখনও তা'র
বাহ্যিক সংঘাতকে এড়িয়ে চলার
বাহানা-মাত্র। ১৪৯৭।

৮।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

যখন যেটা ক'রবে
তা' সম্যকভাবে ক'রবে,

যথাবিহিত সরঞ্জাম নিয়ে—
প্রস্তুত হ'য়ে,
বিষয়ান্তর যেন তোমাকে
বিচ্ছিন্ন ক'রতে না পারে ;
এমনি করাটাই কিন্তু যোগবাহী,
আর, সুকৌশল তা'র সাথিয়া । ১৪৯৮ ।

৮।৬।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

তুমি যতই মনে কর
প্রবৃত্তি তোমার আওতায় এসেছে,
আর, যতই বল না কেন তা',—
তোমার প্রবৃত্তিসঞ্জাত, স্বার্থসন্ধিক্ষু,
হামবড়ায়ী হীনম্মন্য অহং
সংঘাত পেয়ে কী রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে—
তা-ই দেখে তুমি টের পাবে—
তোমার প্রবৃত্তির উপর তোমার আধিপত্য
কতখানি বিস্তার লাভ ক'রেছে—
আর, সেই হ'চ্ছে তা'র বাস্তব পরখ ;
যদি নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চাও নিজেকে—
ঐ পরখটাকে বাতিল ক'রে তা' হবে না কিন্তু,
চাও তো বুঝে দেখ—
আর বুঝে চল তেমনি । ১৪৯৯ ।

৮।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

হুল নাই এমনতর মাছিই
সাধারণতঃ বীজাণুবাহী বেশী,
ব্যাধিকে তা'রাই লোকজীবনে

পরিবেষণ ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
যা'দের হুল আছে—তা'র সদ্ব্যবহার
তা'রা ক'রে থাকে সাধারণতঃ—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়-নিরোধে ;
তাই, বীজাণুবাহী হওয়ার চাইতে
হুলওয়ালা হওয়া বরং ভাল—
যদি সে-হুল ব্যবহৃত হয়—
সপারিপার্শ্বিক সত্তাহননী যা'-কিছু
তা'র নিরাকরণে ;
শুনেছি—দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছিলেন
একটা সাপের উপলক্ষে—
"হিংসা ক'রতেই যেন নিষেধ ক'রেছি,
তাই ব'লে ফোঁস্ ক'রতেও কি নিষেধ ক'রেছি—
জীবন-সংশয় ক'রে তোলে যা'রা
তা'দের দিকে ?" ১৫০০ ।
৯।৬।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

যত থাকবে অটুট টানে
বলও পাবে তেমনি প্রাণে। ১৫০১ ।
১০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

রকম-সকম হাল
দেখে হবি ওয়াকিবহাল। ১৫০২ ।
১১।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩০

মানুষ যা' ব্যবহার ক'রে উপকৃত হয়—
অথচ তা'র সৌষ্ঠব ও সুস্থির উপর
নজর রাখে না—

খিদ্‌মৎ করে না তা'র,—
অচিরেই সে বঞ্চিত হয় তা' হ'তে। ১৫০৩।
১১।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩৫

যে-স্ত্রী স্বামীর স্বার্থের দিকে নজর রেখে
তা'কে উপচয়ী পরিচর্য্যা করে না,
সেবায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলার আবেগ
যা'র মরা নদীর মত,
স্বামীর যা'-কিছু নিজের ব'লে
মনে করা দূরের কথা—
আচারে, ব্যবহারে, বচনে, সেবায়
তা'কে দলিত ক'রে
বা তা'র প্রতি কুব্যবহার ক'রে
নিকেশ ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না,
নিজের প্রয়োজন-পূরণ, চাহিদা ও প্রাপ্তি
যতই উদ্দাম হ'য়ে চলুক না কেন—
তা' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে করে,
আত্মসমর্থনে স্বামীর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
লহমায় পদদলিত ক'রতে
একটু বেদনাও বোধ হয় না,
হীনম্মন্য হামবড়াইকে
স্বার্থসন্ধিক্ষু ক'রে চলাটাকেই
যে বড়লোকী-চলন ব'লে মনে করে,
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে না স্বামীর সব-কিছু পরিপালনে,
সহ্য, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও অবনতির
স্পৃহা ও চেষ্টা

ছানি-পড়া চোখের মতন
সন্তর্পিত চলনে বে-সামাল হ'য়ে চলে,
কাম-উপভোগকেই মনে করে আত্মদান—
আর তা'র বিনিময়েই তা'র
প্রয়োজন-পূরণের দাসখতী দাবী—
যদিও ঐ উপভোগ উভয়েরই,—
সহজ কথায়, সে পত্নী নয়কো,
পালিনী নয়কো,
বরং রক্ষিতা—পরাঙ্গভুক্ পরগাছা। ১৫০৪।
১১।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫০

প্রত্যক্ষভাবেই হোক
আর পরোক্ষভাবেই হোক,—
আলস্য ও অযোগ্যতাকে
যা' ইন্ধন জোগায় তাই-ই দুর্নীতি,—
যা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে শোষণ ক'রে
দুঃস্থ ক'রে তোলে। ১৫০৫।
১১।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৪৫

তুমি যা'র প্রতি যেমন অবিবেচক হবে—
তা'র বিবেচনাও তোমার প্রতি
তেমনি অন্ধ ও বধির হ'য়ে চ'লবে কিন্তু,
তাই, সাধ্যমত কা'রও প্রতি
অবিবেচনা ক'রো না,
অবিবেচনার লাঞ্ছনা হ'তে
অনেকখানি এড়িয়ে থাকতে পারবে ;
তুমি ধর্ম্মনেতাই হও,—

রাষ্ট্রনেতাই হও,—
কূটনীতিজ্ঞই হও—
বা যে-কোন নীতির নৈতিকতা নিয়ে
তুমি চলন্ত থাক না কেন,—
তোমার বাক্-চাতুর্য্য, ব্যবহার-চাতুর্য্য,
রকম-সকম যদি মানুষের কাছে
নির্বিরোধ, মনোমুগ্ধকর,
সজাগ হৃৎ-জয়ী না হ'য়ে
খোঁচামারা, বিরক্তিকর, মূঢ়,
ন্যক্কারজনক হয়,—
যতই তুমি দক্ষ হও না—
কুশল কর্ম্মতান্ত্রিকতার মতবাদ নিয়ে
যতই নীতিকথার অবতারণা কর না কেন,—
অকৃতকার্য্যতা লেলিহান দৃষ্টিতে
তোমাকে অনুসরণ ক'রবেই কি ক'রবে,
অন্তরে তোমার লোকলিপ্সা
যতই থাকুক না কেন—
তুমি লোকসহবাসের উপযুক্ততা
তখনও লাভ করনি,
যতই তুমি সাধু-উদ্দেশ্য-তৎপর হও না কেন,—
লোকরঞ্জনায় সফল-উদ্দেশ্য হওয়া
তোমার পক্ষে দুষ্কর ;
তাই, যদি সুফলে সফলই হ'তে চাও—
দৃঢ়হস্তে ঐ কদভ্যাসগুলি সংযত ক'রে
সুবিন্যস্ত ক'রে তোল,
তোমার বাক্, ব্যবহার, রকমকে
এমনতর জীবনীয় ও চলন্ত ক'রে তোল—

যা'তে তোমার লোকলিপ্সা মুগ্ধ-তাৎপর্য্যে
মুগ্ধ ক'রে তোলে তোমার পরিবেশকে—
তোমার সংসর্গে ;
নয়তো, তোমার সরল আপ্রাণতা
অন্ধ বা বধিরের মতন হাতড়ে-হাতড়ে
হয়রাণে অবশ হ'য়ে প'ড়বে ;
বলছি আমি—তুমি পারবে না,
তোমাকেও বঞ্চিত ক'রবে,
আর, যা'র জন্য যা'-কিছু ক'রছ—
তা'কেও বঞ্চিত ক'রবে,
আরও বঞ্চিত হবে তোমার পরিবেশ—
হতাশ, সংক্ষুব্ধ বিক্ষোভে। ১৫০৬।
১৩|৬|১৯৪৯, বিকাল ৫-২০

প্রীতি যেখানে প্রভুত্ব করে—
কুৎসা, দোষদর্শিতা ও কুবাক্য-প্রয়োগপ্রবৃত্তি
সেখানে মুহ্যমান ও অবসন্ন হ'য়েই থাকে। ১৫০৭।
১৪|৬|১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

শ্রদ্ধা যেখানে নাই,—
সন্ধিৎসা সেখানে অন্ধ,
ধারণাও অপরিশুদ্ধ সেখানে—
ভ্রান্তি-আদৃত,
অবজ্ঞা ও অজ্ঞতাই সেখানে শাসক ও বিচারক। ১৫০৮।
১৪|৬|১৯৪৯, সকাল ৯-২০

কুৎসিত চরিত্র
হামবড়ায়ী মূর্খতার আসনে অধিষ্ঠিত । ১৫০৯ ।
১৪।৬।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ মন স্বভাবতঃই
যেমন উচ্ছৃঙ্খল,—
বিশৃঙ্খলও তেমনি,
অলীক কল্পনা তা'র কাছে বাস্তব ধারণা,
তা'র দৃষ্টি ও চিন্তা-ভঙ্গীও তদনুকূল,
দাম্ভিক শ্রদ্ধাহীনতা তা'র চরিত্রগত লক্ষণ,
আত্মম্ভরী নারকীয় অনুবৃত্তি জীবনে তা'র
পর্য্যায়ী প্রতিক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকে,
এই দেখে বুঝে নিও,—
ব্যভিচার কতখানি কা'র অন্তরে
শিকড় গেড়ে চ'লেছে ;
এ-হ'তে রেহাইয়ের একমাত্র পথ—
অচ্যুত, একনিষ্ঠ, শ্রদ্ধোজ্জ্বল সেবা-ব্যাপৃতি,
প্রীতিমুখর বচন, ব্যবহার ও রকম—
বাস্তব চলনে । ১৫১০ ।
১৪।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-১০

তুমি উদ্গত হ'য়েছ সেই পূর্ণ থেকে—
সেই অখণ্ড থেকে ;
পূর্ণ তা'কেই বলে—যা'—
তা'র যা'-কিছু নিয়ে
সার্থক হ'য়ে থাকে বা আছেই ;
তুমিও তোমার যা'-কিছু নিয়ে অখণ্ড,—পূর্ণ,
কারণ, প্রকৃতি-পরিমাপনার ভিতর-দিয়ে

তুমি তাঁ'রই উদ্গমন,
আর, তোমার যা'-কিছু পরিবেশ নিয়ে
সমন্বয়ী সার্থকতায় বর্দ্ধিত হওয়াই তোমার স্বভাব ;
তোমার প্রতিপ্রত্যেকটি পরিবেশও
তা'র রকমে পূর্ণ—অখণ্ড,
প্রত্যেকে যেমন তা'র যা'-কিছু পরিবেশ নিয়ে
সমন্বয়ে সার্থক হ'য়ে সম্বর্দ্ধিত হ'তে চায়,
স্বভাবতঃ তুমিও তা'ই—
পূরণে—পোষণে—রক্ষণে,
বিস্তারে—বর্দ্ধনে—সমঞ্জসা সেবায় ;
এই অখণ্ডের চাহিদা তোমার বৈশিষ্ট্য,
তা-ই তুমি চাও—
নিজের অখণ্ডত্ব নিয়ে
সেই এক অখণ্ডের উপাসনার ভিতর-দিয়ে
পরিবেশের প্রত্যেকটিকে অখণ্ড রেখে
সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ ইত্যাদির
ভূমায়িত অখণ্ডতা ;
এই অখণ্ডত্বের বিপরীত যা'
তা-ই তোমার জীবনের ব্যাপ্তির ও বৃদ্ধির ক্ষয়কারী,—
আর, তা-ই পাপ তোমার কাছে। ১৫১১।
১৫।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৩০

একজন প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী স্বার্থসন্ধিৎসু মানুষ
তোমার কথা কেমন ক'রে নিয়ে,
উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তোমার আদর্শে—
তা'তে লক্ষ্য রেখে
তুমি তোমার কথা ও ব্যবহারকে

যেমনতর নিয়োগ ক'রতে পারবে—
আর সে নিয়োগ যেমনতর,
যত স্বল্প সময়ে
কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠবে—সুষ্ঠুভাবে—
একটা বাস্তব সক্রিয়তা নিয়ে,—
তা'ই হ'চ্ছে কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রমাণ—
তুমি কেমন চতুর। ১৫১২।
১৬৬।১৯৪৯, বেলা ১১-৪০

যা'রা প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী, আত্মম্ভরী,
হীনম্মন্যতায় অভিভূত—
তা'রা প্রত্যক্ষভাবে আত্মসমর্থন-প্রবণ,
নিজের নির্দ্দোষিতাকে প্রতিপন্ন ক'রতে
মুখর চালবাজীতে একটুও পেছ-পা' নয়,
আর, তা'র সমর্থনে যে কী ক'রতে পারে
বা না পারে তা' ভাবাই কঠিন,
অন্যকে দোষী ক'রতে আবার তেমনি
নিষ্ঠুরভাবে যা'-কিছুর অবতারণা ক'রতে পারে,
তা'রা কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে অনুতাপ করে—
তা'ও প্রহসন-মাত্র,
অন্তরেই হোক বা বাইরেই হোক—
নিজের অন্যায় স্বীকার করা
ঘোর অপমানসূচক ও হাস্যোদ্দীপক
ব'লেই তা'রা মনে করে,
বিকৃত ধারণাকে বিকৃত যুক্তি দিয়ে
সমর্থন ক'রে

সরাসরি সাফল্য অর্জ্জন করার স্পৃহা তা'দের
অঢেল,—
আর, এইগুলিই সাক্ষ্য দেয়—
তা'দের অন্তর্নিহিত ব্যভিচার কত গভীর। ১৫১৩।
১৬।৬।১৯৪৯, দুপুর ১-১৫

যা' ক'রবে তা' নিবিষ্টমনেই ক'রো—
সব খুঁটিনাটিগুলিতে অবহিত হ'য়ে—যথাযথ,
যা'তে বিহিতভাবে সমবেত ক'রে
সেগুলিকে আয়ত্তে এনে
বাস্তব পরিণয়নে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার ;
আরও যা'-কিছু ক'রছ
তা'র প্রারম্ভ থেকেই জেনো—
এমনতর কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ঐগুলির সমন্বিত সহযোগে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে হ'বে
যা'তে তা'রা ইষ্টার্থ বা আদর্শের
অনুপূরক হ'য়ে ওঠে ;—
তবেই তোমার কৃতকার্য্যতা
সার্থক হ'য়ে উঠবে—
সুন্দরে—শিবে—সত্যে। ১৫১৪।
১৬।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫৫

কোন নীতি প্রণয়ন ক'রতে হ'লে
সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি হিসাবে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে—বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণে,

লক্ষ্য রাখতে হবে কৃষ্টিতে অর্থাৎ ধর্ম্মে—
যা' মানুষের বাঁচা-বাড়াকে ধ'রে রাখে—
সমুন্নত চলনে,
লক্ষ্য রাখতে হবে ঐক্যে—
কৃষ্টি বা আদর্শানুগ সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে ;
অন্ততঃ এ তিনটেকে যে-নীতি
সামঞ্জস্যে সমুন্নতিতে
চলন্ত ক'রে তুলতে পারে
তা'কেই গ্রহণ করা যেতে পারে ;
আর, নিরোধ ক'রতে হবে
এর পরিপন্থী যা' তা'কে—
যেমনটি—তেমনটি ক'রে ;
এই হ'ল নীতি প্রণয়নের
মোক্ষা মাপকাঠি। ১৫১৫ ।
১৮।৬।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪৯

প্রত্যাশারহিত প্রীতিসম্বেগে
দরদী হস্তে মানুষকে দাও—
যেমন পার,
এই অনুকম্পী দানই
জীবন্ত হ'য়ে তোমার দৈন্যকে
দণ্ডিত ক'রতে কার্পণ্য ক'রবে না। ১৫১৬ ।
২১।৬।১৯৪৯, বিকাল ৫-৫০

আমি বলি—
তুমি যদি তোমার যথাসর্ব্বস্বও

ঈশ্বরে বা ইষ্টে
একটা অবশ, উন্মাদনী শিথিল আগ্রহে
দানও ক'রে দাও,—
অথচ তুমি যদি তদর্থ-প্রতিষ্ঠায়
উদ্দীপিত অনুরাগে
সক্রিয়ভাবে
দক্ষ কূট কৌশলী সম্বেগে
কৃতীই হ'য়ে উঠতে না পার,—
কিংবা তৃষ্ণা-অপরামৃষ্ট হ'য়ে
একনিষ্ঠ অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হৃদয় নিয়ে
থাকতে না পার,—
আর, যা'র জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেও তৃপ্ত তুমি,
তোমার চরিত্রে তিনি যদি
সর্ব্বতোভাবে প্রাঞ্জল হ'য়ে না ওঠেন,
তোমার ও-ত্যাগ বা ও-দান মঞ্জুর হবে না কিন্তু,
সার্থকতার দীপন-মাল্যে তুমি
বিভূষিত হ'য়ে উঠবে না ;
কর,—যদি দিয়ে সুখী হও, দাও,—
হও—আর প্রাপ্তি তোমাকে
প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক—পরমার্থে। ১৫১৭ ।
২৩।৬।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

যা'তে যে-অনুরাগ তোমাকে
সর্ব্বহারা ক'রেও তৃপ্ত
ও সুখী ক'রে তুলেছে—
সেই অনুরাগ যদি তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায়
দক্ষ, কূটকৌশলী, কৃতী ক'রে

না তোলে তোমাকে,—
ধ'রে নিতে পার
সেটা তোমার অন্তর-উপচান, অভিধ্যানী,
প্রাঞ্জল অভিসার নয়কো—তখনও,
সে-অভিসার সার্থক হ'য়ে উঠছে না
সত্যে—শিবে—সুন্দরে,
জীবনকে প্রাঞ্জল ক'রে তুলছে না—
চলনে, চরিত্রে, সক্রিয় সমঞ্জসা সম্বোধনায়। ১৫১৮।
২৩।৬।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

বাস্তব নিয়ন্ত্রণে অর্থকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা—
যা'তে—তা' নিয়োজিত ক'রছ যা'তে
তা'র সক্রিয় সম্বর্দ্ধনার সহিত
নিজে উপচয়ে চলন্ত হ'য়ে,
পরিস্থিতিকেও পরিপোষণে
উন্নতি-সমাবেশী ক'রে
আরোতে চলন্ত হ'য়ে চলে—
এমনতর কুশল-প্রয়োগই
অর্থনীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। ১৫১৯।
২৪।৬।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

স্থিতির সংস্থিতি সঙ্কর্ষিত হয়
তেমনতরই সম্বর্দ্ধনায়—
পরিস্থিতির স্থিতি ও সঙ্কর্ষণ
যেমন উজ্জ্বল ও উৎকর্ষণী;
কারণ, স্থিতি সম্বর্দ্ধনী-খোরাক পেয়ে থাকে

তা'র পরিস্থিতির প্রতি-সংস্থিতির
উৎকর্ষী উৎক্রমণ থেকেই—প্রয়োজনমত। ১৫২০ ।
২৪।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

পোষণ-পরিভূতিকে অবজ্ঞা ক'রে
স্বার্থসন্ধিক্ষু প্ররোচনায়
শোষণ-তৎপরতা যেখানে যেমন নিষ্ঠুর,—
আদান-প্রদানের সমবেদন-সাহচর্য্য
যেখানে স্থবির বা মন্থর যেমন,—
আত্মঘাতী শোষণ-পৈশাচিকতা
লোলুপ লেলিহান ঔৎসুক্যে
সর্ব্বনাশে প্ররোচিত ক'রতে
অকুণ্ঠিত চলনে
ব্যস্ত পায়ে চ'লতে থাকে—
নিজেকে বলি দিয়ে পৈশাচিকতার পায়ে। ১৫২১ ।
২৪।৬।১৯৪৯, সকাল ১০টা

মুদ্রা মানেই হ'চ্ছে—
উৎপাদনী শ্রমের মুদ্রিত অভিজ্ঞান
যা'র বিনিময়ে তদনুপাতিক
পাওয়া যেতে পারে—
তা'ই সে অর্থ। ১৫২২ ।
২৫।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

না-জেনে বিজ্ঞতার আসনে ব'সে,
সেই ভড়ং-এ অজ্ঞ যদি
তা'র অজ্ঞতার বিজ্ঞে জবরদস্তি চালায়,—
তা' স্বতঃই সত্তার পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে,

বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে সত্তার,
ব্যত্যয়ের পথে ধারণাকে
গলাধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায়,
ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে সর্ব্বনাশ
অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে । ১৫২৩ ।
২৬।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

তোমার জ্ঞান, বিজ্ঞান,
সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ
যদি কোথাও সমাবিষ্ট হ'য়ে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ না ক'রল,
বা কোন মূর্ত্তিতে সার্থক হ'য়ে না উঠল
প্রীতি-উৎসারণায়,—
তুমি স্বষ্ঠুত্বের প্রসাদ থেকে
দূরেই থাকলে । ১৫২৪ ।
২৬।৬।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

অন্তরে মানুষ কেমন—
কোন্ বৃত্তি আধিপত্য ক'রছে
তা' বুঝতে হ'লেই দেখে নিও
অসতর্ক মুহূর্ত্তে বা উত্তেজনা-পরবশ হ'য়ে—
কামে, ক্রোধে, লোভে,
মদে, মোহে, মাৎসর্য্যে
কী ক'রছে, ব'লছে বা কেমন চ'লছে—
তার থেকে বোঝা যাবে তা'র অন্তর্নিহিত নায়কবৃত্তি,
বুঝে চ'লো,
আবার, ঐ উত্তেজনার আবেষ্টনে চ'লেও

যা'র ধী, চলন, বলন সৌজন্যশাসিত
ও স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা-উদ্দীপী—
সে যেই হোক আর যেমনই হোক
তা'র অন্তর্নিহিত নায়কবৃত্তি সৎ ;
এই যে সৎ—এটা মন্থরবীর্য্যও হ'তে পারে—
সবিচ্ছেদও হ'তে পারে—
তীক্ষ্ণবীর্য্যও হ'তে পারে ;
এটা আবার নিরূপিত হয়—
সময়, বাক্য ও ক্রিয়ার সংহতি
যা'র যেমনতর সক্রিয়—তদনুপাতিক
রকম ও ধাতুর বিন্যাসে ;
আবার, বাহ্যতঃ কটুভাষী হ'য়েও
কেউ যদি সৎকর্ম্মা,
সাধু-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও লোকহিতী হয়—
সেখানে বুঝতে হবে অন্তর তা'র সৎ। ১৫২৫।
২৬।৬।১৯৪৯, সকাল ১০-১৫

সামান্য বিষয়েও যে যেমন বিশ্বস্ত
বৃহত্তরেও সে তেমনি বিশ্বস্ত ও দায়িত্বপূর্ণ—
যদি না সে প্রবৃত্তি-অভিভূত
হীনম্মন্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৫২৬।
২৬।৬।১৯৪৯, বেলা ১০-৪০

প্রীতি তখনও প্রকৃত হ'য়ে ওঠেনি তোমার—
যতক্ষণ প্রিয়-স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা
তোমারই নিজের হ'য়ে না উঠছে,
আর, সেবাসম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি—

সক্রিয় পরিচর্য্যায় স্বতঃ হ'য়ে,
প্রীণন-পরিকল্পনা অলস,—
সক্রিয় হ'য়ে ওঠেনি বাস্তবে—
পুষ্টি দিতে তা'র,—
তৃপ্তি দিয়ে,—সম্বর্দ্ধনায়
অধীশ্বর ক'রে তুলতে তা'কে—
আর, ঐ উপভোগের আত্মপ্রসাদে
ভরপুর ক'রে তুলতে নিজেকে। ১৫২৭।
২৬।৬।১৯৪৯, বিকাল ৩-৪৫

মমতা যখন আপন ক'রে নেয়—নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহে,—
তখন ঐ মমতার পাত্রটি হ'য়ে পড়ে স্বার্থ,
চাহিদা, চলন, চিন্তা হ'য়ে ওঠে
কেন্দ্রায়িত তা'তেই,
প্রীতি-সংবর্দ্ধন উদগ্র সক্রিয়তায়
সেবাচর্য্যায় ব্যস্ত পায়ে চ'লতে থাকে
কুশল-কৌশলী হ'য়ে,
শঙ্কিত—ত্রস্ত সমীহে;
এমনি ক'রেই তা'র পরিণয়ন
সেই দিকেই চ'লতে থাকে,
চায় না,—
ভ্রান্তি তা'কে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,
আবার, মমতার পাত্রটির অবহেলাও
বিদগ্ধ ক'রে তোলে তা'কে,
তবু চায় বেঁচে থাক্, সুখী হোক্,
সুখে থাক্,

আর, তা'ই নিয়েই সুখে থাকতে চায়—
চলে বেদনার বিক্ষুব্ধ অভিসারে। ১৫২৮।
২৬।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২০

ব্যাধির জনক হ'লো চিন্তা,
জননী হ'লো তৎপরিপোষণী পরিস্থিতি—
যা'র ভিতর-দিয়ে বৈধানিক বিকৃতি জ'ন্মে থাকে ;
আর, নিরাকরণ হ'চ্ছে
পরিস্থিতির সত্তাপোষণী বিন্যাস,
চিত্তের সংঘাত-অপসারিণী ব্যবস্থার ভিতর-দিয়ে
ফুল্ল উদ্দীপনা,
এবং বৈধানিক বিকৃতির
নিরাকরণোপযোগী ঔষধ ও পথ্য। ১৫২৯।
২৭।৬।১৯৪৯, সকাল ৬-৩৫

আত্মিক শক্তির অজচ্ছল সম্ভাব্যতা থাকলেও
যদি তুমি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না ওঠ—ইষ্টদেবে,—
আর, ইচ্ছার অচ্যুত প্রবাহে
আবেগ-উদ্যোগী সম্বেগে
সঙ্কল্পে উচ্ছল হ'য়ে
সিদ্ধান্তে সক্রিয় হ'য়ে,
দায়িত্বে দুর্ব্বার হ'য়ে
অন্তরায়গুলি অতিক্রম ক'রে
ঐ সম্ভাব্যতা যদি কর্ম্মে ফুটন্ত হ'য়ে না ওঠে—
শ্রেয় বা প্রেয়-সার্থকতায়,—
তোমার ঐ সম্ভাব্যতা শিথিল বিস্তারে
মিইয়ে না গিয়ে থাকতে পারবে না কিন্তু,

সম্ভাব্যতা স্বভাবে ফুটে উঠবে না,
উদ্বর্দ্ধনে বেড়ে উঠবে না—
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে জ্ঞানে,
সার্থক-প্রজ্ঞায়, সম্বোধি-প্রস্রবণে,
চেতন-উচ্ছ্বাসে,
থেকেও না-ই হ'য়ে চ'লবে—
'নয়'-এর পথে। ১৫৩০।
২৭।৬।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

আমার মনে হয়, যে-কোন বর্ণই হোক—
তা'র কুল-সংস্থিতির উপর দাঁড়িয়েও
মস্তিষ্ক হ'তে বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বিকিরণ
যা'র যেমনতর,—
বিবর্দ্ধনী সম্ভাব্যতাও তা'র তেমনতর,
আরও মনে হয়—
এই মস্তিষ্কী বিকিরণকে কৃষ্টি-তপশ্চরণ
ও বিহিত বিবাহ-সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
বর্দ্ধিত করা যেতে পারে। ১৫৩১।
২৮।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৮টা

ইষ্টীপূত একনৈষ্ঠিকতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
সুবিধাবাদী প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় প্রলোভিত হ'য়ে
মানুষ যখনই বহুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে,—
নিষ্ঠা তখনই নিভে যেতে সুরু করে,
ভক্তি ব্যভিচার-দুষ্ট হ'তে থাকে,
নিয়ন্ত্রণ ব্যত্যয়ী-পথ ধ'রে চ'লতে থাকে,

আর, বিধ্বস্তি চৌর্য্যপদবিক্ষেপে
স্মিত অন্তঃকরণে এগুতে থাকে তা'র দিকে,
বিহিত গন্তব্যে উপস্থিত হওয়া মাত্র
'রে'-'রা'-রবে আক্রমণ ক'রে, খণ্ডবিখণ্ড ক'রে
দুর্দ্দশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ ক'রে
নিকেশের উপঢৌকন যোগাতে থাকে ;
অন্তরে লক্ষ্য রেখো,
সাবধান হ'য়ো,—ওর উপক্রম দেখলেই—
সামাল পদবিক্ষেপে। ১৫৩২।

৩০|৬|১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬টা

ঈশ্বর বা ইষ্টে তোমার
আধ্যাত্মিকতাকে সার্থক ক'রে তোলাই
তোমার জীবনের সার্থকতা ;
আর, এই সার্থকতার উদ্গাতাই হ'চ্ছে—
তোমার চরিত্রকে জাজ্জ্বল্যমান ক'রে তোলা,
প্রাণবান ক'রে তোলা প্রতিটি পদক্ষেপকে,
সেই জীবনে জীবন্ত হ'য়ে ;
আবার, এই চরিত্রের ধারকই হ'চ্ছে শরীর,
বিহিতভাবে এই শরীরের চর্য্যায়
শরীরকে সহনক্ষম ও শক্তিশালী ক'রে তোলা,
বাধাবিধ্বংসী, কূটকৌশলী
উপস্থিতবোধির নিখুঁত চর্য্যায়
বুদ্ধিকে নিখুঁত ও প্রাঞ্জল
ক'রে তুলতে হবে,
ক্ষিপ্রকর্ম্মা হ'য়ে উঠতে হবে,
সাহসকে অদম্য ক'রে তুলতে হ'বে,

শক্তিকে উচ্ছল ক'রে তুলতে হবে,
সংহতিকে অচ্ছেছ্য ক'রে তুলতে হবে,
ইষ্টানুগ একতাবন্ধনে সুদৃঢ় হ'য়ে চ'লতে হবে ;
কৃতীই যদি হ'তে চাও,
কৃতার্থ যদি হ'তে চাও—
এই তপে বিমুখ হ'য়ো না,
যোগ্যতা থাকতে—স্বাস্থ্য থাকতে
নিজেকে রেহাই দিও না,
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" ১৫৩৩।
৩০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টানুরাগী
সেবার ভিতর-দিয়ে
আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন কর,
এই অনুশীলনের ভূমিই হ'চ্ছে—
বাস্তব ব্যাপারে বাক্ ও কর্ম্মের
সৌহার্দ্দ্য স্থাপন ক'রে
ব্যবহারে চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তোলা,
আবার, এই জীবন-পরিণয়ন নির্ভর ক'রছে—
কুশল-কৌশলী হ'য়ে শরীরচর্য্যায়
শক্তিকে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলায় ;
বাধা-অপসারিণী সম্বেগ নিয়ে
উপস্থিতবুদ্ধির চর্চ্চার ভিতর-দিয়ে
দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতাকে জীবনে
স্বতঃ ক'রে তোল—
যা'তে লহমায় লক্ষ্য ভেদ ক'রে তুলতে পার ;

শরীর, মন ও আত্মিকতার
স্বভাবসিদ্ধ এই সঙ্গতিই হ'চ্ছে—
সার্থকতার যাদুমন্ত্র। ১৫৩৪।
৩০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৫

বজ্রের মত নির্ঘাত হও,—
বৈশিষ্ট্যানুগ, সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে
ব্যাহত করে যা'—
নিরোধ ক'রতে তা'কে,
পুণ্যের মত উদাত্ত হ'য়ে ওঠ,—
প্রেমের মত কোমল হ'য়ে ওঠ—
কৃষ্টিপরিপোষণী, সত্তাসম্বর্দ্ধনী যা'—
তা'তে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে উৎসারণী ক'রে। ১৫৩৫।
৩০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১০-১৫

মনকে কেন্দ্রায়িত ক'রে রাখ,
বুদ্ধিকে প্রখর ক'রে তোল—
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে,
বাস্তব যা' তা'র পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যকে নির্ণয় কর,
শরীরকে বীর্য্যবান্ ক'রে তোল—
বিহিত চর্চ্চায়, বিহিত অনুশীলনে,—
দক্ষ—ক্ষিপ্র ক'রে;
উপস্থিতবুদ্ধিকে স্বতঃ ক'রে তোল—
সতর্ক থেকে,
প্রণিধানকে ক্ষিপ্র ক'রে নিয়ে,
নির্ভুল ও অকাট্য প্রত্যয়ে,—

যা'তে মুহূর্ত্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পার ;
আর, তোমার যোগ্যতাকে এমনতর
চক্ষুষ্মান্ ও বিদ্যুৎসম্বেগী ক'রে তোল—
যা'তে বিহিত যা' করণীয়
মুহূর্ত্তে ক'রে ফেলতে পার তা',
প্রস্তুতি এমনতর হ'লে
প্রভাবও সুপ্রভ হ'য়ে উঠবে তোমার। ১৫৩৬।
৩০|৬|১৯৪৯, রাত্রি ১১টা

যা'ই ভাব, যা'ই কর, আর যেমনই চল—
মনে রেখো—তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃষ্টি
ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে,
বিধ্বস্তিকে এড়িয়ে—অতিক্রম ক'রে,
উৎকর্ষী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অবাধ হ'য়ে
যেন চ'লতে পারে ;
প্রতি-বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিপোষণায়
সেদিকে নজর রাখতে হবে—
অচ্যুত থেকে, উদ্বর্দ্ধনার পরম আবেগে ;
—তবেই তা' লোকহিতী হ'য়ে উঠবে,
মঙ্গলের অধিকারী হবে তুমি
তোমার পরিবেশ নিয়ে—সগৌরবে। ১৫৩৭।
৩০|৬|১৯৪৯, রাত্রি ১১-৪

তোমার ঐশ্বর্য্যই থাক, সম্পদই থাক,
আর সঙ্গতিই থাক,—
তুমি যদি তা'কে পরিপালন ক'রতে না জান,
বিহিত ব্যবস্থায় সুবিন্যাস ক'রতে না জান,

তা'কে এমনতর নিয়োগ ক'রতে না জান—
যা'তে প্রতিক্রিয়ায় সে নির্ঘাতভাবে
উপচয়ে চ'লবেই কি চ'লবে,—
তাহ'লে অতো থাকা,—অতো পাওয়াও
তোমার কাছে তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে উঠবে না,
বরং তোমার জীবনে সে ভারস্বরূপ হ'য়ে উঠবে,
তোমার ভার নিয়ে চ'লতে পারবে না সে ;
তাই, সন্ধিৎক্ষু সমালোচনায় তা'কে দেখ,
নিয়ন্ত্রণ কর বিহিতভাবে—
যা'তে উপচয়ী হ'য়ে ওঠে সে তোমাতে,
তবে তো সুবিধা ;
"যো যাকো শরণ লে
সো তাকো রাখে লাজ,
উলট্ জলে মছলি চলে
বহি যায় গজরাজ"। ১৫৩৮।
২।৭।১৯৪৯, সকাল ৮-৪০

যেমন স্বামী-স্ত্রীর সংযোগের ফলেই সন্তান,—
তেমনি অভিভাবক ও শিক্ষকের
সুসঙ্গত, সহযোগী
বিহিত সন্তান বা ছাত্র-পরিচর্য্যার
ভিতর-দিয়েই জন্মে শিক্ষা ;
আর, এই সহযোগ যেখানে যত শিথিল,
শিক্ষাও সেখানে মূঢ় তেমনি,
কারণ, সন্তান বা ছাত্র
ঐ বেফাঁস ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়ে ওঠে—

সংযত হ'য়ে শিক্ষকে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
শিক্ষায় সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে না ;
শুধু অর্থ খরচ ক'রলেই
শিক্ষা হয় না,
চাই অভিভাবক ও শিক্ষকে
সশ্রদ্ধ সহযোগ,
আর, সন্তান বা ছাত্রের চাই—
শিক্ষার অনুপ্রাণনার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষকে অনুরাগ—
তবে তো । ১৫৩৯ ।
২।৭।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৪

ধৃতি যা'র যেমন শিথিল ও বিচ্ছিন্ন,—
ধর্ম্মও তা'র তেমন ক্ষীণ,
আবার, শিষ্ট যেমন ধৃতি—
ধর্ম্মও তেমনি সক্রিয় ও ভূতিশীল । ১৫৪০ ।
২।৭।১৯৪৯, বেলা ১০-৪০

তোমার কেহ প্রেয়ই হউন,
শ্রেয়ই হউন বা আদর্শই হউন,—
তাঁ'র সাথে এমনতর সংশ্রব, ব্যবহার
বা প্রত্যাশা রেখো না—
যা'র ফলে, কোনপ্রকার ব্যত্যয়
বা বীতরাগ আসতে পারে তোমাতে,—
শ্রদ্ধানুসৃত তুষ্টির অপলাপে
দুষ্ট, দোষদর্শী, স্বার্থান্ধ বিভ্রান্তির অনুচর্য্যায় ;
কারণ, এর ফলে

তুমি প্রবৃত্তিপোষণী আকাঙ্ক্ষার
এমন অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যেতে পার—
যা'র ফলে, স্বামিত্ব বা গুরুত্বের উপেক্ষায়
তোমার সত্তা অন্ধতমে
অবশ হ'য়ে চ'লতে পারে,
জীবনটা অসাড় ও অপকর্ষী
হতভাগ্য বিভ্রান্তিতে নিকেশ হ'য়ে যেতে পারে,
প্রবৃত্তির আততায়ী নির্ঘাত আঘাতে
সম্বর্দ্ধনা তোমার নিরুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে—
বিক্ষুব্ধির বিকৃত-চলনে। ১৫৪১।
২।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৮-২০

দুনিয়ার কা'রও সাথে বা কিছুতে
এমনতর সংশ্রব-সম্বন্ধ হ'তে যেও না—
যা'র ফলে, তোমার ইষ্টদেব যিনি
তাঁ'তে তোমার উদ্দীপ্ত, সশ্রদ্ধ অনুরাগের
কোনপ্রকার অপলাপ
ঘ'টে উঠতে পারে বা ওঠে—
তাঁ'র উৎকর্ষী সম্বর্দ্ধনা ছাড়া,
যা' সার্থকতায় পুরশ্চরণ লাভ করে ;
কেন না, এর ফলে
তোমার অন্তঃকরণের যা'-কিছু—
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থকতায় সমাবেশ লাভ ক'রছিল
সব দিক দিয়ে,—সব ভাবে,
তা' বিচ্ছিন্নতায় টুকরো-টুকরো হ'য়ে উঠবে,
তুমি কোথায় বাভিচারিণী প্রবৃত্তি-লালসার

কুটিল আকর্ষণে কী হ'য়ে
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লবে—
তা'র নিকেশও থাকবে না। ১৫৪২।
২।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫৫

যা' গোপন রাখাই শ্রেয়—প্রেয়-সার্থকতায়,—
বেকুবী, বিভ্রান্ত সততায়
তা'কে উন্মোচন ক'রতে যেও না,
ফলে তুমিও যাবে—
হারাবেও সব ;
তাই, সৎ হওয়া ভাল, সাধু হওয়া ভাল,
কিন্তু মূঢ় সাধুত্ব—সাধুত্ব নয়কো—
বরং সর্ব্বনাশের। ১৫৪৩।
৩।৭।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

অনুরাগ যা'র যেমনতর শুদ্ধ, সক্রিয়,
সুষ্ঠু, সন্ধিৎসু ও সতর্ক,—
তা'র প্রেয়ের অবস্থানও তেমনতর পবিত্র—
সেবা-সৌজন্য-বেষ্টিত। ১৫৪৪।
৫।৭।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

তোমার শ্রেয় বা প্রেয় যিনি,—
তাঁ'র প্রতি তোমার সক্রিয়
সেবাচর্য্যী অনুরাগ
বাস্তবে পরিপালিত যেমন—
আগ্রহ-আবেগে, বাক্যে,

ব্যবহারে, কর্ম্মে, বুদ্ধিকৌশলে,
তোমার পরিকর ও অনুচর—
যা'দের দিয়ে তুমি পরিবেষ্টিত আছ,—
তোমার চরিত্রের উদ্দীপনী ঔজ্জ্বল্যে বা অপলাপে
তা'রাও কিন্তু তেমনি হ'য়ে উঠবে
তোমার প্রতি ;
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে
সক্রিয় অনুরাগে, বাস্তব সেবায়,
বাক্ ও ব্যবহারে
প্রস্তুতি-পদক্ষেপে চ'লতে থাক—
সময়ানুগ কুশল-কৌশলী পরিণয়নে,
উপকৃত হবেও তুমি—
আর উপকৃত হবে
তোমার পরিকর যা'রা তা'রাও,
আবার, এই হ'চ্ছে সেই পরখ—
যা' দেখে বুঝতে পারবে
তুমিও তা'দের কাছে কেমন ও কতখানি উদ্বর্দ্ধনী। ১৫৪৫।
৫।৭।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪৯

যদি ইষ্টনিষ্ঠ, অচ্যুত, একানুবর্ত্তী না হও,—
যদি তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন না কর,—
তোমার যা'-কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে—কুশলকৌশলে,
যদি তুমি শ্রমকুশল উৎকর্ষী চলনে না চল—
সানুকম্পী, সহযোগী, সক্রিয়, সেবা-সৌকর্য্য নিয়ে
সুশৃঙ্খল দক্ষতায়,—
তোমার চরিত্র যদি সত্য ও ন্যায়ে

সক্রিয়ভাবে এমনতর জলুস বিকিরণ না করে—
যা'তে প্রতি-প্রত্যেকের কাছে তুমি শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে ওঠ,
তোমার সংসর্গে সশ্রদ্ধ অনুরাগোদ্দীপ্ত হ'য়ে
লোকে যদি চরিত্রবান্ না হ'য়ে ওঠে,—
সম্বর্দ্ধিত না হ'য়ে ওঠে জীবন-চলনে,—
অন্ততঃ এগুলির ছিটেফোঁটাও
যদি তোমার চরিত্রে না থাকে—
ব্যক্তিত্বকে জড়িয়ে, সুষ্ঠু দৃঢ়তায়
স্বতঃ-উৎসারণশীল হ'য়ে,—
তুমিই হও আর তোমরাই হও—
যদি প্রতিপ্রত্যেকে পারস্পারিকভাবে
নিজের এবং নিজ জাতিগত
কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যোৎকর্ষী সত্তা-সম্বর্দ্ধনের
বিরোধী যা', অশুভ যা', অমঙ্গল যা',—
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তা'কে তেমনতর নিরোধ ক'রে না চল
বিক্ষোভকে প্রশমিত ক'রে,—
যে-শাসন বা যে-নীতিই
তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করুক না কেন,
তা' ব্যর্থ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'লেও ;
ওতেই আবার জীবনের আত্মরক্ষণ-প্রবৃত্তি
এমনিতর শাসন-নিগড় সৃষ্টি ক'রে তুলবে—
যা'তে বৈশিষ্ট্যকে লাঞ্ছিত ক'রে,
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম-হারা ক'রে,
সরীসৃপের সম্মোহিত শিকারের মত
তোমার উন্মাদ-প্রবৃত্তি-প্ররোচনা

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ডুবিয়ে, বাধ্য ক'রবে তোমাকে
তা'র কবলে গা' ঢেলে দিতে ;
আর, তোমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রী স্বতঃ-আত্মনিয়ন্ত্রণকে
দাসত্ব-নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে-ললাটে
আবদ্ধ ক'রে তুলতে থাকবে তা' তখন থেকেই,—
একটা শঙ্কা-শাসিত মৃত্যু-ভীতিকে
জাগরূক রেখে তোমার সম্মুখে ;
আগুন-ছাড়া তপ্ত-কটাহেও আর স্থান মিলবে না তখন—
বেঁচে থেকেও,
তোমার ধর্ম্ম বা সত্তাশাসক ঐ হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃ-শাসনে,
আর তা' ততক্ষণ,—যতদিন পর্য্যন্ত তুমি তোমার
প্রবৃত্তি-বিক্ষোভে গা' ঢেলে দিয়ে চ'লছ ;
তোমার দুর্ব্বলতাকে তুমি খাতির ক'রতে পার,
কিন্তু দুর্নীতি
তা'র সুবিধা নিতে কসুর ক'রবে না ;
আবার, যোগ্যতর যে—সে যেমনই হোক,—
অন্যের উপর আধিপত্যও ক'রবে তেমনতর ;
তাই, শায়েস্তাকারী বিপাক ছাড়া
সর্ব্বনাশা শাসন ছাড়া
তোমাকে আয়ত্তে রাখবে কে ?—
যে-শাসন এই তোমাদেরই
আত্মঘাতী বিক্ষোভেরই
কুটিল আমন্ত্রণ ;
তাই, যত পার, বিরোধ না ক'রে
সত্তার অশুভ যা' তা'কে নিরোধ কর,
মন্দ যা' তা'কে এগুতে দিও না,

উৎকর্ষী উদ্দীপনায় উদ্দাম হও
ও উদ্যমী ক'রে তোল তোমার পরিবেশকে,
আদর্শানুগ সহযোগী সম্বর্দ্ধনা
স্বাধীন উদ্যমে স্বতঃ হ'য়ে
শুভে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক সবাইকে ;
জীবনকে অবজ্ঞা ক'রলে
যমই তোমাদের একমাত্র অবধারিত আশ্রয় ;—
যদি জীবনই চাও—বোঝ, কর, চল,
আর, চলন্ত ক'রে তোল সবাইকে তা'তে। ১৫৪৬।
৫।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

যা' জীবনের পক্ষে ক্ষয় ও ক্ষতিকর
এমনতর সংবাদ, ব্যাপার, সন্দেহ, সঙ্কেত
বা ধারণাকে—
তা' যা'ই হোক না কেন—
উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে সন্ধিৎসার সহিত
তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিত হও,
আর, তা'র ব্যবস্থিতিতে
কখনও শ্লথ হ'য়ো না,
তৎক্ষণাৎই তা'র সুব্যবস্থা কর ;
তা'তে নিশ্চিতভাবে রুদ্ধ
বা ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে তা'। ১৫৪৭।
৭।৭।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪১

লোকহিতী, একসূত্র-সঙ্গতি-সার্থক,
বৈশিষ্ট্যপূরণী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী,
গণসত্তাসম্বর্দ্ধনী যা'রা—

তা'রা যদি
তা'দের বিবেচনায় নিকৃষ্ট কোন প্রথা
বা পন্থার বিরুদ্ধে
সঙ্ঘর্ষ বা যুদ্ধ ঘোষণাও করে—
আর, এ সঙ্ঘর্ষের ভূমি
যদি স্বার্থসন্ধিৎসু হামবড়াই না হ'য়ে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী লোকহিত হয়,—
তোমার বিবেচনায় বিভ্রান্ত হ'লেও—
তা'দিগকে যুদ্ধ-অপরাধী ক'রে দণ্ড-নিদেশ জারি করা
এমন একটা নিষ্ঠুর প্রভাব সৃষ্টি করে—
যা' মানুষকে বিচলিত ক'রে তোলে,
সন্দিগ্ধ ক'রে তোলে—
উৎসাহান্বিত না ক'রে—লোকহিতব্রতে ;
যদি তোমার বাস্তব যৌক্তিক আলোচনা দিয়ে
তা'দিগকে সংশুদ্ধ ও সংবুদ্ধ ক'রতে পার—
তা'-ই কিন্তু তোমার কাজের হবে,
পাবে তাকে—
প্রাণবন্ত লোক-জীবন-উদ্বর্দ্ধনীরূপে ;
কারণ, অমনতর বৈশিষ্ট্যপ্রাণ
দুনিয়ার বুকে কমই আবির্ভূত হয়। ১৫৪৮।
৭।৭।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৭-৫

বিবাহেই হোক বা অবৈধ যৌনাচারেই হোক—
প্রতিলোম-সংযোগ যেখানেই,—
ভ্রূণ যে সেখানে বিকৃত
তা' ধ'রেই নিতে পার,
আর, সে-সংযোগ হবে

বিকৃত সন্তানেরই প্রসূতি,
সেই সন্তানের মস্তিষ্কে ধী ও মেধার
এমনতরই অভাব হ'য়ে ওঠে—
যা'তে আদর্শ ও কৃষ্টিতে
সন্ধিৎসু যৌক্তিকতা নিয়ে
বর্দ্ধনী সমাবেশকে আয়ত্তই ক'রতে পারে না,
বরং তা'রা হয় প্রবৃত্তি-বুভুক্ষু, শ্রমবিমুখ,
চাহিদা-সংক্ষুধ, সম্বর্দ্ধন-বিদ্রোহমনা ;
এর ফলে, আদর্শবাদ তা'দের কাছে
রূপকথা হ'য়ে দাঁড়ায়,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি তা'দের কাছে
ভূতুড়ে ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়,
যায় আদর্শ, যায় ধর্ম্ম, যায় কৃষ্টি, যায় সংহতি,
শক্তি পায় আত্মম্ভরী স্বার্থলোলুপ পরিণয়ন,
সম্বর্দ্ধন হয় তা'দের মূক ও বধির,
স্বভাবতঃ হয় তা'রা বর্ণদূষক, পরিধ্বংসী ;
তা'দের সংখ্যাধিক্য যত হবে—
রাষ্ট্রও যাবে, রাষ্ট্রীকও যাবে,
এই হ'লো মোক্তা কথা ;
যদি বুঝতে ইচ্ছা হয়—বোঝ,
বিবেচনাও ক'রে দেখতে পার—
কী চাও ?—প্রেয়ই বা কী তোমার কাছে ? ১৫৪৯ ।
৭।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২৫

পাগলও যদি হয়—
আর, তা'র যা'-কিছু সবের ভিতর দিয়ে
কেন্দ্রায়ণী ঝোঁক যদি

অচ্যুত হ'য়েই চলে—
সক্রিয় সেবামুখর হ'য়ে,
সে ঢের ভাল, ঢের আশাপ্রদ,
যদিও সে তা' বোঝে না—
সে ঢের পণ্ডিত, ঢের বোদ্ধা সার্থক-বিন্যাসে—
একজন পাণ্ডিত্যাভিমানী
তথাকথিত ভাল মানুষের থেকে—
যে বেচালকেই সুচাল মনে করে—
বিকেন্দ্রিক চিন্তা ও চলনে চ'লে,
সে যত বড়ই হোক,—
মুখপাত তা'র যতই জলুসওয়ালা হোক,—
বিদ্যা ও বিশ্বসেবার চলনে
যতই চ'লতে থাকুক না সে। ১৫৫০।
১০।৭।১৯৪৯, সকাল ৭-৪৫

যা'রা অজ্ঞানী, সন্দেহী, শ্রদ্ধাহীন—
সাধারণতঃ তা'দের বিকৃত ধারণাই
প্রকৃত হ'য়ে প্রকৃতিগত হ'য়ে থাকে,
আর তাই, তা'দের চালচলন, ভাবভঙ্গী
এমনতর দৃষ্টি নিয়ে চলে—
যা'র ফলে, যথার্থ যা'
তা'কেও বিকৃত ধারণায় বিকৃত ভেবে
তা'রই বশবর্ত্তী হ'য়ে চ'লতে থাকে,
বিভ্রান্তির বিমর্দ্দনে, ক্লান্তির বশে
হুঁচোট খেতে-খেতে হয়রাণ হ'য়েও
রেহাই নেই,
সব দুনিয়াটাই তা'দের কাছে দোষী—

বিশেষতঃ যা'দের সংস্পর্শে এসেছে,
হতভাগ্য হতাশ্বাসই অনুগমন ক'রতে থাকে তা'দের ;
তা'দের বৈশিষ্ট্য এই—
ভাল ক'রলেও খারাপ ভেবে নেবে,
খারাপ ক'রলেও খারাপ ভেবে নেবে। ১৫৫১।
১০।৭।১৯৪৯, দুপুর ১২-১০

কথায়-কাজে এমনতর ব্যবহার
ক'রতে নাই—
যা' নাকি প্রতিক্রিয়ায় আততায়ীর মত
নিজেকে আক্রমণ করে। ১৫৫২।
১৩।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪০

ধর্ম্ম কেন্দ্রায়িত হয় আদর্শ-জীবনে,
আর, জীবন্ত হ'য়ে ওঠে তখনই তা'—
অনুস্যূত হ'য়ে তৎচরিত্রে,
আর, তখনই এমনতর জলুস নিয়ে
তা' বিকীর্ণ হ'তে থাকে—
যা'র ফলে, সেই আলোতে আলোকিত হ'য়ে ওঠে—
যা'রাই শ্রদ্ধান্বিত, অনুরাগী ;
আর, এমনি ক'রেই ধর্ম্ম
জীবনে বাস্তব রূপ নিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়ায়—
ধারণ ক'রবার, পোষণ ক'রবার
একটা সম্বর্দ্ধনী আবেগ নিয়ে,
প্রীতি-বিহ্বল, সক্রিয় পরিবেষণ নিয়ে,

লোকসংহতির একটা সুষ্ঠু দম্বল নিয়ে—
যে-দম্বলের চরিত্রগত তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
তা'র অনুকূল যা', তা'তে শ্রদ্ধান্বিত যা'—
তা'কে তৎচরিত্রে উন্নত ক'রে তোলা। ১৫৫৩।
১৪।৭।১৯৪৯, বেলা ১০টা

রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র
যখনই প্রবৃত্তি-তান্ত্রিকতায়
গা' ভাসিয়ে চ'লতে সুরু করে,—
অবজ্ঞা ক'রে বৈশিষ্ট্যানুগ, সত্তাসম্বর্দ্ধনী
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে—
অন্তর-প্রতিক্রিয়ায়
তা'র ভিতর থেকেই
স্বতঃ-অঙ্কুরণায় গজাতে থাকে
সেই নীতিবাদ, সেই শাসন—
যা' ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অবদলিত ক'রে
সর্ব্বহারা হ'তে বাধ্য করে। ১৫৫৪।
১৫।৭।১৯৪৯, রাত্রি ১০-২৫

কুশল-কৌশলে গৃহস্থালী ব্যাপারকে
এমনতর নিয়ন্ত্রিত করা—
যা'তে গৃহস্থালীর যা'-কিছু
পারস্পরিক সহযোগিতায়
উপচয়ে সংবর্দ্ধিত হ'য়ে চলে,—
অর্থনীতির তুকই হ'চ্ছে তা'ই। ১৫৫৫।
১৬।৭।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

যা'র প্রতি আগ্রহ নাই তোমার,
সক্রিয় অনুকম্পী নও তুমি—
সেবায়, সাহচর্য্যে,—
তোমার প্রতি তা'র আগ্রহশীল থাকা
বা সক্রিয় অনুকম্পী হওয়া
স্বভাবসিদ্ধ নয়—
এক-আধটু অতিমানবতা না থাকলে ;
আগ্রহ বা অনুকম্পা পেতে হ'লেই
অন্যের প্রতিও তা'ই ক'রতে হবে,
না ক'রে তা'র প্রত্যাশা করা
দুরাশা মাত্র। ১৫৫৬।
১৬।৭।১৯৪৯, দুপুর ১২-৩৫

সূচীপত্র